সাময়িক প্রসঙ্গ।

দুর্ভিক্ষে দান—আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি বর্দ্ধমানের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী—খুলনা ৫ ও নিরুপমা দেবী—ভেলিনীপাড়া ১ টাকা আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা যথাস্থানে প্রেরিত হইল।

স্ত্রী সায়ংসমিতি—বোম্বাইয়ে ডাক্তার পিটী নাম্নী যে স্ত্রী ডাক্তার আসিয়াছেন, তাঁহারই উদ্যোগে তত্রত্য অন্যতম জজ ক্রু সাহেবের ভবনে দেশীয় রমণীগণকে লইয়া এক সায়ংসমিতি হয়। জজ [illegible]র সহধর্ম্মিণী একত্র মিলনে বিশেষ উৎসাহ ও সৌজন্যের পরিচয় দেন।

পারসী বালিকা সভা—বোম্বায়ের পারসী বালিকারা "Parsee girls' Association" নামক সভা দ্বারা অনেক মহৎ কার্য্য সাধন করিতেছেন। এই সভার অধীনে ৩টী বালিকা-বিদ্যালয় আছে, ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ৩০০ শত। সম্প্রতি তাঁহাদের পরিচালিত [illegible] কার্য্য [illegible] এই [illegible] [illegible] প্রায় ৪ হাজার টাকা [illegible] [illegible] মাসিক চাঁদা [illegible] হয়। বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজ এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারেন।

দয়ার পুরস্কার—লণ্ডনে "Royal Humane Socity" রাজকীয় সহৃদয়তা সভা পৃথিবীর যে কোন স্থানে দয়াধর্ম্মের অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখিলে পুরস্কার দ্বারা দয়াশীল ব্যক্তির উৎসাহ বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন। আপনার প্রাণ দিয়া যে অন্যের প্রাণ রক্ষা করে, তাহার দয়াই যথার্থ; সে দয়ার উপযুক্ত পুরস্কার মনুষ্য দিতে পারে না। যাহাহউক এরূপ কার্য্যের সমাদর যত বাড়ে, জনসমাজের ততই মঙ্গল। লাহোরের এক কূপে এক ব্যক্তি পড়িয়া যায়, তাহার উদ্ধারার্থ আর এক ব্যক্তি নামিয়াও উঠিতে পারে নাই; উভয়েই মৃতকল্প। পঞ্জাবী এক কনষ্টেবল সাহস সহকারে এই উভয় ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছিল, এজন্য সভা হইতে একটী মেডাল পাইয়াছে।

গর্ডনের কীর্ত্তিস্তম্ভ—মৃত সেনাপতি গর্ডনের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ বিলাতে এক সভা হয়, তাহাতে অনেক বড় বড় লোক এবং যুবরাজ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, [illegible] নিকট পোর্ট [illegible] নামক

বন্দরে গর্ডনের [illegible] এক হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইবে। গর্ডন সর্ব্বজাতির হিতৈষী ছিলেন, ইউরোপ, আসিয়া ও আফ্রিকার সম্মিলন স্থান সেই জন্য তাঁহার কীর্ত্তিরক্ষার উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনোনীত হইয়াছে। গর্ডনের ভগিনী কুমারী গর্ডনের ইচ্ছা [illegible] টাকা দ্বারা গ্রেভসাণ্ড নামক স্থানে [illegible] বালকদিগের [illegible] কোন [illegible] করা হয়

[illegible] আগামী [illegible] ,০০০ টাকা আয় ও ৭১,৫৬,২ [illegible] ব্যয় হইয়া ৫,৬১,০০০ টাকা [illegible] সম্ভাবনা। যুদ্ধ ঘটনা [illegible] এ গণনা কোন কার্য্যকর হইবে না।

বালকদিগের পেনী ভোজ— বিলাতে বালকদিগের উৎসাহকর একটি ব্যাপার আছে। বালকেরা এক পেনী করিয়া দিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতে পারিবে এই জন্য এক সভা ১৮৮৩ সালে স্থাপিত হইয়াছে, তাহার ৩০টী কেন্দ্র এবং এক এক কেন্দ্রে ১০০ বালকের আহারের আয়োজন হয়। মহিলারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া রন্ধন, খাদ্যভাণ্ডার ও সংগৃহীত অর্থের তত্ত্বাবধান করেন. এবং কিছু কিছু অর্থ সাহায্যও দান করেন। বালকেরা এক পেনি দিয়া ৭।৮ রকমের উত্তম উত্তম খাদ্য পায়, অথচ তদ্দ্বারা ব্যয় সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

নিষ্কর্ম্মাদিগের ভোজ—বিলাতে যাহারা নিরুপায় ও নিষ্কর্ম্মা লোক তাহাদিগের কর্ম্মকাজের উপায় করিবার জন্য একটী সভা হয়, রাজকুমারী লুই তাহাতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। ইহাদিগের জীবিকার স্থায়ী উপায় পরে হইবে, আপাততঃ ইহাদিগকে একটী ভোজ দেওয়া হইয়াছে।

যুবরাজের আয়র্লণ্ড ভ্রমণ— যুবরাজ সস্ত্রীক আয়র্লণ্ড ভ্রমণ করিতে গিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছেন। আইরিসেরা তাঁহার প্রতি যথোচিত রাজভক্তি প্রদর্শন করিতেছে না। ডবলিনের নাগরিক সভা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবেন না বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। রাজকর্ম্মচারী ও বণিকেরা জুটিয়া তাঁহার মুখরক্ষার চেষ্টা পাইতেছেন। আইরিসেরা ইংরাজশাসনে সুদীর্ঘকাল যেরূপ কষ্ট পাইয়াছে, তাহাতে রাজভক্তিহীন হইবে, আশ্চর্য্য নহে।

নূতন সুড়ঙ্গ—টেম্‌স নদীর নীচে দিয়া যেরূপ সুড়ঙ্গ আছে, মার্সী নদীর নীচে দিয়া সেইরূপ একটি পথ হইয়াছে, তদ্দ্বারা রেলওয়ে যাতায়াত করে। এই পথ লিবরপুল ও বার্কেনহেডকে সংযুক্ত করিয়াছে। ইহা দ্বারা বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে।

শিক্ষার্থ রাজবৃত্তি—ইংলণ্ডে পূর্ব্বকালীন রাজপ্রদত্ত বৃত্তি দ্বারা অনেকগুলি বিদ্যালয় চলিয়া আছে। তাহাদিগের উন্নতি সাধনার্থ এক কমিসন নিযুক্ত হয়। ক্রাইষ্টস হসপিটাল নামক দাতব্য বিদ্যালয়টি এতদিন কেবল বালকদিগের বোর্ডিং স্কুল ছিল, তৎপরিবর্ত্তে এক্ষণে ইহার ফণ্ড হইতে বালক বালিকা উভয়েরই শিক্ষার সাহায্য করা হইবে। ৫০০ বালিকা ও ৭০০ বালক বোর্ডিংএ থাকিবে এবং ৪০০ বালিকা ও ৬০০ বালক বাহির হইতে বিদ্যালয়ে আসিবে। বালক বালিকায় ২২০০ জনের শিক্ষায় সাহায্য হইবে।

রুস আফগান যুদ্ধ—গত ৩০শে মার্চ্চ কুস্ক নদীতীরে পাঞ্জে উপত্যকায় রুসদিগের সহিত আফগানদিগের প্রথম যুদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে আফগানদিগের প্রায় ৫০০ সৈন্য হত ও তাহারা পরাজিত হইয়াছে। রুসদিগের অতি সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। রুস সেনাপতি কমারফ আরও অগ্রসর হইবার উদ্যোগে আছেন। প্রকাশ, রুস গবর্ণমেণ্টের অনুমতিতে এ যুদ্ধ হয় নাই, আফগানেরা রুসীয়া লস্কর আক্রমে এই প্রতিফল পাইয়াছে। রুসিয়ার অভিসন্ধি বুঝা ভার। লর্ড ডফরিণ রাওলপিণ্ডীতে আফগানস্থানের আমীরের সহিত সখ্য-বন্ধন দৃঢ়ীভূত করিয়া ভাল করিয়াছেন। মানুষের বুদ্ধিতে যত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, তিনি তাহার ত্রুটি করিতেছেন না। বিলাতে জর্ম্মণির মধ্যস্থতায় রুস ইংরাজের মধ্যে বিবাদ মিটাইবারও চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু গতিক ভাল বোধ হয় না। জগদীশ্বরের ইচ্ছা না হইলে আর এ বিপদ নিবারণের উপায় নাই।

অনন্দ যোশী বাই—আমেরিকায় কয়েক বৎসর চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ—একত্র [illegible] দুর্ভিক্ষে সহস্র সহস্র লোক 'হা অন্ন হা অন্ন' করিয়া মরিতেছে, আবার আসামের ডিব্রুগড় অঞ্চলে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ নিবারণের যে উপায় করিতেছেন তাহা যথেষ্ট নহে। ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য সভা প্রভৃতি দ্বারা অনেক কার্য্য হইতেছে। সাধারণের সাহায্য দিন দিন অধিক আবশ্যক হইতেছে।

নববর্ষ।

আবার আকাশ বিমল ভাসিল,
আবার চন্দ্রমা তপন হাসিল,
হীরক—উজ্জল তারকা দল ;
স্বরগের ছবি গগনতল। ১

মলয় অনিল আবার বহিল,
সুষম কুসুমে কানন শোভিল,
যা দেখি সুন্দর, নবীনতর
সরসী সাগর নদী ভূধর। ২

আবার সুস্বরে বিহঙ্গ কূজিল,
সুধার উচ্ছ্বাসে ভুবন ভরিল,
জীবজন্তুগণ সুখে মাতো'রা,
ধরণী সুখের উৎসবে ভরা। ৩

পুরাতন সৃষ্টি আবার নূতন,
মৃত্যুর পরেতে আসিল জীবন,
মরি এ অদ্ভুত কৌশল যাঁর,
সেইত জীবন—পোতার সার। ৪

নববর্ষে নিজে এসোগো ভগিনী,
বলি উচ্চ করে স্বরে জয়ধ্বনি,
মাতি মহোৎসবে প্রকৃতি সাথে,
হৃদয়ে বসায়ে হৃদয়নাথে। ৫

আবার নূতন জীবন প্রভাতে,
জীবনের ভার স'পি তাঁর হাতে,
চল তাঁর পথে করি ভ্রমণ,
পাব নব বল, নব-জীবন। ৬

নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বরের চরণে প্রণিপাত করি। তাঁহার কৃপায় আর একবৎসর কাল অতিবাহন করিলাম, অতীত কালের সুখ সৌভাগ্যের জন্য তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করি। সম্মুখে যে নববর্ষের নূতন পথ প্রসারিত, নির্ব্বিঘ্নে তাহার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। সুখে দুঃখে আমরা কর্ত্তব্য সাধনে যাহাতে অটল ও দৃঢ়ব্রত হইয়া চলিতে পারি, তিনি আমাদিগকে এরূপ শুভবুদ্ধি ও স্বর্গীয় বল প্রদান করুন্।

নববর্ষের নূতন দিনে সকল পাঠক পাঠিকাগণ আমাদিগের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন এবং বামাবোধিনীর উন্নতির জন্য তাঁহারা আমাদিগের প্রার্থনার সহিত তাঁহাদিগেরও শুভকামনা সংমিলিত করুন।

ভবিষ্যতের ভিত্তি অতীতের উপরে প্রতিষ্ঠিত, নববর্ষের আশাভরসা অতীত বর্ষের প্রত্যক্ষীভূত ফলের উপর নির্ভর করে। আমরা স্ত্রীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে গতবর্ষে যে ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি, একণে তাহা আলোচনা করিয়া ভবিষ্যতের পথ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হই।

স্ত্রী-শিক্ষা—ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড ও লণ্ডন এই তিনটী বিশ্ববিদ্যালয়

কেম্ব্রিজ ইতিপূর্ব্বেই উপাধি পরীক্ষার দ্বার স্ত্রীলোকদিগের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন এবং ইহার যে শুভফল ফলিয়াছে, তাহার বিবরণ আমরা অনেক বার প্রকাশ করিয়াছি। নিউহাম কলেজের ছাত্রীগণ পুরুষদিগের উপর অনেক বার টেক্কা দিয়াছেন। গত বৎসর অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্ত্রীপরীক্ষার্থী গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ষে বর্ষে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক উপাধিলাভে সমর্থ হইতেছেন। এখানে গতবর্ষে প্রথম নারী 'এম, এ' হইয়াছেন। বিএ, এম বি অনেক স্ত্রীলোক হইয়াছেন। বিজ্ঞান ও দর্শনে ডাক্তার উপাধিও কেহ কেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অধিক আহ্লাদের বিষয় এই লণ্ডনে শ্রমজীবী স্ত্রীলোকদিগের জন্য এক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফ্রান্স, ইটালী, সুইজর্লণ্ড, রুসিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশেও স্ত্রীশিক্ষার বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে—তুরস্ক যে এত অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন, সেখানেও বালিকাদিগের শিক্ষার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। আমেরিকার ত কথাই নাই, সেখানে শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের প্রভেদ অল্প। তথায় নারীগণ এখন রাজনীতি, নৌবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ও ব্যবসায়াদির প্রতি অধিক মনোযোগিনী। আসিয়ার মধ্যে জাপান যেমন অপরাপর বিষয়ে, সেইরূপ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়েও অগ্রে কটা আদর্শস্থল। ভারতবর্ষীয় বৃটিশ রাজ্যের অবস্থায় এম এ, বিএ কন্যা প্রসব করিয়া সকল প্রেসিডেন্সীর শীর্ষস্থানে অধিরোহণ করিয়াছেন, কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার বড় কম হইতেছে না। গত বৎসর মান্দ্রাজে ৪৭ হাজারের অধিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে। তত্রত্য মেডিকাল কলেজে ১০জন ছাত্রী। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৩টী স্ত্রীলোক উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পুনাতে যে স্ত্রী-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক বয়স্কা স্ত্রীলোকও পাঠ করিয়া থাকেন। বোম্বাইয়ে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য যেমন পুরুষগণ, সেইরূপ স্ত্রীলোকেরাও একান্ত যত্নশীল। এ বিষয়ে পারসী রমণীগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধন্যবাদার্হ। বঙ্গদেশে একটী শুভ লক্ষণ দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেক জেলায় এক একটী সম্মিলনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি পক্ষে বিশেষ সাহায্যবিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাঁদের সমবেত চেষ্টার ফল যে সমগ্র সমাজের পক্ষে পরম শুভকর, অচিরকালে ইহা প্রত্যক্ষ হইবে। ভারতবর্ষের কুর্গ ও কোলদিগের ন্যায় বর্ব্বর জাতির মধ্যেও স্ত্রীশিক্ষা প্রচারিত হইতেছে, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

স্ত্রী সমিতি—ইউরোপ ও আমেরিকা এ বিষয়ে আদর্শস্থানীয়। ধর্ম্ম ও জ্ঞান প্রচার বিষয়ে ইহাঁদিগের অনেক স্ত্রীসভা আছে, আবার নানা ব্যবসায়ের স্ত্রীলোকগণ সম্মিলিত হইয়া আপনা-

দিগের অবস্থা ও কার্য্যের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। লণ্ডনে স্ত্রীব্যবসায়ীর সমিতি, শিক্ষয়িত্রী সমিতি, ফ্রান্সে স্ত্রী চিত্রকর ও ভাস্কর সমিতি, সম্পাদিকা সমিতি এইরূপ নূতন অনেক সভা স্থাপনের বিষয় আমরা পাঠ করিয়াছি। কিন্তু আমেরিকায় একটী স্ত্রীসভা এ সকল গুলি অপেক্ষা বৃহদায়তন ও অধিক কার্য্যক্ষম। ইহার নাম "Women National Relief Association" স্ত্রীলোকের জাতীয় সহকারী সভা। এই সভার অনেকগুলি বিভাগ আছে, ইহা হইতে স্ত্রীলোকের অনেকগুলি কার্য্যক্ষেত্র খোলা হইয়াছে এবং দেশীয় সকল রমণী সম্মিলিত হইয়া জাতীয় উন্নতির সহকারিতা করিতেছেন। ভারতবর্ষে পুরুষগণই যখন একমত হইয়া কার্য্য করিতে অক্ষম, তখন অন্তঃপুরনিরুদ্ধা রমণীগণ কিরূপে তাহাতে সমর্থ হইবেন? তথাপি আমরা কয়েকস্থানে শুভ দৃষ্টান্ত দেখিতেছি—বঙ্গমহিলাসমাজ প্রায় ৫ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া আপনার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে স্বজাতির কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত আছেন। পুনার আর্য্যনারী-সমাজ এবং আরও দুই একটী সভাও ভারত অঙ্গনাগণের কার্য্যক্ষেত্র প্রমুক্ত করিয়া দিতেছে। ভারতের জাতীয় জীবনে স্ত্রীলোকের হস্ত না পড়িলে ইহা পূর্ণাঙ্গরূপে কখনই সংগঠিত হইতে পারিবে না। ন্যাসনাল ইণ্ডিয়ান সভার বঙ্গে বিভাগ ও বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠতা হইবার উপক্রম হইতেছিল, কিন্তু ইলবার্ট বিলের গোলযোগে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আনন্দের বিষয়, গতবর্ষে মহাত্মা ইলবার্টের সহধর্ম্মিণী এবং ইহার হৃদয়া লেডী ডফারিণ পুনরায় এই যোগবন্ধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

স্ত্রী-পাঠ্য পত্রিকা ও পুস্তক— আমাদিগের বামাবোধিনী পত্রিকা ২২ বৎসর কাল দেশীয় ভগিনীগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন। ঈশ্বর প্রসাদে ও গ্রাহক গ্রাহিকাগণের অনুগ্রহে এক্ষণে ইহার অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে নিয়মিতরূপে চলিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। কিন্তু যে বঙ্গদেশে অন্যূন তিন কোটী স্ত্রীলোকের বাস, সেখানকার স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য বামাবোধিনীর ১ সহস্র খণ্ড অদ্যাপি প্রচারিত দেখিবার কি আশা করা যায় না? আমাদিগের সহযোগিনী অন্তঃপুর প্রভৃতি কয়খানি পত্রিকা এই কালের মধ্যে উদিত ও বিলুপ্ত হইয়াছেন, একমাত্র পরিচারিকা পুনর্জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন। এ দেশে স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকার প্রতি সাধারণের আদর অল্প, ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। বোম্বাইয়ে "স্ত্রীবোধ" নামে একখানি পত্রিকা কোন পারসী রমণী কর্তৃক সম্পাদিত হইতেছে, এ সংবাদে আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম। এ দেশে স্ত্রীজাতির উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের নিতান্ত অভাব। জাতীয় ভাব

সভা, বঙ্গমহিলা সমাজ, বামাবোধিনী কার্য্যালয় প্রভৃতি হইতে এই অভাব পূরণের চেষ্টা হইতেছিল, কিন্তু নাটক নবেলে সাধারণের যেরূপ রুচি, তাহাতে সুরুচিকর পুস্তক কয়জন স্পর্শ করিবে? অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া এ কার্য্যে ব্রতী হইতে না পারিলে আর কোন সফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই।

স্ত্রীলোকের কৃতকার্য্যতা—মাদাগাস্কারের মহারাণী রাণী ভেলোনা রাজ্য শাসনে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমেরিকা ও বিলাতের কয়েকটী রমণী যন্ত্র উদ্ভাবন ও কয়লার খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। পণ্ডিতা রমাবাই বিলাতে গিয়া চেলটেনহামের বিদ্যালয়ে উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষয়িত্রী হইয়াছেন। অন্যতর মহারাষ্ট্রীয় রমণী আনন্দীবাই যোশী আমেরিকায় ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। মুক্তি-ফৌজে মেজর টকারের পত্নী প্রভৃতি কয়েকটী স্ত্রীলোক বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজে কয়েকটী শিক্ষিতা বালিকার যত্নে একটী রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের কার্য্য অতি উৎকৃষ্টরূপে চলিতেছে। শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার, [illegible] চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচারকার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী ঘোষাল [illegible]রূপে [illegible] সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

[illegible]—মহারাণী স্বর্ণময়ী এ [illegible] [illegible] কাঙ্গালী-

আবাসের জন্য তিনি যে দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার একটী স্থায়ী কীর্ত্তি রক্ষিত হইবে। আমেরিকার বিবি আর এল ষ্টুয়ার্ট একটী অনাথাশ্রমের জন্য লক্ষাধিক টাকা দিয়াছেন। বোষ্টন নগরের বিবি শা নানা প্রকার দাতব্য কার্য্যে বৎসরে অন্যূন ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। লণ্ডনে স্ত্রীলোকদিগের শিল্পাদি শিক্ষার্থ বোর্ডিং স্কুল করিবার জন্য এক রমণী ৪ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। টিকারীর মহারাণী ৺রাজরূপ কুমার তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয় ও ইংরাজী স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৬০ হাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ রাখিয়া গিয়াছেন।

বিধবাবিবাহ—মান্দ্রাজে ইহার জন্য বিশেষ আন্দোলন হইয়াছে এবং বিধবাবিবাহ সভা হইতে কয়েকটী বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বোম্বাইয়ে ইতিপূর্ব্ব হইতেই এ সংস্কার অবাধে চলিতেছে। বঙ্গদেশে নলডাঙ্গার রাজা প্রমথভূষণের ঐকান্তিক যত্ন ও উৎসাহে বিধবাবিবাহের পুনরুন্নতি লক্ষিত হইতেছে, ব্রাহ্মসমাজও এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও বিধবাবিবাহে উৎসাহদানার্থ সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার—এদেশীয় ইতর প্রকৃতির কয়েকটী ইংরাজ কয়েকজন অসহায়া কুলী রমণীর প্রতি যেরূপ বীভৎস অত্যাচার করিয়াছেন,

তাহা অশ্রাব্য ও [illegible]। এ অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিশাসন না হওয়া আরও শোচনীয়। 'অবলার পক্ষ' ঈশ্বরের পক্ষ মনে করিয়া রাজপুরুষগণ যেন আপনাদিগের ধর্ম্ম পালন করেন, এই আমাদিগের প্রার্থনা।

সতীমণ্ডপ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সৌরভ কুমারী।

বহুকাল পূর্ব্বে জেলা হুগলী এবং পরগণা ভুরসুটের অন্তর্গত পাণ্ডুয়া রেল-ওয়ে ষ্টেশনের সন্নিহিত এক ক্ষুদ্র পল্লীতে কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায় নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঠিক এই সময়ে বারাকপুরে জব্ চার্ণক নামক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় মহাত্মার আবাস ছিল। প্রস্তাব-শীর্ষোক্ত সৌরভ কৃষ্ণকুমারের কন্যা। এ দেশে হত-ভাগিনী কুলীনকন্যার অবস্থার বিষয়ে বোধ করি নূতন বলিবার কিছুই নাই। যাহাহউক অনেক কষ্টে, অনেক ব্যয়ে, বারাকপুরের এক ব্রাহ্মণের সহিত সামাজিক নিয়মমতে সৌরভ কুমারীর বিবাহ হইল। পাত্রটি যেমন মূর্খ, তেমনি কুচরিত্র, আবার ঠিক তেমনি কদাকার। তাহার পৈতৃক সম্পত্তি অধিক ছিল না, কিন্তু অসংখ্য শ্বশুর প্রদত্ত অপরিমেয় অর্থ [illegible] সময়ে নবাবের ন্যায় ব্যবহার করিত। পাঠক পাঠিকাদিগের বোধ হয় জানা আছে, কুলীন ব্রাহ্মণেরা যথেচ্ছা বিবাহ করিতে পারে, এবং সময়ে সময়ে কাহাকেও বা শতাধিক বিবাহ করিতে দেখা যায়। আজি কালি শিক্ষার গুণে এই দৃষ্টান্তের সংখ্যা ন্যূন হইয়া আসি-য়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে ইহা নিত্য ঘটনা ছিল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ টাকা লইয়া শ্বশুর বাড়ী গমন করা, কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বড় অগৌরব ও ঘৃণিত প্রথা ছিল। সৌরভ কুমারীর স্বামী এই কুপ্রথার দাস ছিলেন; টাকা না পাইলে কোন শ্বশুরালয়েই তাঁহার চরণের ধূলি পড়িত না। টাকা তাঁহার জপমালা ছিল; সুরাপায়ী, ব্যভিচারী এবং অব্যব-স্থিতচিত্ত লোকের সততই যে টাকার অভাব, ইহাও নূতন কথা নয়। যাহা হউক, দরিদ্রতা হেতু কৃষ্ণকুমার আপন জামাতার বাসনা পূর্ণ করিতে অক্ষম হওয়ায়, বিবাহের পর হইতে সৌরভ

কুমারীর সহিত তাঁহার স্বামী* মিলন পর্য্যন্ত হইল না। সৌরভ পিতৃগৃহেই থাকেন এবং পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, ইত্যাদির সেবা শুশ্রূষা করিয়া সন্তোষ লাভ করেন। ক্রমে তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়া উঠিল; এ দিকে স্বামী মাদক সেবন ও ব্যভিচারে বিবিধ প্রকারের রোগে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া শয্যাশায়ী হইলে, অবশেষে বসন্ত রোগে চক্ষু দুইটী অন্ধ হইয়া গেল। শ্বশুরদিগের পূর্ব্ব হইতেই জামাতার প্রতি অদ্ভুত বিদ্বেষ ছিল, সুতরাং এখন কেহই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না। নিকটেও এমন কেহ ছিল না যে, মুখে জল দিয়া ব্রাহ্মণের পিপাসা শান্তি করে, মৃত্যুও অসময় দেখিয়া প্রস্থান করিল। ক্রমে এই সংবাদ কৃষ্ণকুমারের কর্ণগোচর হইলে, তিনি জামাতার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ এবং অধস্তন অষ্টাদশ পুরুষের নাম ধরিয়া, সাধুজন-বিগর্হিত বাক্যে আপনার ক্রোধাগ্নির আহুতি দিতে লাগিলেন। কিন্তু সৌরভ কুমারীর পতিভক্তি এতই প্রবলা যে, নিশাবসানে পিত্রালয় পরি ত্যাগ করিয়া, পদব্রজে, বারাকপুর (অনুসন্ধান দ্বারা) স্বামিভবনে উপস্থিত হইলেন। তখন স্বামীর সর্ব্ব শরীরে বসন্ত-ক্ষতমধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র কীট জন্মিয়াছে এবং চক্ষু দুইটী একেবারে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এবং পুষ্করিণীর যৎসামান্য তণ্ডুল দ্বারা ক্ষুধার শান্তি করিয়া, পবিত্র মনে স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। সতীর আন্তরিক পতিভক্তি ও পরিচর্য্যাগুণে স্বামী সুস্থ হইল, কিন্তু চক্ষু আর খুলিল না, এবং আরোগ্যের কোন সম্ভাবনা রহিল না। তখন গৃহে বসিয়া উভয়ের উদর পূর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য দেখিয়া, সতী সৌরভ-কুমারী জীর্ণ স্বামীর হস্তে একগাছি যষ্টি দিলেন এবং সেই যষ্টির এক পার্শ্ব নিজে ধরিয়া পথে পথে স্বামীকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেই ভিক্ষালব্ধ চাউল, সতী নিজ হস্তে পাক করিয়া স্বামীকে খাওয়াইতেন এবং তাঁহার ভোজনাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট দ্বারা নিজের ক্ষুধা তৃপ্ত করিতেন। কিন্তু স্বামীর শরীর আর রহিল না, ক্রমে তাঁহার শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিল ও মৃত্যু হইল।

এই সময়ে সহমরণ প্রথার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। গ্রামের ভদ্রাভদ্র লোকেরা সতী সৌরভ কুমারীর সহ-মরণোদ্যোগের সংবাদ পাইয়া ভাগীরথী তীরে চিতা জ্বালিল এবং আবশ্যক দ্রব্যাদি কুণ্ড সম্মুখে আনিয়া দিল। কেহ সৌরভের পদতলে অলক্ত, হস্তে কঙ্কণ, কেহ গলায় মালা, ভালে সিন্দুর, কেহ বা বাহুতে সহকারপত্রের বলয় পরাইলেন। ক্রমে চিতা ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; সৌরভকুমারী তাহা সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে কত

চার্ণক (গবর্ণর) সহমরণের সমাচার শ্রবণ করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে অতি ত্বরায় উপনীত হইলেন, এবং বন্দুকের গুলি প্রয়োগে সহমরণের সাহায্যকারী ব্রাহ্মণদিগকে নিহত ও সতীকে রক্ষা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল উদ্যম ব্যর্থ হইল; সতী অগ্নিকুণ্ডে তন্মুহূর্ত্তেই লম্ফ দিয়া পতিতা হইলেন। অসংখ্য ঢাক ঢোলের গগনস্পর্শী বাদ্য সে স্থানকে মাতাইয়া তুলিল, এবং বালকের "জয় সতী, জয় সতী" রবে পৃথিবী প্রকম্পিতা হইয়া উঠিল। সাহেব দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সাশ্রুলোচনে বলিলেন "অদ্ভুত হিন্দু জাতির মহত্ব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।" *

বিষম ভ্রান্তি।

আহারের কিছুক্ষণ পরেই শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া থাকে। তখন নিদ্রেচ্ছা বলবতী হয়—কার্য্যে বা ঔৎসুক্য থাকে না। ভুক্ত দ্রব্যের পরিমাণের গুরুত্ব ও লঘুতানুসারে এইরূপ অবসন্নতার তারতম্য হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে আমরা যে অন্ন আহার করি, তাহাতে একপ্রকার মাদক দ্রব্য আছে এবং আহারের কিছু কাল পরে যে অনুৎসাহের আবির্ভাব হয়, অন্নের এই মাদকতা গুণই তাহার একমাত্র কারণ। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে এই কারণের অসারতা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। যদি আমাদের আহার্য্য অন্নের মাদকতা গুণই এই আলস্যের একমাত্র কারণ হয়, তবে স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে সেই কারণ কোনক্রমেই কার্য্যকর হইতে পারে না। অথচ আমরা স্তন্যপায়ী শিশুকেও আহারের পরক্ষণে নিদ্রাকৃষ্ট দেখিতে পাই। কেবল স্তন্যপায়ী শিশু নহে, তৃণাহারী পশু কিংবা মাংসভোজী জন্তুগণও উল্লিখিত মীমাংসার ভ্রান্তি প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। তবে ইহার প্রকৃত কারণ কি? শারীরিক ও মানসিক যত প্রকার কার্য্য মনুষ্যদেহে অহর্নিশ সম্পাদিত হইতেছে, স্নায়বীয় শক্তিই † তাহার একমাত্র কারণ। হস্তোত্তোলন করিবার জন্য ইচ্ছা জন্মিল, স্নায়বীয় শক্তিবলে হস্তের পেশী উত্তেজিত হইয়া কার্য্য সমাধা করিল। স্নায়বীয় শক্তির

* [illegible] পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া [illegible] হইবে।—লেখক।

† মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড মজ্জা হইতে যে শ্বেত বর্ণ সূত্র নির্গত হইয়া শরীরের সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের নাম স্নায়ু, তাহাদিগের শক্তিকে স্নায়বীয় শক্তি বলে।

অনুগামী হইয়া নাসিকা নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। স্নায়বীয় শক্তি বলে মন তাহার নিজ চক্রমধ্যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে কার্য্য করিতেছে। এ দিকে স্নায়বীয় শক্তির শাসনে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক, হৃদয়ের স্পন্দন, রক্ত প্রস্তুতি, রক্ত শোধন এবং রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি আমার অজ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন হইতেছে। এই স্নায়বীয় শক্তি শরীরমধ্যে যথাপরিমিত থাকিলেই অঙ্গগুলি নিয়মিতরূপে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়। যদি যথাপরিমিত না থাকে, তবে শরীরের যে অঙ্গে কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা, এই শক্তিও সেই দিকে প্রধাবিত হয়, এবং অন্যান্য অঙ্গগুলি যে পর্য্যন্ত এই শক্তি দ্বারা পুনরুত্তেজিত হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাতে অবসন্নতা আসিয়া উপস্থিত হয়। আহারের অব্যবহিতপূর্ব্বে অর্থাৎ যখন আমরা ক্ষুধিত হইয়া থাকি, তখন স্নায়বীয় শক্তি যথা পরিমাণে শরীরে থাকে না। ইহার কারণ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তবে এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে যেমন কার্য্য করিতে করিতে, কার্য্যনিরত অঙ্গগুলি ক্লান্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ শক্তি সঞ্চালিত [illegible] হইতে ইহারও ক্লান্তি [illegible] অবশেষে এই [illegible] শক্তিপূরণ করিবার যে আবশ্যক হয়, তাহাই ক্ষুধা। আমরা [illegible] থাকি, আমরা

রক্তরূপে পরিণত হইয়া ক্ষয়িত অঙ্গগুলির সংস্কার সাধন করে এবং ব্যয়িত স্নায়বীয় শক্তিও পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেয়। আহারের পূর্ব্বক্ষণে যৎকিঞ্চিৎ যে স্নায়বীয় শক্তি থাকে, তাহা আহারের পরক্ষণে পাকস্থলীর সমীপে উপস্থিত হইয়া পরিপাক কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে আরম্ভ করে। কাজেই ইন্দ্রিয় কিংবা অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি স্নায়বীয় শক্তি বিহীন হইয়া অবসন্ন হইতে থাকে এবং কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করে। আহারের পর তাহারা পুনর্ব্বার ভুক্ত পদার্থজাত স্নায়বীয় শক্তির বল পাইয়া জাগরিত হইয়া থাকে। প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া যে আমরা একটু স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়া থাকি, এবং নবোৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, রাত্রিকালীন সঞ্চিত স্নায়বীয় শক্তিই তাহার একমাত্র কারণ। যাঁহারা অধিক রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া, কিংবা অন্য কোন অনিয়মে এই শক্তির অধিকাংশ বিনষ্ট করিয়া ফেলেন, তাঁহারা প্রভাতে গাত্রোত্থানের পর সেইরূপ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে পারেন না। দ্বিপ্রাহরের চারি দণ্ড পরে আমরা সেইরূপ স্ফূর্ত্তি, কিংবা নবোৎসাহ অনুভব করিতে পারি না; তাহার কারণ এই যে আমরা দ্বিপ্রাহরের পরে অধিক ক্ষণ বিশ্রাম করি না। যাই ভুক্ত দ্রব্য হইতে স্নায়বীয় শক্তি উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে, অমনি তাহা ব্যয়িত হইতে [illegible] পারে না। [illegible]

দিবাভাগে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত স্নায়বীয় শক্তির অধিক প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়।

স্নায়বীয় শক্তির এইরূপ কার্য্য প্রণালীর অজ্ঞতা নিবন্ধন আমাদের দেশীয় রমণীগণ স্ব স্ব শিশু সন্তানদিগের ভয়ানক অহিতের কারণ হইয়া পড়েন। আমরা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে দৈনিক আহারের পর পরিপাক কার্য্য সমাধা জন্য যৎসামান্য স্নায়বীয় শক্তি অবশিষ্ট থাকে। যদি অধিক পরিমাণে পাকস্থলী ভারাক্রান্ত করা হয়, তবে এই যৎকিঞ্চিৎ শক্তি তাহা পরিপাক করিয়া উঠিতে পারেনা। কাজে কাজেই উদরাময় কিংবা অন্ত্রনালীর কোন রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় অশিক্ষিত রমণীগণ মনে করেন যে শিশুগুলি অধিক পরিমাণে সুখাদ্য জিনিষ গলাধঃকরণ করিতে পারিলেই শীঘ্র শীঘ্র পরিপুষ্ট হইবে। পাকস্থলী স্থিতিস্থাপকতা গুণবলে এককালে অনেকগুলি জিনিষের স্থান সমাবেশ করিতে পারিলেও স্নায়বীয় শক্তি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ থাকা ভিন্ন অধিকতর পদার্থ জীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং অতিভোজন নিবন্ধন পীড়া হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যদিও কোন শিশু ভাগ্যবলে আশু রোগ হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে, কিন্তু ভুক্ত দ্রব্যের পরিমাণাধিক্য হেতু অল্প পরিমিত স্নায়বীয় শক্তি ধীরে ধীরে পরিপাক কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, এ দিকে অন্যান্য অঙ্গগুলি শক্তিবিহীন হইয়া আলস্যের আশ্রিত হয়। এইরূপ একদিন দুদিন করিয়া শিশু যখন মানুষ হইয়া সংসারে প্রবেশ করে, তখন দুঃখের সহিত দেখিতে পায় যে বাল্যসখা আলস্য তাহার সহগামী হইয়াছে। বঙ্গ ললনাদিগের এই বিষম ভ্রান্তি আমাদিগের জাতীয় কার্য্যোৎসাহের অন্যতর কারণ। বঙ্গদেশীয় জননীগণ যদি শিশুকে এক একবারে অধিক পরিমাণে জিনিষ উদরস্থ করিতে বাধ্য না করেন, অল্প অল্প পরিমাণে বার বার খাওয়ান, তাহা হইলে পাকস্থলীর আর কোন অসুখ হয় না— আলস্যও ততদূর প্রশ্রয় পাইতে পারে না। যে পরিমাণে স্নায়বীয় শক্তি আহার কালে শরীরে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইতে অল্প পরিমিত পদার্থ পাকস্থলীগত হইলে অনায়াসেই আহার জীর্ণ হইতে পারে, অথচ দুই তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর অল্প পরিমাণে আহার দ্বারা পূর্ব্ব ক্ষতি অনায়াসে পূর্ণ হইতে পারে।

এখন এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে শিশুদিগকে বার বার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। যদি বার বার উহাকে দেওয়া ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে উহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কার্য্য, হয়ত অনেক পরিবারে তাহা সম্পন্ন হওয়া দুরূহ। কিন্তু আজকালও অনেক খাদ্য দ্রব্য আছে যাহা এক সময়ে প্রস্তুত করিয়া রাখা

খাইতে পারে এবং শিশু ক্ষুধিত হইলে তাহা প্রদান করিলেই যথেষ্ট। কিন্তু অনেক জননীর বিশ্বাস যে যদি শিশুকে মুড়ির মত লঘুপাক জিনিষ খাইতে দেওয়া যায়, তাহাতে তাহার পীড়া হইবে, অথচ বাসী মিঠাই প্রভৃতিতে তাহাদিগের কোন অনিষ্ট নাই। কেবলমাত্র অজ্ঞতাই সর্ব্বপ্রকার অন্ধ বিশ্বাসের মূল। যাহাহউক বঙ্গাঙ্গনা মাত্রেরই এই সত্যটী সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। তাঁহারা একটু সাবধান হইলে অনেক শিশু হয় ত মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পায়। কেহ কেহ উদরের রোগে যে শৈশবকাল হইতে কষ্ট পায়, তাহাহইতেও মুক্তি লাভ করিতে পারে। আমাদের জাতীয় অলসতাও কথঞ্চিৎ পরিমাণে দূরীভূত হওয়া সম্ভব।

ভোজন কৌতুক।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে জলবায়ুর বিভিন্নতা হেতু লোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আহার দ্রব্য ও পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে। যথা হিমপ্রধান লাপলণ্ড দেশের সর্ব্ব সাধারণে বৎসরের বেশি ভাগ কেবল তিমি মাছের পোঁটা সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করে, এবম্বিধ খাদ্য অন্য কোন দেশবাসী আহার করিলে, হয় ত অচিরে কালগ্রাসে পতিত হইবে, নয় ভয়ানক রোগগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতে থাকিবে। পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধেও একরূপ বৈষম্য দেখা যায়। আমরা যে প্রকার বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকি লাপলণ্ডবাসীদিগের ত কথাই নাই, ইংলণ্ডের লোকেরাও তাহা সহজে ব্যবহার করিতে পারেন না। প্রত্যুত, লাপলণ্ডবাসিদিগের পরিধেয়াদি ভারত-বাসীদিগের কথা দূরে থাকুক, ইংলণ্ড-বাসীরাও কখনও পরিধান করিতে সক্ষম হন কি না সন্দেহ। অতএব এ স্থলে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, জলবায়ু ভেদে, অশন বসনাদির বিভিন্নতা, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক কোন্ কোন্ দেশে কি প্রকার ভোজন প্রণালী প্রচলিত।

সাধারণতঃ আমাদিগের দেশে এক বাটীর যতগুলি পুরুষ আছেন, তাঁহারা সকলে প্রায়ই এক সঙ্গে, আর যতগুলি স্ত্রীলোক আছেন তাঁহারা সকলে এক সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারত-বর্ষে কাশ্মীরে ভোজনের প্রথা স্বতন্ত্র। একদা এক কাশ্মীরী পণ্ডিতের (ব্রাহ্মণের) বাটীতে আমাদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। ব্যঞ্জনাদি

এমন কি অন্ন পর্য্যন্ত মাংসে প্রস্তুত। পণ্ডিতজী একখানি বৃহৎ বস্ত্র খণ্ডে আমাদিগের ৫।৬ জনের অন্ন ব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া দিলেন। আমরা আহারাদি করিয়া নিমন্ত্রক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়! আপনাদিগের দেশে কি এই প্রকারে লোক খাওয়ান হয়?" তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন যে "আপনা আপনির মধ্যে প্রায়ই এই রকম।" উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কি ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ কি অন্য জাতি সকলে "চৌকা" অর্থাৎ উননের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ডকে অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। উক্তপ্রদেশের লোকেরা ভোজনকালে এমন কি আপনাদিগের আত্মীয়বর্গকেও উহার ভিতর প্রবেশ করিতে দেন না। কিন্তু আবার তথাকার লোকদিগকে দেখিতে পাই অন্ন ভোজন করিতে করিতে বাম হস্তে পানীয় জল পাত্র ধরিয়া চুমুক দিয়া জল পান করেন। ইহাতে পাত্র উচ্ছিষ্ট হইল বলিয়া উহাঁরা মনে করেন না।

নরম্যানেরা যখন ইংলণ্ড জয় করেন, তাহার অনতিবিলম্বে জানিতে পারিলেন যে, স্যাক্সনদিগের ও তাঁহাদিগের নিজের আচার ব্যবহার—বিশেষতঃ ভোজন-প্রথা অনেক পৃথক্। আহারান্তে স্যাক্সনেরা, পানাহারে হত মূর্চ্ছিত; নরম্যানদিগের চক্ষে উহা অতি গর্হিত। মালদ্বীপবাসীরা সকলে একা একা আহার করিয়া থাকে। আহারের সময় তাহারা বাটীর কোণে এক প্রচ্ছন্ন স্থানে গমন করে, জানালার পর্দা টানিয়া দেয়, যেন কেহ না দেখিতে পায়। আমাদিগের দেশে যেমন "ডাইনের নজরের" আশঙ্কা অদ্যাপিও স্থানে স্থানে আছে; পোয়াতিরা আপনাদিগের প্রাণের বাছাদিগকে কোনও অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে থাকিতে দেন না পাছে তাহার "নজর" লাগে; অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এ প্রকার আশঙ্কা অতিশয় প্রবল বোধ হয়। এই ভয়েও উহারা ঐরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে আহার করিয়া থাকে। ব্রেজিলের আদিম নিবাসিগণ ভোজন-কালে জল পান করে না এবং জলপান-কালে ভোজন করে না। ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জবাসীরা অত্যন্ত সঙ্গপ্রিয়। তাহাদিগের মধ্যে যখন কেহ সহ-ভোজী না পায়, সে পথি মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিয়া লইয়া যায় ও একত্রে দুজনে আহার করে। যতই ক্ষুধা হউক না কেন, এখানকার লোকে কখনও আতিথ্য সৎকার না করিয়া জলস্পর্শ করে না। পাঠিকা দেখুন, অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও কেমন সুচারু আতিথ্য সৎকারের নিয়ম। আমাদিগের দেশে পূজনীয়া প্রৌঢ়ারাও এ পুণ্য কার্য্যের বড় আদর করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় নব্য সম্প্রদায়ের যুবতীগণ ইহার হতাদর করেন। কোন এক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, স্ত্রীলোক

অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিবেক, স্বামীকে প্রণাম করিবেক, গো সেবা করিবেক, ঘর বাড়ী পরিষ্কার রাখিবেক, স্নানাদি নিত্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ঈশ্বরের পূজা করিবেক. অতিথিসৎকার করিয়া শ্বশুর স্বামী সন্তান প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে তৃপ্তি পূর্ব্বক খাওয়াইয়া পরে আপনি আহার করিবেক। এই স্ত্রীলোকের ধর্ম ; ইহাই তাঁহার মুক্তি।" প্রাচীনা মহিলাদিগের জীবনে এই ছবি আজিও উজ্জল দেখা যায়।

নম্রপ্রকৃতি ওটাহিটির লোকেরা পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে এক হাত অন্তরে বসিয়া পরস্পরের দিকে পেছন ফিরিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ভোজন করে। নিউজীলণ্ডে কাহার বাড়ী নিমন্ত্রণ হইলে, নিমন্ত্রয়িতা নিজে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের খাইবার সময় গান গাইয়া থাকেন। চীনদেশে শিষ্টাচার দেখাইবার জন্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যদৃচ্ছা আমোদ প্রমোদে পান ভোজন করিবেন বলিয়া গৃহস্বামী বাটী হইতে বাহির হইয়া যান।

অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে সৌহৃদ্য প্রদর্শন প্রথা বড় ভয়ানক। তাহারা কোন এক বন্ধুকে কোন প্রকার পানীয় দ্রব্য গ্রহণে ক্লিষ্ট করিবার সময় তাহার কাণ ধরিয়া টানে। যতক্ষণ না বন্ধু মুখ খুলে, ততক্ষণ তাহাকে এইরূপ যন্ত্রণা দিতে থাকে, তার পর হাত তালি দেওয়া তাহাকে বেষ্টিয়া নৃত্য করিতে থাকে। কামস্কাটকা দেশীয়েরা তাহাকে বন্ধুত্বে বরণ করিবার সময় তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠায়। নিমন্ত্রিত ও নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা উভয়ে একটি ঘরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বিবস্ত্র হয়। যখন নববন্ধু খাইতে থাকে, গৃহস্বামী তাহার নিকট ক্রমাগত অগ্নি আলোড়ন করিতে থাকে। ভক্ষ্য দ্রব্য ও উত্তাপ উভয়েরই আধিক্য অতিথিকে সহ্য করিতে হয়। দশ বারো বার বমন করে, তবুও তাহার নিষ্কৃতি নাই। অবশেষে সে কাপড় ও কুকুর উপঢৌকন দিয়া রক্ষা পায়, নতুবা যতক্ষণ না নিমন্ত্রিত ব্যক্তির প্রাণ সংশয় হয়, ততক্ষণ গৃহস্থ উল্লসিতরূপে অগ্নি দ্বারা তাহাকে বিষম যন্ত্রণা দিতে বিরত হয় না। একেই বলে সাংঘাতিক বরণ। আমাদিগের দেশে পূর্ব্বে যে বর বা নূতন জামাতাকে ঠাট্টা করিবার ভয়ানক উপায় সকল অবলম্বিত হইত, তাহা ইহার সহিত তুলনায় বড় কম নহে। কামস্কাটকাবাসীরা এই অগ্নি পরীক্ষার এক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাহারা বলে যে, যে ব্যক্তি এই প্রকার বন্ধুত্ব নিমিত্ত কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম, সে যথার্থ বন্ধুত্বে বরণীয়। প্রাচীন কালে ফরাসীদেশে [illegible] অভিষিক্ত হইবার পরেই টেবিলে খাইতে বসিতেন, আর সম্ভ্রান্ত লোকেরা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া খাদ্য পরিবেশন করিতেন।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক কাল।

ভারতবর্ষীয় ললনাকুল চিরকালই জ্ঞানহীনা ছিলেন, এবং তদনুরূপ অবস্থাতেই তাঁহারা যাবজ্জীবন থাকিবেন, অথবা থাকা তাঁহাদের উচিত,—এখনও অনেকে এই মত প্রচার করিয়া বেড়ান। অধিক কি, এ দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের অনেকেই নারী-জাতিকে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, বিষয়কর্ম্মাদির স্বাধীনতা, বিচার-ক্ষমতা, পরিণয়-স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান অধিকার প্রদানে পরাঙ্মুখ। হিন্দু জাতির প্রধান ধর্ম্ম-গ্রন্থ বেদ-শাস্ত্র-শ্রবণে স্ত্রীলোকের কিছু মাত্রও অধিকার নাই, এ কথা আমাদের দেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারদের মধ্যেই এক জন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন *। কিন্তু, এটী একটী বড় কৌতুকেরই স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কেন না, যাঁহাদিগকে অতি সামান্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাঁহারা তদপেক্ষাও গুরুতর কার্য্যের অধিকারিণী ছিলেন। যে রমণীবৃন্দকে উক্ত প্রকার নিষেধ-বচন দ্বারা বেদ-শ্রবণে অনধিকারিণী সপ্রমাণ করা হইয়াছে, কি আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহারাই আবার বিশ্বামিত্র ও তৎপুত্রগণ, বশিষ্ঠ, বামদেব, দেবদত্ত, গৃৎসমদ, ত্রসদস্যু, ঋষভ, মেধাতিথি, কণ্ব, পরাশর, অগস্ত্য, দীর্ঘতমাঃ, আঙ্গিরস, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, গর্গ, নারদ, বৈবস্বত মনু, উশনাঃ, জমদগ্নি, দেবল, প্রজাপতি, অম্বরীষ, হিরণ্যগর্ভ, অঘমর্ষণ, প্রভৃতি ভূরি ভূরি ঋষিগণের সহিত বেদের কোন কোন অংশ রচনা করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের রচিত বেদাংশ সকল পাঠে কত মুনি ঋষি পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়াছেন। এই উপাদেয় তত্ত্ব জানিতে পারিলে, বামাকুল-হিতৈষী কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারেন? আর যাঁহাদিগকে আমাদের দেশের প্রবল পুরুষেরা ‘অবলা’ বলিয়া থাকেন, সেই “অবলাদের” ইহাতে কত দূর আনন্দ উপস্থিত হইবে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। এই জন্যই বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় মহিলাকুলের বিদ্যাশিক্ষা, গ্রন্থ-প্রণয়ন, শ্লোক-রচনা, নানাবিধ শাস্ত্রে পারদর্শিতা, উদ্বাহ, স্বাধীনতা, সচ্চরিত্রতা ইত্যাদি বিদ্যা-বিষয়ক, সামাজিক ও নৈতিক ব্যাপারে কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, বহু পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে আমরা যত দূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা ক্রমান্বয়ে

* "স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।" স্ত্রীলোক, শূদ্র ও ভাট, অগ্রদানী প্রভৃতি পতিত ব্রাহ্মণের বেদ শ্রুতিগোচর হওয়া উচিত নয়।

প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। যে সকল অবেদ্য রমণীর বিবরণ অদ্য লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে এবং ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে, তাঁহাদের জীবনী প্রকটিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু, এই উপলক্ষে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমাদের সঙ্কলিত বিবরণ প্রকৃত জীবনচরিত নামের সম্পূর্ণ উপযুক্ত নহে। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস সুদুর্লভ, তাহার পর স্ত্রীলোকদিগের নাম, যশ ও কীর্ত্তি এ দেশে প্রচার করা দূরে থাকুক, যুগে যুগে বিলোপ করিবারই চেষ্টা করা হইয়াছে। সুতরাং এত কাল পরে তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া কিরূপে সম্ভব? তবে এই মাত্র বলিতে পারি, সবিশেষ ও গূঢ় অনুসন্ধানে যতদূর যথার্থ বিবরণ অবগত হইতে পারা যায়, আমরা তাহার সংগ্রহে ত্রুটি করিব না। সহস্র অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও, এই বিবরণ যে সহৃদয় ব্যক্তিগণের আদরণীয় হইবে, তাহা অবশ্য আশা করিতে পারি। আমাদের অনুসন্ধান-কার্য্যে যে যে পুস্তকের ও যে যে সদাশয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ করিতেছি ও করিব, প্রস্তাব-সংগ্রহ শেষ হইলে, তাহা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিব।

১। রোমশা।

বেদে যে রমণীরত্নের বৃত্তান্ত সর্ব্বপ্রথমে বিবৃত দেখা যায়, যিনি বেদশাস্ত্রের মন্ত্র (শ্লোক) রচনা করাতে, প্রবল পুরুষের নিকটে অবলাদলের প্রভুত্ব সুদৃঢ় ও প্রবলতর হইয়াছে, এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের গৌরব বর্দ্ধিত ও মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে,—সেই রমণী শিরোমণি "রোমশা" নামে বেদসংহিতা মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল, জানিবার উপায় নাই। তাঁহার গাত্রে বহু লোম জন্মিয়াছিল বলিয়াই, ঐ নামে তিনি পরিচিত হইয়াছেন। সে যাহা হউক, তিনি যে ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১৮ অষ্টাদশ অনুবাকের ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম (১২৬) সূক্তের ৭ সপ্তম ঋক্ প্রণয়ন করেন, *

---

* ঋক, সূক্ত, অনুবাক ও মণ্ডল কাহাকে বলে, সহজ করিয়া না বলিলে, অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া, এ স্থলে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইতেছে। সর্ব্বাগ্রে মূল বেদ পদার্থটী কি, বলা আবশ্যক। যখন লেখার সৃষ্টি হয় নাই, তাহার কত পূর্ব্বে যে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সাহেবেরা বেদের সময়-সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করুন না কেন, বেদ যে অতি প্রাচীন, তাহা আমাদের দেশের কোন কোন বেদজ্ঞ পণ্ডিত সাব্যস্ত করিয়াছেন। অবলম্বিত এই প্রবন্ধ শেষ করিয়া, বামাবোধিনীর পাঠিকাদিগকে আমরা তাহা উপহার দিব। সে যাহা হউক, প্রথমাবস্থায় বেদ শাস্ত্র ঋষিগণের ও তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরায় মুখে মুখে, রক্ষিত হইয়াছিল। এই জন্যই বেদ-বিদ্যার অন্য এক নাম শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণ-পরম্পরায় আগত শাস্ত্র। এখন যেমন আমরা ৪ চারি বেদ বলিয়া জানিতেছি, ঐরূপ সময়ে এবং তাহার বহু পরেও বেদ ঐরূপে বিভক্ত ছিল না। তখন পদ্য ও গদ্য এই দুই মাত্র ভাগ ছিল। তাহাও সু-শৃঙ্খলা ক্রমে বিন্যস্ত থাকিত না। পদ্য ও গদ্যে তান-মান-লয় ও স্বর সংযোগে পাঠ করাতে তাহার আর একটী ভাগ হয়। তাহার

তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। কেননা, পাঠিকা মহাশয়ারা ঐ বেদ-মন্ত্রের মধ্যেই তাঁহার নামের উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। রোমশা বিবাহার্থ উৎসুক হইয়া, কোন মনোনীত পুরুষকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া, তাঁহাকেই স্বামী উদ্দেশে যে বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই বেদ-বাক্য হইয়াছে। রোমশার বিরচিত সেই মূল বেদ-বাক্য ও তাহার ভাষা টীকাতে দিয়া বাঙ্গলা অনুবাদ * নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

হে স্বামিন্! “আমাকে স্পর্শ (গ্রহণ) করুন। আমার দেহ অল্প-লোম-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিবেন না। আমি গন্ধার নামক প্রদেশের (অর্থাৎ কান্দাহারের) মেষের ন্যায় বহু-রোম-যুক্তা।” *

এই বাক্য দ্বারা যে কয়েকটী বিষয় জানা যাইতেছে, তাহা এই,—

প্রথমতঃ—বৈদিক কালে স্ত্রীগণ স্ব স্ব পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবার অধিকারিণী ছিলেন; নচেৎ স্বয়ং কি কারণে ঐরূপ প্রার্থনা করিবেন? ঋগ্বেদ-সংহিতার স্থলান্তরেও এ বিষয়ের প্রমাণ আছে। † এই প্রথা হইতে স্মৃতি ও

গান। এইরূপ ভাবে বহুকাল গত হইলে পর, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সমস্ত শ্রুতি সঙ্কলন পূর্ব্বক তাহা ৪ চারি ভাগে বিভক্ত করেন। বেদের ব্যাস (অর্থাৎ বিভাগ) করাতেই, তাঁহার বেদব্যাস (বেদ-বিভাগ-কর্ত্তা) আখ্যা হইয়াছে। অধিকন্তু পদ্যভাগকে ঋক্, গদ্যভাগকে যজুঃ, এবং পদ্য ও গদ্য ভাগকে সুরে গীত করিয়া সাম এই তিন সংহিতা হয়। অথর্ব্ব ঐ তিনের সমষ্টি। এইরূপে বেদকে ৪ চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়। ঐরূপে বিভক্ত ঋগ্বেদের প্রত্যেক কবিতা বা শ্লোকের নাম ঋক্। এইরূপ কয়েকটী ঋক লইয়া এক একটী সূক্ত হয়। আবার ২, ৩, ৪ বা তদধিক সূক্ত লইয়া একটী অনুবাক হয়। কয়েকটী অনুবাক লইয়া এক একটী মণ্ডল হয়। সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতা এইরূপ ১০ দশ মণ্ডলে বিভক্ত। মণ্ডলকে পরিচ্ছেদ, অনুবাককে অধ্যায়, সূক্তকে প্রকরণ এবং ঋককে শ্লোক বা কবিতা বলিয়া বুঝিলেও কোন ক্ষতি নাই।

* “উপোপ মে পরা মৃশ মা মে দভ্রাণি মন্যথাঃ।
সর্ব্বাহমস্মি রোমশা গান্ধারীণামিবাবিকা ॥”
—[ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ মণ্ডল, ১৮ অনুবাক, ১২৬ সূক্ত, ৭ ঋক্।]

“ভো পত্যে! ‘উপোপ’ * * * উপেত্য [illegible] সর্ব্বাবয়বান্ স্পৃশ্য ম্যাবয়তি—‘মে’ মদীয়ানি রোমাণি ‘দভ্রাণি মা মন্যথাঃ’ মা বুধ্যস্ব। অল্পত্বক্রমেণ বিশদয়তি— ‘অহং রোমশা’ বহুরোমযুক্তা ‘অস্মি’। ‘গন্ধারীণাম্ অবিকা ইব’ (অহং রোমশা) গন্ধারা দেশাঃ, তেষাং সম্বন্ধিনা জাতিরিব। তদ্দেশজাঃ অবয়ো মেষা যথা রোমশাঃ, তথাহমস্মি।”

* বেদ-ব্যাখ্যাকার সায়ণাচার্য্য মহোদয়ের ব্যাখ্যা অনুসারেই আমরা পূর্ব্বাপর অনুবাদ করিব। কিন্তু আচার্য্য মহাশয়, কোন কোন স্থলে এক শব্দের এক একটী বাক্যের সৃষ্টি করিয়া অর্থ করিয়াছেন। আচার্য্যের সন্দেহ হওয়াতেই, ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। বলা বাহুল্য যে, একটী বিষয়ের দুই অর্থ হওয়া টীকাকার কর্ত্তৃক সম্ভাবিত বটে, কিন্তু গ্রন্থকার এক অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। আচার্য্যের যে ব্যাখ্যা সবিশেষ সঙ্গত বোধ হইয়াছে, আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

† “কিয়তি যোষা মর্য্যতো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পন্যসা বার্য্যেণ। ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎ সুপেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ।”—[ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১০ মণ্ডল, ২৭ সূক্ত, ১২ ঋক্।] [illegible]

পুরাণের সময়ে স্বয়ংবরা ও পতিংবরা প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং স্বয়ংবরা ও পতিংবরা-প্রথা বেদেরই অনুমোদিত, তাহার আর সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ—বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে, সচরাচর তাঁহাদের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইত না, ইহাও উক্ত বাক্য দ্বারাই সূচিত হইতেছে।

তৃতীয়তঃ—মনুসংহিতায় যে অধিক লোম-যুক্তা কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই † বলিয়া নিষেধ বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহা বেদ-সম্মত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তদ্বিরুদ্ধ এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

২। লোপামুদ্রা।

অতঃপর আমরা লোপামুদ্রার নিকটে উপস্থিত হইতেছি। তিনি অগস্ত্য মুনির পত্নী। কাশীখণ্ড পুরাণে তাঁহারই পাতিব্রত্যের বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণিত আছে। আমরা তাঁহার বৈদিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার পুরাণোক্ত আখ্যায়িকা উল্লেখ করিতেছি। তিনি প্রথমাবস্থা হইতেই বহু বৎসর তপস্যায় স্বীয় দেহ ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন; তিনি ছায়ার ন্যায় স্বীয় ভর্ত্তার অনুগতা ছিলেন। স্বামী ভোজন করিলে, তিনি ভোজন করিতেন; স্বামী নিদ্রিত হইলে পর, তবে নিদ্রা যাইতেন; অথচ পতির গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বেই, গাত্রোত্থান করিতেন। পতিই তাঁহার একমাত্র জ্ঞান ও ধ্যানের বিষয় ছিলেন। স্বামী কোন কারণে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলে, তিনি কোন কালেই পতির প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেন না। গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও, স্বামীর আদেশ পাইবা মাত্র তদ্দণ্ডেই তাঁহার সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে কদাচ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হন নাই। স্বামীর আহারান্তে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার আর একটী অতি প্রশংসনীয় গুণ ছিল। তিনি এই একটী অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, দেবতা, অতিথি, গো, গৃহাগত দরিদ্র ব্যক্তি ও পরিবারস্থ অন্য সকলের ভোজন সম্পন্ন না হইলে, কোন কালেই ভোজন করিবেন না। সুখের বিষয় যে, আজীবন এই মহৎ ব্রত পরিপালনে লোপামুদ্রাকে কেহ কখন বিমুখ দেখেন নাই। তিনি উৎসবাদি-উপলক্ষে সমারোহ-কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিবিধি করিতেন বটে, কিন্তু অগস্ত্যের বিনা অনুজ্ঞায় তাহা

---

* পরাভিলাষী ঈর্ষাদ্বেষশালী মনুষ্যের প্রতি অনুরক্ত হন না। যে স্ত্রী সুন্দরী, তিনিই ভাগ্যবতী। তিনি জনগণের মধ্য হইতে স্বয়ং প্রীতিপাত্রকে মনোনীত করেন।

† "নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্।"—[মনুসংহিতা।

এই মত ফলিত জ্যোতিষের (Astrology) পরিপোষক হইয়াছে।

কোন মতেই সম্পাদিত হইত না। তিনি ঋগ্বেদ-সংহিতার ১ম মণ্ডলের একোনাশীত্যধিক শততম (১৭৯) সূক্তের ১ম ও ২য় দ্বিতীয় মন্ত্র* রচনা করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ এ স্থলে প্রদত্ত হইল।

লোপামুদ্রা স্বীয় স্বামী অগস্ত্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—"সে উষা-কাল দেহ শীর্ণ করিয়া দেয়, সেইরূপ উষাকাল, দিবা ও রাত্রি—বহুবৎসর কাল ব্যাপিয়া—আজ পর্য্যন্ত ক্রমাগত আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থায় আমার শরীরের শোভাও বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে; তথাপি আপনি কৃপা-পরবশ হইয়া, আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন না। সাংসারিক নিয়মানুসারে শ্রী-ধন-সুখ-ধর্ম্মাদির প্রবর্দ্ধক পতি নিজ পত্নীর অনুগামী হইয়া থাকেন।" ১।

"পূর্ব্বকালে যে সকল পুরাতন মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারা দেবগণের সহিত সত্য কথা বলিতেন; যাঁহারা দেববাক্য উচ্চারণ করিতেন, তাঁহারাও ঊর্দ্ধরেতাঃ ছিলেন না। তাঁহারাও ব্রহ্মচর্য্যাদির শেষ অবস্থায় উপনীত হইতে পারেন নাই। তপঃশালিনী মহিষীরা ধর্ম্ম-ধনাদির প্রবর্দ্ধক পতির সহিত চিরকালই সম্মিলিত থাকেন।" ২।

অতঃপর অগস্ত্য, নিজ-বনিতা লোপামুদ্রাকে কহিতে লাগিলেন,†—

---

*"পূর্ব্বীরহং শরদঃ শশ্রমাণা দোষা
বস্তোরুষসো জরয়ন্তীঃ।
মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনূনাং নু
পত্নীর্বৃষণো জগম্যুঃ ॥১ঋক্॥"

"হে অগস্ত্য! 'অহং' লোপামুদ্রা 'পূর্ব্বীঃ শরদঃ' পুরাতনান্ অসংখ্যাতান্ সংবৎসরান্, 'দোষা' রাত্রীঃ 'বস্তোঃ' অহানি, তথা দেহং 'জরয়ন্তীঃ উষসঃ' উষঃকালাংশ্চ * * অদ্যতনকালপর্য্যন্তং বহুসংবৎসরং কালং [illegible] ত্বৎশুশ্রূষয়া 'শশ্রমাণা' শ্রান্তা অভূবং। ইদানীং তু 'জরিমা' জরা 'তনূনাং' অঙ্গানাং 'শ্রিয়ং' সৌন্দর্য্যং 'মিনাতি' হিনস্তি। এবমপি নানুগৃহ্নাসীত্যর্থঃ। 'অপ্যূ নু' (অপি সংভাবনায়াং, উ অবধারণে, নু বিতর্কে) ইদানীমপি কিং সংভাবনীয়ং। লোকে হি 'পত্নীঃ' স্ত্রিয়ঃ 'বৃষণঃ' 'জগম্যুঃ' গচ্ছেয়ুঃ।"

"যে চিদ্ধি পূর্ব্ব ঋতসাপ আসন্ত্সাকং দেবেভিরবদন্নৃতানি।
তে চিদবাসুর্নহ্যন্তমাপুঃ সমূ নু
পত্নীর্বৃষভির্জগম্যুঃ ॥২ঋক্॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা, ১ মণ্ডল, ২৩ অনুবাক, ১৭৯ সূক্ত, ১,২ ঋক্।]

"হে পত্নে! অগস্ত্য! 'যে চিদ্ধি' যেহপি তু 'পূর্ব্বে' পুরাতনা, 'ঋতসাপঃ' সত্যস্পর্শয়িতারঃ [illegible] মহর্ষয়ঃ 'আসন্', 'তে দেবেভিঃ' দেবৈঃ 'সাকং' সহ 'ঋতানি' সত্যবাক্যানি, 'অবদন্' বদন্তি। যে মহত্তপো ব্রতং বা [illegible], [illegible] দৈববাক্যানি দেবস্তুতিরূপাণি বদন্তি, 'তে চিৎ' তে অপি, 'চিদবাসুঃ' অবশিষ্টপতি [illegible] * *। 'তে নহ্যন্তমাপুঃ' ন হি ব্রহ্ম[illegible] অন্তং 'প্রাপ্নুবন্'। * * যথা 'পত্নীঃ' [illegible] তপস্তমানা 'বৃষভিঃ' ভোগসমর্থৈঃ [illegible] সহ 'সমূ নু জগম্যুঃ' সংগচ্ছেরন্।

†।"ন মৃষা শ্রান্তং যদবন্তি দেবা বিশ্বা
ইৎ স্পৃধো অভ্যশ্নবাব।
জয়াবেদত্র শতনীথমাজিং যৎ
সম্যঞ্চা মিথুনাবভ্যজাব ॥৩ঋক্॥"

"ভো পত্নি! ত্বয়া ময়া 'ন মৃষা শ্রান্তং' ব্যর্থং নৈব শ্রমাবাভ্যাং। 'যৎ' যস্মাৎ, 'দেবা অবন্তি' রক্ষন্তি তপোভিঃ প্রীতা দেবাঃ। 'বিশ্বা' সর্ব্বাঃ 'স্পৃধো অভ্যশ্নবাব', অভিভবো ব্যাপ্নুয়াব। অস্মিন্ সংসারে 'শতনীথং' অপরিমিত-ভোগসাধনম্

"দেখ, তুমি এবং আমি—আমরা উভয়ে তপঃ-শ্রম দ্বারা শ্রান্ত হইয়াছি, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। কারণ, দেবগণ আমাদের তপস্যায় প্রীত হইয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আমরা তপঃ-প্রভাবে সমস্ত বস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। অপরিমিত-ভোগ-প্রাপ্তি সাধনকে এই জগতে আমরা উভয়ে জয়লাভ করিলাম। যেহেতু, সম্যক্‌রূপে সম্মিলিত তুমি ও আমি সংগ্রামে জয় করিয়াছি।" (ক্রমশঃ)

বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষা।

শিক্ষা-বিভাগের ১৮৮৩-৮৪ সালের কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় স্ত্রীশিক্ষারও উন্নতির পরিচয় লাভ করিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। পূর্ব্ব বৎসরে বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩৯৮ ছিল, এ বৎসর তাহা বাড়িয়া ১৭৮৫ হইয়াছে এবং পূর্ব্ববৎসর ছাত্রীসংখ্যা ৫৮৬২২ ছিল এবৎসর তাহা বর্দ্ধিত হইয়া ৬৫৮১৩ হইয়াছে। বৎসর বৎসর শিক্ষাবিভাগীয় রিপোর্টে এইরূপ বিদ্যালয় ও ছাত্রী-সংখ্যার উন্নতির বিবরণ পাঠ করিয়া স্ত্রীশিক্ষাহিতৈষী মাত্রেরই হৃদয়ে আশা ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে এই উন্নতি উচ্চ শিক্ষায়ও সেইরূপ যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে। ৬৫,৮১৩ জন ছাত্রীর মধ্যে অর্দ্ধেকেরও অধিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নহে, তাহারা পাঠশালায় বালকদিগের সহিত পাঠ করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের শিক্ষার গুণ ও পরিমাণ যে সামান্য তাহা বলা বাহুল্য।

গবর্ণমেণ্টের অধীন উচ্চশ্রেণীর যে ২ টী বালিকা-বিদ্যালয় আছে, এ পর্য্যন্ত আর তাহার সংখ্যাবৃদ্ধি হইল না। তাহাদের ছাত্রী সংখ্যারও বিশেষ উন্নতি নাই। বেথুন বিদ্যালয়ে ১১৫ স্থলে ১১৭ টী ছাত্রী হইয়াছে, ইহার মধ্যে ৫ টী মাত্র কলেজ শ্রেণীভুক্ত। ঢাকার ইডেন বালিকাবিদ্যালয়ে পূর্ব্ব বৎসর ১৯১ টী ছাত্রী ছিল, এ বৎসর তাহা কমিয়া ১৫৭ অঙ্কে নামিয়াছে। এই অধোগতির কারণ কি, উল্লিখিত হয় নাই। স্ত্রীলোকদিগের উপাধি পরীক্ষা চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনীতেই স্থগিত হইয়াছে। উচ্চ পরীক্ষার মধ্যে বেথুন স্কুল হইতে দুইটী ছাত্রী এফ এ পরীক্ষার

[illegible] আবিষ্ট পরস্পরং [illegible], [illegible] শুচিত-[illegible] বা [illegible]। "[illegible]", "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible]।

উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইডেন বিদ্যালয়ে প্রাইমারী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উর্দ্ধ-সীমাতে ছাত্রীগণকে বড় উত্থিত হইতে দেখা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকার জন্য কয়েকটী ছাত্রী প্রস্তুত হইতেছেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই ইহাদিগের বিদ্যালয় ছাড়িবার সম্ভাবনা।

মিউনিসিপ্যালিটী কয়েক স্থানের বিদ্যালয়ের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কোন কোন স্থানে সাহায্য-দান করিতেছেন। ইহা একটী আশার কথা বটে। চেষ্টা করিলে ইঁহারা গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় হইয়া উচ্চশিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপাল সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩১১ হইতে ১৭০৩ হইয়াছে, এ সংবাদ অবশ্য আনন্দকর। কিন্তু প্রাইবেট বা স্বাধীন বালিকাবিদ্যালয় ৮৫ হইতে ৭৬ সংখ্যায় নামিয়াছে, ইহা বড় দুঃখের কথা। দেশীয় লোকে যেমন দিন দিন শিক্ষিত ও বিদ্যানুরাগী হইতেছেন, সেইরূপ তাঁহারা আপনারা কোথায় স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ ভারগ্রহণ করিয়া বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি করিবেন, না ফলে তাহার বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে। ডিরেক্টর সাহেব বলিয়াছেন স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন পক্ষে খৃষ্টীয় মিসন সকলেরই যে কিছু চেষ্টা দেখা যায়, দেশীয় সাধারণের মধ্যে এজন্য অতি অল্প উৎসাহ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা সত্য হইলে শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের লজ্জা রাখিবার স্থান নাই। খৃষ্টীয় মিসনরীদিগের হস্তে দেশের স্ত্রীশিক্ষার ভার দিয়া কি আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব? এ বিষয়ে তাঁহারা যে পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হইব। কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত অভাব পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ অনেক স্থলে তাঁহাদিগের যে শিক্ষা-প্রণালী দেখা যায়, তাহা অসম্পূর্ণ ও দোষাবহ। আর বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা এদেশের স্ত্রীলোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মাশ্রিত করাই তাহাদিগের অধিকতর লক্ষ্য, সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইবার নহে।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট যে অধিক চেষ্টাপর হইবেন, এ আশা করা বিফল। এডুকেশন কমিশন এ সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন,—বালিকা বিদ্যালয়ে অধিক পরিমাণে সাহায্য করা, বালিকাদিগের পাঠনা ও পরীক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা, বালিকাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ছাত্রীবৃত্তি বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল গুলিই ব্যয়সাধ্য। শিক্ষার জন্যে ব্যয়ের কথা হইলেই গবর্ণমেণ্টের হস্ত অমনি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। স্ত্রীশিক্ষার জন্য অধিক ব্যয় স্বীকার করা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না।

এই কারণে আমরা দেখিতে পাই ইন্সপেক্টর, ডিরেক্টর, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সকলেই বালিকা দলের পাঠশালায় যে শিক্ষা হইতেছে, তাহাই বড় উৎকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। ফল কথা বোধ হয়, তাহাতে ব্যয় নাই, অথচ রিপোর্টে ছাত্রী সংখ্যার শ্রীবৃদ্ধি প্রদর্শিত হইতে পারে। স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয় ও পাঠ্য পুস্তকাদির ব্যবস্থা করিলে বালকদিগের সহিত বালিকাদিগের প্রতিযোগিতা হইবে না, সুতরাং শিক্ষার উৎসাহ থাকিবে না, শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের এই প্রধান আশঙ্কা। কিন্তু বেথুন বিদ্যালয়ের বালিকারা স্বতন্ত্র পাঠ করে বলিয়া কি উন্নতি প্রদর্শনে অক্ষম হইয়াছে? পাঠশালে শিক্ষার কতটা উন্নতি হইবে, মিশ্র শ্রেণী নিরাপত্তিতে কত বয়স পর্য্যন্তই বা চলিতে পারিবে? দেশীয় কৃতবিদ্যগণ গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে না ভুলিয়া উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার উপায় সর্ব্বতোভাবে চিন্তা করুন, ইহাই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

ইনস্পেক্ট্রেস্ বিবী মনোমোহিনী হুইলার স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কয়েক বৎসর যেরূপ রিপোর্ট দিতেছেন, তাহাতে তাঁহার স্পষ্টবাদিতার প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। জেনানা মিসন স্কুল সকলে নাম মাত্র শিক্ষা দেওয়া হয়, তাঁহার মতে তথায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দান কমান কর্ত্তব্য। মিসন বালিকা বিদ্যালয় সকলে পারিতোষিকের দিন সকল বালিকা আসিয়া থাকে, পড়ার দিনে তাহাদিগের খোঁজ নাই। পারিতোষিকও অবিচারে সকলকে দেওয়া হয়। বালিকাবিদ্যালয় সকলে উচ্চ শিক্ষা দূরে থাকুক, সামান্যরূপ অক্ষর পরিচয়ের অপেক্ষা বড় অধিক শিক্ষা হয় না। গত বর্ষে কলিকাতা, হুগলী ও ২৪ পরগণার অন্তঃপুর ও বিদ্যালয়ে ৩০২৪ জন ছাত্রী ছিল, তন্মধ্যে ১১৯২ অপোগণ্ড শিশু, তাহারা পরীক্ষা দিতেই জানে না। অবশিষ্ট ১৮৩২ জন পরীক্ষা দেন, তাহাদের শতকরা ৯ জন মাত্র কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহাদের শিক্ষার সীমা বোধোদয়ের বড় উপরে নহে। ইহাদের প্রথম শিক্ষা ভাল হয় না বলিয়া উত্তরকালের শিক্ষাও নাম মাত্র হইয়া থাকে।

শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা যখন বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য ব্যয় স্বীকারে কাতর এবং 'গাছের কলা ও ঘাটের জলে' ষষ্ঠী মাকাল পূজার ন্যায় স্ত্রীশিক্ষার কার্য্য সম্পন্ন করিতে চান, তখন ইহার জন্য বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগের আর কত অনুরাগ ও উৎসাহ হইবে? ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেবকে তাঁহার অধীনস্থ এক সব-ইনস্পেক্টর লিখিয়াছেন "মহাশয়, সত্য সত্য বলিতেছি, আমি বালিকাবিদ্যালয় সকলের বিরোধী; স্ত্রীলোকের মন অত্যন্ত গর্ব্বিত, এবং একটু লেখাপড়া শিখিলেই

তাহারা আমাদের জন্য যে কাজ করে, তাহা করিতে অক্ষম হইবে।" ছোটলাট সাহেব শিক্ষাবিভাগের একজন তত্ত্বাবধায়কের এইরূপ মন্তব্য পড়িয়া অবশ্য হাসিয়াছেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ সংস্কারাপন্ন লোক অধিক আছেন, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, কেইবা বিশ্বাস করিতে পারে? লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের কয়েকটী সারগর্ভ কথা আমরা এস্থলে গ্রহণ করিলাম। "স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে (ঘর সংসারের) কাজের বাহির হইয়া যায়, এ অভিযোগ নূতন নহে। যে দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেখানেই এই অভিযোগ। কিন্তু সর্ব্বত্র সমীচীন অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে অবিদ্যামন্ত্রে দীক্ষিত নারীগণ অপেক্ষা শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরাই সংসারের দায়িত্ব গভীরতর রূপে অনুভব করেন এবং বালক বালিকা ও পরিজনগণের উপর শুভকর শাসন বিস্তার করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ও চরিত্র মার্জ্জিত হইয়া ইউরোপে যে ফল ফলিয়াছে, বঙ্গদেশে তাহা হইবে না কেন?" লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আর একটী কথা বলিয়াছেন যে হয়ত কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ সময়ে কোন কোন বঙ্গনারী বিদ্যাজনিত সুখে প্রলুব্ধ হইয়া সংসারের কার্য্যে ঔদাস্য প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বামীদিগের কষ্টের কারণ হইতে পারেন, কিন্তু তখন ইউরোপীয় স্বামীদিগের ন্যায় তাহাদের অবস্থা হইবে। স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা ইউরোপীয় জাতীয় জীবনে যেরূপ তেজস্বিতা ও বৈচিত্র দেখা যায়, বঙ্গীয় জাতীয় জীবনেও তাহা লক্ষিত হইবে।

আমরা মনে করিতে পারি না যে শিক্ষিতদিগের মধ্যে বাস্তবিক স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী লোক আছেন। অবশ্য স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে অনেক মতভেদ হইতে পারে এবং এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবার অনেক বিষয় আছে, কিন্তু শিক্ষার জন্য কোন না কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা যদি জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় জীবনের অভ্যুদয় কামনা করি, তাহা হইলে আমাদিগের সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ নারীজাতিকে অজ্ঞানান্ধকারে নিক্ষেপ পূর্ব্বক অবজ্ঞার সামগ্রী করিয়া রাখিলে কখনই আমাদিগের আশা পূর্ণ হইবে না। নারীদিগকে শিক্ষিত, চিন্তাশীল, কার্য্যক্ষম ও সকল বিষয়ে সকলের সঙ্গিনী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তবে সমাজ পরিপুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হইয়া সর্ব্বতোভাবে আপনার কর্ত্তব্য সাধনে সক্ষম হইবে।

অদ্ভুত বিবরণ।

বানরের হস্তে সর্পের মৃত্যু।

মেডিকাল টাইমস্ পত্রে একটী বানর ও গোখুরা সাপের যুদ্ধের আশ্চর্য্য বিবরণ বর্ণিত আছে। পাটনা নগরের নিকট এক বৃহৎ বট বৃক্ষে এক বানরের বাসা ছিল। সে এক দিন ঐ বৃক্ষ আরোহণ করিতে যাইতেছে, এমত সময়ে দেখিল শিকড়ের নিকট বৃহদাকার সর্প। সে যত বার বৃক্ষ আরোহণ করিতে যায়, দেখিল সর্প ততবার ফণা তুলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আইসে। বানর যত বার পশ্চাৎ দিকে সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল, সর্প ততবার সরিয়া সরিয়া গাছ বেড়িয়া আসিতে লাগিল, সুতরাং বানর আর বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না। বানর ইহা দেখিয়া দ্রুত গতিতে ঘুরিতে লাগিল, একবার গাছের এ পাশ একবার ও পাশ করিয়া যেন নাচিয়া ২ বেড়াইতে লাগিল এবং এক একবার যেন ছোঁ মারিয়া ধরিবার জন্য সর্পের দিকে আসিতে লাগিল। দুই ঘণ্টাকাল এইরূপ ঘোরাঘুরি। অবশেষে বোধ হইল সর্প শ্রান্ত হইয়াছে, সে ভূমির উপর লটান শয়ন করিল। বানর এক্ষণে অবসর বুঝিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, আর সতর্কভাবে সর্পের গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া যখন এমন ভাবে আসিল যে একলাফে সর্পকে ধরিতে পারে, তখন সর্পের উপর লাফাইয়া পড়িল এবং সে ফণা তুলিবার পূর্ব্বেই দুই হাতে তাহার গলা কসিয়া ধরিল। সর্প তৎক্ষণাৎ লাঙ্গুল বেষ্টনে তাহাকে নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিল। বানর কিছু মাত্র ভীত না হইয়া সাপের ঘাড় দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রহিল এবং নিকটে ভাঙ্গা ইটের চাই ছিল, তাহাতে সাপের মস্তকটা ঘসড়াইতে লাগিল। সে এরূপ সুস্থিরভাবে ও অধ্যবসায় সহকারে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল, যে সর্পের মস্তকের আর চিহ্নমাত্র রহিল না, তাহা দলিত মাংস খণ্ডে পরিণত হইল। তখন কপিবর আস্তে আস্তে শরীর হইতে লাঙ্গুল বন্ধন খুলিয়া বৃক্ষ আরোহণ করিল ও এক লম্ফে বাসায় গিয়া উপনীত হইল। এই ঘটনায় বানরের আশ্চর্য্য বুদ্ধিশক্তির প্রমাণ কেমন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্পের কোথায় বিষদন্ত আছে, তাহার আঘাতের ফল কি, ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়া বানর সর্পের ঘাড় টিপিয়া ধরিয়া মুখখানি নষ্ট করিল। বানরের ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেরও প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। আর একটী কথা শুনা যায় যে সর্পের চক্ষে একপ্রকার জ্যোতি আছে, সর্প তাহার শিকারের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া

তাহাকে তাড়িয়া ও অবসন্ন করিয়া ফেলে, বানরের উপর সে ভেল্‌কী খাটিল না। বোধ হয় পক্ষী প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবেরাই তাড়িতাকৃষ্ট হইয়া থাকে, বৃহৎ জীবেরা সেরূপ হয় না। সর্পের উপর বানরদিগের যে অত্যন্ত রাগ ও দ্বেষ, তাহারও পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায়।

কোন পরিব্রাজক বর্ণনা করিয়াছেন, নর্ম্মদা নদীতীরে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে, তাহাতে অনেক বানরের বাস। ইহার নিকটে অনেক সর্প বিচরণ করিয়া থাকে। বানরেরা এইরূপ প্রতিবাসী যে পছন্দ করে না, বলা বাহুল্য। উহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায় অনুসন্ধান করিয়া থাকে। সর্প যখন নিদ্রা যায়, বানর তখন আস্তে আস্তে তাহার নিকটস্থ হইয়া ঘাড়টী দৃঢ় করিয়া ধরে এবং অনতিদূরস্থ শিলাখণ্ডে ক্রমাগত ঘর্ষণ করিয়া মস্তকটী নষ্ট করিয়া ফেলে। বানর যখন এই কার্য্য করে, তখন তাহার মুখের গাম্ভীর্য্য ও দন্তপাটী বিকাশ দেখিয়া বোধ হয় যেন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গুরুতর রাসায়নিক পরীক্ষায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সর্পের মস্তক চূর্ণ হইলে বানর-শিশুদিগের নিকটে তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়; তাহারা কিচিমিচি ধ্বনি সহকারে তাহাকে লইয়া পরস্পরে লোফালোফি করে এবং এই রূপে খেলিয়া বেড়ায়।

দেশ ভ্রমণ।

বোম্বাই এলিফেণ্টা দ্বীপ।

বেলা অনুমান দশ ঘটিকার সময় বাসায় ফিরিলাম। আজ হস্তিদ্বীপে (Elephanta Isle) যাইতে হইবে, তাই তিনটী বাঙ্গালী আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া এপোলো বন্দরে পঁহুছিলাম। সাড়ে তিন টাকায় একখানা নৌকা ভাড়া করা হইল এবং পাপেয়াদি লইয়া বেলা অনুমান সাড়ে ১০ ঘটিকায় সময় সকলে নৌকায় উঠিলাম। সমুদ্রে বাতাস ছিল না, সুতরাং যাত্রীরা "পালের" সাহায্য পাইল না, ধীরে ধীরে নৌকা চলিতে লাগিল—বেলা প্রায় সাড়ে ৪ ঘটিকার সময় হস্তিদ্বীপে পঁহুছিলাম। জোয়ার ভাটায় সমুদ্রের জলের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, সুতরাং সকল সময়ে নৌকা কথাস্থানে পঁহুছিতে পারে না; এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বোম্বাই অঞ্চলের কোন সদাশয় ধনী বড় বড় প্রস্তর ফেলিয়া সমুদ্র হইতে দ্বীপ পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন।

আমরা [illegible] কতকগুলি লোক পাহাড়ে উঠিবার জন্য [illegible]

প্রকার বাহন লইয়া আমাদিগের সমীপস্থ হইল। কিন্তু তাহাকে না উঠিয়া আমরা পদব্রজে উঠিতে লাগিলাম। উঠিবার জন্য পাথরের সিঁড়ি রহিয়াছে, সুতরাং গুহা পর্য্যন্ত উঠিতে বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হয় না। উপরে উঠিয়া এক খানা ছোট ঘর দেখিতে পাইলাম। আমরা পহুঁছিবা মাত্র এক জন বৃদ্ধ সাহেব বাহিরে আসিয়া আমাদিগকে চারি আনা মূল্যের এক এক খানা টিকেট দিলেন এবং এক খানা পুস্তক সঙ্গে লইয়া আমাদিগকে গুহা দেখাইতে লইয়া গেলেন। সাহেবের নিকট যে পুস্তক ছিল, তাহাতে ফটোগ্রাফ সহ গুহার ইতিহাস অনেকটা বিবৃত ছিল। কোন সাহেব এই গুহা দেখিয়া বিলাতে যাইয়া ঐ পুস্তক লেখেন। গুহার সমস্ত ইতিহাস জানিতে পারিলাম না, আর যত দূর জানা গিয়াছে সমস্ত লিখিতে গেলেও প্রবন্ধ অত্যন্ত বড় হইয়া পড়ে, সুতরাং এ স্থলে কেবল সংক্ষেপে গুহার আকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে।

১। গুহার প্রবেশদ্বারটী বেশ বড়। প্রস্তরময় পাহাড়ের এক পার্শ্ব হইতে আকৃত হইয়া ক্রমশঃ ভিতরের দিকে [illegible] হইয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিলেই প্রথমতঃ খুব একটি বড় ঘর দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] বেশ বড়। প্রায় আমাদিগের কলিকাতার সেনেট ঘরের মত। ইহার চতুর্দ্দিকে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তর দেয়ালে খোদিত রহিয়াছে। প্রবেশ করিলেই সম্মুখে খুব বড় প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট একটি প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। দুর্গা প্রতিমার যেমন দক্ষিণে ও বামে লক্ষ্মী ও সরস্বতী শোভা পায়, ইহারও দুই পার্শ্বে সেইরূপ কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। আমি ঐ প্রতিমার দৈর্ঘ্য মাপিবার জন্য উহার কটিদেশে পা দিয়া দাঁড়াইলাম, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও উহার চিবুক স্পর্শ করিতে পারিলাম না। কটিদেশ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত যাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ বা ৫।। হাত হইবে, তাহার সমস্ত শরীর কত বড় হইতে পারে তাহা পাঠিকাগণ অনুমান করিয়া লইবেন। যে ঘরের কথা উল্লেখ করা হইল, এইটি গুহার "হল ঘর"। ইহারই মধ্যে খুব বড় বড় প্রস্তরস্তম্ভ রহিয়াছে। এ ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বে আর দুই খানা ঘর আছে, তাহাতে বিষ্ণু, শিব ও বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। এই ঘর দুটির সম্মুখেই একটি ছোট প্রাঙ্গণ, ইহার উপরে আকাশ, তিন দিকে পাহাড় ও এক দিকে হল ঘর। হল ঘরের বাম পার্শ্বেও এইরূপ ঘর ও প্রাঙ্গণ আছে। এই প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে একটী খুব সুন্দর ও অতি স্বচ্ছ জলে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে। [illegible] [illegible] নাম দিয়া এই

জল তথায় রক্ষিত হয়। এ গুহার মধ্যে যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত হইয়াছিল, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে তাহাদের প্রায় সকলগুলি অঙ্গহীন—কাহার হাত নাই, কাহার পা নাই, কাহারও মস্তক নাই। পাঠিকাগণ জ্ঞাত আছেন দিল্লির বাদশাহ আরঙ্গজীবের সময় মুসলমানদের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল, এই সময়ে মুসলমানগণ হিন্দুর উপর অত্যাচার করিবার সুযোগ পাইলে আর কিছুতেই ছাড়িত না। বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে এই সময়ে আবার পর্ত্তুগিজগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিতে থাকে। ইহারাও মুসলমানদের ন্যায় হিন্দু-দেবতার বিদ্বেষী ছিল। অনেকে অনুমান করেন এই দ্বীপ গহ্বরের প্রতিমূর্ত্তির অঙ্গ-বৈকল্য ইহাদেরই কোন না কোন শ্রেণীর দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। এ গহ্বরে একটি হস্তীর অতি সুন্দর ও বড় প্রতিমূর্ত্তি ছিল, সেই হস্তী (Elephant) হইতেই ইহার নাম হস্তি-দ্বীপ (Elephanta Isle), এখন এই হস্তী দ্বীপ হইতে বোম্বাই চিত্রশালিকায় নীত হইয়াছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকায় উঠিলাম। কেননা বায়ু বিলক্ষণ জোরে বহিতে-ছিল। সুতরাং যাত্রারী গোছের একখানা পাল তুলিয়া দিলেই বিলক্ষণ বেগে নৌকা সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বায়ু আমাদিগের ঠিক অনুকূল ছিল না সুতরাং নৌকা প্রথমতঃ বহিঃ-সমুদ্রের দিকে চালিত হইল। কতক-দূর যাইয়া দেখিলাম তিন চারি স্থানে আলোগৃহের (Light-house) আলো হঠাৎ চমকিয়া ঘুরি বহির্গত হইতেছে। প্রতি আলোগৃহের আলোকই তাহার চতুর্দ্দিকে সবেগে বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে। যখন যে দিকে যায় তখন অল্প ক্ষণকালের জন্য সে দিকের লোক উহা দেখিতে পায়। ঐ আলোক প্রতি মিনিটে তিন চারি বার স্তম্ভকে বেষ্টন করিয়া আইসে, সুতরাং প্রতি মিনিটে উহার আলোক তিন চারি বার দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে দেখা যায়। পাঠিকাগণের অনেকেই বাতী ঘর বা আলো ঘরের কথা পড়িয়াছেন, সুতরাং এস্থলে আমরা এ সম্বন্ধে আর কোন কথা উল্লেখ করিলাম না। বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী আলোগৃহ-গুলি আকারে ছোট। ইহাদের কাহার চতু-র্দ্দিকে নীলবর্ণ আলো ঘুরিতেছে, কাহার চতুর্দ্দিকে লাল আলো ঘুরিতেছে, আবার কোনটির চতুর্দ্দিকে সাদা আলোক, দেখিতে বড় সুন্দর। সমুদ্রের যে যে অংশে জল খুব অল্প, সেই সেই স্থানেই এইরূপ আলোগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। আলো গৃহের আলো দেখিয়াই জাহাজ অথবা ষ্টিমারের লোকেরা সতর্ক হইয়া থাকে, কারণ অল্প জলে জাহাজের বিপদের সম্ভাবনা।

বায়ু বিলক্ষণ বেগে বহিতেছিল, সুতরাং অতি অল্প ক্ষণের মধ্যে

বোম্বাই ও এলিফাণ্টা হইতে অনেক দূরে নীত হইলাম। তখন একটু রাত্রি হইয়াছে, আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়াছে, বায়ুতাড়নে সমুদ্র বক্ষে বড় বড় ঢেউ খেলিতে লাগিল. তাহারই উপর নৌকা হেলিয়া দুলিয়া খেলিতে খেলিতে চলিতে লাগিল। চারি দিকে জল, স্থল কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল সুদূরে আলোস্তম্ভের আলো এবং বোম্বাই নগরের সমুদ্র পার্শ্বে অস্পষ্ট দীপমালা। ভীষণ, গম্ভীর অথচ সুন্দর সেই দৃশ্যটি দেখিয়া মন মোহিত হইল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ এক দৃষ্টে চন্দ্রকিরণে শোভিত সেই উর্ম্মিমালাপূর্ণ নীরের চাহিয়া রহিলাম—ভয়ে বিস্ময়ে আনন্দে মগ্ন মগ্ন হইয়া গেনু।

নূতন সংবাদ।

১। ইব্রাহিম নামে বোম্বাইয়ের এক সদাগর কচ্ছে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। চিকিৎসালয়ে ৩৫০০০ এবং বালিকা বিদ্যালয়ে ১০০০০ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন। কচ্ছ-বাসীরা এই দুই কার্য্যের জন্য ভূমি প্রদান করিবে।

২। গত ১৯এ বৈশাখ সিটি কলেজ গৃহে বঙ্গমহিলা সম্মিলনীর ৩য় বার্ষিক অধিবেশন ও স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের পারি-তোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে বিবী মরে, বিবী গ্রাণ্ট ও স্মিথ ও বিবী মাক্‌ডোনাল্ড প্রভৃতি কয়েকটী ইউরোপীয় পুরুষ ও রমণীও উপস্থিত ছিলেন। এ বৎসর ৩৮ জন স্ত্রীলোক এই সভার অধীনে পরীক্ষার্থিনী হইয়াছিলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃতে কয়েকটী মহিলা বিশেষ পরীক্ষা দান করেন।

৩। কনষ্টাণ্টিনোপলে বড়ই আশ্চর্য্য কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বহুসংখ্যক তুরস্করমণী তত্রত্য রাজস্ব-মন্ত্রীর কার্য্যা-লয়ে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করেন এবং তাঁহার নিকট তাঁহাদিগের স্বামীদিগের প্রাপ্য বেতন পাইবার দাওয়া করেন। তাঁহারা এত উৎপাত ও গোলযোগ করেন, যে পুলিস সৈন্য তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু হারিয়া যায়। মন্ত্রিবর বেগতিক দেখিয়া এক গুপ্ত দ্বার দিয়া পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। তুরস্কে আজিও বীররমণী আছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা—শ্রীনগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় কতকগুলি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লইয়া এই পুস্তক খানি প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার ন্যায় যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প আছে। গ্রন্থখানি নাস্তিক ও সংশয়বাদীদিগের আপত্তি খণ্ডনের পক্ষে যেরূপ সুশাণিত অস্ত্র, ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের বিশ্বাস বর্দ্ধনের পক্ষেও সেইরূপ উৎকৃষ্ট সহায় হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু যে চিন্তাশীল, সুবক্তা ও সুলেখক, তাঁহার এই গ্রন্থে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

২। উপষ্টম্ভ—শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ৷৵০ আনা। ভারতসমুদ্ভূত বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহিমা প্রদর্শন এই উপক্রমণিকার উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান কালের সভ্যজগতের আরাধ্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যে অনেকাংশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিকট ঋণী, লেখক তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার পুরাতত্ত্বানুসন্ধান বিশেষ প্রশংসনীয়। গ্রন্থকার সাধারণের নিকট বিশেষ উৎসাহ পাইবার যোগ্য, তাহা পাইলে তিনি যে মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিতে পারেন।

৩। বঙ্গকুমারী—শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত। ইহাতে দ্বাদশটী আর্য্য মহিলার জীবনবৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে। যে কয়েকটী রমণীর জীবনী বর্ণিত হইয়াছে, সকল গুলির চরিত্র আদর্শস্থানীয় না হইলেও তাঁহাদিগের জীবনের অনেক মহত্ত্ব আছে, সন্দেহ নাই। বঙ্গমহিলাগণ এই পুস্তক খানি পাঠে এ দেশীয় রমণীগণের শৌর্য্য, বীর্য্য, রাজনৈতিক বুদ্ধি, শাসনক্ষমতা, দেশহিতৈষিতা ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের অনেক দৃষ্টান্ত লাভ করিতে পারিবেন।

৪। রবিচ্ছায়া—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১০ আনা। সুকণ্ঠ বিহঙ্গের সঙ্গীতালাপ শুনিয়া কাহার না প্রাণ আকুল হয় ও আনন্দে উথলিয়া উঠে? রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গীতের সেইরূপ শক্তি আছে। তিনি প্রাণের ভাব প্রাণের ভাষাতে কবিত্বরসে সিক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে যেমন প্রাণস্পর্শী ব্রহ্মসঙ্গীত সকল আছে, সেইরূপ নির্দ্দোষ প্রণয় ও স্বভাবলীলা সম্বন্ধীয় সুন্দর গীতি সমূহ প্রকটিত হইয়াছে। এই সুভাব সঙ্গীতময় পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্যসংসারে অতি আদরের সামগ্রী হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বামাগণের রচনা।

অনন্তমহাশূন্যের প্রতি।

হে অনন্ত তুমি কিহে প্রতিবিম্ব তাঁহারি!
রবির সুতীক্ষ্ণ জ্যোতি, শশীর বিমল ভাতি,
প্রকাশে অপূর্ব্ব তাঁর গগনেতে ঐ রাশি।
লতা গুল্ম পাদপেতে, অগণন জীবাদিতে,
অপার মহিমা যাঁর প্রকাশিত র'য়েছে!
ফুলে যাঁর অনুপম, ফলে যাঁর মনোরম,
অতুল সৌন্দর্য্য ভাব বিকশিত হয়েছে!
অগণন গ্রহ তারা, মহাবেগে ভ্রমি তারা,
যাঁর মহাশক্তি সদা বিশ্বময় ঘোষিছে!
ভূমণ্ডল স্তরে স্তরে, অপরূপ রূপ ধরে,
যাঁহার মঙ্গল গুণ দিবানিশি গাইছে!
পুষ্পরেণু মধুমক্ষি, স্নায়ু শিরা জীব অক্ষি,
অনিবার প্রচারিছে সু-কৌশল যাঁহার!
মস্তিষ্কের সুগঠন, শ্বাস রক্ত সঞ্চালন,
অচিন্ত্য গভীর জ্ঞান করে যাঁর প্রচার।
অনল অনিল বারি, ঘোষে সদা গুণ যাঁরি,
গর্ভবাসে শিশু থাকি বলে দেয় যাঁহারে!
মাতৃস্তন-দুগ্ধে যাঁর, ঘোষে জ্ঞান অনিবার,
মাতৃস্নেহ জানে যাঁর স্নেহ ভাব প্রচারে!
মহাসিন্ধু নদ নদী, বলে যাঁরে নিরবধি,
অব্যক্ত ভাষাতে,—"তব হে অচিন্ত্য মহিমা!"
অন্তরের ভাবরাশি, বলে যাঁরে দিবানিশি,—
"তোমারি তোমারি দেব অতুলিত গরিমা!"
সন্তানের আকর্ষণ, অপত্যের নিরীক্ষণ,
তোমাকেই ক'রেছেন হে বিশ্ব-বিধাতা।
প্রাণ স্নায়ু সেই মন, প্রাণাধার [illegible],
এত শক্তি যাঁর বলে ঐ দেখ প্রকৃতি মাতা!
[illegible] ধাম, অপার মহিমা নাম,
গাইছে প্রকৃতি সতী দিবারাত্রি যাঁহারি!
[illegible] তুমি কিহে প্রতিবিম্ব তাঁহারি!

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪৫ সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ ১২৯২—জুন ১৮৮৫। | ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

১। রুষ ইংরাজ যুদ্ধ—আফগানস্থান লইয়া ইংরাজ ও রুষে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল, ঈশ্বর কৃপায় তাহা এক প্রকার দূর হইয়াছে। উভয় জাতিই শান্তিপ্রয়াসী হইয়া আফগানস্থানের সীমা আপোষে মিটাইয়া লইতেছেন। হিরাট নগরে ইংরাজেরা প্রবেশানুমতি পাইয়াছেন, তাঁহারা তত্রত্য দুর্গকে দৃঢ়রূপে নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছেন। যুদ্ধের উদ্যোগে ইতিমধ্যে অনেক ব্যয় হইয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি, গবর্ণমেণ্ট মিতব্যয়িতা দ্বারা এই ব্যয় পূরণ করিবেন।

২। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা—বি, এ, পরীক্ষায় [illegible] হইয়াছে, ইহার মধ্যে ৫২ জন [illegible] পাশ হইয়াছেন।

৩। স্ত্রীদালাল—আজি কালি কলিকাতায় দেখা যায়, স্ত্রীলোকেরা বিষয়ের অধিকাংশ [illegible] করে, তাহারা অন্তঃপুরে গিয়া [illegible] কাপড় অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া আসিতে [illegible] হইয়াছে। [illegible] কতকগুলি স্ত্রীলোক [illegible] উপার্জ্জন করিতেছে। [illegible] পাইয়া অনেক [illegible] পাইয়া বড় সুখী হইয়া [illegible]

কিন্তু তাঁহাদিগকে একটু বিশেষ সতর্কতা শিক্ষা করিতে হইবে। ইঁহাদিগের চক্রে পড়িয়া অনেক স্ত্রীলোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। সোনার গহনা কিনিয়া পরে অনেকে দেখেন তাহা পিত্তলের বা নানা ধাতুনির্ম্মিত। যাকে তাকে বিশ্বাস করিয়া পুরনারীগণ অর্থের অপব্যয় না করেন ও প্রতারিত না হন, ইহা আমাদিগের সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

৪। কৌলীন্য কণ্টক—বরিশালের এক প্রাপ্তবয়স্কা রমণীর সহিত এক শিশুর বিবাহ হওয়াতে স্ত্রীলোকটী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বৃদ্ধের সহিত বালিকার বিবাহেও এইরূপ দুর্ঘটনা মধ্যে মধ্যে হয়। কৌলীন্য কুপ্রথা আজিও কি নির্ম্মূল হইবে না?

৫। আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি—একটী ৪ বৎসরের বালিকা সমগ্র কোরাণ কণ্ঠস্থ করিয়াছে।

৬। স্ত্রীবাগ্মী—ফিলাডেলফিয়া স্ত্রীবিদ্যালয়ের বিবী ডাক্তার লংসোর পট্স ইংলণ্ডীয় রমণীদিগের নিকট বক্তৃতা করিতেছেন এবং মার্কিন দেশীয় স্বাধীনতার ভাবে সকলকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

৭। স্ত্রীকর্ম্মচারী—জাপানী রমণীগণ তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট সেরেস্তায় কেরাণীগিরি করিয়া থাকেন; টেলিগ্রাফ আফিসের দ্বারও তাঁহাদিগের জন্য উন্মুক্ত হইতেছে।

৮। আমেরিকায় অধ্যবসায়—একটী বিখ্যাত ফরাসী রমণীর গ্রন্থ আমেরিকায় পৌঁছিবার ২২ ঘণ্টার মধ্যে তাহা ইংরাজীতে অনুবাদিত ও মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। অনুবাদ কার্য্যে ৭৯ জন লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গ্রন্থখানি বড় ছোট নয়, ৩৫০ পৃষ্ঠা পরিমিত। নিউইয়র্কের এক পুস্তক প্রকাশক ইহার উদ্যোগী।

৮। রিপণ হাঁসপাতাল—অল্প দিন হইল লর্ড ডফরিণ সিমলাতে এই হাঁসপাতাল গৃহ খুলিয়াছেন। ইহা ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয়েরই জন্য।

৯। আয়র্লণ্ডে যুবরাজ—যুবরাজ আয়র্লণ্ডে অবস্থিতি কালে ইহার অনেক হিতকর কার্য্যে মনোযোগী হইয়াছেন তিনি দরিদ্রদিগের বাসগৃহের উদ্ধার সাধনের প্রস্তাব করিয়াছেন, শিল্প-বিদ্যালয় খুলিয়াছেন এবং প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকিয়া লোক সাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। যুবরাজপত্নী ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের "Doctor of Music" সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদা উপাধিতে ভূষিতা হইয়াছেন। যে দুই জন কুমারী বিদুষী তাঁহাকে ডাক্তারের পরিচ্ছদ পরাইয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগকে নিজাবাসে আহ্বান করিয়া কিছু কিছু প্রীতি উপহার দিয়াছেন। ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয় স্ত্রীলোকদিগকে উপাধিদানের প্রথম

দৃষ্টান্ত দেখান, এক্ষণে যুবরাণীকে সম্মান করিয়া গুণগ্রাহিতার আরও পরিচয় দিয়াছেন।

১০। রাজকুমারী ক্রিশ্চিয়ান— ভারতেশ্বরীর তৃতীয়া কন্যা গত ১৪ই এপ্রিল লণ্ডন হাঁসপাতালের পীড়িত বালকদিগকে দেখিতে যান। তিনি এক এক করিয়া প্রত্যেক রুগ্ন শিশুর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন, তাহাকে কিছু নূতন খেলনা দেন এবং সকাতর মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় লন। কি অপূর্ব্ব সহৃদয়তা, কি স্বাভাবিক দয়া! এটি দয়াবতী রাজকন্যা তাঁহার পরলোকগতা ভগিনী রাজকুমারী আলিসের একখানি জীবনী লিখিয়া তাঁহার উন্নত ধর্ম্মভাব ও স্ত্রীলোকোচিত গুণরাশি অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। এই পুস্তকখানির প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না।

১১। ম্যাঞ্চেষ্টার শিক্ষা সমিতি— ম্যাঞ্চেষ্টারের বালিকা কলেজে এ উপলক্ষে প্রায় সহস্র লোক সমবেত হন এবং অনেকগুলি পুরুষ ও রমণী নানা বিষয় বক্তৃতা করেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কুমারী [illegible]গে, কুমারী বুলী, কুমারী বেকার, কুমারী মেটল্যাণ্ড, কুমারী [illegible], কুমারী ক্লিমান, কুমারী কুক ও কুমারী ক্লুথো ব্যায়ামচর্চা, পাঠ্য বিষয়ের কাঠিন্য, মিতব্যয়িতা, শাকবিদ্যা, প্রথম শিক্ষোপযোগী পাঠশালায় শিল্পশিক্ষার আবশ্যকতা, কিণ্ডার গার্টেন ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১২। বিদ্রোহ শান্তি—কানাডার বিদ্রোহিদলপতি রিল ধৃত হওয়াতে বিদ্রোহের শান্তি হইয়াছে। কানাডা প্রথমে ফরাসী উপনিবেশ ছিল, পরে ইংরাজেরা ইহা জয় করিয়াছেন।

১৩। গুইকুমার পত্নীর মৃত্যু— বরদার বর্ত্তমান গুইকুমার মারহাট্টা রমণীর পরিবর্ত্তে কাবেরী নদী তীরস্থ মান্দ্রাজীদিগের মধ্য হইতে এক গুণবতী শিক্ষিতা রমণীকে বিবাহ করেন। দুঃখের বিষয় [illegible] অল্পবয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। গুইকুমার ইঁহার স্মরণার্থ নানাবিধ হিতকর কার্য্যে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

১৪। মহারাষ্ট্রীয় রমণীর সাহসিকতা—রুষ ইংরাজ যুদ্ধাশঙ্কায় আমাদিগের বঙ্গনারীগণ কতদূর সাহসে বুক বাঁধিয়াছেন জানি না। কিন্তু মারহাট্টা রমণী গুইকুমার মাতা বিধবা যমুনা বাই রাজপ্রতিনিধিকে কি পত্র লিখিয়াছেন দেখুন:—

"মহারাষ্ট্রীয় রমণীগণের অশ্বারোহণনিপুণতা এবং যোদ্ধগুণশালিতা আপনি অজ্ঞাত নহেন। আমি আপনার নিকট যে সাহায্যদানের প্রস্তাব করিতেছি, আপনার ইঙ্গিত মাত্র তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত আছি। ভরসা করি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন; তাহা হইলে মহারাষ্ট্রকুলের রমণীগণ যুদ্ধকালে ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের (পক্ষে) সৈন্যদলের পার্শ্বে থাকিয়া কিরূপ বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে, সকলে জানিতে পারিবে এবং ভারত ও ইংলণ্ডের রমণীরা আমাদিগের নিকট একটী অপূর্ব্ব আদর্শলাভ করিবে।"

ধন্যা বীরাঙ্গনা যমুনা বাই, তোমার ওজস্বিনী ভাষাতে ভারতনারীকুলের মুখ উজ্জ্বল এবং ইংরাজ বীরদিগেরও চিত্ত চমকিত করিয়াছে!

১৫। রেবরণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণ বন্দ্যো—মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১১ই মে ৭২ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন অকপট ভারতহিতৈষী ছিলেন, দেশের সর্ব্বপ্রকার হিতানুষ্ঠানে কায়-মনোবাক্যে যোগ দিতেন, বৃদ্ধ বয়সেও যুবার ন্যায় উদ্যমে কার্য্য করিয়াছেন। ইনি ১১টী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং স্ত্রীজাতির শিক্ষার উন্নতিকল্পে অনেক সহায়তা করিয়াছেন। সকলেই দুঃখ করিতেছে, বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ লোক শীঘ্র হইবে না।

স্ত্রী-পর্য্যায়।

স্ত্রীলোকের নাম কত দেশে কতরূপে অভিহিত হইয়াছে, সেই সকলের মূল অনুসন্ধান করিলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতিমধ্যে স্ত্রীলোকদের অবস্থা ও কার্য্য কিরূপ ছিল এবং পুরুষজাতি তাহাদিগকে কিরূপ ভাবে দেখিতেন অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। ইংরাজেরা স্ত্রীলোককে (Woman) বলেন, তাহার অর্থ বস্ত্র-বয়নকারী মনুষ্য, অর্থাৎ আদিম সময়ে সাক্সন জাতির মধ্যে বস্ত্রবয়নই স্ত্রীলোকের প্রধান কার্য্য ছিল। ইংরাজদিগের বড় সম্মানের নাম যে "লেডী" (Lady) মান্যা মহিলার প্রতি প্রয়োগ করা হয়, তাহারও অর্থ রুটীরক্ষাকারিণী বই আর কিছুই নয়। ইহাদ্বারা বোধ হয় পূর্ব্বকালে ইংরাজজাতির নিকট স্ত্রীলোক যত সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহের উপায় বলিয়া গণ্য ছিলেন, তত পূজার পদার্থ ছিলেন না। অন্যান্য জাতির মধ্যে স্ত্রীপর্য্যায়ক শব্দ সকলের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ অনুসন্ধান করিলে প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা লাভ হয়, কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে আমরা সর্ব্বপ্রথমে হিন্দু স্ত্রীবাচক শব্দ সকলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

সংস্কৃত অভিধানে স্ত্রীপর্য্যায়ে অর্দ্ধ শতের অধিক নাম আছে, পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবারণার্থ আমরা নিম্নে তাহা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রদান করিলাম।

১। অবলা (১), স্ত্রী (২), বধূ (৩), ভীরু (৪), যোষা বা জোষা (৫), যোষিৎ যোষীৎ, জোষিৎ বা জোষীৎ (৬), যোষিতা বা জোষিতা (৭), প্রতীপ-দর্শিনী (৮), বনিতা (৯)।

২। কামিনী (১০), ভামিনী (১১),

রমণী (১২), ভাবিনী (১৩), বিলাসিনী (১৪), বামা (১৫), রামা (১৬), সুন্দরী (১৭), ললনা (১৮), সুতনু (১৯), রূপসী (২০), বরাঙ্গী (২১), সুভ্রূ (২২), তন্বী (২৩), অঙ্গনা (২৪), শর্ব্বরী (২৫), সুনেত্রা (২৬), সুলোচনা (২৭), কুরঙ্গনয়না (২৮), মৃগাক্ষি (২৯), শ্যামা (৩০), অনিন্দিতাঙ্গী (৩১), মানিনী (৩২), কান্তা (৩৩), বনিতা (৩৪), রম্ভা (৩৫), বামদৃক (৩৬), মত্তগামিনী (৩৭), জিগামা (৩৮), চারুবর্দ্ধনা (৩৯), নিম্নমণ্ডলিকা (৪০), সীমন্তিনী (৪১), বরারোহা (৪২), প্রমদা (৪৩), বামাঙ্গিনী (৪৪)।

৩। জনি (৪৫), জনী (৪৬), পুরন্ধ্রী (৪৭), গৃহিণী (৪৮), গৃহশ্রী (৪৯), গৃহলক্ষ্মী (৫০)।

৪। মহিলা (৫১), মহেলা, (৫২), মহেলিকা (৫৩), ধনী (৫৪), ধনিকা (৫৫), বরা (৫৬), বরবর্ণিনী (৫৭), নারী (৫৮)।

উপরে স্ত্রীলোকের যে অষ্টোত্তর পঞ্চাশৎ নাম প্রদত্ত হইল, অর্থ বিবেচনায় তাহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমগুলি স্ত্রীলোকের হীনাবস্থাসূচক, দ্বিতীয়, শারীরিক সৌন্দর্য্যবোধক, তৃতীয় গৃহকার্য্যপটুতাজ্ঞাপক, ৪র্থ শ্রেষ্ঠতা বাচক। আর্য্যগণ এই চারি ভাবেই যে স্ত্রীলোকদিগকে দর্শন করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা দুর্ব্বল বলিয়া সময় সময় স্ত্রীলোককে উপেক্ষা ও ঘৃণা করিয়াছেন, তাহাদিগের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নানাপ্রকার আদরের নামে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়াছেন, গৃহকার্য্যে সহায় জানিয়া গার্হস্থ্য কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, আবার এক এক সময় তাহাদিগের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া দেবীস্বরূপে তাহাদিগকে পূজা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ঘৃণা এবং পূজা সাময়িক, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরাগ ও চাটুবাদ যে নিত্যধর্ম্ম ছিল, তাহা উপরি-উক্ত নাম তালিকা প্রতিপন্ন করিতেছে, কারণ নামের অধিকাংশই স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য-ব্যঞ্জক।

প্রথম শ্রেণীর নাম স্ত্রীজাতির হীনতাসূচক। অবলা অর্থ বলহীনা, স্ত্রী—স্তব-কামিনী; বধূ যাহাকে পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে বহন করা যায়; ভীরু—ভয়যুক্তা; যোষা জোষা ইত্যাদি—সেবা বা তৃপ্তিকারিণী। প্রতীপদর্শিনী—যিনি বিপরীত দেখেন; ইহার আর একটী ভাল অর্থও কেহ কেহ করেন অর্থাৎ যিনি অমঙ্গল দেখাইয়া দেন। বনিতা অর্থ অনুরক্ত।

দ্বিতীয় শ্রেণী দৈহিক সৌন্দর্য্য-বোধক। কামিনী, কান্তা, রমণী, রামা কম ও রমধাতু হইতে, অর্থ যাহারা মনোরঞ্জন করে। বামার অর্থও সুন্দরী; ইহা হীনার্থেও ব্যবহৃত হয়, বামাবোধিনীর ‘বামা’ আমরা প্রথমার্থেই গ্রহণ করিয়াছি। ভাবিনী—হাবভাব বিশিষ্টা, ভামিনী—দীপ্তিশীলা। তন্বী ক্ষীণাঙ্গী.

তন্বী, শর্ব্বরী অঙ্গনা, সুন্দর তনু বা প্রশস্ত অঙ্গবিশিষ্টা। ললনা, ললিকা—কটাক্ষাদি ভঙ্গীবিশিষ্টা, বাসিতা সৌরভযুক্তা, বামদৃক্ যাহার দৃষ্টি সুন্দর, মত্তকাশিনী—উত্তম শ্রীমতী, প্রমদা—হর্ষদায়িনী, বরারোহা—পরমাসুন্দরী, সীমন্তিনী—সীমন্ত বা সিঁথিবিশিষ্টা, সিন্দূরভালিকা—যাহার কপালে সিন্দূর। শ্যামা স্ত্রী সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা আছে:—

শীতকালে ভবেদুষ্ণা উষ্ণকালে চ শীতলা,
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা।

তপ্ত কাঞ্চনের আভাবিশিষ্টা যে স্ত্রীলোক শীতকালে উষ্ণদেহ ও গ্রীষ্মকালে শীতল হয়, তাহাকে শ্যামা বলে।

তৃতীয় শ্রেণীর নাম সকল গৃহকার্য্য বাচক। অন্নি বা অন্নী—অন্নদায়িনী, পুরন্ধ্রী—অন্তঃপুরের কর্ত্রী। গৃহিণী গৃহস্ত্রী প্রভৃতি গুণবাচক নাম গৃহকার্য্যে দক্ষতা হেতু।

চতুর্থ শ্রেণীর স্ত্রী নাম আর্য্যজাতির উন্নত সভ্যতার পরিচায়ক। মহ অর্থ পূজা, মহিলা প্রভৃতির অর্থ পূজার পাত্রী। "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" যেখানে স্ত্রীলোকের পূজা হয়, তাহা দেবতাদিগের মনোরম স্থান, ইহা এই ব্যুৎপত্তি সমর্থন করিতেছে। ধনী, ধনিকা—ধন বা উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্টা। নর—শ্রেষ্ঠ এবং নারী-স্ত্রী নর বা শ্রেষ্ঠ জীব। "বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ" বুদ্ধিজীবী জীবের মধ্যে নর সর্ব্বপ্রধান।

যে যে নামের অর্থ সহজে বোধগম্য হয়, তাহার আর ব্যাখ্যা করা হইল না। এস্থলে একটী কথা বক্তব্য, কোন নাম প্রথমে যে অর্থে ব্যবহৃত হউক, বস্তুর গুণানুসারে কালে তাহার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইতে পারে। আমাদিগের ভগিনীগণ এরূপ গুণশালিনী হউন, যে তাঁহাদিগের সকল নামই তাঁহাদিগের উন্নত ভাবের পরিচায়ক হউক, কেহ যেন নিকৃষ্টভাবে তাঁহাদিগের নাম ব্যবহার করিতে না পারে।

প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ।

বৈদিক কাল।

(গত বারের পর।)

৩। বিশ্ববারা।

গতসংখ্যক বামাবোধিনীতে রোমশা ও লোপামুদ্রার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে; এক্ষণে আর একটী অলৌকিক কাহিনীর বৃত্তান্ত বিবৃত হইতেছে। এখানে

যাঁহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, তিনি স্বীয় ধর্ম্ম ভাব জন্য বেদ-সংহিতা মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত দুইটী নারী অপেক্ষাও যে তিনি অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, তাঁহার প্রণীত বেদ ভাগ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। চিত্তের প্রশস্ততা, ধর্ম্ম বিশ্বাসের উচ্চতা এবং চরিত্রের নির্ম্মলতা জন্য তিনি আজও পর্য্যন্ত সকলেরই শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নামের অর্থেই ইহা প্রতিপন্ন হয়। সেই পুণ্যশীলা নারীর নাম বিশ্ববারা। 'বিশ্ববারা' শব্দের অর্থ, সমস্ত পাপরূপ শত্রু নিবারিণী; সুতরাং ধর্ম্মশীলার পক্ষে এই নামও যথার্থ সংজ্ঞা [illegible]। তদ্ভিন্ন তাঁহার জন্মভূমি কোন্ স্থান, কোথায় ও কাহার নিকট তাঁহার বিদ্যাধ্যয়ন হইয়াছিল, তাঁহার পিতা মাতার নাম কি, তাঁহার ভ্রাতা বা ভগিনী, পুত্র বা কন্যা ছিল কি না,—কোন্ ভাগ্যবান্ পুরুষের গৃহলক্ষ্মী হইয়া, তিনি স্বকুলের মহিমা অক্ষয় করিয়াছিলেন,—জীবনবৃত্তসংক্রান্ত এই সমস্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আমরা যথোচিত অনুসন্ধান করিয়াও, প্রাপ্ত হই নাই; সুতরাং সে গুলি জানিবার প্রত্যাশা কেহ করিবেন না। এই মাত্র নিঃসংশয়িত রূপে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, অত্রি মুনির গোত্রে তাঁহার জন্ম হয়। ঋগ্বেদ সংহিতায় ৫ পঞ্চম মণ্ডলের ২ দ্বিতীয় অনুবাকের ২৮ অষ্টাবিংশ সূক্তটীর আদ্যন্ত সমস্তই তাঁহার রচিত। এই সূক্তে ৬টী ঋক্ (কবিতা) আছে। প্রথম হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত (১—৬) উপর্য্যুপরি ঐ কয়েকটী ঋকের * বাঙ্গলা

* ঋগ্বেদ-সংহিতায় ৫ পঞ্চম মণ্ডলের, ২ দ্বিতীয় অনুবাকের ২৮ অষ্টাবিংশ সূক্তের ১,২,৩,৪,৫ ও ৬ ঋক্ ব্যাখ্যার সহিত নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"সমিদ্ধো অগ্নির্দিবি শোচিরশ্রেৎ
প্রত্যঙ্ঙুষসমুর্বিয়া বিভাতি।
এতি প্রাচী বিশ্ববারা নমোভি
র্দেবাঁ ঈড়ানা হবিষা ঘৃতাচী ॥১ ঋক্॥

'সমিদ্ধঃ' সম্যক্ দীপ্তঃ, 'অগ্নিঃ' 'দিবি' দ্যোতমানে অন্তরীক্ষে, 'শোচিঃ' তেজঃ 'অশ্রেৎ' শ্রয়তি। তথা 'উষসং প্রত্যঙ্' উষসমভিমুখঃ সন্, 'উর্বিয়া' উরু বিস্তীর্ণং 'বিভাতি' বিশেষেণ ভাসতে। 'নমোভিঃ' স্তোত্রৈঃ, 'দেবান্' ইন্দ্রাদীন্, 'ঈড়ানা' স্তুবতী, 'হবিষা' পুরোডাশাদি লক্ষণেন যুক্তা, 'ঘৃতাচী' ঘৃতঞ্চ্যা স্রুচা সংযুক্তা, 'বিশ্ববারা' (সমস্তাঃ পাপরূপাঃ শত্রুঃ বারয়তি এতৎ নাম্নিকা), 'প্রাচী' প্রাঙ্মুখী সতী, 'এতি'—এবম্ভূতং অগ্নিং প্রতিগচ্ছতি।

"সমিধ্যমানো অমৃতস্য রাজসি হবি-
ষ্কৃণ্বন্তং সচসে স্বস্তয়ে।
বিশ্বং স ধত্তে দ্রবিণং যমিন্বস্যাতিথ্য-
মগ্নে নি চ ধত্ত ইৎপুরঃ ॥ ২ ঋক্ ॥

হে অগ্নে! 'সমিধ্যমানঃ' সম্যক্ দীপ্যমানঃ ত্বং, 'অমৃতস্য' উদকস্য, 'রাজসি' ঈশিষে। তথা 'হবিষ্কৃণ্বন্তং' পুরোডাশাদি-হবিকর্ত্তারং যজমানং, 'স্বস্তয়ে' অবিনাশায়, 'সচসে' সেবসে। কিঞ্চ 'যম্' যজমানং, 'ইন্বসি' গচ্ছসি, 'সঃ' যজমানঃ, 'বিশ্বং' সমস্তং, 'দ্রবিণং' পশ্বাদি-লক্ষণং ধনং, 'ধত্তে' ধারয়তি। অপিচ হে 'অগ্নে' 'আতিথ্যং' অতিথিরূপস্য তব যোগ্যং হবিঃ, 'ইৎপুরঃ' তব পুরস্তাদেব, 'নিধত্তে চ' স্থাপয়তি চ।

"অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় তব
দ্যুম্নান্যুত্তমানি সন্তু।
সং জাস্পত্যং সুযমমা কৃণুষ্ব শত্রূয়তা-
মভিতিষ্ঠা মহাংসি ॥ ৩ ঋক্ ॥

হইয়া, দেব সকলকে গমন কর, যেহেতু তুমি ঘৃতাদির বাহক। ৫।"

"হে পুরোহিতবর্গ! তোমরা যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে পর, 'হব্যবাহন' নামক (ঘৃতবাহক) অগ্নির চতুর্দ্দিকে হোম কর, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ কর এবং সম্যক্ প্রকারে তাঁহার অর্চনা কর। ৩।"*

এই বিবরণ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে—

(১) অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করা, তৎকালের একটী প্রচলিত প্রথা ছিল।

(২) তৃতীয় শ্লোকে যে শত্রু শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা দ্বারা বিদেশের দেশীয় বিপক্ষ সূচিত হইতেছে না। অগ্নি দেবতার বিরোধীকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ পদ এ স্থলে ব্যবহার করা হইয়াছে।

অগ্নি প্রত্যক্ষ দেবতা; সুতরাং দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি নাস্তিক তাহার আর সংশয় নাই। বেদের সময়েও যে বেদ-মতের অবমাননাকারী, ধর্ম্ম-বিরোধী লোক বর্ত্তমান ছিল, উপনিষৎ-শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ দেদীপ্যমান। সে যাহা হউক, অগ্নির উপাসক যে ব্যক্তিরা নয়, তাহাদিগকেই উদ্দেশ করিয়া, এস্থলে শত্রু পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

উল্লিখিত স্থলে অগ্নির আরাধনার বিষয় কীর্ত্তিত হইলেও, উহা দ্বারা ধর্ম্মসম্পর্কীয় অভিপ্রায়ক তত্ত্ব চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এ স্থলে প্রসঙ্গাধীন একটী বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক বোধ হওয়ায়, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতে হইল। বৈদিক সময়ের অগ্নি শব্দে কেবল কাষ্ঠ তৃণ তৈলাদির দাহক পদার্থকেই বুঝায়, এমন নয়; অগ্নির যে প্রভা, তেজঃ ও ঔজ্জ্বল্য আছে, তদ্দ্বারা নিরঞ্জন জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরকেও বুঝায় এইরূপ অনেকেই কহেন এবং প্রত্যয় করেন। দেশ দেশান্তর বিখ্যাত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মহোদয়েরা এই মতাবলম্বী। তাঁহাদের এই মতে যোগদান করিয়া, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বেদশাস্ত্র হিন্দুজাতির তাদৃশ সভ্যাবস্থা সময়ের গ্রন্থ নহে। এই আপত্তি বিনা আয়াসে খণ্ডিত হইয়া যায়। কেন না, বৈদিক লোকেরা গ্রাম ও নগরে বসতি ও রাজকীয় ব্যবস্থা সংস্থাপনানন্তর রাজ্য শাসন করিতেন*; স্বর্ণাভরণ, বর্ম্ম ও অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ পুরঃসর তৎসমস্ত ব্যবহার করিতেন, অশ্বারোহণে যাতায়াত করিতেন, বস্ত্রবয়ন ও সূচী কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন†। এতদ্ব্যতীত সে কালে ঋণ, দেনাদার, মহাজন, পান্থশালা, চিকিৎসা ও ঔষধ

* (কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়) তৈত্তিরীয় সংহিতায় এই (২,৫,৯) 'হব্যবাহন' অগ্নির স্তব করার কর্ত্তব্যতা বিষয় উল্লিখিত আছে।

* ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ মণ্ডল, ১৭৩ সূক্ত, ১০ ঋক দেখ।

† ঐ ১ মণ্ডল, ৩১ সূক্ত, ১৫ ঋক।

ইত্যাদি বেদমন্ত্রেও নির্দেশ আছে*। আর স্ত্রীগণ যে বিদ্যাশিক্ষায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার আর কি প্রমাণ দিতে হইবে? ইহা এই "প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ" প্রস্তাবে সুব্যক্ত। তাঁহারা পাণিগ্রহণ কালে যৌতুক লাভ করিতে সক্ষম ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রতি স্থলবিশেষে সুবিচারেও দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, দৌহিত্র দ্বারা মাতামহের ধনাধিকার। তদ্ভিন্ন তাঁহারা যজ্ঞসভায় তর্কবিতর্ক করিতে পারিতেন, পুরুষের ন্যায় দেবারাধনা ও অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদনেও অধিকারিণী ছিলেন ইত্যাদি। এই সকল রীতি অসভ্য অবস্থার বা আদিম সময়ের লক্ষণ হইতে পারে না। এতদ্ব্যতিরিক্ত ঋগ্বেদ-সংহিতায় ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে প্রমাণও বিদ্যমান। [illegible] বলিয়া স্তুত দেবতা [illegible] দেবতায় প্রভেদের অভাব নাই। ফলতঃ, দয়ানন্দ স্বামী যে অর্থ করেন, অনেক স্থলে তাহা অসঙ্গত নয়।

সরলা ও সুশীলা।

বৈশাখ মাসের শেষাবস্থায় একদিন অপরাহ্নে সরলা নামে একটি বালিকা সুশীলা নাম্নী আর একটি বালিকাকে ডাকিয়া লইয়া গ্রামের মধ্যস্থিত একটী অনতিদীর্ঘ অথচ সুন্দর সরোবরের ঘাটের দিকে উভয়ে গমন করিল। সুশীলার বয়ঃক্রম ও শিক্ষা সরলার হইতে অধিক, সুতরাং সরলাকে জ্ঞানোপদেশ দিতে সুশীলার ক্ষমতা জন্মিয়াছে। উভয়ে ঘাটের উপরি উপবেশন করিয়া বায়ু সেবন করিতে করিতে অনেক বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন; আমরা তাঁহাদের কতকগুলি কথা পাঠিকাদিগের অবগতি জন্য এস্থলে প্রকাশ করিলাম।

স। যাহাদের পাণ্ডু রোগ বা নেবা আছে, তাহাদিগের নিকট মধুর আস্বাদন তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। পাণ্ডুরোগকে ইংরাজীতে জণ্ডীস কহে, জণ্ডীস হইলে এরূপ কেন হয়, বলিতে পার?

সু। নেবা হইলে রোগীর সর্ব্বশরীরে এক প্রকার তিক্ত রসের আবির্ভাব হয়, এই রসের অন্য নাম পিত্তরস। রোগীর জিহ্বায় এই রস প্রচুর পরিমাণে একত্রিত হয়; মধুপান করিলেই জিহ্বাস্থ স্নায়ু সূত্র উত্তেজিত হইয়া উহার সহিত পিত্তরস মিশ্রিত করিয়া ফেলে, সুতরাং পাণ্ডুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট মধু তিক্ত বলিয়া বোধ হয়।

* ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ মণ্ডল, ১২৬ সূক্ত, ১০ ঋক।

কোন্ পদার্থের মিশ্রণে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়? শু। দুগ্ধ শোণিতের রূপান্তর মাত্র। শোণিতই পরিপাক হইয়া সাদাবর্ণ হয় এবং তাহাই স্ত্রীলোকের স্তনে জমিয়া শিশুর আহার যোগাইয়া থাকে। এ কথা আর এক সময়ে বিশেষ করিয়া বলিব।

(ক্রমশঃ)

গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা।

নরদেহতত্ত্ব আলোচনা করা অপেক্ষা বোধ হয় জগতে আর কোন সুখকর বিষয় নাই। যে মনুষ্যজাতি কল্পনা-বলে ঈশ্বরকে করতল-গত করিতে চায়, বাহুবলে হিমালয়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে যায়, বুদ্ধিবলে উল্কারাশির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় এবং রোগের উপশম জন্য প্রাণীর পরম শত্রু বিষধরের বিষ খায়, সে মনুষ্যজাতির শরীর খানি কেমন, তাহা একবার ভাল করিয়া দেখিলে ভ্রমরাশি ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। এই অত্যদ্ভুত জীবের চৌদ্দপুয়া শরীর খানির ভিতরে কি কি পদার্থ আছে, এই কলেবরের ভিতরে কি কি কল আছে, একবার তত্ত্ব করিয়া দেখিলে ভাল হয় না? প্রথম দৃষ্টিতে যাহাকে কিয়দংশ মাংস, কথঞ্চিৎ রক্ত ও যৎকিঞ্চিৎ অস্থির সমষ্টি মাত্র বলিয়া বোধ হয়, তাহার ভিতরে কি ঐন্দ্রজালিক পদার্থ সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা সকলেরই জানা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে কেবল গর্ভমধ্যে শিশুর অবস্থা সম্বন্ধে গুটি কতক কথা বলিব। গর্ভই শিশুর প্রথম আধার ও আশ্রয়, সুতরাং শিশুর বিষয় বলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই গর্ভের বিবরণ বলা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। অন্য প্রস্তাবে অপরাপর কথা বলিব।

স্ত্রীজাতিকে প্রায় গর্ভের দশম মাস পূর্ণ না হইতে হইতে প্রসব করিতে দেখা যায়। কোন কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোককে দশম মাসের অধিক কাল গর্ভ ধারণ করিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ "দশ মাস দশ দিন মাতা ধরিল জঠরে" ইত্যাদি যে বচন প্রচলিত আছে, তাহাতেই গর্ভ ধারণের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নরদেহতত্ত্ব যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন "দশ মাস দশ দিনের অধিক কাল প্রায়ই গর্ভধারণ করিতে হয় না।" যাহা হউক, গর্ভমধ্যে শিশু সন্তান যে দশটি দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গর্ভের প্রথম মাসে উদর পার্শ্বস্থ কুক্ষিদেশের কোন স্থানে বিন্দু বিন্দু শোণিত রাশি একত্রিত [illegible] মাকাল ফলের ন্যায় একটি বৃত্তাকার রক্তপিণ্ড সৃষ্টি করে, উহা দেখিতে গভীর লোহিত বর্ণের নহে, অলক্ত-মিশ্রিত জলের

ন্যায় লাল। ঐ বৃত্তের মধ্য স্থানটী দেখিতে শুভ্রবর্ণ হয়, এবং বোধ হয় যেন কিঞ্চিৎ জল কোন পাত্রে অবস্থিত রহিয়াছে। জলটি নির্ম্মল নহে; স্বচ্ছ সরোবরে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হইলে সরোবরস্থ নীর যে বর্ণ প্রাপ্ত হয়, গর্ভস্থ ঐ জলের বর্ণ ঠিক তদ্রূপ। ঐ জলের উপরিভাগের কোন পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণের একটি গোলাকার রেখা দেখা যায়। এই অবস্থা ঠিক গর্ভের সর্ব্ব-প্রথমাবস্থা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। প্রথম মাসের শেষে শুভ্র অংশ আরও প্রশস্ত হয় এবং গোলাকার কৃষ্ণরেখা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পরিণত হইয়া উঠে। বর্ত্তুলাকার রক্তপিণ্ড এই সময়ে চতুষ্কোণীয় রূপ ধারণ করে এবং ইহার মধ্যে একটি সাদা রেখা ঈষৎ গোলাকারে ভিতরে ক্রমে ক্রমে প্রশস্ত হইতে থাকে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাসে ঐ রেখা আরও কিছু প্রশস্ত হয়। দ্বিতীয় মাসে শিশুর আকারের সূত্রপাত হইতেছে দেখা যায়, মাথার ও পায়ের কিছু কিছু ভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মস্তকের উপরিভাগ ও পদ হইতে গণ্ডদেশ রক্তাক্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় মাসে দুই হাত, দুইটি অক্ষিচক্ষুর রেখা এবং দুইটি পা ভালরূপে দৃষ্ট হয়; বাম হস্তের স্কন্ধদেশ ও পদ যুগলের অঙ্গুলির স্থান রক্তাক্ত থাকে। চতুর্থ মাসেও ঐ অবস্থা; কেবল বাম পায়ের সামান্য অঙ্গুলি ও চক্ষুর রেখা ভালরূপে দেখা যায়। পঞ্চম মাসে শিশুকে রাঠৌরী মেষশাবক বলিয়া ভ্রম জন্মে, সমগ্র শরীর রোম-বিচ্ছিন্ন থাকে। মুখটি ঊর্দ্ধদিকে এবং শরীরের নিম্নভাগ উচ্চাসনোপরি অধিষ্ঠিত হয়. এই সময়ে শুভ্র রেখা ক্ষীণাকার হইয়া উঠে। ষষ্ঠ মাসে ডাইন দিকে মুখ এবং মস্তকের অর্দ্ধাংশ রক্ত-রাশিতে মগ্ন থাকে। সপ্তম মাসে হাত এবং পা বেশ সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, মুখটি দেখিলে গম্ভীর প্রকৃতির লোক ধ্যানে নিমগ্ন বলিয়া অনুমান করা যায়, এখন মাথায় কিছু কিছু চুল জন্মিতে থাকে। অষ্টম মাসে ছেলেটির পূর্ব্বদিকে মুখ এবং পশ্চিম দিকে পা এইরূপ ভাবে শরীর অবস্থিত হয়; ঘাড়ে ও কাণের পার্শ্বে পাদ্রী সাহেবের ন্যায় পাতলা পাতলা দুই চারি গাছি চুল দৃষ্ট হইয়া থাকে। নবম মাসে মাথা নিম্নে এবং পা উপরে এইভাবে সর্ব্ব শরীর যেন ঝুলে, এই সময়ে রক্তপিণ্ড ঠিক বিলাতী রোইটানী কোম্পানির গিল্টি ফ্রেমের আয়নার মত আকার ধারণ করে। প্রসবের সময়ে আকার খুব প্রশস্ত হয়, ছেলে কিন্তু ঐ ভাবে থাকে।

নিউগিনি ও আণ্ডামান্।

এই দ্বীপ পৃথিবীর পূর্ব্ব গোলার্দ্ধে, মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব্বদিকে ও অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরে। ইহার পরিমাণ ফল ২০০,০০০ বর্গ মাইল। ইহা পর্ব্বত ও বনে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে এমত পর্ব্বতও আছে যে, তাহার শিখর দেশে অদ্যাপি কেহ আরোহণ করিতে পারে নাই। ওএন্ ষ্টান্লি পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ: নারিকেল, তাল ও ইক্ষু এই দ্বীপে বহুল পরিমাণে জন্মে। ইহার দক্ষিণভাগে ওলন্দাজদিগের উপনিবেশ আছে; সুতরাং এস্থলে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে এখানকার জলবায়ু ইউরোপীয়দিগের স্বাস্থ্যোপযোগী। উপনিবেশিগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এখানে কাফির উত্তম চাষ হইতে পারে। দ্বীপনিবাসীদিগের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

পাঠিকা! গত কলিকাতা প্রদর্শিনীর ভারতবিভাগে দুই একটি বৃহৎ উলঙ্গ মৃণ্ময় মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন কি? ঐগুলি বঙ্গ উপসাগরস্থ আণ্ডামান্ দ্বীপবাসীদিগের প্রতিকৃতি। উহাদিগের প্রতিকৃতি তুলিয়া লইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে আলিপুরের পশুশালায় আনয়ন করেন। আমরা এই অসভ্য দ্বীপবাসীদিগকে দেখিবার জন্য আলিপুরের বাগানে গিয়াছিলাম। উহাদিগের পরিধেয় বস্ত্রাদি কিছুমাত্র নাই; কটিদেশের সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে এক এক খণ্ড বৃক্ষের বল্কল বাঁধিয়া রাখে। গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের দেশে উহাদিগকে আনাইয়া স্ত্রীলোকটীকে ঘাগরা ও পুরুষটীকে পাজামা পরাইয়া রাখিয়াছিলেন। ইহাদিগের মস্তক, চিবুক ও গুম্ফের কেশ অতিশয় কুঞ্চিত। গাত্রের বর্ণ অতিশয় কৃষ্ণ, ও আকৃতি খর্ব্ব। বিদেশীয় বা অপরিচিত ব্যক্তিগণের প্রতি ইহারা প্রথমতঃ সদ্ভাবাপন্ন হয় না। আমরা অবগত হইয়াছিলাম যে, ইহারা পশুশালায় আসিয়া প্রথমতঃ যষ্টি কিম্বা কোন অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা দর্শকবৃন্দকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইত। তজ্জন্য কর্তৃপক্ষীয়গণের চেষ্টায় এই উগ্রতা ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হয়। আমরা যখন উহাদিগকে দেখিলাম, তখন উহারা পাইপে তামাক খাইতে, বিলাতী দিয়াশলাই ধরাইতে ও "পাইস" "পাইস" করিয়া লোকের নিকট পয়সা ভিক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। এই প্রকারে উহাদিগের অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল। ইহারা অতি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে বাস করে। এই কুটীর এপ্রকার ভাবে নির্ম্মিত যে তাহাকে একটু শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। [illegible] বৃক্ষ পত্রে কুটীর নির্ম্মিত, কিন্তু অতিশয় বৃষ্টি হইলেও এক বিন্দু জলও উহার ভিতর পতিত হয় না।

উপরে আণ্ডামানবাসিগণ সম্বন্ধে যাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল, তাহার প্রায় অধিকাংশই নিউগিনিবাসী সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। ইহাদিগেরও চুল কোঁকড়ান; ইহারাও অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি প্রথমে খড়্গহস্ত হয়। কিন্তু ইহারা আণ্ডামানীদিগের মত উলঙ্গ অবস্থায় থাকে কি না তাহা আমরা জানিতে পারি নাই; বোধ হয় কোন না কোন পরিধেয় ব্যবহার করিয়া থাকে, কারণ ওলন্দাজদিগের উপনিবেশ এই দ্বীপে আছে, ইংরাজেরাও ইহাদিগের মধ্যে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচার করিতে সমুৎসুক আছেন, এমন কি অনেককে খৃষ্টিয়ানও করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহারা ঘর বাড়ী ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারে, আণ্ডামানবাসীরা তাহার কিছুই পারে না; এরূপ স্থলে কোন না কোন প্রকার পরিধেয় ব্যবহার করাই সম্ভবপর।

এই উভয় জাতিই নরমাংসাশী। দ্বীপদ্বয়ের উৎপন্ন দ্রব্যজাত প্রায় একই প্রকার। ওলন্দাজ ও অপর অপর ইউরোপীয় জাতির যত্নে নিউগিনির লোকসমূহের যেমন এখন অনেক ভাবের পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, ইংরাজদিগের আনুকূল্যে তেমনি আণ্ডামানবাসীদিগেরও মানসিক উন্নতির কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। আণ্ডামানবাসীদিগের এই বিশ্বাস যে, দেবতাদিগের গিনির লোক এবিষয়ে কিছু উন্নত বলিয়া বোধ হয়। এখানকার লোকের ধারণা যে, তাহাদিগের দেশ দেবদেবীর রঙ্গ বিলাসভূমি। 'কনিতু' নামে সূর্য্য দেব সর্ব্বদেবতার প্রধান, যাহার কৃপা ব্যতীত ক্ষেত্রে বীজ জন্মায় না (ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, রৌদ্র ভিন্ন উদ্ভিজ্জাদি কোন প্রকারে জন্মায় না।) ইহাদিগের বায়ু, বরুণ, ইন্দ্রাদি দেবতাগণও আছে। এই সকল দেবতা আধ্যাত্মিক জগতে অবস্থিতি করেন, কিন্তু কখন কখন ইহাদিগের নামে উৎসর্গীকৃত মন্দিরের কুসুম বেদিতে অধিরোহণ করিয়া জনসমাজে অবতীর্ণ হন। দেবালয় প্রতিষ্ঠাকালে মহা মহোৎসব হয় ও তাহাতে নৃত্যগীত ভোজ হইয়া থাকে। দেব দেবী পূজা না করিয়া ইহারা কোনও কার্য্যে অগ্রসর হয় না; এমন কি, তত্রত্য লোকের এই বিশ্বাস পাপ করিয়া এই পূজার বলে তাহা হইতে তাহারা অনায়াসে মুক্তিলাভ করে; দেবতাদিগের ক্রোধ নিবারণও পূজা দ্বারা হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের পরকাল ও স্বর্গের সুখ সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস ইহাদিগেরও প্রায় সেইরূপ। আমোদ নৃত্যাদিতে ইহাদিগের পারমার্থিক সুখ পরিণত।

নারি! তোমার উপর পৃথিবীর ভাবী মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। লোকে যত সভ্যতার সোপানে আরোহণ

হইতেছে। অসভ্য দেশে তোমার অবস্থা অতি শোচনীয়; সুতরাং তথায় তুমি অনেক বিপদের কারণ বলিয়া পরিচিতা আছ। এই যে নিউগিনি দ্বীপ; ইহার স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ কলহ ও রণপ্রিয়; এখানকার পুরুষজাতি ইহার বিপরীত, তাহারা নির্ব্বিরোধী। এখানে স্ত্রীলোক পুরুষদিগকে বিবাদে উত্তেজিত ও তাহাদিগকে শিথিলবত্ন হইতে দেখিলে ভীরু কাপুরুষ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ দ্বারা তিরস্কার করিয়া থাকে। পূর্ব্বে একটি সামান্য কথায় মারামারি ও হত্যাকাণ্ড হইত, যে ব্যক্তি যে পরিমাণে প্রাণ নষ্ট করিত, তদনুসারে সে প্রতিপত্তি লাভ করিত, নরমাংস ভোজে রণজয় সংঘোষিত হইত; কিন্তু এখন আর সেরূপ নাই, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের যত্নে অসভ্যজাতীয় লোকদিগের অনেক উন্নতি হইয়াছে, আরও হইবার সম্ভাবনা।

মায়ের প্রকৃত গুরুত্ব কিসে?

একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসে "পিতরৌ" পদ না হইয়া "মাতরৌ" পদ হইয়া থাকে। বৈয়াকরণ পণ্ডিত এই পদের পোষকতায় টীকা করিয়াছেন যে "গর্ভধারণ পোষণাভ্যাং পিতুর্মাতা গরীয়সী" অর্থাৎ গর্ভ ধারণ ও পোষণ করেন বলিয়া মাতা পিতা হইতেও গরীয়সী। উল্লিখিত বাক্য রচয়িতা কোন্ অর্থে "পোষণ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আজ আমরা তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় ভূমিষ্ঠ শিশুকে স্তন্য দানে রক্ষা করেন বলিয়াই ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে আমরা বলিতে পারি যে বৈয়াকরণ টীকাকার, শিশুর প্রতি মাতার কর্ত্তব্যতার ঠিক পরিমাণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই কিসে মায়ের প্রকৃত গুরুত্ব, তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেও সমর্থ হন নাই। মাতা অতি কষ্টে জরায়ুমধ্যে প্রথম ডিম্বাকার রক্ত কোষ পিণ্ড, অবশেষে গর্ভের উন্নতাবস্থায় সুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট এক নবকুমারকে স্বকীয় শোণিত দানে রক্ষা করিলেন, আবার যথাকালে যখন শিশু ভূতলে অবতীর্ণ হইল, তখন স্তন্য ও গাভী দুগ্ধ প্রদানে তাহাকে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন, কেবল এই করিয়াই কি মাতা নিষ্কৃতি পাইতে পারেন? কেবল ইহাতেই কি মাতার প্রকৃত গুরুত্ব? সর্ব্বস্রষ্টা ও রক্ষাকর্ত্তা পরম কারুণিক পরমেশ্বর সন্তান সম্বন্ধে যে দায়িত্ব জননীর শিরে অর্পণ করিয়াছেন, তাহা কেবল কি "গর্ভ ধারণ ও পোষণেই" পর্য্যবসিত হইতে পারে? না, তাহা পারে না। কেন পারে না?

অজ্ঞ থাকেন, তবে কি করিয়া শিশুর শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য সম্পাদন করিবেন? কিন্তু কার্য্যভার কাহারও উপর অর্পিত হইয়াছে অথচ তাহাকে যথোচিত শক্তি প্রদত্ত হয় নাই, সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরের রাজ্যে এইরূপ অদূরদর্শিতার পরিচয় অতি অল্পই পাওয়া যায়।" তবে কি না মানুষ নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ অনেক স্থানে "কাঁচা কাঁটাল পাকাইতে" নিরর্থক প্রয়াস পান। দশ বৎসরের বালিকা জননী হইবে, ইহা কি ঈশ্বরের দোষ, না মানুষের অজ্ঞতার ফল? বালিকা জননী, শরীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব এবং ধর্ম্ম [illegible] কাজেই তাহার পক্ষে জননীর আসন গ্রহণ করা বিড়ম্বনা মাত্র—কেবল বিড়ম্বনা নহে, অসাধ্য কার্য্য, যেহেতু তিনি অজ্ঞান। নিরপরাধ জাতি রক্ষার অন্তরায় হইয়া ঈশ্বরের অনভিপ্রেত কার্য্য করিতেছেন। অবলাগণ অশিক্ষিত থাকিয়া সন্তানের জীবন নাশের কারণ হইবে, ইহা কি ঈশ্বরের দোষ না স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী লোকদিগের দোষ? স্ত্রীগণ শরীরতত্ত্ব শিক্ষা করুন, মনস্তত্ত্ব অভ্যাস করুন, ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে আদর্শ হউন, তাহা হইলেই তাঁহারা বাস্তবিক গুরুর কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন। বাস্তবিক মায়ের গুরুত্ব কেবল গর্ভধারণ ও সন্তানের শরীর পোষণ কার্য্যে নহে। মা সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিয়া জাতি রক্ষা করিতে বাধ্য এবং এই কার্য্যেই তাঁহার গুরুত্ব? উল্লিখিত টীকাকার "মাতরৌ" পদের পোষকতা করিতে যাইয়া মায়ের গুরুত্বের ঠিক কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। আমরাও "মাতরৌ" পদের সম্পূর্ণ পোষকতা করি, কিন্তু আমাদের পোষকতা কেবল গর্ভধারণ ও পোষণজন্য নহে, সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্য। যদি কোন মাতা এই বিষয়ে উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে তিনি কোন ক্রমেই পিতা হইতে উচ্চতর আসন পাইবার উপযুক্ত নন। কারণ পিতা যেরূপ সন্তানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উন্নতি সাধনের জন্য অধিক কিছু করেন না, সেইরূপ অলক্ষিত ভাবে তাঁহার কোন কার্য্যে সন্তানের অমঙ্গলের কারণ গূঢ়ভাবে নিহিত থাকে না। কিন্তু মাতা স্নেহবিকৃতি বশতঃই হউক অথবা অজ্ঞতা বশতঃই হউক, সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে মনোনিবেশ না করিয়া জাতিরক্ষার কথঞ্চিৎ অন্তরায় হইয়া পড়েন। কাজেই আমরা উল্লিখিত টীকাকারের মত একদেশদর্শী হইতে পারি না। আমরা বলি মায়ের গুরুত্ব সমভাবে শিশুর শরীর, মন, নীতি ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে।

প্রেসিডেণ্ট গার্‌ফিল্‌ডের জীবনের দুই একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা।

প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ড কে, তাহা আমাদের পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই জানেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। নানা গোলযোগবশতঃ তাহা অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে আমরা সুবিধামতে তাঁহার জীবনের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। বর্ত্তমানে আমরা তাঁহার জীবনের দুই একটী ক্ষুদ্র ঘটনা মাত্র ক্রমে ক্রমে পাঠিকাগণের গোচর করিব। যদি কেহ বলেন, তাহাতে লাভ কি? তাহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে মহৎ ব্যক্তিদিগের জীবনের সামান্য ঘটনার মধ্যেও তাঁহাদের মহত্ত্বের অনেকটা আভাস পাওয়া যায় এবং তাহা পাঠ করিয়া অপরের যথেষ্ট উপকারলাভের সম্ভাবনা।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আপত্তি ব্যতীত তাঁহার জীবন চরিত পাঠ সম্বন্ধেও আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। কেহ হয়ত বলিতে পারেন, প্রেসিডেণ্ট গার্‌ফিল্ডের জীবনচরিত পড়িয়া বামাবোধিনীর পাঠিকাদের কি উপকার হইবে? আমরা স্বকর্ণে কোন শিক্ষিতা মহিলার মুখে এরূপ আপত্তি শ্রবণ করিয়াছি। অতি অল্পদিন হইল আমরা তিন চারিজন বন্ধু একত্রে বসিয়া উইলিয়ম টেয়ার সাহেবের রচিত প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডের জীবনচরিত বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে তাহা বঙ্গ মহিলাদের কোন উপকারে আসিতে পারে কি না এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। তৎকালে আমাদের পূর্ব্বোক্ত মহিলাবন্ধু বলিলেন, "গার্‌ফিল্ডের জীবনচরিত পড়িয়া স্ত্রীলোকদের কি হইবে? স্ত্রীলোকেরা ত আর প্রেসিডেণ্ট হইতে যাইতেছে না," আমরা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। কারণ, তাঁহার নিকট আমরা এরূপ আপত্তির প্রত্যাশা করি নাই। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কোন শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে এরূপ কথা শোভা পায় না। কোন মহৎলোকের জীবনচরিত পাঠের উদ্দেশ্য ইহা নহে যে তিনি যাহা ছিলেন, আমাকে অবিকল তাহাই হইতে হইবে। আমাকে সেনাপতি হইতে হইলেই যে কোন বিখ্যাত সেনাপতির জীবনচরিত পড়িতে হইবে, নতুবা তাহাতে আমার কোন রূপ উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই, এ কোন্ কথা? যে সকল সদ্‌গুণের প্রভাবে এক ব্যক্তি কোন বিশেষ বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, সেই সকল সদ্‌গুণের সাহায্যে আর এক জন আর এক বিষয়ে

শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন, ইহা জানিয়া হৃদয়ে সেই সকল সদ্গুণ উপার্জনের আকাঙ্ক্ষা উৎপাদনের চেষ্টা করাই জীবনচরিত পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য। এতদ্ভিন্ন একজন প্রেসিডেণ্ট, কি সেনাপতি, বৈজ্ঞানিক কি দার্শনিক বলিয়াই [illegible] তাঁহার জীবনচরিত পাঠ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। তাঁহার চরিত্রে শিক্ষণীয় কিছু আছে, তাঁহার জীবনে প্রকৃত মনুষ্যত্ব আছে [illegible] [illegible] লোক [illegible] হউন, তিনিই [illegible] [illegible] তাঁহার জীবনচরিত পাঠে কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেই [illegible] [illegible] আছে। প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডের জীবনে সেই মনুষ্যত্ব ছিল। সুতরাং তাঁহার জীবনচরিত পাঠে যিনি প্রেসিডেণ্ট হইবার আশা [illegible] রাখেন না, অথচ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের প্রয়াস পাবেন, তাঁহার যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে।

এতদ্ব্যতীত গারফিল্ডের জীবনচরিত পাঠে যে মহিলাদের বিশেষ উপকার হইতে পারে এরূপ আশা করিবার অন্য একটী কারণ আছে। তাঁহার মাতা একজন উচ্চদরের স্ত্রীলোক। গারফিল্ডের চরিত লেখক তাঁহাকে "(Wisest of mothers)" "জননীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানবতী" বলিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের প্রভাবে ও উপদেশের গুণে গারফিল্ডের জীবন অনেক পরিমাণে গঠিত হইয়াছিল। গারফিল্ডের [illegible] জীবনের আখ্যায়িকার মধ্যে তাঁহার মাতার সদ্বিবেচনা, সহিষ্ণুতা, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর প্রভৃতি সদ্গুণের এমন সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় যে কেবল তাহার অনুরোধেই প্রত্যেক স্ত্রীলোকের গারফিল্ডের জীবনচরিত পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভূমিকাটী কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইল। কিন্তু পূর্ব্বে আমাদের বন্ধুর যে ভ্রমের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, আর কেহ পাছে সেই ভ্রমে পতিত হন, সেই ভয়ে এত কথা বলিতে হইল। সুখের বিষয় আমাদের পূর্ব্বোক্ত বন্ধু শীঘ্রই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

গারফিল্ড বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। অথচ তাঁহার বিন্দুমাত্র অহঙ্কার অথবা নিজের ক্ষমতার উপর অযথা বিশ্বাস ছিল না। তাঁহার যে অহঙ্কার করিবার কিছু আছে তাহা তিনি জানিতেনই না। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত সরল ছিল। অতি অল্প বয়স হইতেই তাঁহাকে কৃষিকর্ম্মের সহায়তা করিতে হইত। কিন্তু "অমুক কর্ম্ম পারিব না"—এরূপ কথা তাঁহার মুখে কখনও শুনা যায় নাই। এই জন্যই তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার মাতার মনে বিশেষ আশা হইয়াছিল। তিনি কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পর একদিন তাঁহার মস্তকে অনেক কঠোর ভার পড়িয়াছিল।

সেই দিন তাঁহার মাতা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন ;—

"জেমস্! কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে তাহা পারিবে কি না তাহা স্থির করাতেই, অর্দ্ধেক কাজ সমাধা হইয়া যায়। আমার পিতা প্রায়ই একটী অতি প্রাচীন প্রবাদবাক্য বলিয়া আমাদিগকে উপদেশ দিতেন যে, 'ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়।'"

জেমস তাঁহার মাতার কথা শেষ হইতে না হইতেই বলিয়া উঠিলেন, "ঐ প্রবাদ বাক্যের অর্থ কি?"

মাতা বলিলেন "উহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিতে বাস্তবিক ইচ্ছুক হয়, সে সেই কার্য্য নিশ্চয়ই সম্পাদন করিবে অর্থাৎ, যে বালক নিজের উপর নির্ভর করে, এবং বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, সে তাহার কার্য্য নিশ্চয়ই সমাধা করিবে। তুমি সেরূপ করিতে পারিবে ত?" এই বলিয়া মাতা পুত্রের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

জেমস্ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "পারিব।" জেমসের মাতা বলিতে লাগিলেন,—

"নিজের উপর নির্ভর করিবে। তোমার হাতে যে কাজ আছে, তাহা করিবার সামর্থ্য তোমার আছে ইহা মনে [illegible] করিতে চেষ্টা করিবে; তাহা [illegible] সে কাজ সহজেই সম্পাদিত হইবে। লোকে কথায় বলে, 'যে আপনার উপায় আপনি দেখে, ঈশ্বর তাহার সাহায্য করেন'; এবং আমি এই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করি। তোমার পিতার মৃত্যুর পর হইতে পরমেশ্বর আমাকে আশ্চর্য্য রূপে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর [illegible] আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি নাই. আমি এই অর্থশূন্য কিরূপে প্রাণ [illegible] উপায় করিব তাহা বুঝিতে পারি নাই; অথচ কেমন করিয়াই বা এখান হইতে অন্যত্র জীবন রক্ষা করিব তাহারও উপায় দেখিতে পাই নাই। কিন্তু যখনই আমি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নিজের উপায় নিজে দেখিতে আরম্ভ করিলাম, তখন হইতেই আমি অনায়াসে সকল কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ হইলাম। আমি যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা অনেক সুখে আমাদের দিন কাটিয়াছে; এবং তাহার প্রধান কারণ এই যে আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে 'ইচ্ছা থাকিলেই তাহার উপায় হয়।' আমরা যদি সাধ্যমত চেষ্টা করি, ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

জেমস্ জিজ্ঞাসা করিলেন; "আমরা যদি সাধ্যমত চেষ্টা না করি, তাহা হইলে তিনি কি করিবেন?"

মাতা উত্তর করিলেন, "তাহা হইলে আমরা তাঁহার আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইব; এবং তাঁহাই আমাদের পক্ষে

সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক বিপদ্। তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আমরা কোন কার্য্যই ভালরূপে করিতে পারি না।"

জেম্‌স্ বোধ হয় এই কথা শুনিয়া মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন যে, পরমেশ্বর কৃষকদিগকে সাহায্য করেন কি না। তিনি মাতাকে বলিলেন, "আমি মনে করিতাম, পরমেশ্বর মানুষকে কেবল ভাল হইতেই সাহায্য করেন।"

জেম্‌সের মাতা বলিলেন, "পরমেশ্বর মানুষকে সকল বিষয়েই ভাল হইতে সাহায্য করেন— ভাল ছেলে, ভাল মানুষ, ভাল কর্ম্মকার, ভাল শিল্পী, ভাল কৃষক, ভাল শিক্ষক, সকল প্রকার কার্য্যেই ভাল হইতে সাহায্য করেন এবং তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা কোন বিষয়েই ভাল হইতে পারি না।"

জেম্‌স্ একাগ্রচিত্তে মাতার প্রত্যেক কথা শুনিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল; যেন তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে যে তিনি ও পরমেশ্বর দুই জনে মিলিয়া আবশ্যক সমস্ত কৃষিকার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

তাঁহার মাতা বলিতে লাগিলেন;—

"তুমি যদি একটী কাজ ভাল করিয়া করিতে পার, তাহা হইলে আর একটী কাজও ভাল করিয়া করিতে পারিবে, করিতে পারিবে। তুমি শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে যে যে কার্য্যই সমাধা করিতে চাও, তাহাতে তোমার নিজের চেষ্টা আবশ্যক এবং এইরূপে তুমি নিজের উপর নির্ভর করিতে শিখিবে। ইহাই তোমার নিজের শক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার করিবার একমাত্র উপায়।"

যে বয়সে আত্মনির্ভর সম্বন্ধে উপদেশ দ্বারা বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা, সেই সময় হইতেই জেম্‌স্ তাঁহার গুণবতী মাতার নিকট হইতে পূর্ব্বোক্তরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি আত্ম-নির্ভরের পথে চলিতে হওয়াছিলেন এবং পরেও সমস্ত জীবন সেই পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার উন্নতির সহায়তা করিবার কেহ ছিল না এবং কেহ তাঁহার সাহায্য করে, এরূপ ইচ্ছাও তিনি করিতেন না। যাহারা জীবন পথে চলিবার প্রথম উদ্যমেই ধনী পিতা বা আত্মীয়ের মুখ চাহিয়া অথবা বিশেষ অনুকূল অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, জেম্‌স্ তাহাদের মত ছিলেন না। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে যদি তাঁহাকে উন্নতি লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে আপনার উপায় আপনিই দেখিতে হইবে। বোধ হয় তিনি বাল্যকাল হইতে যদি তাঁহার গুণবতী ও ধর্ম্মনিষ্ঠা মাতার নিকট পূর্ব্বোক্তরূপ সদুপদেশ লাভ না করিতেন, তাহা হইলে হাজার

উন্নত হইতে পারিতেন না। সুমাতার উপদেশের ও বাল্য জীবনে সুশিক্ষার ফল যে কত তাহা কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না।

বৈষ্ণব চরিত্র।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

তৃণ হইতে নীচ হইয়া, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, নিজের মান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যের মান বর্দ্ধন করিয়া সর্ব্বদা হরি সংকীর্ত্তন করিবেক। উপরের শ্লোক বৈষ্ণব চরিত্রের আদর্শরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ চরিত্রের কয়েকটী মহাত্মার আখ্যায়িকা আমরা নিম্নে বর্ণনা করিব।

রূপ, সনাতন ও জীব এই তিন গোস্বামীর নাম, বোধ হয়, অনেকেই শুনিয়াছেন। রূপ ও সনাতন দুই সহোদর, সনাতন জ্যেষ্ঠ এবং জীব তাঁহাদিগের ভ্রাতুষ্পুত্র ও রূপ গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য। সনাতন মালদহের অন্তর্গত রামকেলি গ্রামে ১৪১০ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৪৮০ শকে প্রাণত্যাগ করেন। ৭০ বৎসর পরিমিত জীবিত কালের মধ্যে ২৭ বৎসর মাত্র সংসারে ছিলেন, অবশিষ্ট ৪৩ বৎসর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন। রূপগোস্বামী ১৪১১ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৪৮৮ শকে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ৮০ বৎসর আয়ুঃ কালের মধ্যে ২২ বৎসর গৃহে অবস্থান, অবশিষ্ট ৫৩ বৎসর ব্রজধামে বাস করিয়াছিলেন। জীবগোস্বামী ১৪৫৫ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫৪০ শকে মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৮৫ বৎসর ব্যাপী জীবনকালের মধ্যে ২০ বৎসর মাত্র গৃহে অবস্থান করেন, অবশিষ্ট ৬৫ বৎসর সন্ন্যাসীর অবস্থায় বৃন্দাবনে থাকিয়া শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুশীলন করিয়াছিলেন। তিন গোস্বামীরই—বিশেষতঃ জীবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল,—তিনজনেরই গ্রন্থাবলী ভক্তিরাজ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই তিন মহাপুরুষের আনুপূর্ব্বিক জীবনচরিত বর্ণন করা অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, কেবল তাঁহাদের চরিত্রগত দুই একটী ঘটনা বিবৃত করিব, যদ্দ্বারা বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণ বৈষ্ণব চরিত্রের কিঞ্চিৎ আভাস পাইবেন এবং বৈষ্ণবতার বর্ত্তমান অবস্থা বা তৃতীয় সংস্করণটী কেমন হইতেছে, তাহা বিচার করিবারও কিঞ্চিৎ সুযোগ পাইবেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের নূতন সংস্করণকে তৃতীয় বলিয়া উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথম সংস্করণ জয়দেবাদি মহর্ষিগণ [illegible]

প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই জন্যই বর্ত্তমান সংস্করণকে তৃতীয় বলা গেল, কিন্তু এই সংস্করণ প্রকাশকের নাম অদ্যাপি বাহির হয় নাই।

সনাতন চৈতন্য চরণে শরণ লইবার জন্য গৌড়েশ্বরের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বারাণসী উদ্দেশে বনপথে যাত্রা করিতেছেন। সঙ্গে ঈশান নামক একটী মাত্র সহচর। একদা প্রদোষকালে কোন গিরিনগরস্থ কাননপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া রাত্রি যাপনার্থ আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছেন এমন সময়ে কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইয়া পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে স্বকীয় অদূরবর্ত্তী ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিল। সনাতন অপরিচিত আগন্তুকের আগ্রহাতিশয় দর্শনে তাহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া নিত্যসঙ্গী ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঈশান, তোমার নিকট কিছু সম্পত্তি আছে কি?" ঈশান কহিল,—"পনরটী স্বর্ণমুদ্রা আছে।" সনাতন কহিলেন,—"তুমি কি জন্য এই যমকিঙ্করী স্বরূপ স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে আনিয়াছ?" বলিয়া ঈশানের নিকট হইতে পঞ্চদশটী স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিয়া তাহার চৌদ্দটী আগন্তুককে প্রদান করিলেন, অবশিষ্ট একটী ঈশানকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তখন আগন্তুক কহিলেন,—"আমি গণনা দ্বারা তোমাদের নিকটস্থ এই স্বর্ণ মুদ্রার বিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম,—এই মুদ্রার জন্য অদ্য তোমাদিগকে হত্যা করিতাম। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুদ্রা প্রদান করিলে, ভালই হইল; আর তোমাদের প্রাণ হানির শঙ্কা নাই। কিন্তু এখনও একটী মুদ্রা তোমাদিগের নিকট আছে। সনাতন অবশিষ্টটীও দিতে উদ্যত হইলে, ছদ্মবেশী দস্যু কহিল—"না, আমি তোমাদের মুদ্রা লইব না।" বলিয়া প্রদত্ত চৌদ্দটী মুদ্রাও ফিরাইয়া দিল। তখন সনাতন সমস্ত মুদ্রা ঈশানকে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন,—"তোমার এখনও ধন তৃষ্ণা দূর করিয়া কৃষ্ণের চরণে আত্ম নিবেদন শিক্ষা হয় নাই, অতএব তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। আমি একাকীই গমন করিব। ঈশান সনাতনের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া রোদন করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। সনাতন সে রাত্রি সেই স্থানে অবস্থান করিয়া পরদিন প্রভাতে নিঃসঙ্গ হইয়া লক্ষিত স্থানোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যাকালে হাজিপুরে উপনীত হইয়া রাত্রি যাপনার্থ তত্রত্য কোন উদ্যানে প্রবেশ পূর্ব্বক আর্ত্তস্বরে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বেই সনাতনের ভগিনীপতি অশ্ব ক্রয় করিবার উদ্দেশে হাজিপুর আগমন করিয়া ঐ উদ্যানে আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। গভীর নিশায় একটী পরিচিত কণ্ঠস্বর তাঁহার

কর্ণ বিবরে প্রবেশ করায়, তিনি সেই স্বরের অনুসরণে সনাতনের সম্মুখীন হইলেন। তিনি রাজমন্ত্রী সনাতনকে ফকির বেশে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া অতি কাতরভাবে হরিনাম করিতে দেখিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন দারুণ শীতকাল। শীত নিবারণার্থ সনাতনের রাজোচিত অঙ্গে চীর মাত্র দেখিয়া তাঁহার শোকাবেগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। তিনি সনাতনকে অবলম্বিত পন্থা পরিত্যাগ করাইবার জন্য যথোচিত যত্ন করিলেন। সনাতনের কৃষ্ণানুরাগ জলধির ন্যায় গম্ভীর ও অচলের ন্যায় অটল। সুতরাং ভগিনীপতি মহাশয় নিজ অভীষ্ট সাধনে বিফল হইলেন। তখন সনাতনের ব্যবহার জন্য কয়েক খান শাল ও বনাত উপস্থিত করিলেন এবং তাহা সনাতনকে গ্রহণ করিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সনাতন সে সকল সামগ্রী সন্ন্যাসীর অব্যবহার্য্য বলিয়া কোন প্রকারেই গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন আত্মীয় ব্যক্তি অনেক যত্নে একখানি ভোট কম্বলে সনাতনের অঙ্গ আবৃত করিয়া দিলেন। সনাতন আত্মীয়ের মনে ক্লেশ হইবার শঙ্কায় অগত্যা সে খানি পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। পর দিন প্রভাতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যথাসময়ে বারাণসী উপস্থিত হইয়া চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হইলেন। সনাতন ব্রাহ্মণবংশে জাত হইয়াও গৌড়েশ্বরের সপ্রতাপ প্রবর্ত্তনায় ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও সনাতনের ম্লেচ্ছ ভাব। এই জন্য প্রথম সাক্ষাতে আপনাকে নীচাধম যবন বলিয়া চৈতন্য দেবের সম্মুখীন হইতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁহার উৎকট হরিপ্রেম দর্শনে তাঁহাকে একেবারে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। সনাতন দূরে পলায়ন করিলেন। চৈতন্য সনাতনের এইরূপ দৈন্য দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। কিন্তু ভোট কম্বলের প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়ায় "এখনও বিষয়ের কিঞ্চিৎ অবশেষ আছে" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভোট কম্বলের প্রতি বার বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সনাতন মহাপ্রভুর এ ইঙ্গিত বুঝিলেন। পরে গঙ্গাস্নানে গমন করিয়া দেখিলেন, একটী বৈষ্ণব একখানি ছিন্ন ও মলিন কন্থা তটে রাখিয়া স্নান করিতেছেন। সনাতন ভোট কম্বলখানির বিনিময়ে সেই কন্থা খানি গ্রহণ ও গাত্রে ধারণ করিয়া চৈতন্য দেবের নিকট গমন করিলেন। চৈতন্যদেব সনাতনের গাত্রে ছিন্ন কন্থাদর্শন করিয়া প্রচুর আনন্দাশ্রু বর্ষণ ও সনাতনকে নির্ভয় আলিঙ্গন করিলেন। তখন সনাতন গৌরাঙ্গের অঙ্গস্পর্শে আপনাকে পবিত্র ও কৃতার্থ বোধ করিয়া তাঁহার আদেশ প্রার্থী হইলেন।

চৈতন্যদেব তাঁহাকে বৃন্দাবনে অবস্থান ও অদ্বৈতবাদ নিরসন পূর্ব্বক ভক্তিতত্ত্ব স্থাপনার্থে গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আদেশ করিলেন। সনাতন সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বৃন্দাবন আশ্রয় করিলেন।

সনাতন বৃন্দাবনে গমন করিয়া প্রতিদিন এক এক বৃক্ষমূলে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। আজ যে বৃক্ষমূলে অবস্থান করেন, কল্য আর তথায় গমন করেন না। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। মধুকরের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পক্কান্ন সংগ্রহ করার নাম মাধুকরী বৃত্তি। এই সময়ে একদা পূর্ব্বাহ্নে যমুনাস্নানের পর কোন আশ্রমাভিমুখে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে পতিত একটী স্পর্শমণি দেখিতে পাইলেন। স্পর্শমণির গুণ সম্বন্ধে এ দেশে প্রাচীন প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, ঐ মণির স্পর্শে অন্যান্য সমস্ত ধাতু স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। এ কথায় যাঁহাদের অবিশ্বাস হইবে, স্পর্শমণিকে এক প্রকার বহুমূল্য রত্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতে বোধ হয়, তাঁহাদের আপত্তি হইবে না। সনাতন সেই স্পর্শমণিকে স্পর্শ করিবেন না, কোন দরিদ্রকে দান করিবেন বলিয়া তাহা খর্পর খণ্ড দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলেন। ইহার পর বহুদিন গত হইল, স্পর্শমণির কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। এমন সময়ে একদা মানকর নিবাসী জীবন নামক কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সনাতনের নিকট উপস্থিত হইয়া কিছু ধন প্রার্থনা করিলেন। সনাতন কহিলেন,—"ঠাকুর, আমি গাছতলার ফকির, দৈনিক ভিক্ষা আমার উপজীবিকা,—আমার নিকট ধন প্রার্থনা করিয়া আপনাকে বিড়ম্বিত করেন কেন?" ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"আমি ধন প্রার্থনায় মহাদেবের আরাধনা করিলে, তিনি আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।" সনাতন এই কথা শুনিয়া বিস্মিত ভাবে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"ঠাকুর, আমার সহিত আসুন" বলিয়া ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া সেই খর্পর খণ্ডাবৃত স্পর্শমণির নিকট উপস্থিত হইলেন। বাম হস্তের তর্জ্জনী সঙ্কেতে দেখাইয়া কহিলেন,—"ঐ স্থানে অমূল্য নিধি আছে, গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করুন।" ব্রাহ্মণ প্রথম অনুসন্ধানে প্রাপ্ত না হইয়া সনাতনকে কহিলেন,—"আপনি হস্তে লইয়া আমাকে প্রদান করুন।" সনাতন কহিলেন,—"আমি স্নান করিয়াছি,—এখন উহা স্পর্শ করিব না। আপনি উত্তমরূপে সন্ধান করুন, ঐ স্থানেই পাইবেন।" ব্রাহ্মণ পুনরায় সন্ধান করিয়া নিধি পাইলেন। তখন অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া প্রস্থান করিলেন। সনাতন আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। বিপ্রবর স্বদেশে গমন করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"যে নিধি স্পর্শ মাত্রে অন্য ধাতু স্বর্ণ হইয়া যায়, সনাতন গোস্বামী সেই মণি স্পর্শ করা

দূরে থাকুক, তৎপতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। আমি [illegible] সেব আরাধনা করিয়া সেই ধন লাভ করিলাম। স্পর্শমণি পাইলে লোকে যেরূপ ধনী হয়, সনাতন তদপেক্ষা অধিক ধনী; নতুবা অমূল্য ধনকে কেমন করিয়া তুচ্ছ করিলেন?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বর্দ্ধমান গ্রাম পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া পুনরায় তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পুনরায় সনাতনের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"প্রভো, আমি আপনার অভয়চরণে শরণ লইলাম,—আমাকে কৃপা করুন। আপনি যে ধনের গরিমায় স্পর্শমণি তুচ্ছ করিলেন,—আমাকে সেই কৃষ্ণ প্রেমধন প্রদান করুন,—আমি আপনার চরণে চির বিক্রীত হইলাম।" সনাতন ব্রাহ্মণের [illegible] দর্শনে প্রীত হইয়া কহিলেন,—"ঠাকুর, সে ধন বড় দুঃখের ধন, আপনি তাহা পাইবেন না,—আপনি এই নিধি লইয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক আত্মীয় কুটুম্ব সহ পরম সুখে বিলাস ভোগ করুন।" ব্রাহ্মণ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন,—"আপনি আমাকে বিষয় কূপ হইতে উদ্ধার করুন,—আমি বড় দীন।" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সনাতনের বিপ্রের প্রতি দয়া হইল। কহিলেন,—আপনি যদি এই স্পর্শমণি ত্যাগ করিতে পারেন, তবে আপনার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি।" বিপ্র এই কথা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্পর্শমণি যমুনা জলে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সনাতন পরম প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে ব্রাহ্মণকে নির্ভর আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া আপনার সহচর করিলেন। সনাতন বৃন্দাবনে অবস্থান কালে কুব্জা মহিষীর প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন নামক বিগ্রহের সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একজন ধনী বণিক ঐ মদনমোহনের মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সনাতন জীবনের শেষভাগ সেই স্থানেই অতিবাহিত করেন।

(ক্রমশঃ।)

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৪এ মে মহারাণী বিক্টোরিয়া ৬৬ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া ৬৭ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে কুশলে রাখুন।

২। এ বৎসর এলাহাবাদ [illegible] বিদ্যালয়ের একটী ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৩। মাবাপ্তারের রাজী [illegible] জোনোয়া দেশে হইতে [illegible] কন্যা কতক [illegible] প্রচার [illegible] কেন ইহার সাধুচেষ্টাকে ধন্যবাদ

৪। জাহাজে চড়িলে বমনাদি হইয়া এক প্রকার সামুদ্রিক রোগ হয়, প্রায় কেহই ইহার হাত এড়াইতে পারেন না। আমেরিকার এক ডাক্তার এই রোগ নিবারণের এক অতি সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ছিপি দিয়া কর্ণের ছিদ্র বন্ধ করত সমুদ্রপথে চলিলে আর কোন অসুখের সম্ভাব থাকে না। নৌকা যাত্রীরাও ইহা পরীক্ষা করিতে পারেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কৃষি গেজেট—কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা; বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। গত বৈশাখ হইতে অতি উৎকৃষ্ট কাগজ ও উৎকৃষ্ট অক্ষরে এই পত্রিকাখানি মুদ্রিত হইতেছে। ইহাতে চাষবাস, শিল্প ও বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বিষয় লিখিত হইতেছে, এরূপ পত্রিকা সাধারণের আদরের সামগ্রী।

২। প্রকৃতি চর্চ্চা—শ্রীযুক্ত উমানাথ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।০ আনা। ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে অনেকগুলি সার কথা অতি সরল ও সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানি পাঠে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। ইহা ধর্ম্মার্থীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে।

বামাগণের রচনা।

স্ত্রীলোকদিগের নিকট একটী উপদেশ পূর্ণ কথা।*

আজি তোমাকে একটী গল্প লিখিয়া পাঠাইতেছি। গল্পটী আমার রচিত নয়, ইহা সেকপীয়র নামক ইংরাজী কবির "মুখরার দমন" নামক এক খানি নাটক হইতে সংগৃহীত। মূলগ্রন্থে ইহা অনেক বড়। অনুবাদ করা সকলের পক্ষেই দুঃসাধ্য, আমি উহা চলিত কথায় গল্পটী বলিয়া কেবল শেষ ভাগের একটু স্থান মাত্র অনুবাদ করিব।

প্রসিদ্ধ ইটালি দেশের পেডুয়া নামক নগরে ব্যাপটিষ্টা নামক কোন একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার ষোড়শ ও অষ্টাদশ বর্ষীয়া অতি সুন্দরী দুই কন্যা ছিল। বড়টীর নাম কেট, ও ছোটটীর নাম বিয়াংকা। তাহাকে

* কোন মহিলা স্বামীর নিকট লেখাপড়া [illegible] পড়িয়া আমাদের কোন আত্মীয়াকে [illegible] প্রকাশিত হইল। বা, বো, স।

বিবাহ হয় নাই, তাহার কারণ এই যে বড় কন্যাটী পিতার আদর পাইয়া অত্যন্ত বিগড়াইয়া গিয়াছিল, তাহার স্বভাব অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছিল, সে অত্যন্ত একগুঁয়ে ও রাগী ছিল এবং যাকে তাকে কটুকথা বলিয়া গালি দিত ও তাহাদের সহিত কলহ করিত। সুতরাং কেহ বিবাহের সম্বন্ধ করিতে আসিলে উহার স্বভাব দেখিয়া বিবাহ করিতে চাহিত না। তাহার ছোট ভগ্নী বিয়াঙ্কা অতি ধীর ও শান্ত স্বভাবের মেয়ে ছিল। যাহারা বিবাহ করিতে আসিত, তাহারা বিয়াঙ্কাকেই বিবাহ করিতে চাহিত। কিন্তু জ্যেষ্ঠার বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠার বিবাহ কি প্রকারে হইবে?

কিছুদিন পরে দুইজন ভদ্রলোক উহাদিগের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়েই বিবাহের প্রার্থী। ব্যাপটিস্টা প্রথমে কেট্‌কে দেখাইতে আনিলেন। কেট্‌ ভদ্র লোকদিগের সম্মুখে আসিয়াই, তাঁহাদিগকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। ভদ্রলোকেরা তাহার ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলেন, তাহার পিতা বড়ই অপ্রতিভ হইলেন। তৎপরে তাঁহার অপর কন্যা বিয়াঙ্কাকে আনাইলেন। তাহার ধীর ও মৃদু স্বভাব দেখিয়া উভয়েই বিমুগ্ধ হইলেন এবং আহ্লাদ সহিত ইহার বিবাহ হইবে বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্যাপটিস্টা বলিলেন আপনাদিগের মধ্যে যিনি আমার বড় কন্যার বিবাহ দিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহারই সহিত আমার ছোট কন্যার বিবাহ দিব। আর যে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিবে, তাহাকে আমার অর্দ্ধেক বিষয় দিব। ইহা শুনিয়া ভদ্রলোকদ্বয় উহাকে বিবাহ করে, এমন লোক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

কেটের মনোগত ভাব বিবাহ হউক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে না। যদিও সে এরূপ মুখরা ও কটুভাষিণী ছিল কিন্তু তাহার মন বড় উচ্চ। সে অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিল। যদিও তাহার ছোট ভগিনী বিয়াঙ্কা মৃদুস্বভাবের ছিল, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ এরূপ সরল ছিলনা। বিয়াঙ্কা নিজের স্বার্থ বেশি বুঝিত, অন্যের নিকট ভাল হইয়া যাহাতে নিজের কার্য্য সাধিয়া লইতে পারে, ইহাই তাহার মনোগত ভাব। কিন্তু কেট উদার প্রকৃতির ছিল, সকলকে সমান ভাবে দেখিত, যাহাকে যাহা উচিত, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, বলিবেই বলিবে। এই জন্য তাহাকে সকলেই ঘৃণা করিত। তাহার অন্তঃকরণের উচ্চাশয়তা কেহই বুঝিত না। কেট্‌ নিজের গুণ নিজে জানিত এবং অন্তরে এই অভিমান করিত যে তাহার এমন অন্তঃকরণ লোকে বোঝে না, লোকে তাহার অসদ্‌গুণের প্রতিই দৃষ্টি করে। এই জন্যই সে রুক্ষ হইত। কিছু দিন ক্রোধ পরবশ হইতে হইতে ক্রোধ

তাহার স্বভাব হইয়া গেল। সে অল্পেতেই রাগিয়া উঠিত, ও লোককে কটু কহিত। এই কারণেই তাহার বিবাহ হয় নাই।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে ক্রমে পিট্রুকিও নামে এক যুবা উঁহাদিগের বাটিতে উপস্থিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বেই কেটের কথা শুনিয়াছিলেন এবং বলিলেন আমি কেট্‌কে বিবাহ করিব। ব্যাপটিসা কেট্‌কে দেখাইতে আনিলেন। কেট, আসিয়াই গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। পিট্রুকিও হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, বড়ই মিষ্ট কথা বলিতেছ। কেট্ যতই কটু কথা বলেন, পিট্রুকিও ততই আমোদ করেন। পরিশেষে কেট্ রাগে অন্ধ হইয়া পিট্রুকিওকে এক ঘুঁসি মারিল, পিট্রুকিও তৎপরিবর্ত্তে উঁহাকে আদর করিতে লাগিলেন। ব্যাপটিসা উঠিয়া কোন কার্য্যের জন্য অন্য ঘরে গেলেন। উঁহারা নির্জ্জনে সেই স্থানে রহিলেন। পিট্রুকিও জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন কেট, আমাকে বিবাহ করিবে?" কেট বলিল "তুমি যমের বাড়ী যাও।" ব্যাপটিসা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন কেট তোমাকে বিবাহ করিতে চাহে? কেট্ বলিয়া উঠিল যম উঁহাকে বিবাহ করিবে। পিট্রুকিও বলিলেন কেট্ আমাকে বিবাহ করিবে, আপনার সম্মুখে লজ্জায় বলিতে পারিতেছে না। আমি কল্য আসিয়া উঁহাকে বিবাহ করিব। এই বলিয়া পিট্রুকিও প্রস্থান করিলেন।"

পর দিবস ব্যাপটিসা বিবাহের আয়োজন করিলেন। নিরূপিত সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, তবু পিট্রুকিও আসেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে পিট্রুকিও অশ্বপৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত। যতক্ষণ পিট্রুকিও না আসিয়াছিলেন, কেট্ অত্যন্ত ভাবিত ছিল। তাহার কারণ এই যে, যদিও এ বিবাহে তাহার অনিচ্ছা ছিল, কিন্তু এক ব্যক্তি বিবাহ করিব বলিয়া বিবাহ করিল না, ইহা তাহার প্রাণে সহ্য হইবে না। এই বলিয়া সে অগত্যা পিট্রুকিওকে বিবাহ করিল। আশ্চর্য্য ঈশ্বরের মহিমা, বিবাহের পর হইতে কেট্ পিট্রুকিওকে ভাল বাসিল, কিন্তু প্রকাশ করিল না।

বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু কেটের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেট্ যে কেট্, সেই কেট্‌ই আছে। পিট্রুকিও কেটকে নিজের বাটীতে লইয়া যাইতে চাহিলেন, কেট্ কিছুতেই যাইবে না। পিট্রুকিও চাকরকে ঘোড়া আনিতে বলিলেন। ঘোড়া সজ্জিত হইয়া আসিল। হঠাৎ কেটকে ঘোড়ার উপর উঠাইয়া দিয়া সেই ঘোড়াতে নিজে উঠিয়া, বেগে চালাইয়া দিলেন। আট ক্রোশ অন্তরে নিজের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেটের পিতা কেট্‌কে লইয়া যাইবার সময় কোন বাধা দেন নাই। ভাবিয়া-

ছিলেন ছুট্টা সরস্বতী বিদায় হইলেই বাঁচি।

এখানে পিট্রুকিও বাটীতে আসিয়াই চাকরদিগকে আহারীয় দ্রব্য আনিতে কহিলেন। (ইংরাজেরা স্ত্রী পুরুষে একত্রে আহার করে বোধ করি তাহা জান)। টেবিলের উপর উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী সকল স্থাপিত হইল। পিট্রুকিও কেটকে কতই আদর করিতে লাগিলেন, কহিলেন, আহা! ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া তোমার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। তোমার অত্যন্ত ক্ষুধা লাগিয়াছে, আহার কর। কেট দুই চারি গ্রাস খাইতে না খাইতেই পিট্রুকিও চাকরদিগকে ধমকাইতে লাগিলেন, বলিলেন, মাংস সুসিদ্ধ হয় নাই, উঠাইয়া লইয়া যাও। কেট বলিল, কই কাঁচা নাই তো, অতি উত্তম রন্ধন করিয়াছে। পিট্রুকিও বলিলেন, আমি দেখিতে পাইতেছি উহা কাঁচা আছে, খাইলে অসুখ করিবে। খাবার উঠাইয়া লইয়া গেল। কেট ক্ষুধায় রহিল। রাত্রিতে কেটকে ঘুমাইতে দিলেন না। প্রত্যহই খাবার সময়ে ও নিদ্রার সময়ে এইরূপ করেন। কিছু দিনের মধ্যে কেট কাতর হইয়া পড়িল। কেটের আর সে তেজ নাই, আর সে ক্রোধ নাই। কেট আর সে কেট নয়। কেট নিরীহ ভাল মানুষ হইয়া পড়িল। কোন কথার সমান উত্তর করে না, স্বামী যাহা বলেন তাহাই করে। এমন কি চেঁচাইয়া কথা কহে না।

কেটের পরিবর্ত্তন দেখিয়া পিট্রুকিও সন্তুষ্ট হইলেন। একদিন বলিলেন চল কেট তোমাকে পিত্রালয়ে লইয়া যাই। বেলা দুই প্রহরের সময় উভয়ে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে পিট্রুকিও বলিলেন, দেখ কেট, ঐ যে চন্দ্র দেখিতেছে উহা কেমন সুন্দর। কেট বলিল ওতো চন্দ্র নয়, ওযে সূর্য্য। পিট্রুকিও বলিলেন আমি বলিতেছি উহা চন্দ্র, অতএব উহা চন্দ্র, তুমিও বল উহা চন্দ্র, নতুবা চল বাটী ফিরিয়া যাই। কেট বলিলেন বুঝিয়াছি, উহা চন্দ্র; আমি আর কখনও তুমি যাহা বলিবে তাহার বিপরীত বলিব না।

(ক্রমশঃ)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪৬ সংখ্যা। আষাঢ় ১২৯২—জুলাই ১৮৮৫। ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িকপ্রসঙ্গ।

স্ত্রীব্যায়ামশালা—প্রায় ২০ বৎসর হইল ইহা লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ৫০টী। ব্যায়াম-দ্বারা ছাত্রীদের "শরীরের অঙ্গসৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাঁহারা সুস্থকায়া ও বলবতী হইয়া সুখী হইয়াছেন।" গত মার্চ্চ মাসে সমারোহে ইহাদিগের পারিতোষিক বিতরণ হইয়াছে। সুন্দর ও বলিষ্ঠ সন্তানের মাতা হইতে হইলে স্ত্রীলোকদের ব্যায়ামচর্চ্চা নিতান্ত আবশ্যক।

সুরাদলনী—আমেরিকার লেডলক রমণী সুরাপান নিবারণার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহারা শ্বেত ফিতা ধারণ করেন। ইহাদের যত্নে শত সহস্র মদের দোকান বন্ধ হইয়াছে এবং মাদকতার বিরুদ্ধে আইন হইয়াছে।

রুসীয় নাইটিঙ্গেল— সেনাপতি কোমারফের অনুরোধে ওডেসা হইতে ১৫টী, মস্কো হইতে ২৫টী এবং সেণ্ট পিটর্সবর্গ হইতে ৩০টী রমণী পীড়িত ও আহত সৈন্যদিগের শুশ্রূষার জন্য মধ্য আসিয়ায় আসিয়াছেন।

রাজকুমারী বিট্রিস— জর্ম্মণির প্রিন্স হেনরী অব ব্যাটেনবর্গের সহিত এই কনিষ্ঠা [illegible] বিবাহ জুলাই মাসেই স্থির আছে। পার্লিয়ামেণ্ট ইহাকে ৭২০০০৲ টাকা বার্ষিক বৃত্তি দিবেন স্থির করিয়াছেন।

মে মাসিক সভা—বিলাতে ধর্ম্ম ও সাধারণ হিতকর কার্য্য সম্বন্ধীয় যত সভা আছে, মে মাসে তাহাদিগের সাংবৎসরিক অধিবেশন হয়। গত মে মাসের দুই একটী সভার বিবরণ উল্লেখ যোগ্য :—

(১) লণ্ডন মিসনরী সোসাইটী—ভারত, চীন ও আফ্রিকায় ইহাদিগের কার্য্যক্ষেত্র আছে। ভারতে ইহাদিগের অধীনস্থ বিদ্যালয় সকলে ১,৩০,০০০ বালক ও ৪৭০০০ বালিকা পাঠ করিতেছে। বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ টাকা। ইহারা মাদাগাস্কর ও তাহন্ত্রীয় দ্বীপপুঞ্জে কার্য্য খুলিবার চেষ্টায় আছেন।

(২) র‍্যাগেড স্কুল ইউনিয়ন—দরিদ্রদিগের জন্য এই সভায় ১৮৭টী স্কুল ও প্রচার গৃহ ও ২০৩টী রবিবাসরীয় বিদ্যালয় আছে, ছাত্রসংখ্যা ৪০,২০৯, দৈনিক বিদ্যালয় ৪৬টী ছাত্রসংখ্যা ৫৩১২, নৈশ বিদ্যালয় ১৫০, ছাত্রসংখ্যা ৯২০৬, শ্রমজীবী বিদ্যালয় ৯৭, ছাত্রসংখ্যা ৩০১৩ জন। এই সকল বিদ্যালয়ে ১৫৪ জন বেতনভোগী শিক্ষক, ৩২৯১ জন বিনা বেতনে শিক্ষা দিয়া থাকেন। গত বর্ষে ৭৭০ জন ছাত্র কার্য্য পাইয়াছে। ৬০ হাজার টাকার অধিক দাতব্য আহার হইয়াছে।

(৩) ট্রাক্ট সোসাইটী—ইহার ৮০ সাংবৎসরিক হইয়া গিয়াছে। এই সভা হইতে ১৭৫টী ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ৮ কোটীর অধিক পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি—লণ্ডনে অল্পদিন হইল, একটী তৃতীয়তল গৃহে আগুন লাগিয়া একটী পরিবারের পিতামাতা পরিত্যাগ করেন। তাঁহাদিগের ৩টী পুত্র, [illegible] বৎসর। ৩ বৎসর ব্যাক। বাটীতে থাকিতেন, মৃতদিগের কোন সম্পর্কীয় নন। তিনি শিশু তিনটীকে বাঁচাইবার জন্য দহ্যমান গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কয়েকটী মাদুর নীচের তলে ফেলিয়া দেন, পরে এক একটী শিশুকে ধরিয়া সেই মাদুরের উপর ফেলেন, অবশেষে গৃহ হইতে নিজে লাফাইয়া পড়েন। তিনি পা ভাঙ্গিয়া মরিয়া যান, সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশুটীরও মৃত্যু হয়; কিন্তু অপর ২টী শিশু বাঁচিয়া গিয়াছে। এই রমণীর সৎসাহস ও ত্যাগশীলতার স্মরণচিহ্ন স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

কাশ্মীরে ভূমিকম্প—কস্মিন্‌কালে এ প্রদেশে এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা হয় নাই। গত ৩০এ মে প্রথম কম্পনে সোপার ও বারামুলা নামক দুইটী নগর ধ্বংস ও তাহাতে ৪০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। শেষোক্ত নগরের নিকট এক প্রসিদ্ধ বুদ্ধমন্দির ছিল, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়, তাহা ভূমিসাৎ হইয়াছে। অনেক গ্রাম নষ্ট হইয়াছে। জল ও কর্দ্দমের প্লাবন। ভূমি সকল কোথায়ও ১০।১২০ ফিট উচ্চ, কোথায়ও গভীর গহ্বরে পরিণত। মৃত্যুসংখ্যা এ পর্য্যন্ত ২২৮১ হইয়াছে, আজিও মধ্যে মধ্যে ভূকম্পন হইতেছে। কাশ্মীরের মহারাজা হাঁস-পাতাল আদি করিয়া আহত ও বিপন্ন দিগের শুশ্রূষা করিতেছেন।

জুলাই হইতে খুলিবার কথা। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ প্রায় ১০০ মাইল, ৪৫ ঘণ্টায় যাওয়া যাইবে।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে সম্বন্ধে বিলাতে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়—নূতন রেলওয়ের জন্য ১০ কোটী টাকা মঞ্জুর হইয়াছে, ইহার ৫ কোটী বেলুচিস্থানের বোলান পাসের রেল-কার্য্যে ব্যয় হইবে। ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতের এত অর্থশ্রাদ্ধ কেন? সিন্ধুনদ ও সলিমান পর্ব্বতকে পশ্চিম সীমা করিয়া রাজপুরুষেরা কি আপনাদিগের শক্তি দৃঢ় ও ভারতের কল্যাণসাধনে মনোযোগ করিতে পারেন না?

রুষ ইংরাজ যুদ্ধ—আর হইবার সম্ভাবনা নাই। সন্ধি-প্রস্তাবে উভয় জাতিই সম্মত হইয়াছেন। সন্ধির নিয়ম সকল স্থির হইতেছে। চীন ও জাপান এই সন্ধির জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত।

মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন—ইংলণ্ডে ৬ বৎসর অন্তর নূতন পার্লেমেণ্ট ও তৎসহ নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়া থাকে। মহাত্মা গ্লাডষ্টোন ও তাহার উদারনৈতিক সহচরগণ ৫ বৎসর ৩ মাস কার্য্য করিয়া তাঁহাদিগের প্রণীত আবকারী সংক্রান্ত একটী আইনের পাণ্ডুলিপি পার্লিয়ামেণ্টে অগ্রাহ্য হওয়াতে,পদত্যাগ করিতেছেন। মহারাণী বলিয়াছেন। উদারনৈতিক গবর্ণমেণ্ট হইতে ভারতের অনেক কল্যাণের সূত্রপাত হইয়াছে। রক্ষণশীল দলের নামে আমাদের ভয় হয়। আমরা আশা করি, নূতন পার্লেমেণ্ট গঠনকালে প্রথমোক্ত দলেরই জয় হইবে।

শিল্পাদি প্রদর্শন—(১) ২০ বৎসর হইল বিলাতে নূতন উদ্ভাবিত শিল্পকার্য্যের প্রথম প্রদর্শন হয়। এতদিন পরে সম্প্রতি আর একটী প্রদর্শন হইয়াছে, তৎসঙ্গে বাদ্যযন্ত্রাদিরও একটী বিভাগ প্রদর্শিত হয়। যুবরাজ ইহা খুলিয়াছেন। আহ্লাদের বিষয়,এক জন আইরিস রমণী অনেকগুলি স্ত্রীলোকে নিযুক্ত করিয়া যে আশ্চর্য্য সূচীর কাজ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। (২) Royal Academy রাজকীয় চিত্রশালিকায় বৎসর বৎসর নূতন ছবি প্রদর্শিত হইয়া থাকে, এ বৎসরও হইয়াছে। যুবরাজ কেম্ব্রিজের ডিউক ও বিদেশীয় রাজদূত প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোক উপস্থিত ছিলেন। তথায় কত যে সুন্দর ছবি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। (৩) মান্দ্রাজে সূচিকার্য্য প্রদর্শনী তত্রত্য গবর্ণরের পত্নী খুলিয়াছেন, বিজয়নগরমের ও ত্রিবাঙ্কুরের মহারাণী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহিলারা

ভাসমান কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়াছিল, এবং কয়েকজন নাবিক তাহা দেখিতে পাইয়া কন্যাটিকে নৌকায় তুলিয়া লইল। ঐ নৌকা ক্রমে যে দেশে উপস্থিত হয়, তথায় মেশীলার নামক ফরাসী-বীর নির্ব্বাসিত ও কারারুদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিলেন। অপরিচিতা বালিকাকে তত্রত্য অধ্যক্ষ বন্দীদিগের মধ্যে রাখিয়া দিলেন, এবং জানি না, কি অপরাধে, তাহারও উপর খাটুনীর আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু বালিকা নিতান্ত শ্রম-কাতরা, বিশেষতঃ—বাদসাহের মেয়ে— সুতরাং কোন কার্য্য করিতেই সক্ষম হইল না। অথচ কার্য্য করিতে না পারিলে, আহার্য্য দ্রব্য পাইবে না, ইহাও হুকুম ছিল। যাহা হউক, মেশীলার সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া নিজের ও ঐ বালিকার খাটুনী খাটিয়া দিতেন, এবং অতি যত্নে (ছোট ভগ্নীর ন্যায়) মেয়েটিকে নিজের বক্ষে রাখিয়া লালন পালন করিতেন। মেশীলার ইতিপূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, ইনি বাদসাহের কন্যা। বাদসাহ [illegible] তাহা তিনি [illegible] তিনি [illegible]

রাজ্যে পুনরানীত হইলেন। মেয়েটির চেহারা তখন এত খারাপ হইয়াছিল যে, তাহাকে কেহ দেখিয়া বাদসাহ-কন্যা বলিয়া চিনিতে পারিল না। উভয়ে রাজাজ্ঞা-মতে কারাগারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চতুর্থ দিবসে মেশীলার, মুসলমান শাসনকর্ত্তার সমীপে আনীত হইলে, বাদসাহ কহিলেন, "তুমি আমার সহিত অথবা আমার জাতির আর কাহারও সহিত কখন কোন প্রকার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না, এই নিয়মে যদি শপথ করিয়া রাজকীয় বিশ্বাস-পত্র লিখিয়া দিতে পার, এবং তজ্জন্য প্রতিভূ দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি, নতুবা তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইবে।" মেশীলার এই কথায় সম্মত হইল না, সুতরাং প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। বাদসাহ কহিলেন, "যদি তোমার কিছু বলিবার থাকে, তবে এই সময়ে বল।" মেশীলার কহিলেন, "মৃত্যুর সময়ে বলিব।" ক্রমে "শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন" সমাগত হইল; কুঠার-হস্তে ঘাতক উপস্থিত; সম্মুখে অসংখ্য লোক [illegible] এবং অতি উচ্চ মণ্ডপে [illegible] উপস্থিত। বজ্রগম্ভীর স্বরে [illegible] কহিলেন, "মেশীলার! [illegible] বলিবার থাকে, তবে [illegible] দিতে।" [illegible]

হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় রমণীদিগের শিল্প কার্য্য প্রতি বৎসর প্রদর্শিত হইবার ব্যবস্থা হইলে বড়ই উপকার হয়।

মহতের প্রতিহিংসা।

এক সময়ে অর্দ্ধসভ্য ও উদ্ধত মুসলমান বীরেরা জয়পতাকা হস্তে লইয়া সুদূর ইউরোপ খণ্ডে গমন করতঃ স্পেন সাম্রাজ্যের যার দেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সময়ে স্পেনে ফরাসীদিগের প্রভুত্ব অটুট ভাবে বিরাজিত ছিল। মুসলমানেরা তথায় সৈন্য সামন্ত সহ উত্তীর্ণ হইলে, মেশীলার নামে এক জন ফরাসী বীর মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু শেষে পরাজিত হইয়া যবন-সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক কোন দূর প্রদেশে নির্ব্বাসিত হয়েন। এই ফরাসী বীর দেখিতে যেমন সুন্দর, বিদ্যা এবং সচ্চরিত্রতাতেও তেমনি মহৎ ছিলেন। তাঁহার মানসিক বল ও হৃদয়ের মহত্ব আজিও ফরাসী দেশে তাঁহার নামটীকে পারিবারিক বাক্য-মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক, মেশীলার নির্ব্বাসিত হইয়া কোন সুদূর প্রদেশে মুসলমান-অধীনে বন্দী হইলেন, এবং তত্রত্য কঠোর নিয়মাবলীর বশবর্ত্তী হইয়া যৎসামান্য মাত্র আহারে উদর পরিপূরণ করতঃ, প্রভাত হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত একটি রাজকীয় উদ্যানে দাসের ন্যায় মৃত্তিকা খনন, বীজ বপন, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা কালাতিপাত করিতেন। তিন বৎসরের জন্য তাঁহার নির্ব্বাসনের আদেশ হয়; এবং তিন বৎসর পরে তাঁহাকে পুনরায় মুসলমান শাসনকর্ত্তার সম্মুখে আনয়ন করিবার অনুজ্ঞা দেওয়া হয়।

ইহার কিছুকাল পরে মুসলমান শাসনকর্ত্তা এক দিন তরণীযোগে নদীতে বায়ুসেবন জন্য জলবক্ষে ভ্রমণ করিতেছিলেন। হঠাৎ প্রতিকূল বাত্যা আসিয়া তরণীকে বিপদাক্রান্ত করিয়া তুলিল, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা জলমগ্ন হইয়া গেল। বাদসাহ সন্তরণে সুপটু ছিলেন, সুতরাং তরঙ্গ সহিত ভাসিতে ভাসিতে গিয়া সন্তরণকৌশলে শেষে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন; নাবিকেরা বাঁচিয়া উঠিল, কিন্তু বাদসাহের আনিবিবি নাম্নী এক সুরূপা কন্যা কোথায় ভাসিয়া গেল, কেহই বলিতে পারিল না। বাদসাহ ঐ কন্যাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এবং সঙ্গে লইয়া তরণীযোগে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। কন্যার অনেক অনুসন্ধান হইল, কিন্তু মিলিল না।

পাঠিকারা বোধ হয়, শুনিয়া সুখানুভব করিবেন, কন্যাটি মরে নাই। তরঙ্গের বেগে বহুদূরে ভাসিয়া গিয়া এক খানি

ভাসমান কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়াছিল, এবং কয়েকজন নাবিক তাহা দেখিতে পাইয়া কন্যাটিকে নৌকায় তুলিয়া লইল। ঐ নৌকা ক্রমে যে দেশে উপস্থিত হয়, তথায় মেশীলার নামক ফরাসী-বীর নির্ব্বাসিত ও কারারুদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিলেন। অপরিচিতা বালিকাকে তত্রত্য অধ্যক্ষ বন্দীদিগের মধ্যে রাখিয়া দিলেন, এবং জানি না, কি অপরাধে, তাহারও উপর খাটুনীর আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু বালিকা নিতান্ত শ্রম-কাতরা, বিশেষতঃ—বাদসাহের মেয়ে—সুতরাং কোন কার্য্য করিতেই সক্ষম হইল না। অথচ কার্য্য করিতে না পারিলে, আহার্য্য দ্রব্য পাইবে না, ইহাও হুকুম ছিল। যাহা হউক, মেশীলার সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া নিজের ও ঐ বালিকার খাটুনী খাটিয়া দিতেন, এবং অতি যত্নে (ছোট ভগ্নীর ন্যায়) মেয়েটিকে নিজের কাছে রাখিয়া লালন পালন করিতেন। মেশীলার ইতিপূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, ইনি বাদসাহের কন্যা। বাদসাহ তাঁহার যে পরম শত্রু, তাহা তিনি জানিতেন; মেয়েটির পিতা কর্ত্তৃক তিনি বন্দী ও তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ অপমানিত হইয়াছেন, তাহাও তিনি জানিতেন, কিন্তু তাই ভাবিয়া মেয়েটির উপর কখনও কোন ক্রোধ বা অযত্ন প্রকাশ করিতেন না।

ক্রমে তিন বৎসর কাল অতীত হইল, মেয়েটি এবং মেশীলার বাদসাহের রাজ্যে পুনরানীত হইলেন। মেয়েটির চেহারা তখন এত খারাপ হইয়াছিল যে, তাহাকে কেহ দেখিয়া বাদসাহ-কন্যা বলিয়া চিনিতে পারিল না। উভয়ে রাজাজ্ঞা-মতে বাজারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চতুর্থ দিবসে মেশীলার, মুসলমান শাসনকর্ত্তার সমীপে আনীত হইলে, বাদসাহ কহিলেন, "তুমি আমার সহিত অথবা আমার জাতির আর কাহারও সহিত কখন কোন প্রকার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না, এই নিয়মে যদি শপথ করিয়া রাজকীয় বিশ্বাস-পত্র লিখিয়া দিতে পার, এবং তজ্জন্য প্রতিভূ দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি, নতুবা তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইবে।" মেশীলার এই কথায় সম্মত হইল না, সুতরাং প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। বাদসাহ কহিলেন, "যদি তোমার কিছু বলিবার থাকে, তবে এই সময়ে বল।" মেশীলার কহিলেন, "মৃত্যুর সময়ে বলিব।" ক্রমে "শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন" সমাগত হইল; কুঠার-হস্তে ঘাতক উপস্থিত, সম্মুখে অসংখ্য লোক দণ্ডায়মান এবং অতি উচ্চ মণ্ডপে বাদসাহ স্বয়ং উপস্থিত। বজ্রগম্ভীর স্বরে বাদসাহ কহিলেন, "মেশীলার! যদি তোমার কিছু বলিবার থাকে, তবে শীঘ্র বল। তোমার মৃত্যু নিকট।" মেশীলার বলিলেন "রাজন্! বহুদিন হইতে আপনি আমার নানা প্রকারে

অপমান করিয়াছেন। আমার পরিবারের গাত্র হইতে আপনি স্বহস্তে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়াছেন, আমাকে নির্ব্বাসন করিয়াছেন, আমার পুত্রকে বন্দী করিয়াছেন, এবং আমার স্বজাতির স্বাধীনতা-হরণেও উদ্যোগী আছেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পরিশেষে আমার প্রাণবধের আদেশ দিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া মেশীলার স্তব্ধ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিল,—"আমি বোধ হয় আমার জীবনে আপনার কখনও কোন অনিষ্ট করি নাই। আপনি আমাকে যতই কষ্ট দিউন, আপনি আমার ভাই বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। আমি এই জগতে অনেক লোকের উপকার করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত; আমি নিতান্ত হতভাগা, তাই আপনার বিষম শত্রুতার পরিবর্ত্তে যথোচিত উপকার করিতে সক্ষম হইলাম না। যাহাই হউক, মৃত্যুর সময়ে বোধ করি আপনার অগণ্য বৈরিতার একটু প্রতিশোধ দিতে পারিব। ভরসা করি, আপনি আপনার জীবনে এই রূপে শত্রুতার প্রতিশোধ দিবেন।" বাদসাহ কহিলেন, "কিরূপ প্রতিশোধ জানিতে ইচ্ছা করি। তোমার মৃত্যু নিকট, অতএব প্রশ্নোত্তর সত্বর প্রদান কর।" মেশীলার কহিলেন, "রাজন্! আপনার কোন কন্যা কি কখন জলমগ্না হইয়াছিল?" ইহা শুনিয়া বাদসাহ চমকিত হইলেন এবং সকল কথা সাশ্রুলোচনে বর্ণনা করিলেন। তখন মেশীলার হাস্যবদনে পশ্চাৎ দিক হইতে জানবিবিকে টানিয়া লইয়া বাদসাহের সম্মুখে আনয়ন করিলেন, এবং বলিলেন,—"মহারাজ! এই কি আপনার কন্যা?" এই কথা কহিয়া কন্যার সমুদয় বৃত্তান্ত ও তাহার প্রতি সদয় ব্যবহারের কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। তৎশ্রবণে বাদসাহ মেশীলারের পদযুগলে নিপতিত হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ইহাই যথার্থ মহত্তের প্রতিহিংসা।"

পাঠক পাঠিকাগণ! একটু কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক সদ্গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিলে, এইরূপ মহদ্দৃষ্টান্তের কথা জ্ঞাত হইতে পারেন। মহৎ লোকেরা বাস্তবিক শত্রুর প্রতি এইরূপ সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং বৈরিতার প্রতিহিংসা-স্বরূপ এই প্রকার সদ্ভাব আচরণ প্রদর্শন করিয়া সদ্দৃষ্টান্তের আদর্শ হইয়া উঠেন।

পরিচ্ছদ ও ভূষণ।

বেশভূষাপ্রিয়তা রমণীদিগের এক স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কেহ কেহ ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন; তাঁহাদের মতে রমণীগণ বিকৃত ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া বেশভূষাপ্রিয় হইয়া উঠেন। এজন্য তাঁহারা রমণীদিগের কুৎসা কীর্ত্তন করিবেন বিচিত্র নহে। কোন কোন বাঙ্গলা পত্রিকার সম্পাদক বঙ্গবালাদিগের এই প্রকৃতি লইয়া মাঝে মাঝে বেশ একটু রঙ্গ রসও করিয়া থাকেন। যদিও আমরা সভ্যজাতির রমণীদিগের এই বেশভূষাপ্রিয়তার পক্ষপাতী নহি; তথাপি অবলাগণের অযথা নিন্দা করিয়া কুরুচির পরিচয় দিতে কোন ক্রমেই প্রস্তুত হইব না! ইহা ধ্রুব সত্য যে কামিনীগণ প্রশংসার উত্তেজনায় কিংবা নিন্দাভয়ে সহজেই এই প্রকৃতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। তথাপি আমরা যাহা অনিষ্টকর মনে করি, তাহা নির্ম্মূল করিতে চেষ্টার ক্রটি করিব না। এজন্য আমরা সর্ব্ব প্রথমে দেখাইব যে বেশভূষাপ্রিয়তা রমণীদিগের এক স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, অবশেষে আমরা প্রতিপন্ন করিব যে ইহা দ্বারা সভ্য সমাজের ইষ্ট না হইয়া বরং অনিষ্টোৎপাদিত হইতেছে।

১। আদিম অবস্থাতে মানবগণ উচ্চশ্রেণীর পশুদিগের অপেক্ষা অধিকতর উন্নত থাকে। তখন মৃগয়ালব্ধ আম বন্যপশু, পক্ষী, কিংবা সরীসৃপের অপক্ক মাংস ভোজনে তাহারা জগতে জীবন ধারণ করিত। সচরাচর এইরূপ হত্যাব্যাপারে নিযুক্ত থাকাতে, দয়া প্রভৃতি সাধুপ্রবৃত্তিগুলি তাহাদের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইতে পারে নাই। মনুষ্য ও অপর জন্তুর মধ্যে তাহারা অতি সামান্য পার্থক্যই অনুভব করিয়া থাকিত, নরহত্যা ও নরশোণিতপাত ভয়ানক পাপকার্য্য, ইহা কদাচও তাহাদের মনে উদয় হয় নাই— কেহ বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেও ধারণা করিতে পারিত না। আজি একজন যৎসামান্য কারণে অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া জনৈক বন্ধু কিংবা প্রতিবাসীর শিরশ্ছেদ করিল। মৃত ব্যক্তির জনৈক আত্মীয় হয়ত তৎক্ষণাৎ সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া হত্যাকারীর প্রাণবিনাশ করিল। কাল হয়ত পিতৃভক্ত বালক বৃদ্ধ পিতার মস্তকচ্ছেদন করিয়া মৃতদেহ সানন্দে ভোজন করিতে লাগিল। পরদিবস হয়ত স্বামী প্রাণসমা প্রেয়সীর শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া মনের সাধ মিটাইয়া লইল। মানব সমাজের যে অবস্থাতে এইরূপ পাশব প্রকৃতি রাজত্ব করিয়া থাকে, কোন বিশেষ বিধি বিদ্যমান না থাকিলে সেই অবস্থায় বংশ রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু একমাত্র রমণীদিগের গুণে তখন ঈশ্বরের মানকল্পি [illegible]

উপায় অবলম্বনে পুরুষদিগের পশু-প্রকৃতি কথঞ্চিৎ সংশোধন করিতে সমর্থ হয়। বেশভূষা দ্বারা শারীরিক সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি এই উপায়সমূহের অন্যতর মাত্র। কিন্তু সম্পূর্ণ আদিম অবস্থাতে রমণীদিগের চিত্ত বহুমূল্য পরিচ্ছদের জন্য ব্যাকুল হইত না। কারণ তখন তাহারা বন্যপশুর মত উলঙ্গ শরীরে অবস্থান করে। সভ্যজাতির রমণীদিগের মত বহুমূল্য ধাতু নির্ম্মিত অলঙ্কারেও শরীর অলঙ্কৃত করিতে সমর্থ হইত না, তথাপি বনফুল, বনলতা, এবং কোন কোন বনজাত মুকুলে অঙ্গ সজ্জিত করিত। কখন কখনও শরীর অঙ্কিত বা নানা বর্ণে চিত্রিত করিয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বাহ্যিক উপায়ে অঙ্গসৌষ্ঠব-প্রিয়তা অভ্যস্ত হইয়া যায়। এবং মাতার অভ্যাস কন্যার, কন্যার অভ্যাস তার কন্যার অনুকরণ করিতে থাকে। অবশেষে এই অভ্যাস প্রকৃতিরূপে পরিণত হইয়া অপ্রতিহত ভাবে সভ্য জাতীয় রমণীমণ্ডলীতে রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই জন্যই আজি আমরা উনবিংশ শতাব্দীর রমণীদিগকে এত বেশভূষা-প্রিয় দেখিতে পাই।

২। অর্থ বৃদ্ধির জন্য যে মূলের প্রয়োজন, তাহাকে মূলধন কহে; অর্থাৎ অর্থাগার উৎপাদিত অর্থের যে ভাগ ভবিষ্যতে ধনোৎপাদনের জন্য নিয়োজিত হয়, তাহাই মূলধন। শ্যাম এই শস্যের কিয়দংশ সে আপনার পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট ভাগ বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ পাইল তদ্দ্বারা সে এক কারখানা খুলিয়া দিল। যে অর্থ দ্বারা শ্যাম কারখানা খুলিল, তাহা তাহার মূলধন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে মূলধন, সঞ্চিত অর্থ হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু কোনও দেশের সঞ্চিত সমস্ত সম্পত্তিকে মূলধন বলা যাইতে পারেনা। আমাদের দেশে যে সমস্ত অর্থপিপাসু কৃপণ বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজ সম্পত্তি সিন্দুকে কিংবা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন, এবং কোন কোন বিশেষ সময়ে ধনরাশি দর্শনে তীর্থ দর্শনের ফল হইল বলিয়াও হয়ত পরম আপ্যায়িত হন। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকারেও ধনের অযথা ব্যবহার হইয়া থাকে। অলঙ্কার ক্রয় করিবার জন্য যে অর্থ সঞ্চিত হয় তাহাই এই। কোনও দেশের লোক যে পরিমাণ অলঙ্কার নির্ম্মাণার্থে অর্থ নিয়োজিত করিবে, সেই পরিমাণে সেই দেশের মূল ধনও ন্যূন হইয়া পড়িবে। অনেকে বঙ্গদেশের লোকেরা মিতব্যয়িতা গুণে এক বৎসরে ৫ কোটী টাকা বাঁচাইতে সমর্থ হইল। বৎসর শেষে যদি এই ৫ কোটী টাকাই মূলধনরূপে নিয়োজিত হয়, তবে দেশের অর্থাগম বর্দ্ধিত হইতে

মিতব্যয়ী লোকগুলি অলঙ্কার ক্রয়ে পাঁচ-কোটীর অর্দ্ধাংশ ব্যয় করিয়া ফেলে, তবে ২॥০ কোটী টাকা মাত্র মূলধন-রূপে খাটাইতে পারা যায়। মূলধন কম হইলে, তদুৎপন্ন অর্থের পরিমাণও কম হইবে। কাজেই অলঙ্কারপ্রিয়তা অলক্ষিতভাবে দেশের দরিদ্রতার অন্যতর কারণ হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের মূলধনাভাবের ইহাও একটী কারণ বটে। সমগ্র দেশের বিষয় না ভাবিয়া, যদি আমরা কোন ব্যক্তি-বিশেষ-সম্বন্ধে ভাবিতে যাই, তাহা হইলে এই সত্যটী বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। মনে কর, শ্যাম বার্ষিক ১০০ টাকা বাঁচাইতে সমর্থ। এই ১০০ টাকা কোন কারবারে খাটাইলে, সে ন্যূনকল্পে বার্ষিক ১০৫ টাকা পাইতে পারে; তাহা না করিয়া সে পঞ্চাশ টাকায় অলঙ্কার ক্রয় করিয়া তাহার গৃহিণীকে সাজাইল। আর পঞ্চাশ টাকা কারবারে খাটাইতে লাগিল, সে এখন বার্ষিক ১০৫ টাকা না পাইয়া ৫২॥০ টাকা মাত্র পাইল, এবং তখন তাহার স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া মূলধন যোগ করিলেও, সর্ব্বশুদ্ধ ৭৭॥০ টাকা হইতে পারে। অলঙ্কার ক্রয় দ্বারা শ্যাম অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হইল না কি? পরিচ্ছদে যে টাকা ব্যয়িত হয়, তাহা ইহা অপেক্ষাও অনিষ্টকর। কারণ, পরিচ্ছদ ব্যবহারে নষ্ট হইয়া যায়। তখন তাহার কোন মূল্য থাকে না বলিলেও অত্যুক্তি হয়, তাহা কথঞ্চিৎ কম হইলেও, সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হইয়া যায় না। কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া হয় ত অলঙ্কার মূলধনে পরিণত করিতে পারে, কিন্তু বেশ-সম্বন্ধে সেরূপ সুবিধামাত্রও নাই। ইউরোপের রমণীগণ বিলক্ষণ পরিচ্ছদ-প্রিয়। সংবাদপত্রে পড়িয়াছি, কোন এক বিবি ১৬০০ টাকা ব্যয়ে এক গাউন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। হয় ত এক বৎসর ব্যবহার করিয়াই, সেই গাউন অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। এখন তিনি ১৬০০ টাকার জিনিষ বিক্রয়ে ১৬ টাকাও পাইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। আমাদের দেশের রমণীগণ অলঙ্কারপ্রিয়, তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ ১৬০০ টাকার অলঙ্কার ক্রয় করেন, তবে যখন ইচ্ছা তখন বিক্রয় করিলেও, অন্যূন ৮০০ টাকা পাইতে পারেন; সুতরাং পরিচ্ছদপ্রিয়তা অপেক্ষা ভূষণ-প্রিয়তা অপেক্ষাকৃত অল্প-অনিষ্টকর।

যে কারণে মানবজাতির অসভ্যা-বস্থাতে বেশভূষণপ্রিয়তা মঙ্গলকর, সভ্যতার উন্নয়নের সহিত তাহার তিরোধান হইয়া থাকে,—সুতরাং মানব-জাতির সভ্যাবস্থাতে রমণীগণের এই প্রকৃতি ইষ্টজনক না হইয়া, অনিষ্টোৎ-পাদকই হয়,—আমরা ইতঃপূর্ব্বে তাহাই প্রমাণ করিয়া আসিলাম। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সম্পা-দনই ধনের একমাত্র উদ্দেশ্য, সুতরাং

হয়, তাহা ধনের অপব্যবহার নহে। বাস্তবিকই কি বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি হয়? বঙ্গবালা অলঙ্কার পরিবার জন্য কত কষ্টই না সহ্য করেন। তাঁহার নাক কাণ ছিদ্র-সমন্বিত হইয়া, যাতনার এক কারণ হইয়া পড়ে। হিন্দুস্থানী ও উড়িষ্যা দেশীয় রমণীগণ কয়েদীদিগের ন্যায় হাতে পায় গুরুতর ভার বহন করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এ দিকে ইউরোপীয় কামিনী দুঃসহ-তপন-তাপে তপ্ত হইয়াও পশম রেশমে গাত্রাবৃত করিতে বিলক্ষণ রাজী হইয়া থাকেন। ললাট প্রদেশ হইতে স্বেদবিন্দু ঝরিতেছে, হাতে পাখা নড়িতেছে, হাত বাতাস করিতে অবশ হইয়া যাইতেছে, তথাপি পোড়া ফেশনের অনুরোধে গায় রাশি রাশি কাপড় না জড়াইলেই চলিল না। এই কি সুখস্বাচ্ছন্দ্য? তবে কেন এই বেশভূষার জন্য এত ব্যগ্রতা? না ইহা রমণীজাতির স্বভাব? তবে আনুক্রমিক চেষ্টা হইলে, দুই এক শতাব্দী পরে হয় ত রুধির-পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি রুধির বিকৃত হইতে বিকৃততর, অবশেষে বিকৃততম হইয়া পড়ে, তবে অলক্ষ্যভাবে সমাজের যে অনিষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, তাহার বিরাম কোথায় হইবে, কে বলিতে পারে?

সজীব ফটোগ্রাফি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পাঠিকাগণ! আমাদের চিত্র প্রকটনের সজীব যন্ত্র কিরূপ অনুক্ষণ বাহিরের প্রিয় অপ্রিয় সকল পদার্থেরই চিত্র অঙ্কিত হইতেছে, তাহা বুঝিলেন। আপনার প্রিয় জনের প্রতিকৃতি পাইয়া কত আশ্চর্য্য হইতেছিলেন, এখন দেখিলেন যে, আপনার নিকট যে সজীব ফটোগ্রাফির যন্ত্র রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলেই তাহাতে কত প্রিয়-দর্শনের প্রিয় মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দেখিয়া আরো সুখী হইতে পারেন।

ফটোগ্রাফি যন্ত্রের গঠন ও কার্য্যপ্রণালীর সহিত চক্ষুর গঠন ও কার্য্যপ্রণালীর খুব সাদৃশ্য আছে, এ জন্যই—প্রস্তাবের নাম "সজীব ফটোগ্রাফি" দেওয়া হইয়াছে। একটী অন্ধকারময় বাক্সের সম্মুখে একটী ছিদ্রে একটী নল সংলগ্ন, তাহাতে এক বা অধিক যবাকার কাচ লাগান থাকে, তদ্দ্বারা বাহিরের ছবি ভিতরে প্রতিফলিত হইয়া রাসায়নিক সংযোগে একখানি কাচ পরকলার উপর অঙ্কিত হয়।

ফটোগ্রাফি যন্ত্রের সহিত চক্ষুর সাদৃশ্য কোথায়, তাহা বোধ হয় পাঠিকাগণ সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। চক্ষুর অভ্যন্তরে পিউপীল ব্যতীত আলোক-প্রবেশের অন্য দ্বার নাই। ফটোগ্রাফি যন্ত্রও ঠিক তদ্রূপ অন্ধকারময় এবং তাহাতেও সম্মুখস্থ নলের ছিদ্র ব্যতীত অন্য কোন স্থান দিয়া আলোক প্রবেশ করিলে, চিত্র প্রকটনের অনিষ্টোৎপাদন করে। চক্ষুতে যেরূপ আইরিস নামক সঙ্কোচক ও সম্প্রসারক ঝিল্লী আছে, ইহাতেও সেইরূপ আলোক-প্রবেশের পথকে আবশ্যক বোধে ক্ষুদ্রতর করিবার জন্য আলোক অবরোধক (Diaphragm) পরদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চক্ষে যেরূপ আলোক রশ্মিসমূহ বহিঃস্থ মূর্ত্তি সকলকে বহন করিয়া ক্রিষ্টালাইন্‌কে ভেদ পূর্ব্বক বক্রগামী হইয়া অনুভূতিসাধক ত্বকের উপর উল্টা ভাবে প্রতিফলিত হয়, ফটোগ্রাফি যন্ত্রও ঠিক্ এইরূপ বাহিরের ছবি কয়েক খণ্ড যবাকার বা কুব্জাকার কাচ ভেদ করিয়া অনুভূতিসাধক কাচ-পরকলার উপর অঙ্কিত হয়। এ স্থলে এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই; সুবিধা হইলে, সময়ান্তরে ফটোগ্রাফির বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা যাইবে।

এইরূপে আলোক রশ্মি-সমূহ বাহিরের প্রতিমূর্ত্তিকে বহন করিয়া রেটিনার উপর অঙ্কিত করে এবং তাহার অনুভূতি তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্কে উপনীত হয়। কিন্তু দৃষ্ট বস্তু চক্ষুর সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইলে পরও, কিছু সময় মূর্ত্তি রেটিনায় অঙ্কিত থাকে; ইহাকে মূর্ত্তির অনিবৃত্তি (Persistence of image) কহে। পাঠিকাগণ অনায়াসে ইহা পরীক্ষা করিতে পারেন। এক খণ্ড খুব পুরু কাগজকে গোলাকার করিয়া কাটিয়া তাহার এক পৃষ্ঠায় একটী পক্ষী অঙ্কিত করিতে হইবে এবং অপর পৃষ্ঠায় উল্টা করিয়া একটী পিঞ্জর অঙ্কিত করিতে হইবে (অর্থাৎ যে দিকে পক্ষীর মস্তক, অপর পৃষ্ঠায় সেই দিকে পিঞ্জরের তলা হইবে) এখন কাগজ-খণ্ডের দুই পার্শ্বে দুইটী সূত্র বাঁধিয়া চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া যদি দ্রুত বেগে কাগজ-খণ্ডকে ঘুরাণ যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যেন পক্ষীটি পিঞ্জরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, প্রথমতঃ পক্ষীর একটী প্রতিমূর্ত্তি রেটিনায় অঙ্কিত হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কাগজ-খণ্ডকে সবেগে ঘুরাণ জন্য পক্ষীর মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইবার পূর্ব্বেই আবার পিঞ্জরের মূর্ত্তি রেটিনায় অঙ্কিত হইল; সুতরাং উপর্য্যুপরি পক্ষী ও পিঞ্জরের মূর্ত্তি অঙ্কিত হওয়াতে, যেন পক্ষীটি পিঞ্জরে প্রবেশ করিয়াছে, এরূপ বোধ হয়।

পাঠিকাগণ যদি মূর্ত্তির অনিবৃত্তি পরীক্ষা করিতে চাহেন, তবে পূর্ব্বোক্ত গোলাকার কাগজ-খণ্ডে নানা প্রকার ছবি আঁকিতে পারেন; এক পৃষ্ঠায় একটী

ঘোড়া ও অপর পৃষ্ঠায় উল্টা করিয়া একটি মানুষ অঙ্কিত করিয়া বেগে ঘুরাইলে দেখিতে পাইবেন, মানুষটী যেন, ঘোড়ায় চড়িয়াছে, এরূপ বোধ হইবে ; অথবা ঘন কালী কিম্বা কোন রং দ্বারা এক পৃষ্ঠায় ঊর্দ্ধাধোভাবে এবং অপর পৃষ্ঠায় শায়িত ভাবে দুইটি রেখা টানিয়া বেগে ঘুরাইলে বোধ হইবে, যেন কাগজ-খণ্ডে একটি যোগ-চিহ্ন (+) অঙ্কিত করা হইয়াছে।

কোন উচ্চস্থান হইতে যদি বিন্দু বিন্দু করিয়া জল পতিত হয়; তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিম্নভাগে বিন্দু বিন্দু করিয়া পতিত হইয়া সংলগ্নপাত হয়। বস্তুতঃই যে নিম্নে সংলগ্নপাত হয়, তাহা নহে। কিন্তু মূর্ত্তির অনিবৃত্তি বশতঃ আমরা এরূপ দেখিয়া থাকি। ইহার কারণ এই যে, জল যতই নিম্নে যায়, ততই বিবর্দ্ধন গতিতে পতন হয়, অর্থাৎ যতই নিম্নভূমির নিকটবর্ত্তী হয়, ততই মাধ্যাকর্ষণ অধিক হয়; সুতরাং ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত দ্রুততর গতিতে পতন হয়। নিম্নে জলবিন্দুসমূহ দ্রুততর গতিতে পড়ে; সুতরাং একটী বিন্দুর মূর্ত্তি রেটিনা হইতে অন্তর্হিত হইবার পূর্ব্বেই আর একটী বিন্দুর মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়। এইরূপ তাহাদিগকে পরস্পর সংলগ্ন দেখায়।

মূর্ত্তির অনিবৃত্তি বশতঃই কোন দণ্ডের অগ্রভাগ জ্বালাইয়া বেগে ঘুরাইলে, একটি অগ্নিময় বৃত্ত দেখা যায়। কারণ, সেই দণ্ডের অগ্রভাগস্থ অগ্নির মূর্ত্তি রেটিনা হইতে বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বৃত্তটী অঙ্কিত হয়; সুতরাং বৃত্তটী অগ্নিময় দেখা যায়। মূর্ত্তির অনিবৃত্তির সাহায্যেই নিউটনের চক্র (Newton's disc) দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে—নীল, পীত, লোহিত, ধূমল, পাটল, হরিত, বায়লেট এই সপ্ত বর্ণের মিশ্রণে শ্বেতবর্ণ হয়। এক খানি পুরু কাগজকে চক্রাকার করিয়া কাটিয়া তাহার কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত এই সপ্ত বর্ণের এক একটী ডোরা অঙ্কিত করিতে হইবে। (সপ্ত বর্ণে যেন কাগজখণ্ড পূর্ণ হয়) এক্ষণে এই কাগজ-খণ্ডকে সমতল ভাবে বেগে ঘুরাইলে, প্রত্যেক বর্ণই রেটিনায় এক একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিবে, সুতরাং এক সময়ে সপ্ত-বর্ণের বৃত্ত উপর্য্যুপরি অঙ্কিত হওয়াতে সপ্তবর্ণের মিশ্রণে চক্রটীকে শ্বেতাভ দেখাইবে।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক কাল।

[illegible] যাদের বিবরণ দেবীর [illegible] [illegible] দিয়াছে এবং [illegible] [illegible] আর ২ দুইটী নারীর বিবরণ [illegible] হইয়াছে। ঐ দুই প্রকার [illegible]

ভিন্ন ভিন্ন রমণী-চরিত্র অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এবারে যে বিষয় প্রকটিত হইতেছে, তাহা একটী রমণীর চরিত্র-বৃত্তান্ত নহে। একাধিক কয়েকটী মহিলার বিষয় বর্ণন করাই, অদ্যকার প্রস্তাবের লক্ষ্য।

৬। ইন্দ্র-মাতৃ-বর্গ।

ইঁহারা দেব-বন্দের ভগিনী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। সুতরাং কশ্যপ ঋষির ঔরসে এবং অদিতি দেবীর গর্ভে ইঁহাদের জন্ম হয়। ইঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টা, উদ্যোগ ও সামর্থ্যে ঋগ্বেদ-সংহিতার ৮ অষ্টম মণ্ডলের ৮ অষ্টম অনুবাকের ১১ একাদশ- সুক্তের ১ একটী মাত্র ঋক্ প্রণীত হয়। ঐ ঋক্‌টী ঐ সুক্তের সর্ব্বপ্রথম ঋক্ এবং তন্নিমিত্ত পণ্ডিত-সমাজে উহার সবিশেষ সমাদর আছে। ঋষিপ্রবর বেদব্যাস ঐ সুক্তের প্রথমেই ঐ ঋক্‌টীকে সন্নিবেশিত করাতে, স্পষ্টই বুঝা যায় যে,—তিনি ইঁহাদিগের প্রতি আন্তরিক অকপট শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। আমাদের এই অনুমানিক যুক্তি যে অমূলক নহে, তাহার প্রমাণার্থে ২ দুইটী বিশ্বাস্য নিদর্শনও বিদ্যমান রহিয়াছে; সাধারণের তৃপ্তি-সাধনোদ্দেশে এই স্থানেই তাহা উল্লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ, মহামুনি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক সুশৃঙ্খলাক্রমে ঋগ্বেদীয় মন্ত্র-সমূহের যে সংগ্রহ সম্পন্ন হইয়াছে, এক জন 'পুরুষ' ঋষি এবং পরেও 'পুরুষ' ঋষির বিরচিত ঋক্ বিন্যস্ত রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কেবলই দ্বৈপায়ন দেব ইঁহাদের প্রতি ঐরূপ সম্মানের ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, আর কোন মুনি ঋষি বা সুধী তদ্রূপ কার্য্য করেন নাই,—তাহা নয়। এ বিষয়ের প্রমাণ-স্বরূপ বলা আবশ্যক যে, এই ঋক্‌টী সামবেদীয় গানের মধ্যেও পরিগণিত হইয়াছে। সামগান ৭ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে গেয় গান, আরণ্য গান, উহ গান ও উহ্য গান এই ৪ চারি প্রকার প্রধান ও সামবেদ-সংহিতার অন্তর্গত। এই ঋক্‌টী ঐ গেয় গানের ৩ প্রপাঠক ২ অধ্যায়ের ১৪ চতুর্দ্দশ, ১৫ পঞ্চদশ ও ১৬ ষোড়শ; অর্থাৎ ইহা তিন প্রকার বিভিন্ন সুরে গীত হইয়া থাকে। শর্য্যাত নামে এক সুবিখ্যাত ঋষি কর্ত্তৃক উহা সুরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শর্য্যাত, সুরে নিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার নামানুযায়ী উহার নাম শার্য্যাত (অর্থাৎ শর্য্যাত দ্বারা সুরে গ্রথিত ও প্রকাশিত)। কত শত ঋষি ও মুনি, যোগী ও তত্ত্বজ্ঞানী প্রভৃতি উহার আবৃত্তি দ্বারা নিজ নিজ দেহ মন পবিত্র করিয়াছেন, তাহার সীমা নাই বলিলেও অসঙ্গত বলা হয় না। ঋগ্বেদ-সংহিতার মন্ত্রে গ্রথিত হওয়াতে, উহা কত কত যজ্ঞস্থলে ও সভা-ক্ষেত্রে পঠিত হইয়াছে,—বুধমণ্ডলী-মধ্যে অগণ্য-পণ্ডিত-কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া সর্ব্বত্র

হইয়াছে, তাহার কি সংখ্যা আছে? ইহার উপর আবার যখন সামগানের মধ্যে উহা গণনীয় গান বলিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে বিঘোষিত হইতে লাগিল, তখন উহার সংবর্দ্ধনায় একশেষ ঘটিয়াছিল, নিঃসন্দেহ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

বৈদিক-কালীন সমাজে প্রমদা-জাতির উচ্চ পদবী ও উৎকৃষ্টরূপ সম্মান-সমাদর, সম্ভ্রম-মর্য্যাদা, এবং সৎকার-অভ্যর্থনাদি থাকাতেই, উল্লিখিত ঋষিবর কর্ত্তৃক উহা গীতে নিবদ্ধ হইয়াছিল, এবং তজ্জন্যই দেশ-বিদেশে সুদূর জর্ম্মণ-রাজ্য, ফ্রান্স দেশ ও ইংলণ্ড-ভূমি প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় প্রসিদ্ধ নানা জনপদে,—জাপান দ্বীপ, চীন সাম্রাজ্য, তুরুষ্ক ও আরব দেশ ইত্যাদি আসিয়া মহাদেশের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যে,—এবং এমন কি, "অর্দ্ধ ভূমণ্ডল" আমেরিকা খণ্ডেরও স্থানে স্থানে অতীত ও বর্ত্তমান কালে সমাদৃত ও পূজিত হইয়াছে এবং হইতেছে; এবং সাহস সহকারে বলিতে পারা যায়, মানবসমাজে যত কাল সদ্বিদ্যার গৌরব থাকিবে, তাবৎ ঋক্‌সংহিতার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র-মাতৃগণের খ্যাতি প্রতিপত্তি অচলবৎ অটল রহিবে। ফলতঃ, ইন্দ্রমাতৃবর্গের অসাধারণ মহত্ত্ব ছিল বলিয়াই, রমণী-জন-প্রকটিত শ্লোক বা গান বৈদিক কালিক সময়ে শ্লাঘার বিষয় হইয়া উঠে। অন্যথা তদ্বিষয়ে উৎসাহের পরিবর্ত্তে পুরুষগণের অনাস্থা ও ঔদাসীন্য পরি-লক্ষিত হইত, তাহার বিচিত্রতা কি? এই সূত্রে আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া, মহর্ষিকুলের চিরাদৃত, পরম-পূজ্য, অথচ অত্যুপাদেয় ও নিতান্ত প্রিয় সেই ঋকের বঙ্গানুবাদ এই স্থানে প্রকটিত হইল *,—

"হে ইন্দ্র! যে তেজে ও তেজঃ-সাধন হৃদয়স্থিত ধীরতায় শত্রুর পরাজয় হইয়া থাকে, তোমার সেই তেজ ও হৃদয়গত ধৈর্য্য আছে বলিয়া, তুমি আমাদের সমক্ষে অতীব প্রসিদ্ধ হইয়াছ। হে কামনাপূর্ণকারী! তুমি শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাদের কামনা সমূহের বর্ষণকারী।"

ইহার তাৎপর্য্য,—ইন্দ্রের অনুকম্পায় বারি-বর্ষণ হইলেই, ইন্দ্রমাতৃনামক দেবগণের ভগিনীবর্গের তাবৎ স্পৃহাই চরিতার্থ হয়।

ইঁহাদের বিবরণ এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে। আগামীতে অন্যান্য কামিনীর বিষয় আলোচিত হইবে।

---

* "ত্বমিন্দ্র বলাদধি সহসো জাত ওজসঃ।
ত্বং সন্ বৃষন্ বৃষেদসি।"
—[ঋগ্বেদসংহিতা, ৮ মণ্ডল, ৮ অনুবাক, ১১সূক্ত, ১ঋক।]

হে "ইন্দ্র!" 'ত্বং সহসঃ' শত্রুবধাৎ অভিভাবকাৎ, 'বলাৎ অধি জাতঃ অসি' বৃত্রাদিবধহেতুভূতাৎ বলাৎ 'হেতোঃ ত্বং প্রখ্যাতো ভবসীত্যর্থঃ। অপিচ, "ওজসঃ" ওজো নাম বলহেতুঃ, হৃদয়গতঃ ধৈর্য্যাৎ, অস্মাদপি ত্বং জাতোঽসি। "বৃষন্!" বর্ষিতঃ 'সন্ ত্বং বৃষা ইৎ' বর্ষিতৈব—অস্মাকং কামানাং বর্ষিতৈব ভবসি।

হিন্দু বিবাহের বাসর-ঘর ও স্ত্রী-আচার।

যে সকল কুচরিত্রের আদর করা অনুচিত, যে সকল কুপ্রথাকে সমাজমধ্যে স্থান দেওয়া অকর্ত্তব্য, যে সকল কদাচার সমাজের বিশেষ হানিকর ও অনিষ্টকর, সেই শত সহস্র কুপ্রথার কুচরিত্রতার ও কদাচারের একটি নিদর্শন হিন্দুবিবাহের বাসর-ঘর। বিবাহ-রাত্রির বাসর-ঘরের কাণ্ড কারখানা মনে করিলেও, যেন আমাদের পাপ হইল বলিয়া জ্ঞান হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী, তাঁহারাও ঐ দিবসে আপন আপন স্ত্রীকে অসঙ্কোচে ছাড়িয়া দেন; একবারও মনে করেন না যে, হিন্দুদিগের বিয়ে-বাটীর বাসর-ঘর একটি পারিবারিক অপবিত্রতার নিকৃষ্টতম আদর্শ। হিন্দু বিবাহের স্ত্রী-আচার প্রথাকে ও বাসরঘরের ব্যাপারগুলিকে আমরা সমাজের অনিষ্টকর বলি কেন? তাহা বিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন।

বিবাহের দিন স্থির হইল, পাত্র-পাত্রীর কর্তৃপক্ষীয়েরা বৈবাহিক আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন, এদিকে বরের মনে আহ্লাদ দূরে থাকুক, নিরুৎসাহ ও নানা প্রকার আশঙ্কা উঠিতে লাগিল। তাঁহার মন এক দিকে জীবনপথের সঙ্গিনী ও সুখ-দুঃখের সহভাগিনী লাভের জন্য উৎসুক, অপর দিকে তিনি কিরূপে বাসরঘর হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, কি প্রকারেই বা তিনি বাসর পুরস্ত্রীর নিকট সুখ্যাতি লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ের চিন্তা। কাযে কাযেই তাঁহার মনে সুখ থাকিতেও সুখ নাই। বাসরপুরস্ত্রীরা সুখ্যাতি না করিলেও লজ্জা, পরন্তু তাঁহাদের নিকট সুখ্যাতি লওয়াও সুকঠিন। পুরস্ত্রীগণ গান করিতে বলিবেন, তাঁহাদের মনোহরণ হয়, এরূপ গান কোথায় পাইব, তাঁহারা নানা প্রকার রসিকতা করিবেন, কি প্রকারে তাহার প্রত্যুত্তর করিব, অহর্নিশ মনে মনে এতদ্রূপ আন্দোলন হইতে থাকে। বস্তুতঃ আধুনিক সুশিক্ষিত লোকেরা বাসর-পাশ করিবার জন্য, রসিক উপাধি লাভের জন্য ও বাসরের কুৎসিত সমাদর লাভের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন।

অপর দিকে দেখা যায়, বামাগণও বিবাহ নিকট জানিয়া নূতন নূতন ঠাট্টা তামাসার উদ্ভাবন চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কিসে নবজামাতার মনোরঞ্জন করিবেন, কিসে সেই পর পুরুষের নিকট রসিকা ও চতুরা বলিয়া গণ্য মান্য হইবেন, সম্মানযুক্ত হইবেন, কিসে সেই নব-বরের মুখে তাঁহাদের রূপগুণের তারতম্য জানিয়া কৃতার্থম্মন্যা হইবেন, এই আন্দোলনে, এই ভাবনায় তাঁহাদের দিন যামিনী যাপিত হইতে থাকে। ক্রমে বিবাহের দিন আগত, বিবাহ হ্র হইল,

জামাই বাসর ঘরে শুইবেন, স্ত্রী-অধিকারে প্রবেশ করিবেন, উন্মত্তা রমণীবৃন্দ তাঁহাকে ঘেরিয়া বেড়িয়া যা ইচ্ছা তাই করিতে লাগিল। হইতেছে কি না স্ত্রী-আচার? কাণ্ডটা কি না স্ত্রী-আচার?

প্রথমতঃ বাসরঘরের প্রবেশপথে দোর-ষষ্ঠী দেবী স্থাপিতা আছেন। পুরস্ত্রীরা বলিলেন, বর! দোর-ষষ্ঠীকে * গড় কর।

এই দোর-ষষ্ঠীর পূজা, এই কুৎসিত স্ত্রী-আচার, বড় সহজ ব্যাপার মনে করিবেন না। বরের কপালে ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, মূর্খ রমণীর পাণিগ্রহে যাহা লাভ হইবে, তাহারই নিদর্শন এই দোর-ষষ্ঠী। বর তখন তাহা দেখিয়াও দেখেন না, পরন্তু সেই নববধূ যখন যুবতী হইয়া উঠিবে, তখনই তাহার হস্তে সেই সম্মার্জ্জনী আরোহণ করিবে। সে যাহা হউক, সম্প্রদান-মণ্ডপের শুভ-দৃষ্টির পরেই "খাঙরা দর্শন" অল্প আমোদের বিষয় নহে।

হিন্দুকুলকামিনীগণ, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের অনক্ষরা রমণীগণ বাসর ঘরে যেরূপ কু-আচার করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয়, কাহারও অবিদিত নাই। যে সকল গুরুসম্পর্কীয় রমণীরা এই মাত্র ধানা দুর্ব্বা দিয়া বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন, তাঁহারাই আবার পর ক্ষণে অপর দ্বার দিয়া আসিয়া সম্পর্ক বদলাইয়া শাশুড়ীর পরিবর্ত্তে ঠাকুরুণ দিদি সাজিয়া যুবা বরের সহিত রসাভাস ও ঠাট্টা তামাসা করিতে কুণ্ঠিত হন না।

প্রাতে "শয্যাতোলানি।" টাকার জন্য অনেক নবীনা সমবেত হন। ইহাও অল্প কদাচার নহে। জামাইয়ের সহিত তাঁহারা বাসর জাগিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার "ফী"স্বরূপ শয্যা-তোলানি লইবেনই লইবেন, ইহা অল্প অসভ্যতা নহে। বর অল্পবয়স্ক হইলে, ঐ টাকার জন্য এমন কি, বরের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা পর্য্যন্ত টান পড়েন। এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন বরযাত্রীর রসিক যুবকদিগের মধ্য হইতে কেহ কেহ বাসর জাগিবার জন্য আহূত হন। তাহা না হইলে নাকি আমোদ হয় না! কি আশ্চর্য্য! কি অসভ্যতা! কি পরিতাপ! এ সব কদাচার আমরা জানিয়া শুনিয়াও অন্তঃপুর-মধ্যে স্থান দিতেছি, আমাদের ন্যায় মূঢ় বা মূর্খ আর আছে কি না সন্দেহ। আমরা এত আটেপিটে বাঁধন দিয়াও এমন স্থান ছাড়িয়া দিয়াছি, বত্রিশ বন্ধনের মধ্যে আমরা এমন একটী আল্গা গ্রন্থি দিয়াছি যে, তাহা মনে করিলেও ঘৃণার উদয় হয়।

বাসর-ঘরের অসভ্যকল্প স্ত্রী-স্বাধীনতা যেমন প্রবল ও কুৎসিত, এমন আর কুপ্রথা আছে কিনা সন্দেহ। পুরস্ত্রীবর্গের

* এক গাছা মুড়া ঝাঁটা বস্ত্রাবৃত করিয়া দ্বারদেশে স্থাপন করা হয়। ইহারই নাম দোর-ষষ্ঠী। দুঃখভাবা মূর্খা রমণীর মনোভাব ইহা দ্বারা বিলক্ষণ বুঝা যায়।

নিকট আমাদের প্রার্থনা ও উপদেশ এই যে, এ সম্বন্ধে একটু পবিত্রতা রক্ষা করা তাঁহাদের অতীব কর্ত্তব্য। তামাসা পরিহাসের স্থানে প্রবীণা পুরস্ত্রীগণ যদি নবদম্পতীর ভবিষ্যৎ জীবন উপলক্ষ করিয়া স্ব স্ব জীবনের পরীক্ষাসিদ্ধ সত্য ও হিতাহিত বিষয় সকল সহজে ব্যক্ত করিয়া সদুপদেশ প্রদান করেন, এবং তাঁহাদের ভাবী জীবনের গুরুতর দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, অত কদর্য্য, অশ্লীল, লজ্জাকর, ঘৃণাজনক কথাবার্ত্তা ও গীত কৌতুকাদি উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, সুন্দর সুন্দর দেবগাথা ও সতী-জীবনের সার-সঙ্কলন-স্বরূপ চরিত্র গান করিয়া অন্তঃপুরের বায়ুমণ্ডলকে বিশুদ্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের ও আমাদের দেশের বহুল উপকার হইতে পারে।

আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, কোন কোন স্থানে বাসর জাগিবার জন্য কুলটা স্ত্রীলোকদিগকে ভাড়া করিয়া আনা হয়। এ প্রথা আজ্ কালকার শিক্ষিত দলের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সুশিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকেরই আজ্ কাল সহধর্ম্মিণীর প্রতি স্নেহদৃষ্টি পড়িয়াছে। তাই তাঁহারা নিজ নিজ পত্নীদিগকে রাত্রি জাগরণ করিতে দেন না। পাছে সমস্ত রাত্রি জাগিলে তাঁহাদের প্রণয়িনীরা পীড়িতা হন, এই ভয়ে তাঁহারা নিজ নিজ সহধর্ম্মিণীকে রাত্রি জাগরণ করিতে নিষেধ করেন এবং রাত্রিজাগরণের জন্য কতকগুলা কুলটা ভাড়া করিয়া আনেন, ইহা সামান্য মূর্খতার কার্য্য নহে। তাঁহারা যেমন নিজ নিজ রমণীদিগকে বাসর জাগিতে নিষেধ করেন, তেমনি যদি ভাড়াটিনী কুলটাদিগেরও বাসর সংরক্ষণাধিকার বন্ধ করিয়া দেন বাসর-জাগার পরিবর্ত্তে বাসর-নিদ্রাকে প্রশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমাদের সমাজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও অশেষ বিধ মঙ্গল হইতে পারে।

চোক্ বাঁধা, নাকে নল্ ছ্যাঁচা, জুয়া খেলা, বরণ,—এ সকল কার্য্য অতীব নিন্দনীয়। আমাদের শাস্ত্র-শাসনের সহিত এই সকল কার্য্যের কিছু মাত্র সম্পর্ক দেখা যায় না, অথচ এ সকল আচার কুপ্রথা অনুষ্ঠিত হয়, ইহা সামান্য অধর্ম্ম নহে। এ সকল কু-প্রথা যে কবে কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কোন্ কু-মূল হইতে উত্থিত হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহাই হউক এ সকল কদাচার যাহাতে উঠিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা অতীব কর্ত্তব্য। এখনকার হিন্দুয়ানি যেমন খিচুড়ী হইয়া গিয়াছে, সামাজিক রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারও তেমনি খিচুড়ি অর্থাৎ মিশ্রভাব ধারণ করিয়াছে। আচার ব্যবহারাদি কিছুই বিশুদ্ধ নহে; অর্থাৎ ঠিক্ শাস্ত্রসম্মত নহে; তত্রাপি আমরা হিন্দু বলিয়া অভিমান করি, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া প্রকৃত শাস্ত্রীয়তাকে

নিন্দা করি। প্রকৃত শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার এখন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার সকল এরূপ বিকৃত হইয়া চলিতেছে যে মনে করিলেও ঘৃণার উদয় হয়। উল্লিখিত স্ত্রী-আচার ও বাসরের কাণ্ড কারখানা আমাদের কোন শাস্ত্রে নাই, অথচ তাহা করিতেই হইবে। কি আপদ! যাহা অশাস্ত্র তাহা করিতেই হইবে! একি সামান্য আক্ষেপের বিষয়!

সদাচার মনুষ্যজীবনকে উত্তমরূপে গঠিত করে। একজন ভাল লোকের জীবনগত সদাচার অপরের জীবনের পক্ষে আদর্শ হইতে পারে, এই জন্যই আমাদের কি সামাজিক, কি পারিবারিক, যে কোন রীতি নীতি হউক, তাহা যদি দুষিত হয়, তাহাতে যদি কোন দোষ স্পর্শ হইয়া থাকে, তাহাহইলে তাহার সংশোধন করা যারপর নাই কর্ত্তব্য, এখনই কর্ত্তব্য। যাহা মন্দ, যাহা নিন্দনীয়, পাপজনক, মঙ্গলবিঘ্নের উৎপাদক, অসুখের ও অস্বাস্থ্যের হেতু, যাহা লজ্জাকর মলাময় তাহার উন্মূলনই ভাল, উন্মূলন না হয় ত অন্ততঃ তাহার সংস্কার করা অত্যাবশ্যক। যত দিন না তাহার উন্মূলন বা সংস্কার করা যাইবে, ততদিন আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা নিষ্ফল। এ সকল অশাস্ত্রীয় অনার্য্য অমূলক অসাধু ও গর্হিত কদাচার উন্মূলনের জন্য অথবা সংস্করণের জন্য আমাদের সকলেরই বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত।

এখন আমাদের যেমন ধর্ম্মবন্ধন নাই, জীবনের লক্ষ্য স্থির নাই, চরিত্র শিক্ষার প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি বা লক্ষ্য নাই, তেমনি সামাজিক শৃঙ্খলা ও সামাজিক সুশাসন প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা যত্ন ও ইচ্ছা নাই বলিলেও বলিতে পারি।

ধর্ম্মনীতির সঙ্গে সমাজনীতির, সমাজনীতির সহিত ব্যবহারনীতি, ব্যবহারনীতির সহিত রাজনীতির ও প্রজানীতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সংসার-তরঙ্গে সন্তরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। অন্যথা ক্রমেই আমাদের দেশ, সমাজ ও আমরা অধঃপতিত হইব, কলুষিত হইব। সঙ্গীতবিৎ পণ্ডিত যেমন সুরের সামঞ্জস্য না হইলে পরিতৃপ্ত হন না, তেমনি, প্রকৃত মনস্বী নর ও মনস্বিনী নারী নিজ প্রকৃতি ও চরিত্র এই দুয়ের মধ্যে দিব্য সম্মিলন বা সামঞ্জস্য সংস্থাপন না করিয়া থাকিতে পারেন না।

বিয়ে বাটীর বাসরঘর ও বৈবাহিক স্ত্রী-আচার, এই দুই কু-প্রথা উপলক্ষে আমরা অনেক কথাই বলিলাম, পাঠক পাঠিকাগণ ইহাতে রুষ্ট না হইয়া অপক্ষপাত দৃষ্টি উন্মীলন করিয়া দেখিবেন, আমরা যাহা বলিলাম—তাহা ভাল কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায়, সঙ্গত কি অসঙ্গত। ফল, যাহা যথার্থ শাস্ত্রীয় আচার, যাহা প্রকৃত আর্য্যাচার, তাহার অনুষ্ঠান করুন, কেহই নিষেধ করিবে না; কিন্তু যাহার মূল নাই, শাস্ত্র নাই, যুক্তি নাই, যাহাতে কোন মঙ্গল নাই, যাহা নিরবচ্ছিন্ন

অসভ্যতার চিহ্নস্বরূপ ও লজ্জাকর ঘৃণাকর, তাহা আপনারা করিবেন না, তদ্দ্বারা দেশকে উৎসাদিত করিবেন না, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ব্রহ্মদেশবাসীদিগের আচার ব্যবহার।

সাধারণতঃ ব্রহ্মদেশবাসীরা অলস, ধান্য বপন ও কর্ত্তনের সময় ভিন্ন প্রায়ই কোন কার্য্য করে না। বঙ্গদেশের কৃষিপ্রণালী দেখিয়া দুঃখ করিলাম, কিন্তু এখানে তাহা অপেক্ষা অধম। বাঙ্গালার কৃষকেরা জমির "জো" বুঝে এবং সেই সময় যথেষ্ট পরিশ্রম করে, এখানে আলস্য জন্য প্রায়ই "জো" বহিয়া যায়। আমাদের দেশের লাঙ্গলের ফালটা লৌহনির্ম্মিত, এখানে অনেক স্থানে কৃষক আপনি একটী কাষ্ঠে গুটীকতক শক্ত কাটী লাগাইয়া লয় এবং তাহার দ্বারা জমি আঁচড়ান হয় মাত্র। "নিড়ান" বলিয়া একটী ধান্যের পাট ইহারা মোটে জানে না। জমিতে সার দিবার ব্যবহার একেবারে নাই বলিলে হয়, সমুদ্র বা নদীর তীরবর্ত্তী জমি সকলে প্রতি বৎসর বন্যার সময় যথেষ্ট পলি পড়ে, তাহাতে ভূমি বেশ উর্ব্বরা হয়। এখানে বিচালি কখন আটী করিয়া রাখে না, ধান্য "ডগকাটা" করিয়া লইয়া গরু দিয়া মাড়াই করিয়া লওয়া হয় মাত্র, ঐ খড়গুলি যাহাকে "পোয়াল" বলে, তাহাও যত্ন করিয়া রাখিতে জানে না। সুতরাং শীতকালে গরুর খোরাকেরও অসংস্থান হয়। ফল মূল তরকারির রীতিমত চাষ এখানে প্রায়ই নাই, যাহা কিছু বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই সান্‌জাতীয় বা মান্দ্রাজি বা হিন্দুস্থানী কৃষক দ্বারা প্রস্তুত, সুতরাং এখানে যে একটী বেগুন দুই পয়সা, লাউ একটী ৵০, কপি, মটরশুটী ইত্যাদি যে ৷৵০, ৸০, বা ১৲ সের, ইহা আশ্চর্য্য নহে। জমি সাধারণতঃ বেশ উর্ব্বরা, তরকারি ফলাইতে পারিলে আমাদের দেশ অপেক্ষা বেশী ভিন্ন কম হয় না, তবে কুলি বড়ই মহার্ঘ, প্রায় সর্ব্বত্র ॥০ করিয়া রোজ। এখানে চাষ করিবার জন্য ভাল পতিত জমিও অনেক পাওয়া যায়, বাঙ্গালি দুঃখি কৃষক যদি একবার দেশের মায়া পরিত্যাগ করিয়া এখানে চাষ করে, তাহা হইলে বেশ দুই পয়সা সংস্থান করিতে পারে। এইরূপে অনেক মান্দ্রাজি এ দেশে অবস্থিতি করিতেছে, সাহেবেরাও কোম্পানি করিয়া অনেক অনেক স্থানে ধানের চাষ করিতেছে। বিদেশীয়দিগকে আনিবার জন্য গবর্ণমেণ্টেরও বিলক্ষণ চেষ্টা আছে। গত কয়েক বৎসর এ দেশে লোক আনিবার জন্য জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে অর্দ্ধেক

ভাড়ায় স্থির করিয়াছিলেন, কলিকাতা হইতে রেঙ্গুণে জাহাজের ভাড়া যাত্রীকে ৫৲ দিতে হইত, গবর্ণমেণ্ট আর ২৷৹ হিসাবে জাহাজ কোম্পানিকে দিতেন। এ বৎসর হইতে সে হিসাব আর নাই, সরকার কিছু দেন না, সুতরাং জাহাজ কোম্পানিরা ১০৲ হিসাবে লইতেছে। এ দেশে আসিয়া কেহ জমির জন্য দরখাস্ত করিলে সরকার তাহাকে জমির উপযুক্ত পতিত স্থান দেখাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য এ দেশে ১০ শালের বন্দোবস্তও নাই, জমিদারও নাই, গবর্ণমেণ্টই সব। 'তুজি' বলিয়া এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী আছে, তাহারাই নিজ নিজ সীমানার থাজনা আদায় করে এবং পরিশ্রম জন্য শতকরা ৫৲ হইতে ১০৲ দস্তরি পায় বা মাসিক বেতনও পায়। তাহাদের নীচে সরকার 'ইয়াজোগাউ' বলিয়া একটী করিয়া লোক দেয়, তাহার বেতন ১২ হইতে ১৫৲ টাকা। সে "তুজিকে" থাজনা আদায়ে সাহায্য করে, চুরি, মারামারি, খুন ইত্যাদিতে পুলিষে সংবাদ দেয়। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক গ্রামে একটী করিয়া সরদার আছে, তাহাকে কোথাও "চিতানজি" কোথাও "চির্গাও" বলে। মিউনিসিপালিটীর এলাকা ছাড়া সর্ব্বত্র পুরুষের ২১ বৎসর অতীত হইলে এবং স্ত্রীলোকের বিবাহ হইলে প্রত্যেককে ২৷৷৹ হিসাবে বাৎসরিক টেক্স দিতে হয়। 'চিতানজি' স্ত্রীপুরুষ তাহা হইতে অব্যাহতি পায়, কিন্তু আর সকলের মত তাহাদিগকেও জমির থাজানা রীতিমত দিতে হয়। সরকারের কোন হুকুম গ্রামে পাঠাইতে হইলে 'চিতানজির' মারফত পাঠান হয় এবং সে তাহা 'তামিল' করে। সরকারের কোন লোক গ্রামের এলাকায় আসিলে 'চিতানজি' সকলকে ডাকিয়া তাহাকে সাহায্য করিবে। একটী সাহেব গ্রামে আসিলে সকলে বড়ই ব্যস্ত, সুন্দরীরা হাঁড়ি করিয়া সার বাধিয়া জল আনিবে, পুরুষেরা ঘোড়ার ঘাস আনিয়া দিবে, জ্বালানি কাঠ কাটিবে, চাউল, ধান মুরগি, ডিম, ফল, তরকারি আবশ্যকমত যথেষ্ট আনিবে। ইহার জন্য তাহারা কিছু পয়সার প্রত্যাশা করে না, তবে যাঁহারা ভাল সাহেব তাঁহারা দ্রব্যাদির দাম কিছু দিয়া থাকেন মাত্র, হয়ত অপর সাধারণ লোক তাহার দ্বিগুণ দাম দিয়া সে সকল দ্রব্য পাইবে না। এমনো দেখা গিয়াছে 'তুজি' বা 'চিতানজি' সেই দাম লইয়া এক পয়সাও গরিব বিক্রেতাদিগকে দেয় না। একটী বড় সাহেবকে মফস্বল যাইতে হইলে পুলিষ ও তুজিকে পরোয়ানা দিয়া সংবাদ পাঠান হয়। তুজি গ্রামবাসীদের দিয়া আপন আপন এলাকার পথ পরিষ্কার রাখে, সাহেবের থাকিবার স্থানের বন্দোবস্ত করে, ঘোড়ার ঘাস, ধান, সাহেবের মুরগি, ডিম, তরকারি, জল, তাহার চাকরদের জন্য চাউল, তেল, তরকারি সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখে। পুলিস সকল ঠিক হইল কি না তদারক করিয়া লয়। স্বাধীন বর্ম্মার নিকটবর্ত্তী

স্থানসমূহে 'ওখান হইতে ডাকাত আসিয়াছে' বলিয়া পরোয়ানা হয়, তখন গ্রামবাসীরা তরয়াল, বন্দুক, দা প্রভৃতি লইয়া রাত্রি দিন ঘাটী সকলে পাহারা দেয়, বলা বাহুল্য এসকলের জন্য কখনও এক পয়সাও পায় না। কালাবা (বর্ম্মা ছাড়া সকল ভারতবর্ষবাসীদিগকে ইহারা কালা বলে) একটু আইন বোঝে সুতরাং প্রায়ই এইরূপ ব্যাপারে আইসে না, কিন্তু সে জন্য কখনও কোন অত্যাচার সহ্য করে নাই। বর্ম্মা দেশ আইনবহির্ভূত প্রদেশ ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ অধীন, সুতরাং চিফ কমিসনার, ডেপুটী কমিসনর ও আসিষ্টাণ্ট কমিসনার এবং কতকগুলি দেশীয় বা ফিরিঙ্গী (Extra Asst. Commissioner) রাজকর্ম্মচারী লইয়া সকল প্রকার বিচার কার্য্য হইয়া থাকে। জেলার আদালতে উকিল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং বোধ হয় সেই জন্য অধিকাংশ পুলিস চালানি মোকদ্দমায় আসামি সাজা পাইয়া থাকে। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে বর্ম্মাকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

বর্ম্মা দেশের জল বায়ু বঙ্গদেশের মত, ম্যালেরিয়া জ্বর প্রায়ই নাই, যে দুই এক স্থানে আছে সেখানে অপর বর্ম্মারা যাইতে ভয় করে। ওলাউঠা ও বসন্তের কখন কখন খুব উপদ্রব হয়, কিন্তু তাহা সহর ছাড়িয়া প্রায় জেলার মধ্যে যায় না। গরুর পীড়া যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে দোষ দেশবাসীদিগের। গরুকে কখন ভাল আহার দেয় না, আপনি খুঁটিয়া যাহা খাইতে পারে, বড় অনুগ্রহ হইলে পোয়াল কিছু দেয় মাত্র। গরুর রীতিমত গোয়াল নাই, যেখানে সেখানে সন্ধ্যার সময় বাঁধিয়া রাখে এবং পর দিন ১১।১২টার সময় ছাড়িয়া দেয়। তাহাদের বাসস্থান পরিষ্কৃত প্রায়ই হয় না। ঐরূপ ১১।১২টা পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখিবার কারণস্থলে তাহারা বলে যে গরু সকল প্রায় লাঙ্গল বা গাড়িতে কর্ম্ম করে, ঐ সময় খাইতে দিলে অভ্যাস মন্দ হইবে।

এ দেশের ফল মূল প্রায় বঙ্গ দেশের ন্যায়, কেবল পটল ও আলুর চাষ নাই, তবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ঐ সকল দ্রব্যের চাষ হইতে পারে। এ দেশে আসিয়া দুইটী নূতন ফল দেখিয়াছি—দুরিয়ান ও মোরিয়ম। দুরিয়ান মউলমেন ও টাঙ্গুয় অঞ্চলে যথেষ্ট হয়, বর্ম্মারা ও সাহেবেরা বড় আদর করে। ইহা দেখিতে কাঁটালের ন্যায়, কিন্তু ছোট আকারের, কাঁটাগুলি কিছু বড় হয়, কাঁকরোলফলের ন্যায়, কেবল আকারে বড়। ইহার মধ্যে লেবুর মত কোয়া থাকে এবং প্রত্যেক কোয়ার মধ্যে কাঁটালের কোয়ার মত ৫।৬টী কোষ থাকে। তাহার মধ্যে যে বীজ থাকে তাহা ফেলিয়া খাইতে হয়, খাইতে অনেকটা কাঁটালের মত। ইহাতে পেঁয়াজের অপেক্ষাও একটা দুর্গন্ধ আছে, সেই জন্য আমরা পছন্দ

প্রকাশ পাইতে লাগিল। লাবণ্যবতী নারী ক্রোধের আবেগে—ঘৃণা ও বিরাগের আবেগে অধীর হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন—"এই দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। তুমি এরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ অবলীলায় শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছ। শত্রুর সহিত যুদ্ধ না করাতে তোমার কাপুরুষতা প্রকাশ পাইয়াছে। যে এইরূপে আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দেয়, তুচ্ছ প্রাণরক্ষার জন্য নীচতার সহিত শত্রুর পদানত হয়, আপনার চিরন্তন বংশগৌরব অনায়াসে কলঙ্কিত করিয়া তুলে, সেই ভীরু, নীচাশয়, কাপুরুষকে ধিক্!" তেজস্বিনী দুর্গাবতী ইহা বলিয়া আপনার প্রাসাদে আগুন দিলেন। দেখিতে দেখিতে করাল অনলশিখা গগনস্পর্শী হইল। দুর্গাবতী অম্লান বদনে অবিকার-চিত্তে সাত শত পুরনারীর সহিত এই জলন্ত অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, আপনার লোকাতীত তেজস্বিতার পরিচয় দিলেন। প্রজ্বলিত হুতাশনে তাঁহার লাবণ্যময় কমনীয় দেহ ভস্ম-রাশিতে পরিণত হইল। এই ঘটনায় শিলাদিত্য ও লক্ষ্মণের প্রাণে আঘাত লাগিল। তাঁহারা এই তেজস্বিনী নারীর তেজস্বিতা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন। লজ্জার সহিত তাঁহাদের মনে অপরিসীম ঘৃণা ও বিরাগের সঞ্চার হইল। তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। মুহূর্ত মধ্যে তরবারি হস্তে করিয়া কতিপয় সাহসী অনুচরের সহিত দুর্গরক্ষকদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সমুদয় নিঃশেষ হইল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সকলেই সেই দুর্ভেদ্য রাইসিন দুর্গে মুসলমানের অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মুসলমান ভূপতি দুর্গ অধিকার করিলেও দুর্গের গৌরব নষ্ট করিতে পারিলেন না। বীর নারী দুর্গাবতীর অনন্ত অক্ষয় কীর্ত্তিতে রাইসিন ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিল।

বড় কেও কেটা নয়।

সূর্য্য আমার পিতা, সমুদ্র আমার মাতা। আমি "বড় কেও কেটা" নই। তোমাদের দেশে সূর্য্যবংশের রাজাদের বড় আদর। আমারও জন্ম সেই সূর্য্যবংশে, তথাপি তোমরা আমায় আদর কর না। সেই জন্য আজি তোমাদের কাছে আত্ম-পরিচয় দিলাম। যদি বংশমর্য্যাদার কথাটা বলিলে একটু আদর পাওয়া যায় সেই আশায় বলিলাম; সূর্য্য আমার পিতা, সমুদ্র আমার মাতা। ঠিক ধরিতে গেলে, উত্তাপ আমার পিতা, জল আমার

মাতা। তবে নাকি সূর্য্য তোমাদের পক্ষে উত্তাপের প্রধান আকরস্থান আর সমুদ্রে যত জল আছে এত জল আর কোথাও নাই, তাই নিজের গৌরব রক্ষার জন্য বলিলাম, সূর্য্য আমার পিতা, সমুদ্র আমার মাতা। আমার নাম জলীয় বাষ্প। যেখানে বাতাস আছে, সেই খানেই অল্প বা অধিক পরিমাণে আমি আছি। বায়ুর সঙ্গে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া আমি তোমাদের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করিতেছি; তোমাদের প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে আমি তোমাদের শরীরের ভিতর যাইতেছি ও তোমাদের শরীর হইতে অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে কতকটা জলীয় অংশ লইয়া বাহির হইতেছি। সেইজন্য অত্যন্ত শীতের সময় যখন তোমরা শ্বাসত্যাগ কর, তাহা শাদা ধুঁয়ার মত দেখায়। তোমরা আমার বংশমর্য্যাদা না জানিয়া অথবা ভুলিয়া গিয়া আমাকে তুচ্ছ পদার্থের দলে ফেলিয়াছ বটে, কিন্তু তোমাদের ও আমার সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি, তিনি আমার দ্বারা তাঁহার সংসারের অনেক কার্য্য করাইয়া লন। তোমরাও সুবিধা পাইলে ছাড় না। আমাকে গাধার ন্যায় খাটাইয়া লও। বুদ্ধিমান্ ইউরোপবাসিগণ যত বাষ্পীয় কল কারখানার সৃষ্টি করিয়াছেন, সে কেবল আমার অনুগ্রহে। তাঁহারাও প্রথমে আমাকে তুচ্ছ পদার্থ বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। তাহার পর দুইটী সামান্য ঘটনা হইতে, তাঁহারা আমার শক্তির পরিচয় পাইলেন এবং সেই অবধি আমার দ্বারা মানুষের অসাধ্য কার্য্য সকল সম্পাদন করাইয়া লইতে-ছেন। তাহা না হইলে কি আজি তোমরা রেল গাড়িতে চড়িয়া দুই মাসের পথ দুই দিনে যাইতে পারিতে, না কলের জাহাজে তিন সপ্তাহে বিলাত যাইতে পারিতে? যে ঘটনা দুইটী হইতে মনুষ্যজগতে আমার শক্তির কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বলি শুন:—

১। প্রথমটী আজি প্রায় দুই শত বৎসরের কথা। বিলাতের মারকুইস অব উরষ্টার নামক একব্যক্তি বন্দী হইয়া টাউয়ার অব লণ্ডন নামক কারাগারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অত্যন্ত শীতের সময় এক দিন রাত্রিকালে তিনি আগুন পোহাইতে ছিলেন। সেই আগুনের উপর একটী কেটলিতে জল গরম হইতেছিল। কোন কাজকর্ম্ম না থাকায় তিনি বসিয়া বসিয়া আমি কেমন করিয়া কেটলির নল দিয়া বাহির হইতে ছিলাম, তাহাই নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। জল যত উত্তপ্ত হইতে লাগিল, আমারও তেজ তত বাড়িতে লাগিল। ক্রমে নল দিয়া যথেষ্ট বাহির হইতে না পারিয়া আমি কেটলির উপরের ঢাকনি ঠেলিয়া নিজের পথ করিয়া লইতে লাগিলাম।

ইহা দেখিয়া তিনি আমার অসাধার

বিষয় ভাবিতে বসিয়া গেলেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'যদি কেটলির ঢাকনি শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিয়া নলের মুখও বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি হয়?' তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে তাহা হইলে কেটলি ফাটিয়া যাইবে। তিনি ভাবিলেন, 'তবে ত বাষ্পের ক্ষমতা বড় সামান্য নয়।'

যদি বল, 'তুমি তাঁহার মনের কথা জানিলে কিরূপে?' তাহার উত্তর এই যে তিনি পরে এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আর তাহা না হইলেও তিনি কারাগার হইতে বাহির হইয়া যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিতাম।

তিনি কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াই আমার শক্তি পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বয়ং তাহার এইরূপ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।—"আমি একটী কামানের সিকি অংশ খালি রাখিয়া তাহাতে জল পুরিলাম। তাহার পর কামানের মুখ ও রঞ্জিক ঘর (যেখান দিয়া কামানে আগুন দেওয়া হয়) দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া কামানের নীচে বেশ করিয়া আগুন জ্বালিলাম। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিপরীত শব্দ করিয়া কামান ফাটিয়া গেল।" এই ঘটনার পর ঐ মারকুইস এমন একটী কল প্রস্তুত করিলেন যে তাহা দ্বারা আমার সাহায্যে চল্লিশ ফীট উচ্চে জল তোলা যাইতে লাগিল।

৭। এই ঘটনার এক শত বৎসর পরে স্কটলণ্ডদেশীয় জেম্‌স ওয়াট নামক একটী বালক আগুনের কাছে বসিয়া ঐ মারকুইসের মত কেটলির নল দিয়া আমার গতি নিরীক্ষণ করিতেছিল ও আমার শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য নলের মুখের নিকট একটী চামচ ধরিয়া বসিয়াছিল। আমি তেজে সেই চামচ ঠেলিয়া বাহির হইতেছিলাম।

জেম্‌সের খুড়ী এই ব্যাপার দেখিয়া জেম্‌স্ বৃথা সময় নষ্ট করিতেছে মনে করিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ জেম্‌স্ সময় নষ্ট করে নাই। সে আমার শক্তির বিষয় ভাবিতেছিল। তাহার পরিণত বয়সে ইহার ফল ফলিল। আজিকালি যে বাষ্পীয় কল বিবিধ প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার মূল কারণ ঐ জেম্‌স্ ওয়াট্। পরিণত বয়সে জেম্‌স্ ওয়াট্ বাষ্পীয় কল সম্বন্ধে যে সকল উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহার জন্য আজি তাঁহার নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে এবং সামান্য জলের কেটলিতে আমি যে শক্তির আভাস দেখাইয়াছিলাম, তাহার শক্তিতেই বড় বড় কাপড়ের কল, চটের কল, কাগজের কল, লোহার কারখানা, কলের জল, কলের জাহাজ, কলের গাড়ী প্রভৃতি চলিতেছে।

বলা বাহুল্য যে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সকল যখন ঘটিয়াছিল, তখন আমি সশরীরে উপস্থিত ছিলাম। নতুবা কে উহা ঘটাইত?

মানুষ যেরূপে আমার ক্ষমতা জানিয়া আমাকে ভৃত্যের ন্যায় খাটাইয়া লইতেছে, তাহা বলা হইল। কিন্তু ইহাতে আমার প্রকৃতির সমস্ত পরিচয় দেওয়া হইল না। আমি আমার সৃষ্টিকর্ত্তার অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া পৃথিবীস্থ জীব জন্তুর উপকারের জন্য আরও অনেক কাজ করিয়া থাকি। কিন্তু সে সকল কথা বলিবার এখন সময় নাই। এখন বর্ষাকাল। আমার কাজের ভিড় অনেক। চারিদিকে বারিবর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিতে হইবে। অতএব আমি চলিলাম। অবসর ক্রমে আর এক সময় দেখা করিব।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শোকার্ত্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি "সখার" সুযোগ্য সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন ২৬ বৎসর বয়সে ক্ষয়কাশ রোগে পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি বামাবোধিনীতে "ভগিনী ডোরা" নামে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা লিখিয়াছিলেন। বালকবালিকাদিগের উন্নতি কল্পে ইঁহার যে উৎসাহ ও যত্ন ছিল, তাহা প্রশংসনীয়।

২। পাঠিকাগণ বিজ্ঞাপনস্তম্ভে দেখিবেন, আগামী বর্ষে বিলাতে এক শিল্পপ্রদর্শনী হইবে এবং তাহাতে ভারতীয় নারীগণের শিল্পকার্য্য প্রদর্শনার্থ একটী স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। ভারতাঙ্গনাগণের যাঁহার যে কিছু উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্য থাকে, আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে তদ্বিষয় ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের বঙ্গীয় শাখার সম্পাদিকার গোচর করিলে তিনি তাহা যথাস্থানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

৩। কুচবিহারের যুবক মহারাজ অতি সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি নিয়ম করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্যে গোহত্যা হইতে পারিবে না। তবে গোমাংসাশীরা অন্য স্থান হইতে মাংস আনিয়া খাইতে পারে।

বামাগণের রচনা।

ইতিহাস পাঠের ফল।

যে শাস্ত্র পাঠ করিলে অতীত কালের ঘটনাবলী প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া যায়, তাহারই নাম ইতিহাস। ইহা

বিহিত কার্য্যের অবিকল চিত্র। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি আমাদিগের দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থগুলি কল্পনাপূর্ণ হইলেও তন্মধ্যস্থিত সার ঘটনা গুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এই জন্যই রামায়ণ মহাভারতকে আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ব কালের অধিকাংশ ইতিহাসই কল্পনার সহিত মিশ্রিত। বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাস সেরূপ নহে। এইজন্যই প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা অপেক্ষা আধুনিক ইতিহাসের ঘটনাগুলি আমাদিগের সহজেই বিশ্বাস হয়। তাই বলিয়া প্রাচীন ইতিহাস কিছুতেই ন্যূন নহে; বরং সে সময়ের ইতিহাসে পরবর্ত্তী ইতিহাস অপেক্ষা অকৃত্রিম ধর্ম্ম ভাব, অকৃত্রিম প্রণয় এবং সকল বিষয়েই আন্তরিক পবিত্রতা উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত আছে।

পূর্ব্বকালে লোকের মন সরল ছিল। ধর্ম্মাবরণে অধর্ম্মকে কেহ গোপন করিত না। সকল বিষয়েই লোকে ধর্ম্মকে ভয় করিয়া চলিত। তখন ধর্ম্মই লোকের একমাত্র উপাস্য ছিল। বর্ত্তমান সময়ের মত তখন লোকে ধর্ম্ম পথ হইতে সহজে বিচলিত হইত না। তখন ধর্ম্মই ধ্যান, ধর্ম্মই জ্ঞান, ধর্ম্মই লোকের যথাসর্ব্বস্ব ছিল। তখন পরের জন্য লোকে অকাতরে প্রাণ দিত, সত্যের জন্য লোকে যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিত, সতীত্ব ও সম্মান রক্ষার জন্য অবলাগণ অবলীলাক্রমে জলন্ত অনলের সাহায্য গ্রহণ করিত। তখন পরের দুঃখকে লোকে আপনার বলিয়া মনে করিত; পরের সুখে সুখী হইত। তখন পৃথিবীতে ধর্ম্মের রাজত্ব ছিল। সেই জন্যই পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ইতিহাস পাঠের উপকারিতা শক্তি অধিক।

ইতিহাস পাঠের উপকারিতা কি? কি জন্য আমরা উপন্যাস প্রভৃতি হইতে ইতিহাসকে সমধিক যত্ন করিব? ইহার বিশেষ কারণ আছে। ইতিহাস এবং উপন্যাস এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত অধিক। একটী ঈশ্বরকৃত ঘটনাবলীর প্রকৃত চিত্র. আর একটী মনুষ্য কল্পনা মাত্র। উপন্যাসাদি কল্পিত বিষয় পাঠে উপকার থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু অপকারও যে আছে একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। নাটক, নভেল, সকল অবস্থায় সকলের হস্তে সাহস করিয়া অর্পণ করা যায় না; কিন্তু ইতিহাস আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের হস্তেই শোভা পায়। নাটক, নভেল ক্ষণকালের জন্যও মানবকে যে সুখ প্রদান করিতে পারে, ইতিহাসে তাহা পারে না একথা বলিলে লোকে পাগল বলিবে। ঈশ্বরকৃত কার্য্য অপেক্ষা মানব-কল্পনা-সম্ভূত ঘটনা-বলিকে যিনি অধিক মনোহর ও আশ্চর্য্য মনে করেন তিনি ভ্রান্ত, তিনি ধর্ম্ম-

পড়িয়া সুখ পাওয়া যায় না বলিয়া ইতিহাসের দোষ দেওয়া উচিত নহে।

ইতিহাস অতীত ঘটনাগুলিকে বর্ত্তমান ঘটনার ন্যায় আমাদের নিকট উপস্থিত করে। যে সব ঘটনা শত শত বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, ইতিহাসের সাহায্যে সেই সকল ঘটনাকে আমরা বর্ত্তমানবৎ দেখিতে পাই। যেমন তার যোগে আমরা বহুদূরের সংবাদও মুহূর্ত্ত মধ্যে জানিতে পারি, সেই রূপ ইতিহাস যোগে আমরা বহুশতাব্দী পূর্ব্বের ঘটনা সমূহকে মুহূর্ত্ত মধ্যে জানিতে পারিতেছি। আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যে কয়টী ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখিতে পারি? কিন্তু ইতিহাস আমাদের সম্মুখে এত বিভিন্ন প্রকারের ঘটনা আনিয়া উপস্থিত করে, যে তাহার সহিত তুলনা করিলে আমাদের প্রত্যক্ষ ঘটনার সংখ্যা যৎসামান্য বলিয়া বোধ হয়। কত বিবিধ প্রকারের চরিত্র, কত বিবিধ প্রকারের কার্য্য, কত বিবিধ প্রকারের ঘটনা আমরা ইতিহাসের সাহায্যে দেখিতে পাই। সময় সময় আমরা ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে এরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনার নিকটে উপস্থিত হই যে আমাদের সর্ব্ব-শরীর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। কখনও পরপীড়কের ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া আমাদের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়; কখনও বা পর-দুঃখে আমাদের নয়নবারিকে বর বা পুত্রশোকাতুরের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে হৃদয়ে তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাত করে। আবার কখনও বা আমাদিগকে এক জনের সুখের প্রসাদ আনিয়া ঢালিয়া দেয়; কখনও বা পরের হাসি আমাদিগকে উপহার প্রদান করে;—পরের আনন্দাশ্রু আমাদিগের নয়ন হইতে নিপাতিত করে। কখনও ধর্ম্মের জয় দেখিয়া আমরা আনন্দে মাতিয়া উঠি, কখনও বা অধর্ম্মের নির্যাতন দেখিয়া আনন্দ সাগরে হৃদয় ভাসাইয়া দেই। কখনও রাজাদিগকে গর্ব্ব পরিহার পূর্ব্বক গো চারণাদি কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া মোহিতা হই; আবার কখন বা প্রজাহিতৈষী নৃপতির প্রজাপালন দেখিয়া পুলকে পরিপূর্ণা হই। কখনও শান্তি-পূর্ণ রাজ সভার চিত্র দেখিয়া আনন্দিতা হই, কখনও সমর-ক্ষেত্রের ভীষণ আতঙ্কে আমাদিগের শোণিত শুষ্ক করিয়া ফেলে।

এইরূপ কত বিভিন্নভাবে আমাদের হৃদয় ইতিহাস পাঠকালে পরিপূরিত হয়, কত মনোহর, কত আশ্চর্য্য ঘটনাবলি আমাদের নেত্রপথে পতিত হয়। আর কোন্ পুস্তকে এত মনো-বিমুগ্ধ-কারিণী শক্তি আছে? উপন্যাসে নাই; কারণ কবি কল্পনাবলে যতই সুন্দর উপাদানে তাহার চরিত্র ও ঘটনা সজ্জিত করুন না কেন, যখন অলঙ্কার মাত্র মনে পড়ে সে চরিত্র, সে ঘটনা প্রকৃত নয়, তখন কি আর তাহ রূপেই সৌন্দর্য্য,সেই মনোমুগ্ধ-

ইতিহাসের সেই শক্তি অপহরণ করিবে কে? সেই জন্যই ইতিহাস আমাদিগকে যেরূপ আনন্দিত করিতে পারে, এরূপ আর কোন পুস্তকেই পারে না।

শরীরের সঙ্গে মনের এতদূর নৈকট্য সম্বন্ধ যে একের ভালতে অন্যের ভাল, একের মন্দতে অন্যের মন্দ। অতএব ইতিহাসে যখন মনকে আনন্দিত করিতে পারে, তখন ইতিহাস মনুষ্যের শারীরিক স্বাস্থ্যেরও সাহায্য-কর বলিতে হইবে। সুতরাং ইতিহাসকে মনের আনন্দ-বর্দ্ধক অতএব শারীরিক স্বাস্থ্যেরও উপকারী বলা যাইতে পারে। এখন দেখিব ইতিহাস প্রকৃত জ্ঞান লাভের পক্ষেও উপকারী।

মনুষ্যের জ্ঞানের সীমা নাই, যত বাড়াইবে ততই বাড়িবে। আমার বর্ত্তমান অবস্থা আমি এক দিনে পাই নাই। যে দিন জন্মিয়াছিলাম সে দিন আমার যে জ্ঞান ছিল তাহা যদি সেই ভাবেই থাকিত, তবে আর আজি আমি কালি কলম লইয়া লিখিতে বসিতে পারিতাম না। এই কয় বৎসরে যাহা শিখিয়াছি, তাহা কত কালে সংগৃহীত হইয়াছে কে বলিবে? এখন বুঝিতে পারি চন্দ্র সূর্য্য ঘোরে না, পৃথিবী ঘোরে; সূর্য্যের কিরণে জল বাষ্প হইয়া উঠে, তাহা হইতেই মেঘ ও বৃষ্টির সৃষ্টি হয়। এখন জানিয়াছি চন্দ্র সূর্য্যকে রাহুতে গ্রাস করে না, সকল জ্ঞান লোকে কত যুগ যুগান্তর চিন্তা করিয়া জানিতে পারিয়াছে তাহা কে জানে? কিন্তু আমি আমার এই বয়সের মধ্যেই এই বিষয় সত্য জানিতে পারিতেছি। ইতিহাসের সমস্ত ঘটনাবলীর পরিণামই এইরূপ। শত শত বৎসরের কার্য্য প্রণালীর ফলাফল দেখিয়া আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিয়া লইতেছি। আমরা ভবিষ্যৎ দেখিতে পাই না, ইতিহাস না থাকিলে অতীতও দেখিতে পাইতাম না, সুতরাং সম্মুখে এবং পশ্চাতে উভয় দিকেই ঘোর অন্ধকার পরিপূর্ণ দেখিতে পাইতাম। এ অন্ধকারের মধ্যে আমাদের পথ বাছিয়া লওয়া দুষ্কর হইত; কখন যে দস্যু বা হিংস্র জন্তুর হস্তে পড়িয়া জীবন হারাইতে হইত কে বলিতে পারে? কিন্তু ঈশ্বর মনুষ্যকে এরূপ ভীষণ অবস্থায় নিক্ষেপ করেন নাই। ইতিহাসরূপ যে আলোক আমাদের পশ্চাতে জ্বলিতেছে, তদ্দ্বারা আমাদের ভবিষ্যৎও আলো কিত হইতেছে, পশ্চাদ্বর্ত্তী ঘটনাবলী হইতে আমরা ভবিষ্যতের পথ বাছিয়া লইতে পারিতেছি।

কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি স্ত্রী, কি পুরুষ ইতিহাস সকলেরই পরম বন্ধু। এই বন্ধুর উপদেশ লইয়া যিনি কার্য্য করিবেন, এ সংসারে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। এই স্বর্গীয় বন্ধু অতীত কালের ঘটনাবলীকে

দেয় ও তাহার দোষ গুণ বুঝাইয়া দেয়। কে কোন্ পথ অনুসরণ করিয়া মহাসুখে কালযাপন করিতে পারিয়াছেন, আর কে কোন্ পথ ভ্রষ্ট হইয়া নরকযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, ইতিহাস তাহা অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইয়া দেয়। যে ব্যক্তি ইতিহাসের সহিত প্রণয় স্থাপন করিয়াছেন, ইতিহাসও প্রকৃত প্রণয়ীর ন্যায় তাহার উপকার সাধনের জন্য নিয়োজিত আছে।

ধর্ম্মই মানবের প্রধান সহায়। এ পাপপূর্ণ পৃথিবীতে ধর্ম্মের মত আর দ্বিতীয় বন্ধু নাই। ধর্ম্ম ব্যতীত এ পৃথিবীতে পাপের হস্ত হইতে কে রক্ষা করিতে পারে? ধর্ম্মের সহিত যে জন প্রণয় স্থাপন করেন, সুখ আপনিই আসিয়া তাহার চির সহচর নিযুক্ত হন। ধার্ম্মিকের সুখ অনুসন্ধান করিতে হয় না, সুখই ধার্ম্মিকের অনুসন্ধান করিয়া লয়। কিন্তু যে জন সুখ অনুসন্ধান করিতে গিয়া পাপকার্য্যে নিযুক্ত হন, সুখ কখনও তাঁহার প্রতি সদয় হন না। সুখ যেমন ধর্ম্মের সহচর, অসুখও তেমনি অধর্ম্মের নিত্য সহচর। ইতিহাস পাঠ করিলে এ কথার সত্যতা সহজেই জানা যায়। ইতিহাসের প্রতিপৃষ্ঠায় ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের নির্য্যাতন প্রকাশিত হইতেছে। পিতৃসত্যপালনের জন্য রামচন্দ্র বনে গমন করিলেন। পতিপ্রাণা সীতাসতী পতির ক্লেশের কথা মনে করিয়া পতির ক্লেশ বিদূরিত করিতে পারিবেন মনে করিয়া পতিসহগামিনী হইলেন। পতির ক্লেশ সতী কখনও সহ্য করিতে পারে না। পতি বনবাসী হইবেন, তিনি রাজপ্রাসাদে থাকিয়া কি সুখভোগ করিবেন? পৃথিবীতে পতির তুলনা কোথায়? সত্যভামা পতির তুলনা করিতে গিয়া জগৎ হাসাইয়া ছিলেন। এমন অতুলনীয় ধন কোন্ সুখের বাসনায় লোকে পরিত্যাগ করিতে পারে? তাই সীতা বনবাসিনী হইলেন, রাজপ্রাসাদ ক তিনি পদাঘাত করিয়া হাসিতে হাসিতে পতির ক্লেশের বোঝা মাথায় করিয়া পতির পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। তাহা কি সুন্দর দৃশ্য। দুষ্ট দশানন সতীকে হরণ করিল, কিন্তু তাঁহার কেশ স্পর্শও করিতে পারিল না। অসীম বলশালী দশানন, যাহার বলের নিকট ইন্দ্র চন্দ্র যম পর্য্যন্তও পরাভূত, সেই দশানন আজি সামান্য অবলার নিকট পরাজিত! কে আসিয়া সীতাকে রক্ষা করিল? পাষণ্ডের হস্ত হইতে কে তাঁহাকে মুক্ত করিল? ধর্ম্ম! আপনার সেবিকার দুর্গতি কি ধর্ম্ম সহ্য করিতে পারেন? তাই আপনি আসিয়া ভয়-বিহ্বলা সীতা দেবীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বসিলেন আর দশাননের সমস্ত বল, বিক্রম, সমস্ত দর্প তৃণের ন্যায় উড়িয়া গেল। ইতিহাসে যখন এই ঘটনা পাঠ করা যায়, তখন কোন্ রমণী

প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। পরীক্ষণীয় পুস্তকাদির তালিকা এডুকেশন গেজেট ও সুরভিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতে ধর্ম্ম প্রচারার্থ আমেরিকার যত্ন—১৮৮১ সাল অবধি আমেরিকা এ দেশে ৩৬২ জন প্রচারক, ৩০০ প্রচারকের স্ত্রী এবং ১০৭ জন প্রচারিকা সর্ব্বশুদ্ধ ৭৬৯ জনকে ধর্ম্ম-প্রচারার্থ পাঠাইয়াছেন এবং ১ কোটী, ৭১ লক্ষ, ৭২ হাজার টাকা এতদর্থে ব্যয় করিয়াছেন। খৃষ্টীয় আরও কত প্রচারক দল এ দেশে আসিয়াছেন এবং সময়, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতেছেন। ধন্য তাঁহাদিগের উৎসাহ! ভারতবাসিগণ ইহাঁদের তুলনায় কোথায় আছ?

অদ্ভুত মনুষ্য—পুনা নগরে ১৩ বৎসর বয়সের এক বালক প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার দুই শরীর অথচ একটী মাত্র মস্তক। বালকটীর জন্মভূমি লক্ষ্ণৌ।

হিন্দুসমাজে নূতন—সুরভি লিখিয়াছেন "বিগত ১০ ই আষাঢ় খুঁদড়া গ্রামে এক শিবপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিধবাবিবাহকারিগণ সমাজে চলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর দুই একটী বিবাহেও বিবাহিতা বিধবাগণ মঙ্গলাচরণ ও পাকক্রিয়াদি করিয়াছেন। তথাকার বাবু কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার জন্য সাধারণের ধন্যবাদার্হ।" নলডাঙ্গার মহারাজার যত্নেও অনেক স্থানে এইরূপ শুভ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি।

শিল্প প্রদর্শিনী—আগামী ১৭ এ সেপ্টেম্বর সিমলা শৈলে যে শিল্প প্রদর্শনী হইবে, তাহাতে স্ত্রীলোকের অঙ্কিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্রের একটী বিশেষ পুরস্কার আছে, ডাক্তার হণ্টার তাহা প্রদান করিবেন। রমণীগণের চিত্রনৈপুণ্যের পরিচয় দিবার একটী সুন্দর অবসর উপস্থিত। বঙ্গবালাগণ কি প্রতিযোগিতায় পরাঙ্মুখ হইবেন?

ইংরাজ রমণীর ব্যবসায়—ইংলণ্ডে ৩৪৭ জন স্ত্রীলোক কামারের কাজ করে, ৯১৩৮ জন ঘোড়ার নালের জন্য গজাল প্রস্তুত করে, ১০৫৯২ জন বই বাঁধে, ২৩০২ জন পুস্তক ছাপাইবার সহকারিতা করে। ইংরাজ শিক্ষয়িত্রী ১,২৩,৯৯০ জন, ধর্ম্মপ্রচারিকা ৭১৬২, গবর্ণমেণ্ট কেরাণী ২২৭০, চিত্রকরী ১১৮০, ছবি-খোদিকা ৫৪ জন। চিকিৎসা ও ধাত্রীর কার্য্যে ৩৭৯১০ জন নিযুক্ত আছেন, ৪৫৬ জন গ্রন্থ প্রণয়ন বা সঙ্কলন করেন এবং ১৩০৯ জন ফটোগ্রাফির নানাবিভাগে কাজ করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন আফিসে কত সহস্র সহস্র রমণী দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন, তাহার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

পার্লেমেণ্টে স্ত্রীসভ্য—জন ষ্টুয়ার্ট মিলের সপত্নীকন্যা কুমারী হেলেন টেলার

পার্লেমেন্টের সভ্য হইবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট আছেন। ইনি একজন মিতাচারী রমণী এবং ধনী দরিদ্রে প্রভেদ না থাকে এইরূপ সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিতা।

হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতাল—হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা কলিকাতায় যে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে বলা বাহুল্য। এই চিকিৎসা-প্রণালী শিক্ষার্থ ৩।৪টী বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ডাক্তার এম, এম, বসুর প্রতিষ্ঠিত স্কুলটী সর্ব্বপ্রধান, ইহা সিটী কলেজ গৃহে হয়। মুজাপুর ষ্ট্রীট ৩নং ভবনে বাঙ্গালায় হোমিওপাথী শিক্ষা দিবার জন্যও এক রজনীবিদ্যালয় আছে, তাহার কার্য্যও সুন্দররূপ চলিতেছে। ইহার অধ্যক্ষগণ এক হাঁসপাতাল করিয়াছেন। ইহার ব্যয়ের সাহায্যার্থ তাঁহারা সাধারণের নিকট এক এক পয়সা মাত্র ভিক্ষার্থী। এ বিষয়ে সকলের উৎসাহদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কৃষিগেজেট—কৃষি বিষয়ে ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে দুইখানি সুন্দর মাসিক পত্র বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে বাহির হইতেছে। ইহাতে অনেকগুলি কৃতবিদ্য লেখক আছেন এবং কৃষি শিল্পাদি বিষয়ে উপকারজনক প্রস্তাব সকল লিখিত হইতেছে।

মান্দ্রাজে বঙ্গবালা—আমরা অতিশয় আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কুমারী অবলা দাস মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজের প্রথম এল, এম, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বঙ্গ মহিলাদিগের মধ্যে এরূপ পরীক্ষায় ইনিই প্রথম উপস্থিত ও কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা যার পর নাই আনন্দের বিষয়। আশা করি আগামী বৎসর তিনি শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম বাঙ্গালী স্ত্রী-ডাক্তার হইবেন।

ইউরোপীয় মহিলাদিগের হিতৈষিতা—আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধির সহধর্ম্মিণী লেডি ডফারিণের অনেক সদাশয়তা ও সদ্গুণের কথা আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে লিখিয়াছি। আমরা দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইতেছি যে এদেশের হিতব্রত সাধনে তিনি কখনও নিশ্চিন্ত নহেন। সম্প্রতি এদেশের প্রত্যেক জেলায় যাহাতে শিক্ষিতা দাই ও রোগীর পরিচারিকা (Nurse) প্রস্তুত হইতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন। এজন্য ইতিমধ্যেই টাকা সংগ্রহের উদ্যোগ হইয়াছে, এবং আলোয়ার প্রভৃতি প্রদেশের রাজগণ এই ফণ্ডের জন্য অর্থদান করিয়াছেন। অর্থ অধিক সংগৃহীত হইলে, যাহাতে স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় ও এদেশীয় মহিলারা চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারেন, তাহার উপায় করা হইবে। লেডি ডফরিণের এরূপ কার্য্য এই নূতন নহে। তিনি ইতিপূর্ব্বে কেনেডা,

ইউরোপীয় তুরুষ্ক প্রভৃতি স্থানে দয়া ও দেশহিতকর কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রাজপ্রতিনিধির কাউন্সিলের অপর সভ্য সুবিখ্যাত ইলবার্ট সাহেবের সহধর্ম্মিণী ও সুশিক্ষিতা রোগীর পরিচর্য্যা-কারিণী প্রস্তুত করিবার জন্য সিমলায় একটী শ্রেণী খুলিয়াছেন, তাহাতে লেডি ডফরিণও অধ্যয়ন করিতেছেন। এই উপলক্ষে আমরা মান্দ্রাজের গবর্ণরের পত্নী লেডি গ্র্যাণ্ড ডফের কার্য্যের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। তিনি তত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের হিতকর সকল প্রকার কার্য্যেই অন্তরের সহিত যোগ ও উৎসাহদান করিয়া থাকেন। তাঁহার উদ্যোগে মান্দ্রাজে যে স্ত্রী হাঁসপাতালের সূচনা হইয়াছে, তজ্জন্য ইতিমধ্যে ৩ তিন লক্ষ টাকা স্বাক্ষরিত ও ১,৬০০০০ এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ইউরোপীয় মহিলা ডাক্তার দ্বারা তত্রত্য স্ত্রী সমাজের বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে। ইহাঁরা স্ত্রী মিসনরি; রুগ্ন ভগিনীদিগের চিকিৎসা করা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের একটী অঙ্গজ্ঞানে তাহাতে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা আশা করি ক্রমে ভারতের সর্ব্বস্থানে স্ত্রী ডাক্তার ও শিক্ষিতা ধাত্রীর সৃষ্টি হইয়া দেশের একটী মহৎ অভাব মোচন হইবে।

কুমারী সুজন হিগিন্স।

পাঠিকা! আপনি অনেকবার সীতা সাবিত্রী দ্রৌপদী প্রভৃতি গুণবতী আর্য্য মহিলার কথা শুনিয়া কর্ণকে পবিত্র করিয়াছেন জানি। কিন্তু কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া রমণী যে সকল প্রকার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আত্মজীবন সমর্পণ করিতে পারেন; চিরকৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়া কেবল মাত্র পরসেবায় স্বকীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন—একথা বোধ হয় কখনও চিন্তা করেন নাই। জগতে রমণীই ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠানে বিশেষ মনোযোগী সত্য, হিন্দু নারীর ব্রতবিধি পালন কাহার নাবিদিত আছে? তবে দুঃখের বিষয় কুসংস্কারের প্রভাবে সেই সমুদায় সাক্ষাৎ ভাবে সমাজের বিশেষ কোন কল্যাণ সাধনে সমর্থ নহে। হিন্দু রমণীর জীবন পবিত্রতার দৃষ্টান্ত স্থল; প্রীতির উজ্জ্বল চিত্র; স্বীয় হৃদয়ে সে রত্নের দীপ্তি চিরদিন মধুময় হইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু দেশাচারের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দু রমণীর সৎকার্য্য গৃহেই বদ্ধ, পরিবার চক্রের সীমা অতিক্রম করিতে অক্ষম। তাই ভগিনি চল একবার শ্বেতদ্বীপে গমন করি। ধর্ম্মপ্রাণ রমণী ধর্ম্মের মহান্

সত্য প্রচারে কত ব্যাকুল, একবার দেখিয়া জীবন সার্থক করি।

মহর্ষি ঈশার ধর্ম্ম প্রচারার্থ কেবল যে পুরুষেরাই জীবন সমর্পণ করিয়াছেন তাহা নহে, কত কত রমণীও তজ্জন্য দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। আজ যে রমণীর কথা বলিব তিনি আমেরিকাবাসিনী। ইনি অবিবাহিত থাকিয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করেন এবং জাপান দেশকে আপন প্রচারক্ষেত্র করিয়া তথাকার অজ্ঞ লোকদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারে রত হয়েন। ইহাঁর নাম কুমারী সুজন হিগিন্স। সুজনের পিতা পাদরী এবং মাতা একজন উৎসাহশীলা প্রকৃত ধার্ম্মিকা রমণী ছিলেন। সন্তানদিগের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য এই সাধ্বী মাতা বিশেষ যত্নবতী ছিলেন। শিশুকাল হইতে সুজন্ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, স্মরণ শক্তি ও অন্যান্য মানসিক গুণের আধিক্য বশতঃ শিক্ষকদিগের প্রিয় হইয়াছিলেন। চৌদ্দবৎসর বয়স হইতেই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার উপাসনাশীল জীবন ধর্ম্মজীবনের পূর্ণতালাভে নিরন্তর ব্যাকুল থাকিত। কর্ত্তব্যের প্রতি এত অনুরাগ ছিল যে যাহা একবার উচিত বলিয়া বিশ্বাস হইত কোন বাধাই তাঁহাকে তাহা হইতে বিচলিত করিতে পারিত না এবং এই সকল সদ্গুণ থাকাতেই তিনি শিক্ষকতা কার্য্যে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। একদিকে নীতি অপর দিকে জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করতঃ এবং স্বীয় পবিত্র চরিত্রের প্রভাবে চিরদিন শিষ্যদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার খ্যাতি নিকটবর্ত্তী দেশ সমূহে এত বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে কোন একটী স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে প্রায় দ্বিগুণ বেতনে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল এবং সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধেই তিনি নিজের লাভের আশা বিসর্জ্জন দিয়া আপন পূর্ব্ব ছাত্রীদিগের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত রহিলেন। কতিপয় বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইল। অবশেষে ধর্ম্মপ্রচারে তাঁহার বাসনা এত দূর প্রবল হইয়া উঠিল যে, তাহার অনুরোধে আত্মীয় স্বজন সুখময় গৃহ কিছুই পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। এই সময়ে অকস্মাৎ সুজনের অতি স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর মৃত্যু হয়। ঈশ্বর বিশ্বাসের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! শোকের তীব্রতা যেন সে জীবনকে পবিত্র করিয়া প্রভুর প্রতি অধিকতর নির্ভর শিক্ষা দিল। যখন সুজনের মনের অবস্থা এইরূপ, সেই সময় "প্রচার সমাজ" শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক আবেদন পাঠান যে, কোন মহিলা কি অন্ধকারাচ্ছন্ন মূর্খ ভগিনীদের জন্য সত্যের আলোক বহন করিতে প্রস্তুত?" ধার্ম্মিকা সুজন্ পত্রের প্রত্যুত্তরে বিদেশে যাইবার ইচ্ছা জানাইলেন। অবশেষে "রমণীদিগের

বিদেশীয় প্রচার সভা” কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া সুজনের জাপানে যাওয়া স্থির হইল। সকলের আশীর্ব্বাদ, প্রীতি এবং সর্ব্বোপরি স্বার্থত্যাগের অনুপম আনন্দ উপলব্ধি করিয়া তিনি অপর কয়েকজন পাদরীর সহিত ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অসভ্য জাপানের কন্যাদিগের মঙ্গল সাধনোদ্দেশে জাহাজারোহণ করেন। জাপানে পদার্পণ করিয়াই প্রথমতঃ হাঁসপাতাল ও কারাগারের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হয়েন। তিনি বিশেষ যত্নে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অপরাহ্নে কোন একটী দেশীয় বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন। চারিটী মাত্র ছাত্র লইয়া স্কুল আরম্ভ হয়, কিন্তু কুমারী হিগিন্সের তত্ত্বাবধানে অল্পকাল মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা ৪২ হইল। এতদ্ভিন্ন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে একটী সভা হইত, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা লাভ হইতে লাগিল। কি সজনে, কি নির্জ্জনে কি আমোদ গৃহে সুজনের একমাত্র চিন্তা কিসে অন্যের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতা, স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ, ও মধুরতা গুণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল।

“প্রভু তোমার আজ্ঞা কি?” ইহাই তাঁহার সর্ব্ব সময়ের প্রার্থনা এবং প্রভুর আদেশ মত কার্য্য করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। প্রভুর আদেশ পালন যাহার ব্রত তাঁহার প্রচারক্ষেত্র সুবিস্তৃত ও সুফলপ্রসূ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহার পুণ্যজীবনের মধুরতা ঘোর অসভ্য হৃদয়কেও বিমুগ্ধ করিয়া সত্যের দিকে—জ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করিল।

এই প্রকার উৎসাহের ও কার্য্য-ক্ষেত্রের ব্যস্তভাব মধ্যে হঠাৎ বিষম রোগ উপস্থিত হইয়া কুমারী হিগিন্সকে শয্যাশায়িনী করিল। পীড়া এত বৃদ্ধি পাইল যে ডাক্তরেরা বাটী (আমেরিকা) যাইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পীড়া এত দ্রুতবেগে বাড়িতে লাগিল, যে আর তাঁহার যাইবার সামর্থ্য রহিল না। সুজনের কোন বন্ধু পীড়াব সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন “তুমি বিদেশে আসিয়া এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছ, তাহাতে কি তোমার মনে বড় কষ্ট হয়?” প্রকৃত বিশ্বাসী কোন ক্লেশেই অস্থির নহেন, তিনি ধীরভাবে উত্তর করিলেন, “সকলই প্রভুর কার্য্য, আমার কিছুই বলিবার নাই।” তিনি যখন পীড়া সত্বেও আমাকে এখানে আসিতে আদেশ করেন, তখন ইহা অবশ্যই তাঁহার অভিপ্রেত। “যে আমার জন্য পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন, গৃহ পরিবার, ধন, ঐশ্বর্য্য, পরিত্যাগ করিবে, সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে।” খ্রীষ্ট প্রোক্ত এই বাণীতে তাঁহার এতদূর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যু যন্ত্রণাও তাঁহাকে কিছু মাত্র অস্থির করিতে সমর্থ হয় নাই। ধার্ম্মিকের সকলই সুন্দর,

তাঁহার মৃত্যুও অনেকের শিক্ষাস্থল। শেষ মুহূর্ত্তের অসহ্য যন্ত্রণাও ভক্তি বিশ্বাসের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। মাসাবধি রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও সুস্থির ভাবে সেই পবিত্র আত্মা দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করিল। কে বলে রমণী কেবল আত্মসুখে আপন পরিবারে বদ্ধ, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় অপরের জন্য ভাবিতে পারে না? আজ যে রমণীজীবনের চিত্র প্রকাশিত হইল, ইহা কি নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেমের আদর্শ নহে? পাঠিকা ভগিনি! ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে আরও কতকগুলি এরূপ মূল্যবান জীবনের ছবি আপনাদিগকে উপহার দিব।

উদ্ভিদ্ দ্বারা মানবজগতের কি কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

উদ্ভিদ্ জগৎ সৃষ্ট না হইলে, মানব জগৎ মুহূর্ত্তকালও পৃথিবীতে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিত না; অচিরেই দশম দশা প্রাপ্ত হইত। যাঁহারা উদ্ভিদ্ ও জীবজগতের সম্বন্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাঁহারা সহজে ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাই আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে ঐ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১। কেবল উদ্ভিদ্ই অজৈবিক * জড় পদার্থকে (Inorganic matter) জৈবিক জড় পদার্থে (Organic matter) পরিণত করিতে সমর্থ। জীবগণের এরূপ শক্তি নাই। তাহাদের শরীরস্থ জৈবিক জড় পদার্থের জন্য তাহারা সম্পূর্ণরূপে উদ্ভিদ্ জগতের নিকট ঋণী। যদি জিজ্ঞাসা কর মাংসাশী জন্তুগণ উদ্ভিদের কি ধার ধারে? উত্তরে আমরা এই বলিতে পারি যে যদি জন্তু মাত্রের শরীরই জৈবিক জড় পদার্থে গঠিত হয়, তবে,—সে উদ্ভিদ্ ভোজীই হউক, আর মাংসাশীই হউক, অথবা উভয়াহারীই হউক, কোন ক্রমেই সে উদ্ভিদ জগতের ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। উদ্ভিদ্‌ভোজী জীব সমূহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদ্ভিদ্‌জগৎ হইতেই জৈবিক জড় পদার্থ প্রাপ্ত হইতেছে, মাংসাশী জীবগণ তাহাদের ভক্ষ্য উদ্ভিদাহারী জন্তুদিগের হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। উভয়াহারী মানবজাতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদ্ভিদ্ ও পরোক্ষ সম্বন্ধে উদ্ভিদ্‌ভোজী ছাগ, মেষ, গো ও পক্ষী

* অজৈবিক জড় পদার্থ—প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি, যাহার মধ্যে শারীরিক কোন গঠন বা বর্দ্ধন প্রণালী নাই। জৈবিক জড় পদার্থ—অস্থি, মাংস, শিরা, পুষ্প, ফল, পত্র প্রভৃতি, যাহার মধ্যে শারীরিক গঠন ও বর্দ্ধন প্রণালী আছে।

প্রভৃতি হইতে জৈবিক জড় পদার্থ প্রাপ্ত হয়।

২। জীবিত জন্তুর শরীর হইতে অহর্নিশি অঙ্গারকজান বাষ্প বহির্গত হইয়া বিশুদ্ধ বায়ুকে দূষিত করিয়া থাকে। আমরা যে প্রশ্বাস পরিত্যাগ করি, তাহা অঙ্গারজান বাষ্পময়। এতদ্ভিন্ন আমাদের শরীরের উপরিভাগ হইতেও ঐ বিষাক্ত বাষ্প নির্গত হইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। যদি এই বাষ্প অপসারিত না হইয়া সঞ্চিত হইতে থাকিত, তাহা হইলে আমরা উহা নিশ্বাস দ্বারা শরীর মধ্যে আকর্ষণ করিয়া অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতাম। পক্ষান্তরে আবার অম্লজান বাষ্প জীব সমূহের জীবিত থাকিবার এক প্রধান কারণ। আমরা যে বায়ুসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি, তাহার ১০০ ভাগের ২১ ভাগ অম্লজান ও প্রায় ৭৯ ভাগ যবক্ষারজান বাষ্প। জীবমাত্রেই বায়ু হইতে এই অম্লজান বাষ্প গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে। যে সকল জন্তুর ফুসফুস্ ও তৎসংলগ্ন যন্ত্রাদি আছে, তাহারা ফুসফুসে বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে এবং তথায় রক্তিম রক্তাণুর (Red blood-corpuscle) হিমগ্লবিন (Heams globin) নামক পদার্থ অম্লজান বাষ্প আকর্ষণ করিয়া লইয়া সর্ব্ব শরীরে সঞ্চালিত করে। আর যে সকল জন্তুর ফুসফুস্ নাই, তাহারা শরীরাবরণের মধ্য দিয়া উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। জীবগণ অহর্নিশি এইরূপ বায়ু মধ্য হইতে অম্লজান বাষ্প গ্রহণ করিতেছে; যদি প্রাকৃতিক কোন বিশেষ উপায়ে বায়ুরাশির এই ক্ষতি পূরণ না হইত, তাহা হইলে বায়ু সমুদ্র কিয়ৎকালে পরেই অম্লজান বাষ্প বিহীন হইয়া পড়িত, এবং কেবল যবক্ষারজান অবশিষ্ট থাকিলে কোন ক্রমেই জীব জগৎ রক্ষা পাইতে পারিত না। কিন্তু উদ্ভিদ্ জগৎ উপস্থিত হইয়া অভাব দূর করিয়া জীব জগতের মহান্ উপকার সাধন করিতেছে। জীবগণ যে অঙ্গারজান বাষ্প পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা বায়ু প্রবাহে আন্দোলিত হইয়া যখন উদ্ভিদ পত্রের সহিত সংলগ্ন হয়, তখন ঐ পত্র তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। অবশেষে সূর্য্য-কিরণের সাহায্যে পত্রগণ অঙ্গারজান বাষ্পের অঙ্গার ভাগ গ্রহণ করিয়া নিজ শরীরে পরিণত করে, অবশিষ্ট অম্লজান বাষ্পভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ুর ক্ষতি পূরণ করিয়া থাকে।

৩। আগুন দ্বারা মানুষের কি কি উপকার সাধিত হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয়ত কাহারও অবিদিত নাই। আগুনে কেবল ভোজ্য বস্তু পরিপাক হয় এমত নহে, অগ্নির উত্তাপে জল বাষ্পে পরিণত হইয়া বাষ্পীয় যন্ত্র পরিচালনের কারণ হইয়া থাকে। অগ্নি দ্বারা অবিশুদ্ধ আকরোত্থিত ধাতু সমস্ত পরিষ্কৃত হয়। শীতপ্রধান দেশের লোকেরা অগ্নির উত্তাপে শরীরকে কিয়ৎ পরিমাণে উত্তপ্ত করিয়া থাকে। কিন্তু উদ্ভিজ্জাত অঙ্গার

বায়ুস্থ অম্লজানের সহিত যুক্ত না হইলে আমরা আমাদের অতীব প্রয়োজনীয় এই অগ্নি সহজে পাইতে পারিতাম না। আমরা যে কাষ্ঠ ও কয়লা জ্বালাইয়া থাকি, তাহা উদ্ভিদ শরীরের অঙ্গার (carbon) মাত্র। এমন কি খনিজ পাথরিয়া কয়লাও উদ্ভিদ্ শরীরস্থ অঙ্গার ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভূগর্ভে যে সমস্ত উদ্ভিদ প্রোথিত হইয়া যায়, তাহারা ভূগর্ভস্থ রাসায়নিক শক্তি বলে পাথরিয়া কয়লায় পরিণত হইয়া থাকে।

৪। বৃক্ষগণ শীতল ছায়া প্রদানে নিম্নস্থ ভূমিখণ্ডকে কথঞ্চিৎ শীতল রাখে, সুতরাং বৃষ্টিজলের যে ভাগ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হয়, তাহা সমস্ত বাষ্পে পরিণত হইতে পারে না। এইরূপে ভূগর্ভসঞ্চিত বৃষ্টি-জল শস্যোৎপাদনের বিলক্ষণ সহায় হইয়া পড়ে। বৃক্ষশূন্য প্রদেশে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইলেও তথাকার ভূমি প্রায়ই উষর হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং পাদপশূন্য দেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইবে বিচিত্র নহে। আমাদের দেশে ইংরেজ-গণ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া দেশে আবাদ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাহারা ইহার অনিষ্টকর ফল বুঝিতে পারিয়াছেন। এই জন্য বনরক্ষণ বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের বৃক্ষরাজি নির্ম্মূল করিলে উদ্ভিদবিজ্ঞান অনিষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় এবং আরও অন্যান্য কারণে এখন হিমালয় প্রভৃতি অঞ্চলে উৎকৃষ্ট বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ হইতেছে।*

৫। ঘাস প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ পৃথিবীপৃষ্ঠের আবরণ স্বরূপ। এই আবরণ তুলিয়া ফেল, সূর্য্য কিরণে, কিংবা বর্ষার জলে উপরিস্থ ভূপৃষ্ঠ হইতে বিষাক্ত জীবাণু উঠিয়া বায়ু মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িবে। ঐ স্থানে যে সমস্ত লোক বাস করিয়া থাকে, তাহারা উহা বায়ুর সঙ্গে শরীরস্থ করিয়া রুগ্ন হইয়া পড়িবে।

৬। নানাবিধ কারণে দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হইয়া বায়ু সাগরে সন্তরণ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ রোগীর গৃহে, কিম্বা কোন চিকিৎসালয়ে এই পদার্থের বিলক্ষণ প্রাবল্য অনুভূত হইয়া থাকে। জীবিত মানুষ কোনরূপে এই বিষাক্ত পদার্থ শরীরস্থ করিলেই রুগ্ন হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা, কখন কখন বা মৃত্যুও ঘটিতে পারে। অঙ্গার চূর্ণ গৃহে ছড়াইয়া রাখিলে এই দূষিত পদার্থ বড় অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ রোগীর গৃহে অঙ্গার চূর্ণ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিবার জন্যই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু অঙ্গার চূর্ণ কি? উহা কি উদ্ভিদ পদার্থ নহে?

৭। রোগ হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য আমরা যে যে ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশ উদ্ভিদ্জগৎ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

---

* Vide Sir Richard Temple's India in 1880.

উদ্ভিদ্‌জগতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলে কেবল খনিজ পদার্থে আমাদের এই অভাব দূরীভূত হইত না। আমাদের শরীরে যখন খনিজ পদার্থের অভাব হইয়া রোগোৎপাদন হইয়া থাকে, তখনই খনিজ ঔষধ ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে। জৈবিক জড় পদার্থের অভাব খনিজ ঔষধ কোনরূপেই পূরণ করিতে সমর্থ নহে।

৮। আমরা যে সমস্ত পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকি, উদ্ভিদ্‌জগতের অভাবে তাহার কিছুই প্রাপ্ত হইতে পারিতাম না। আমাদের ব্যবহার্য্য পরিচ্ছদ মাত্রই কার্পাস, পাট, শণ, রেশম কিম্বা পশমনির্ম্মিত। কার্পাস, পাট, শণ উদ্ভিদজ পদার্থ, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু রেশম এবং পশমের সহিত উদ্ভিদের কি সম্বন্ধ? যে গুটি পোকার শরীর হইতে রেশম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারা তুঁতপত্র ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। তুঁতবৃক্ষ নষ্ট করিয়া ফেল, সঙ্গে সঙ্গে রেশমোৎপাদনও নষ্ট হইবে। পশম প্রধানতঃ মেষ ও তিব্বৎ দেশীয় ছাগলের শরীর হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই উভয় জন্তুই তৃণ ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে। তৃণরাশি যদি ভূপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তবে পশমোৎপাদক জন্তুর দশা কি হইবে, সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

৯। যে সমস্ত যানযোগে লোকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, সেই যান সমস্তই কাষ্ঠ নির্ম্মিত। জাহাজ, নৌকা, গাড়ী, পাল্কী, ডুলি, দোলা, প্রভৃতি জল ও স্থলযান সকলই দারুময়।

১০। আমরা যে গৃহে বাস করিয়া শীতাতপ এবং ঝড় বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাই, সেই গৃহের অধিকাংশ উপকরণই কাষ্ঠময়। ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহের ইষ্টক গুলিও অগ্নি সাহায্য ভিন্ন প্রস্তুত হইতে পারে না। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে উদ্ভিদের শরীরস্থ অঙ্গার ভিন্ন অগ্নি উৎপাদন করা অতি দুরূহ ব্যাপার।

১১। আমরা যে সমস্ত আসন ও শয্যা ব্যবহার করিয়া বিলক্ষণ সুখানুভব করিয়া থাকি, তাহাও উদ্ভিদ জগৎ হইতে প্রাপ্ত হই। এতদ্ভিন্ন সুগন্ধি ও সুন্দর পুষ্প ও সুমিষ্ট ফল সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া আমরা ঘ্রাণ, দর্শন ও রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকি। আমরা যে সকল স্নেহ দ্রব্য শরীরে, কিম্বা কেশগুচ্ছে মর্দ্দন করিয়া আনন্দ অনুভব করি, তাহাও উদ্ভিদ্‌জগৎই আমাদিগকে প্রদান করিয়া থাকে।

উদ্ভিদ্ জগৎ দ্বারা মানব জগতের কি কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে, আমরা তাহা যথাসাধ্য বর্ণন করিলাম। উদ্ভিদ্ ও মানব জগতের সম্বন্ধালোচনা করিতে যাইয়া আমরা বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি কৌশলের পরিচয় পাইয়া অবাক্ হইয়াছি। আমরা দ্বিতীয় স্তম্ভে যাহা লিখিয়াছি, তাহা

জ্ঞানময় স্রষ্টার অনন্ত জ্ঞানের বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছে। তিনি যদি প্রকৃতি মধ্যে এরূপ সুশৃঙ্খলা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইতে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য রক্ষা হইত না। যাঁহারা এই জগৎকে কেবল অন্ধশক্তি-প্রসূত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা জগৎ মধ্যে মহৎ জ্ঞানের এইরূপ ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ কি প্রাপ্ত হন না? এইরূপ প্রমাণ পাইয়াও যাঁহারা সেই চিন্ময় অনন্ত শক্তির অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রমান্ধ।

আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।

আমাদের পাঠিকাদিগের মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের নাম এবং তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণতা, স্বদেশবাৎসল্য, সর্ব্ব শ্রেণীর জীবের মঙ্গল সাধনার্থ অদ্ভুত নিঃস্বার্থ ভাব প্রভৃতি অপরা সদ্গুণাবলীর কথা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। ঘোরতর কুসংস্কারাচ্ছন্ন তান্ত্রিক পুরুষদিগের অত্যাচারে এবং সভ্যসমাজ-বিগর্হিত পাশব ব্যবহারে সমগ্র বঙ্গদেশ যখন প্রপীড়িত হইতেছিল; স্ত্রীলোকের সতীত্ব, ভক্তের ধর্ম্ম-বিশ্বাস, সাধুর যোগ-সাধন এবং পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের উপরে যখন সুরাপায়ী এবং বিকৃতচেতা দানবাকার মানবগণ অযথা আক্রমণ ও নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; ঠিক্ সেই সময়ে মহাত্মা চৈতন্য দেব আবির্ভূত হইয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই সুগভীর আন্দোলনে দেশের যে কি অসাধারণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে—দেশের যে কি পর্য্যন্ত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে—তাহা নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখকেরা ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত বর্ণন করিয়া গিয়াছেন এবং চিরকাল করিবেন। চৈতন্য দেবের অত্যাশ্চর্য্য মহিমায় দুর্ব্বলের উপর প্রবলের আধিপত্য ছিল না, নীচ জাতি বলিয়া কেহ কাহাকে বাধা দিতে সক্ষম হইত না, বালবিধবাকে চিরকাল অবিবাহিতা রাখিয়া বলপ্রযুক্ত ব্রহ্মচর্য্যের নিষ্ঠুর লৌহ নিগড় পরাইয়া স্বার্থ সিদ্ধি করিতে কেহ অগ্রসর হইতে পারিত না, এবং অতি সামান্য বংশোদ্ভূত পতিত যবনও চৈতন্য প্রণোদিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম রূপ মহাতরুর সুশীতল ছায়ায় বসিয়া কুলীনাখ্যাধারী ব্রাহ্মণের সহিত একত্রে ভোজন, একত্রে শয়ন ও একত্রে বনবাস করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

মহাত্মা চৈতন্যের সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা আছে, তন্মধ্যে একটী নিম্নে বর্ণিত হইতেছে। চৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তন, ধর্ম্মপ্রচার, হরিগুণগান, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র—

ইত্যাদির বিবরণ শ্রবণ করিয়া তৎকালীন মুসলমান নবাব এক দিন তাঁহার চরিত্র পরীক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। নবাবের আদেশ মতে মাধবী নাম্নী এক অসচ্চরিত্রা অথচ যুবতী এবং রূপবতী স্ত্রীলোক আনীতা হইল, এবং বিবিধ প্রকার অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া চৈতন্যসমীপে প্রেরিতা হইল। নবাব আদেশ করিলেন—এই স্ত্রীলোক বহুপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া চৈতন্যের চরিত্র পরীক্ষা করিবে এবং তাহার পরীক্ষার ফলাফল অতি শীঘ্র আমাকে অবগত করাইবে। যথা সময়ে অসচ্চরিত্রা মাধবী চৈতন্য সকাশে উপস্থিত হইল; ঠিক এই সময়ে চৈতন্য দেবের পূর্ণ যৌবনাবস্থা—যেমন দেবোপম রূপ, তেমনি দেবোপম গুণ। মাধবী দেখিল চৈতন্যের দেহের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য, মনের পূর্ণ অমলতা, বাক্যের কলকণ্ঠ-নিন্দিত মধুরতা এবং সমগ্র শরীরের এক অপূর্ব্ব প্রেম-ভাব, সেই স্থানকে আলোকিত ও সৌরভান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। চৈতন্য কখনও হরিনাম করেন, কখনও সাশ্রুনয়নে ভাগবত পাঠ করেন, কখনও বা হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া পড়েন—এমন সময়ে মাধবী আসিয়া উপস্থিত হইল। পুরুষ বশীকরণার্থ চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকের যে সকল [illegible] উপায় থাকে, মাধবী তাহাই অবলম্বন করিয়া চৈতন্যের মনোহরণে প্রবৃত্তা হইল, কিন্তু সিংহের সহিত সমকক্ষতা করা ক্ষুদ্রপ্রাণ শৃগালের পক্ষে কি সম্ভবপর হইতে পারে? যাঁহার চরিত্রবলে জগতের মহাপাপী জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়া গিয়াছে, পতিত যবন হরিদাস স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, চিরসঞ্চিত বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া, পরম ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে এবং গোঁড়া মুসলমানগণ পর্য্যন্ত যাঁহার সত্যপ্রিয়তা ও ঈশ্বরপরায়ণতা সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়াছে—তাঁহার চিত্তের বিকৃতি সম্পাদন করা কি একজন চরিত্রবিহীনা অধম স্ত্রীলোকের কার্য্য? ক্রমে দুই দিন যায়, চারি দিন যায়, সপ্তাহ কাটিয়া যায়, কিন্তু চৈতন্যের মন কিছুতেই পরিবর্ত্তন হয় না। অবশেষে ঘটনাটি এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকার অবলম্বন করিয়া বসিল; চৈতন্যের সুবিমল চরিত্র ও পবিত্রতম কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া মাধবীর মন পরিবর্ত্তিত হইল এবং সে অনুতপ্তচিত্তে পূর্ব্বকৃত পাপরাশির যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইল এবং চৈতন্যের পবিত্র পদতলে পড়িয়া ধর্ম্ম ও সত্যের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে [illegible] হইল। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!! ধর্ম্মের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! চরিত্র বলের মহিমা কি অদ্ভুত! [illegible] শুনিয়া নবাব বলিলেন "অহো! চৈতন্য পৃথিবীর মানুষ নহেন।"

মাধবী একটু [illegible] হইলে চৈতন্যের [illegible] [illegible] শিষ্যা

মাধবদাস যাত্রীকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন; উপদেশের সারাংশ আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব। ফলতঃ, গোলকুণ্ডার শত সহস্র মূল্যবান হীরকখনি কি পর্টুগাল বাদসাহের স্বর্ণ-মুকুটস্থ দেবদুর্লভ মণিখণ্ড অথবা সিংহল উপকূলপার্শ্বস্থ মাণিক্য রাশি হইতেও সাচ্চরিত্রতা অধিকতর উপাদেয় এবং অধিকতর মূল্যবান্। সৎসংসর্গ গুণে চরিত্রবল অনেক পরিমাণে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। অতএব যখনই যে অবস্থায় আমরা পতিত হই না কেন, আমাদের সতত স্মরণ রাখা উচিত যে, সৎসংসর্গ গুণে মনুষ্য সাধু হইতে পারে এবং জন্মপাপীও দেবপ্রকৃতি মানবের চরণ সংস্পর্শে পবিত্র দেবজীবন লাভে সমর্থ হয়।

কি ভয় জননি! *

১

কিভয় কিভয় মাতঃ, কেঁপোনা গো
মেদিনি;
কাঁদিছে ক্রোড়ের শিশু,দেখনা কি জননি!
সন্তান ধরিয়া বুকে,
প্রসূতি আপনি ধুকে;
দুধের ছাওয়াল—সে যে অতি ক্ষীণ
পরাণী;
ধৈরয ধরিতে মা গো, পারে কিসে
কখনি?

২

কেঁপোনা মা বসুমতি, কেঁপোনা গো
জননি,
একি? একি?—কেন ঘোরে গরজিছ
ধরণি!
কাঁপাইয়া গিরি নদী,
আবার গরজো যদি,
কোমল সন্তান তোর, নবনীর নিছুনি;
শিথিল জীবন গ্রন্থি, ছিঁড়িবে সে অমনি।

৩

তুই না সর্ব্বংসহা, সর্ব্বভার-গ্রাহিণী,
অনন্তা, অচলা, ধীরা, শান্তিসুখদায়িনী?
হিমাদ্রি মুকুট হারে,
অম্বুধি মেখলাকারে,
শোভে যে অনন্ত দেশে, হা অনন্ত
শোহিনি!
বিকম্পিত সেও বপুঃ, অদ্ভুত এ কাহিনী।

৪

শশাঙ্ক ষোড়শ কলা সুষমা আধার;
গরাসে সে চন্দ্রমারে রাহু দুরাচার।
আজি কোন্ দুষ্ট রাহু,
পসারিয়া মহা বাহু,
সন্ত্রাসিছে বসুন্ধরা, হুতাশ সবার?
কেন বিকম্পিত হৃদি ভারত মাতার?

৫

যে ভয়ে কম্পিত তনু ভারত মাতার,
সে কি মাতঃ, অরাতির বীর হুহুঙ্কার?

---

* [illegible] আষাঢ়ের ভূমিকম্প উপলক্ষে লিখিত।

তাই যদি আর্য্য ভূমি,
যদি বা অধীরা ভূমি,
তবুও এ হৃদ্‌কম্প কেন বারবার ?
বীর শ্রেষ্ঠ ব্রীটনীয় রক্ষক তোমার।

৬

বীরশ্রেষ্ঠ ব্রীটনীয়—মহাতেজে যার,
যুনানীর শৌর্য্য বীর্য্য সদা ম্লানাকার ;
দীপি প্রতি পরমাণু,
বিনিদ্র বিতন্দ্র ভানু,
ডুবেনা যে মহারাজ্যে—ঘুরে অনিবার ;
সেই ব্রীটনীয় মাতঃ, শরণ তোমার।
আমরা যদিও কুলাঙ্গার !

৭

পুত্র তব আমরা যদিও কুলাঙ্গার,
নাচে না—নড়েনা রক্ত ধমনী-মাঝার ;
পরোচ্ছিষ্টে তৃপ্ত রহি,
পরের পাদুকা বহি ;
বিজেতার পদরজো ভূষণ মাথার ;
সিংহীর জরায়ু-ভ্রষ্ট শৃগাল আকার ;
তবু মাতঃ কি ভয় তোমার ?

৮

সত্যই কি মোরা কুলাঙ্গার !
আর্য্য জননীর হেন অনার্য্য কুমার !
নহে কি সে আর্য্য অংশে,
নহে কি সে মহা বংশে,
—হা ধিক—অলীক স্বপ্ন—জনম সবার ?
সত্যই কি মোরা কুলাঙ্গার !

৯

নহে কি সে পুণ্য ক্ষেত্রে জনম সবার,
শোভে যেই, বৈজয়ন্তী বক্ষে বসুধার ;
সরিৎ—মা গঙ্গা যথা,
অরণ্য নৈমিষ তথা,
অদ্রি যার হিমগিরি স্বর্গীয় প্রাকার,
সাগর—দক্ষিণ সিন্ধু, অনন্ত প্রসার।

১০

সেই না পবিত্র ভূমে জনম সবার,
বাল্মীকির লীলা স্থলী—অত্রি অঙ্গিরার।
এই না কি রঙ্গ স্থলে,
মণ্ডিলা অমিত বলে,
দাশরথি, ভীষ্ম, পার্থ, গুণ পারাবার ?
এই না কি লীলা ভূমি সাবিত্রী সীতার ?

১১

এই সে ভারত ভূমি—বসুধার সার ?
যে দেশের দেব-চিত্র বিচিত্র আকার ;
রণ রঙ্গে নাচে ভীমা,
নব-মেঘ-সুনীলিমা ;
ঝলসে বিদ্যুৎ ঝলা নগ্ন তরবার ;
ফুকারে পিশাচ দানা ভৈরব হুঙ্কার।

১২

এই সে ভারত ভূমি—বীরতার খনি ?
বীরভোগ্যা—বীরমাতা—বীরের ঘরণী ?
এক মাত্র বোডেসিয়া,
প্রসবিলা ব্রীটনীয়া,
শত বোডেসিয়া-প্রসূ ভারত জননী।
এই কি সে—বৃথা স্বপ্ন—এই কি কথনি ?

১৩

তবে মোরা সেই ক্ষত্র ?—
সিংহ যার তূর্য্যনাদ করিলে শ্রবণ,
নাচিত সমর রঙ্গে মায়ের উরসে ;
যুবা যার অসি হস্তে পশি রণাঙ্গণ,
মারিত—মরিত কিম্বা বিপুল সাহসে ?
সেই ক্ষত্র ?—যেই জাতি,
রণ ক্ষেত্রে বক্ষঃপাতি,

নইত কৃপাণ আজ গন্ধমাল্য জ্ঞানে।
সেই কি আমরা—ধিক্ ধিক্ সে গুমানে!

১৪

সেই যদি মোরা,
তবে কি জননী সঘনে কম্পিতো?
অশ্রুজলে বক্ষঃ তবে কি ভাসিতো?
তবে কি ও রাহু,
পশারিয়া বাহু,
দম্ভে জননীরে গ্রাসিতে আসিতো?
আর্য্য মাতা তবে কি কম্পিতো?

১৫

নিষ্কলিলা যবে তারকা দুর্ব্বার,
নিষ্পীড়িলা যবে বৃত্র দুরাচার,
নিষ্পেষিলা যবে নিকশা-কুমার,
তখনওতো কাঁপে নি ধরণী।
আক্রমিলা যবে পারস্য ভূপতি,
আহ্বানিলা রণে মাসিডান-পতি,
আস্ফালিলা ঘোরে গিজনি-সন্ততি,
তখনওত কাঁপেনি জননী।

১৬

কেঁপেছিল বটে প্রলয়ের কালে,
গর্জেছিল বটে পশিতে পাতালে,
বসুমতী মাতা;
সে দশা বিধাতা,
আজও কি লিখেছে মায়ের কপালে!
নহিলে কেন বা কাঁপিছে জননী,
কেন বা সঘনে গর্জ্জিছে ধরণী,
সে ঘোর আরাবে,
গরজে যে ভাবে
অন্তের কলায় বিবিলে ফণিনী,
বিষদগ্ধ শরে—কিম্বা কেশরিণী।

১৭

দীপশিখা যথা হতে নির্ব্বাপিত,
নিবু নিবু পুনঃ হয় প্রজ্বলিত;
বক্ষি গৃহী জনে,
কাঁপিয়া সঘনে,
চিরতরে হয় অমনি মুদিত।
তেমনি ভারত ছিল ঘুমাইয়া,
শত বর্ষকাল জীবনে মরিয়া;
ছিল না স্পন্দন,
ছিল না চেতন;
বহিত না শ্বাস নাসারন্ধ্র দিয়া।
আজি কেন মাতা উঠিলা জাগিয়া,

১৮

সহসায় মাতা উঠিলা জাগিয়া,
সহসায় মাতা উঠিলা কাঁপিয়া;
উগরিছে হুতাশ,
ঘন ঘন শ্বাস,
উঠিছে পড়িছে হৃদয় ভাঙ্গিয়া;
সে কি প্রলয় ভাবিয়া?

১৯

একান্ত নিকট যদি প্রলয় প্লাবন,
কি ভয় জননি, কেন ঘন এ স্পন্দন?
সৃজিলা যে দয়াময়,
সে চাহে করিতে লয়,
কে করে বারণ?
হোক্ তাঁর শুভ ইচ্ছা হোক্ গো পূরণ।
কাঁদে কি পরাণী তব সন্তান কারণ?
কি ভয়? লভেছি জন্ম, অবশ্য মরণ!

২০

তাই বলি—
কি ভয় জননি আর কেঁপো না গো
মেদিনি!

অথবা সকলি বৃথা এ প্রবোধ কাহিনী।
মায়ের মরম স্থলে,
যে ঘোর আগুনি জ্বলে,
কে জানিবে—কে বুঝিবে—কি লিখিবে
লেখনী ?
অন্তর্যামী বিধি যিনি,জানেন তা আপনি।

ব্রহ্মচারিণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"সর—"

একটী প্রৌঢ়া আপনার গৃহের দাবায় দাঁড়াইয়া ডাকিলেন,—"সর—"।

বৈশাখ মাস; প্রাতঃকাল। বেলা অনুমান এক প্রহর হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেই রৌদ্রের তেজ অতি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। আকাশে একখণ্ড বৃহদাকার মেঘ দেখা দিয়া এই প্রখর সূর্য্যতাপের প্রখরতা আরো বৃদ্ধি করিতেছে।

প্রৌঢ়া আবার ডাকিলেন,—"সর—"।

এবারও কেহ তাঁহার কথার উত্তর দিল না। তখন তিনি একটু বিরক্ত হইয়া তীব্রস্বরে ডাকিলেন,—"সরস্বতী,"

প্রৌঢ়ার গৃহখানি ইষ্টক নির্ম্মিত; কিন্তু স্বল্পায়ত। তাঁহার প্রাঙ্গণটী পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। তাঁহার ঘরের দাবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সমুদায় বাড়ীটী অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাঁহার গৃহের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র বাগান; মনসা বৃক্ষের প্রাচীরে বেষ্টিত। সেখানে নানা প্রকার শাক শবজী ও তরীতরকারীর ক্ষেত। বৈশাখ মাসে নানা জাতীয় শাক শবজীর হরিত পত্রোদ্গমে বাগান খানি অতি সুন্দর শোভা প্রকাশ করিতেছে। এবার এই বাগানের ভিতর হইতে প্রৌঢ়ার আহ্বানের উত্তর আসিল—"যাই।"

"যাই" এই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই একটী সুকুমার বালিকা আঁচল পুরিয়া শাক শবজী লইয়া দৌড়িয়া প্রৌঢ়ার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

বৈশাখের প্রখর সূর্য্য কিরণে তাহার কোমল দেহ খানি যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ললাট ঘর্ম্মে আবৃত হইয়াছে। অলকারাজি হইতে টুপ টাপ ঘর্ম্মবিন্দু কখনও বা পাদোপরি পড়িতেছে, আর কখনও বা গণ্ডদেশ বহিয়া যাইতেছে। মুখখানি জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে।

বালিকা একমুখ হাসি লইয়া প্রৌঢ়ার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার সেই প্রফুল্ল পবিত্র মুখকান্তি দেখিয়া প্রৌঢ়ার মুখের ঈষৎ বিরক্তি ভাব সবেগে পলায়ন করিল। প্রৌঢ়া আপনার অঞ্চল দিয়া তাহার স্বেদসিক্ত মুখখানি মুছাইয়া দিয়া বলিলেন;—

"আর মা, তোমার জ্বালায় আর বাঁচিনে। এই মাথাফাটা রোদ, তার ভিতর তোমাকে এই শাক শবজী তুলতে কে বল্লে বল দেখি?"

সরস্বতী।—"মা, আজ তুমি হাবির মাকে দেখতে যাও নি। আমি সকালে ভুবনের সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে তাদের বাড়ী গিয়াছিলাম। হাবির মার ছেলে গুলো শুধু ভাত খাচ্ছে: এক ছিটে তরকারী নাই। হাবির মা কাঁদতে লাগল। আমি ভাবলাম আমাদের বাগানের কিছু শাক শবজী তাকে দিয়ে আসি। তুমিই তো বলেছ মা গরিবদের দিলে দেবতায় পান।"

প্রৌঢ়ার চক্ষে জল আসিল। তিনি কন্যার চিবুক ধরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন;—"মা লক্ষী, বুড়ো মাকে কি আর সে কথা বলতে নাই? আমাকে বল্লে তো আমি নিজেই তুলিয়া দিতাম।"

সরস্বতী হাসিতে হাসিতে মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল;—"মা তুমি আবার বুড়ো হলে কবে?"

একটু পরে সরস্বতী বলিল,—"মা আমি তবে হাবির মাকে এ গুলা দিয়ে আসি?"

"হাবির মাকে কি তুমিই কেবল দেবে, আমি কি আর তাকে কিছু দিতে পারি না?"—এই বলিয়া প্রৌঢ়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে চাল, ডাল, তেল, লুণ, লঙ্কা, হলুদ, প্রভৃতি দিয়া একখানি ক্ষুদ্র ডালি অতি পরিপাটীরূপে সাজাইয়া আনিয়া বৃদ্ধা চাকরাণীকে ডাকিলেন।

গৃহকর্ত্রীর আহ্বানে বৃদ্ধা পরিচারিকা আসিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইল। প্রৌঢ়া বলিলেন;—"দেখ ঝি, আমি হাবির মার বাড়ী হতে আসি; তুমি ঘর দরজা দেখে মাসীকে রান্নার যোগাড় করে দিও।"

এই বলিয়া মাতা ও কন্যা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

বৃদ্ধা পরিচারিকা বিরক্ত হইয়া বলিল;—"আর বাঁচিনে বাবা! আপনার থাকতে জায়গা নাই, আবার শঙ্করাকে ডাক!"

প্রৌঢ়ার কর্ণে পরিচারিকার কথাগুলি গেল। তিনি একটীবার ফিরিয়া বৃদ্ধা চাকরাণীর দিকে চাহিলেন ও একটু মুচকিয়া হাসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই গল্প আরম্ভ হইবার অনুমান পঞ্চদশবর্ষ পূর্ব্বে, দামোদর নদীতীরস্থ দেব গ্রামের একটী বৃদ্ধা বিধবার গৃহে, একদা সায়ংকালে একটী নিরতিশয় অসহায় ও বিপদাপন্ন যুব দম্পতী আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন। ইঁহারাই সরস্বতীর মাতা পিতা। তদবধি সরস্বতীর পিতৃ পরিবার দেবগ্রামেই বাস করিতেছেন।

সনাতনীর পিতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য সঙ্গতিপন্ন লোকের পুত্র। তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসন, দেবগ্রাম হইতে অনুমান দশ ক্রোশ দূরে,—রামপুরে। তথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরাই প্রধান লোক। তাঁহারা বিষয়ী ব্রাহ্মণ, রামপুর সমস্তটা তাঁহাদের নিজস্ব জমিদারী; তদ্ভিন্ন সন্নিকটস্থ আরো পাঁচ সাত খানি গ্রামেও তাঁহাদের বিস্তর ভূসম্পত্তি ছিল। এক সময়ে ঐ অঞ্চলের মধ্যে রামপুরের ভট্টাচার্য্যেগণ নামডাকা বড় মানুষ ছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখনও তাঁহাদের অবস্থা বেশ উন্নত ছিল।

রামেশ্বরের দুই ভাই; জগদীশ্বর ও সর্ব্বেশ্বর। তাঁহার পিতা কাশীরাম ভট্টাচার্য্য নিরতিশয় অত্যাচারী ভূম্যধিকারী ছিলেন। তাঁহার নৈতিক চরিত্রও অতিশয় হীন ছিল। কৌলিক প্রথা অনুসারে অতি শৈশবেই কাশীরাম পুত্র ত্রয়ের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করেন। রামেশ্বর যৌবন প্রান্তে উপস্থিত হইলে কোনও কারণে পিতার প্রতি তাঁহার অতিশয় অশ্রদ্ধার উদয় হয়। পিতা পুত্রের অসদ্ভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এবং অবশেষে রামেশ্বর পিতৃগৃহ তাড়িত হইয়া সস্ত্রীক বিদেশ যাত্রা করিলেন।

এই অসহায় যুব-দম্পতী রামপুর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তখন রেল পথের নাম পর্য্যন্ত এ দেশের লোকে শুনে নাই। সহধর্ম্মিণীর জন্য একখানি ডুলি সংগ্রহ করিয়া রামেশ্বর পদব্রজেই পিতৃ-ভবন ত্যাগ করিয়া চলিলেন। কষ্টে সৃষ্টে প্রথম দিন দশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া সায়াহ্নে দেবগ্রামে পৌঁছিলেন। এই গ্রামে রামেশ্বরের স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর একটী বাল্যসখী বাস করিতেন। মাতার জীবদ্দশায় রামেশ্বর কখন কখন তাঁহার গৃহে অতিথি হইতেন।

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী শৈশব-সহচরীর পুত্র ও পুত্রবধূকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া সৎকার করিলেন। বৃদ্ধা বড় শোকাতুরা, তাঁহার আর এ জগতে আপনার লোক, কেহ ছিল না; কিন্তু তাঁহার স্বামীর ভূসম্পত্তি কিছু ছিল। রামেশ্বরকে পাইয়া তিনি বড়ই সুখী হইলেন; এবং তাঁহার দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেবগ্রামে বাস করিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রামেশ্বর বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-মহিলার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। বৃদ্ধার প্রদত্ত ভূমিখণ্ডে বাসগৃহ নির্ম্মাণের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

রামেশ্বরের সহধর্ম্মিণী ব্রহ্মময়ী দেবীর পিতা বিশেষ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। পিতার মৃত্যুতে, তাঁহারই নিয়োগ পত্রানুসারে ব্রহ্মময়ী পিতৃ-সম্পত্তি হইতে সার্দ্ধ পঞ্চ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হন। রামেশ্বর সহধর্ম্মিণীর পিতৃদত্ত অর্থ হইতে পাঁচ শত টাকা গ্রহণ করিয়া একখানি

ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন।

ইহার অল্প দিন পরে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর মৃত্যু হইল কিন্তু স্নেহশীলা বৃদ্ধা মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রামেশ্বরের গৃহে একটী সুকুমার শিশু দেখিয়া গেলেন। এই শিশুই বালিকা সরস্বতী।

ইহার কিছুকাল পরে রামেশ্বর কর্ম্মান্বেষণে বহির্গত হইলেন। দেওগাঁ হইতে রামেশ্বর কলিকাতায় আসিলেন। এস্থানে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রামেশ্বরের আর কাজ কর্ম্ম দেখা হইল না; তিনি সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়া এই ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেশত্যাগী হইলেন। তদবধি রামেশ্বর নিরুদ্দেশ।

ব্রহ্মময়ীর বয়ক্রম তখন অনুমান পঞ্চ বিংশতি বর্ষ হইবে। ব্রহ্মময়ী অসাধারণ রূপ-লাবণ্য-সম্পন্নাও ছিলেন। রূপবতী যুবতী ব্রহ্মময়ী শিশু কন্যাকে লইয়া অকূল সাগরে ভাসিলেন।

তাঁহার শ্বশুর কাশীরাম ভট্টাচার্য্য তখনও জীবিত; কিন্তু তিনি পুত্রবধূকে একটীবারও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন না; জিজ্ঞাসা করিলেও আমরা জানি, ব্রহ্মময়ী কখনও শ্বশুরের ঘর করিতে যাইতেন না। ব্রহ্মময়ীর পিতৃকুলও তখন শূন্য।

এই বয়সে, এইরূপ অসহায়, অরক্ষিত অবস্থায় এই শিশুটীকে লইয়া ব্রহ্মময়ী যান কোথা? থাকেন কোথা? তাঁহার মাতামহ কুলে এক বৃদ্ধ মাতুল ও একজন বৃদ্ধা মাতুলানী ছিলেন। ব্রহ্মময়ী তাঁহাদিগের আশ্রয় লইলেন। এই প্রাচীন দম্পতী দেবগ্রামে আসিয়া ব্রহ্মময়ীর গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

সরস্বতীর বয়ক্রম এখন অনুমান কিঞ্চিদধিক আট বৎসর হইবে। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তাহার প্রায় বৎসর কাল পূর্ব্বে ব্রহ্মময়ীর মাতুলের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বৃদ্ধা মাতুলানী, সরস্বতী ও পিতৃদত্তা বৃদ্ধা পরিচারিকা, এখন ব্রহ্মময়ীর পরিবারের নিয়মিত সভ্য এই কয় জন। এতদ্ভিন্ন অনিয়মিত সভ্য অনেকগুলি আছেন, তাঁহাদের কথা ক্রমে জানা যাইবে।

ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ।

বাণিজ্যে এখানে বেশ লাভ, কিন্তু তাহাও দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। সদাগরেরা চাউলের কল সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে স্থাপন করিয়াছেন, পৌষ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত এই কলে খুব ধূম ধাম। চাউল লইবার জন্য জাহাজ আসে এবং এত দিনের মধ্যে বোঝাই করিয়া দিবে, কলওয়ালারা চুক্তি করিয়া লয়। কলওয়ালারা শীঘ্র শীঘ্র ধান খরিদ করিতে পারিলেই চাউল

দিতে পারে, সেইজন্য ইহারা সেই সময় ধান খরিদের বিশেষ চেষ্টা করে, হয়ত, দাম বাড়াইয়া দেয়। তাহাতে দেশীয়েরা অনেকে সেই কলে ধান বিক্রয় করে। এইরূপে সকল কলওয়ালা দাম বাড়াইতে থাকে, শেষে ধানের দাম এত অধিক হয় যে কলে লাভ হয় না। ক্রমে কলওয়ালারা সভা করিয়া ধানের নির্দ্দিষ্ট দাম স্থির করিয়া থাকে। চাষারা কলে ধান বিক্রয় করিয়া বেশ দশটাকা পায়, তাহাতে রুমাল, কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া লইয়া যায়, কিন্তু ঘরে বড় টাকা ফিরে না, হয় জুয়া খেলে, নয় পথিমধ্যে চুরি বা ডাকাতি হয়, নচেৎ গ্রামে যাইবামাত্র চেটী নামক এক জাতীয় মান্দ্রাজি পোদ্দার আছে, তাহারা মাসিক শতকরা ৫।৬ টাকা সুদ সমেত তাহাদের প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লয়।

এদেশে এক প্রকার খয়ের আর একটী পণ্য দ্রব্য। খয়ের একটী গাছের আটা মাত্র। গাছটী দেখিতে অনেকটা বাবলা গাছের ন্যায়, উহার কাঠ জঙ্গলীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটে, এবং হাঁড়িতে জল দিয়া তাহা সিদ্ধ করে, পরে ঐ কাথ জল কড়ায় জ্বাল দিলে খয়ের প্রস্তুত হয়। ইহা প্রস্তুত করিয়া জঙ্গলীরা মাসে প্রত্যেকে ৩০।৪০ টাকা উপার্জ্জন করে। ইহা সাহেবেরা বাক্স বন্দি করিয়া বিলাতে পাঠান, সেখানে কাপড় ছোবাইবার জন্য নানাপ্রকার রঙ ইহা হইতে প্রস্তুত হয়।

সেগুণ কাঠের জন্য বর্ম্মা চিরকাল বিখ্যাত। সেগুণ কাঠ হালকি, মজবুত, ও ইহাতে পরিষ্কার পালিস হয়, যোড় ভাল হয়। একাধারে কোন কাঠের এত গুণ নাই, অথচ ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, এইজন্য এই কাঠের এত আদর অধিক। এখন ইংরাজ অধিকৃত বর্ম্মার যেখানে সেখানে সেগুণ গাছ কাটিতে দেয় না, গবর্ণমেণ্টের বন বিভাগ ইহা রক্ষা করে। গাছ নিয়মমত মোটা হইলে শীতকালে তাহার গোড়ার চারি দিকের ছাল এক ফুট আন্দাজ চওড়া করিয়া কাটিয়া দেয়, তাহাতে বসন্ত কালে গোড়া হইতে রস গাছে না যাইতে পারায় গাছ মরিয়া যায়, এবং সেইরূপ অবস্থায় এক বৎসর থাকিয়া শুষ্ক হয়। পরে তাহা কাটিয়া হাতী, মহিষ বা গোরুর দ্বারা টানিয়া কান্দরের (ক্ষুদ্র নদীর) ধারে রাখা হয়, এবং বর্ষাকালে সেই কান্দরে জল হইলে উহা টানিয়া বড় নদীতে আনা হয় এবং সেখান হইতে ইচ্ছামত সর্ব্বত্র লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু এইরূপ লইয়া যাইবার পূর্ব্বে অনেক কাঠ রেঙ্গুণ, মৌলমেন ইত্যাদি বড় বড় সহরে কলে চিরাই করাইয়া পাঠান হয়।

সেগুণ কাঠের ব্যবসায়ে বেশ লাভ, কিন্তু ইংরাজের রাজ্য অপেক্ষা স্বাধীন বর্ম্মায় আরো অধিক। স্বাধীনরাজ তাঁহার

এক এক জঙ্গল কাষ্ঠ কাটিবার জন্য ১।২।৩ বৎসরের মত একটী মোট টাকায় জমা দেন, এবং নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে যত ইচ্ছা কাঠ কাটিতে অনুমতি দেন। ঠিকাদার কাঠ কাটাইয়া কান্দরের ধারে হাতী দিয়া জমা করিতে থাকে, এবং আপনার অধীনে অপর ঠিকাদার সকল ঠিক করে, তাহারা ভাড়ার হার হাতী প্রতি ২০০।৩০০ টাকা আন্দাজ এক বৎসরের জন্য লয়। এক বৎসরে একটী হাতী দ্বারা যত কাঠ টানিতে পারিবে তাহার ঐ খাজনা, কিন্তু কাঠ বড় নদীতে পড়িলে প্রতি কাঠে ৪।৫ টাকা হারে একটী স্বতন্ত্র খাজনা দিতে হয়। বলা বাহুল্য এ ব্যবসায়ে লাভ যেমন অধিক, লোকসানও তেমনি হয়—ইহাতে "আমির নয় ফকির," হইতে হয়। বর্ষা ভাল না হইলে কান্দরে জল হয় না, কাটান কাঠ যেমন তেমনি পড়িয়া থাকে, এবং বেশি বর্ষা হইলে বেশি ও বড় বড় কাঠ আনিতে পারা যায়। বম্বে বর্ম্মা কোম্পানি ও ডারউড কোং ইহাতে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন।

উপরি-উক্ত দ্রব্য ছাড়া এখানে কিরোসিন তৈলের ব্যবসা বেশ চলে। কোন কোন পাহাড় অঞ্চলে কূয়া খুঁড়িলে কেবল কিরোসিন তৈল উঠিতে থাকে, কিন্তু ঐ তৈল অপরিষ্কার আল-কাতরার মত, উহাতে বর্ম্মারা প্রদীপ ও মসাল জ্বালায়, কাঠের ঘরে ও নৌকায় মাখায়। ঐ কূয়া খনন করা বড় ভয়ানক ব্যাপার। স্থান বিশেষে এক ফুট গভীর কূয়া খুঁড়িতে এক শত টাকাও ব্যয় হয়। খননকারী পুরা ১৫ মিনিট কর্ম্ম করিতে পারে না, ভূমিমধ্যে দূষিত বাষ্প থাকে, তাহাতে এত কষ্ট হয় যে ঐ ১০ মিনিট কর্ম্ম কায়ক্লে না করিতে খননকারীকে উপরে উঠান হয়, উঠাইতে উঠাইতে প্রায় সে অজ্ঞান হয়, উপরে উঠিলে বাতাস ও জল দিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে হয়। কেবল মাটী হইলে এক প্রকার যন্ত্র (Dredging machine) দিয়া সহজে কাটা যায়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বড় বড় পাথর থাকে। এক স্থানে আমরা স্বচক্ষে দেখিলাম এমন একটী কূয়া খোঁড়া হইয়াছে যে তাহার নীচে একটী প্রকাণ্ড পাথর, সেইটা কাটিতে পারিলে সেই কূয়াতে যথেষ্ট তৈল পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার কোন উপায় করিতে পারা গেল না। কূয়া হইতে তৈল উঠাইয়া উহা তৈলের কলে চালান দিতে হয়, সেখানে বড় সাবধানে উহা পরিষ্কার করা হয়, সে বৃত্তান্ত বাহুল্যভয়ে বিবৃত করা গেল না। এখানে আমদানির কর্ম্মে বেশ লাভ, কিন্তু উহা কয়েকটী হিন্দুস্থানী ও মুসলমানের প্রায় এক-চেটীয়া। মনে করুন এখানে আলু।০ আনা করিয়া সের, একজন হিসাব করিল কলিকাতা হইতে আলু আনিয়া বিক্রয় করিলে সের করা /১০ লাভ হইবে, কিন্তু অপর কেহ আলু আনিলে উক্ত ব্যবসা-দারেরা সের করা ৵০ দাম কমাইয়া

ফেলিবে, তাহারা আলুতে অনেক লাভ খাইয়াছে. একবার কিছু লোকসান সহ্য করিতে পারে. নুতন ব্যবসাদার তাহা পারে না, হয়ত আলু বিক্রয় না হইয়া সকল পচিয়া যায়. সুতরাং আর ঐ কর্ম্মে অগ্রসর হয় না। তখন পুরাতন ব্যবসাদার আলুর দাম দ্বিগুণ করিয়া পূর্ব্বের ক্ষতি পূরণ করিয়া লয়। এখানে দোকান প্রভৃতি করিলে বেশ লাভ, যেখানে লোকসান হইয়াছে, সেখানেও প্রায় অংশিদারের প্রবঞ্চনা বা হাওলাতী টাকা অনাদায় তাহার কারণ।

চাকুরিপ্রিয় বাঙ্গালিদের এখানে বেশ সুবিধা। বাঙ্গালায় ১৫।২০ টাকা মাসিক বেতনে একটী কেরাণী বা শিক্ষক পাওয়া যায়, কিন্তু সেইরূপ কর্ম্মের উপযুক্ত লোক এখানে ১০০ টাকার কমে পাওয়া যাইবে না। এখানে ২০ টাকার ষ্টেশন মাষ্টার, ১৫৲ টাকার টীকিট বা তারের বাবু পাওয়া যায় না, কুলিদেরই মাহিনা ১২।১৫ টাকা। যাহারা সরকারী কর্ম্ম করে এবং ভারতবর্ষ হইতে বদলি হইয়া আসিয়াছে, তাহারা এখানে প্রায় দেড়া বেতন পায়। সরকারী কর্ম্মে ভ্রমণ করিলেও দেড়া ভাতা লাভ হয়।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক কাল।

বামাবোধিনী পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদিগকে এবারে আমরা এমন একটী নারী-চরিত্র-বৃত্তান্ত শুনাইতে অগ্রসর হইলাম, যাহা কেবল বেদশাস্ত্রে প্রধান ও পূজনীয় নহে, কিন্তু উপনিষৎ, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রধান হিন্দুশাস্ত্রে আদর্শ চরিত্র বলিয়া গৃহীত। বস্তুতঃ জগতের ইতিহাসে এতাদৃশ ধর্ম্মোন্মত্ত মহিলা দুর্ল্লভ। অতএব এই অসামান্যা রমণীর বৃত্তান্ত আমাদের সমাজে নিশ্চয়ই সমাদরের বস্তু হইবে, ভরসা করিতে পারা যায়।

৫।—বাক্।

ইঁহার পিতার নাম যে অম্ভৃণ ঋষি,—বেদব্যাখ্যাকার সায়ণাচার্য্য ৭ সপ্তম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ইনি এত দূর ব্রহ্মপরায়ণা হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, নিজ আত্মাতে ব্রহ্মের শক্তি উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিতে পারিতেন এবং জগতের সর্ব্ব স্থানেই সেই শক্তির উপলব্ধি দ্বারা আত্মার চরিতার্থতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহা কর্ত্তৃক ৮ আটটী মন্ত্র প্রকটিত হইয়াছে। সেই মন্ত্র গুলি ঋগ্বেদ-সংহিতার ৮ অষ্টম মণ্ডলের ৭ সপ্তম

অধ্যায়ের ১১ একাদশ ও ১২ দ্বাদশ বর্গে* পরিদৃষ্ট হয়। তাহাই দেবী বাক্ কর্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত বলিয়া "দেবীসূক্ত" অর্থাৎ বাক্ দেবী-প্রণীত মন্ত্রাবলি নামে প্রচলিত হইয়াছে। ৭০০ সপ্ত-শত-শ্লোক-সমন্বিত চণ্ডী-মাহাত্ম্য গ্রন্থ বঙ্গদেশে দুর্গোৎসবে, বাসন্তী পূজায় ও স্বস্ত্যয়ন-শান্তি-কার্য্যে সাগ্রহে অধীত হইয়া থাকে, এ কথা বোধ করি, কাহারই অবিদিত নাই। সেই "চণ্ডী" মাহাত্ম্য-প্রকরণ—মার্কণ্ডেয়-পুরাণের অন্তর্গত একাংশ মাত্র। সেই বৈশ্য "দেবীসূক্ত" জপের পর উৎকৃষ্টরূপ তপস্যা করিল, একথাটী স্পষ্টাক্ষরে চণ্ডী-মধ্যে লিখিত আছে। চণ্ডী-পাঠের পূর্ব্বে এই দেবীসূক্ত অধ্যয়ন করিতে হয়।

ইন্দ্র-মাতৃ-বৃন্দের প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের রচিত বেদ-মন্ত্র বৈদিক সমাজে নিতান্ত আগ্রহ সহকারে পঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্যক্তির সংখ্যা ধরিয়া তুলনা করিলে, অনায়াসে নির্দ্দেশ [illegible]ইতে পারে—তাঁহাদের প্রণীত বেদমন্ত্রের যত পাঠক ছিল ও আছে, দেবী বাকের বিরচিত ৮ আটটী মন্ত্রের পাঠক তদপেক্ষা কত অধিক গুণ ছিল ও রহিয়াছে, তাহার পরিসীমা নাই। কেন না, সমগ্র বঙ্গদেশে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীমাহাত্ম্যের যার পর নাই সমাদর। তৎ-সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয় যে, হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত বাঙ্গালিরা মুখে যদিও বেদশাস্ত্রের প্রাধান্য অঙ্গীকার করেন কিন্তু কার্য্যে তাঁহারা চণ্ডীকে বেদাপেক্ষাও পূজনীয় বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। মনু, ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি প্রভৃতি ১৮ অষ্টাদশ জন মুনির স্মৃতি শাস্ত্র প্রচারিত হইলে পর, যেমন বৈদিক সময়ের গৃহ্যসূত্র গ্রন্থের প্রাধান্য তিরোহিত হয়,—রঘুনন্দন শিরোমণির স্মৃতি-সংগ্রহের ২৮ অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রকটিত হওয়ায়, উহার বহুল প্রচারের গতি যাদৃশ রুদ্ধ হয়; পাণিনি মুনির ব্যাকরণ প্রচারের পরে যেমন ইন্দ্র, চন্দ্র, ভাগুরি, ব্যাড়ি, প্রভৃতির ব্যাকরণ বিনষ্টপ্রায় হইয়া যায়, এবং বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রকাশের পরে আবার যেমন পাণিনি মুনির শব্দ গ্রন্থের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হয়,—ব্যাসদেবের রচিত বলিয়া খ্যাত ১৮ অষ্টাদশ পুরাণ লিখিত হওয়াতে, যেমন বৈদিক কালের পুরাণ শাস্ত্রের প্রতি লোক হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে, আবার ১৮ অষ্টাদশ উপপুরাণের, এবং কুবিন্দ কবির বিরচিত পুরাণে ব্যাসের পুরাণের ও উপপুরাণেরও প্রভাব যেরূপ হ্রস্ব করিয়া দেয়,—সেইরূপ চণ্ডী-

* ঋগ্বেদ সংহিতা দুই প্রকারে বিভক্ত। একপ্রকার বিভাগ মণ্ডল, অনুবাক্, সূক্ত ও ঋক্। অন্য প্রকার—অষ্টক, অধ্যায়, বর্গ ও ঋক্। ঋক্ উভয় বিভাগেই আছে। অষ্টক, অধ্যায় ও বর্গ এই বিভাগের বিশেষ কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না। তবে অষ্টককে মণ্ডলের স্থানীয়, অধ্যায়কে অনুবাকের স্থানীয় এবং বর্গকে সূক্তের স্থানীয় বলিয়া বুঝিয়া লইলেও হানি নাই।

মাহাত্ম্য গ্রন্থ, বাঙ্গালা দেশমধ্যে বেদ-শাস্ত্রকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছে। চণ্ডী গ্রন্থ দ্বারা সাধারণতঃ বেদের খর্ব্বতা হউক, কিন্তু দেবী-সূক্ত অবলম্বনেই তাহা প্রণীত হইয়াছে, অতএব তাহাতে আমাদের তাদৃশ ক্ষোভ জন্মিতে পারে না।

যে সময়ে বাক্ দেবী তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ উচ্চ অথচ গভীর ধর্ম্ম মত সকল প্রচার দ্বারা নর-নারীকে স্তম্ভিত বিস্মিত ও চমকিত করিয়া গিয়াছেন, তখন কত শত সুবিখ্যাত মুনি তপস্বীর জন্ম পরিগ্রহও সংঘটিত হয় নাই। অতুল-ক্ষমতাবান্, লোকোত্তর-প্রতিভাশালী, পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যই বা তখন কোথায়? শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ-মতের প্রবর্ত্তক ও প্রথম গুরু বলিয়া জগতে খ্যাত। কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে, বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে,—দেবী বাকের প্রণীত মন্ত্র পরম্পরাই তাঁহার ধর্ম্মবিচার ও প্রচারের মূলসূত্র। বেদকে মূল ভিত্তি-স্বরূপ অবলম্বন করাতেই, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের উপর জয়লাভ করেন ও ভারতে তদর্থই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। বৌদ্ধেরা বেদকে ভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া উপেক্ষা করিতেন, এরূপ স্থলে সেই 'ভ্রান্ত শাস্ত্র' হইতেই প্রমাণ দর্শাইতে পারিলে, তাহার প্রকৃত গৌরব রক্ষা হয়, আচার্য্য শঙ্কর ইহা বুঝিতে পারিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে তদ্বিষয়ে সিদ্ধকামও হইয়াছিলেন।

পাঠক-পাঠিকাগণকে বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে, বেদের অনেক স্থলেই দ্বৈত-বাদের সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং তাহা অবলম্বন করিয়াই, এই প্রবন্ধ-লেখক কর্ত্তৃক ১২৮৭ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের আর্য্যদর্শন পত্রিকায় "অদ্বৈতবাদ"-সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দ্বৈতবাদই বেদে সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। ফলতঃ, সাধকেরা বলিয়া থাকেন, ভক্তের সহিত ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইলেই, তন্ময়ীভাবে গদগদ হইয়া, সমস্তই ঈশ্বরময় দেখেন। অদ্বৈতবাদের ঐ ব্যাখ্যায় কাহারই আপত্তি হইবার কথা নাই। তবে সকল বস্তুরই অপব্যবহার হইতে পারে, অথবা হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। আমাতে ও ঈশ্বরে কোন প্রভেদ নাই, এই মত যদবধি ঈশ্বর-ধ্যান ও ঈশ্বর-চিন্তা হইতে দূরবর্ত্তী হইতে থাকিল, তখনই লোকে তাহার দুরবস্থা ঘটাইয়া দিল। তখনই আমি একজন ঈশ্বর, অতএব আমার কৃত কার্য্য ঈশ্বর-কার্য্য, সুতরাং দূষ্য নয়,—এই ঘৃণিত মতের উৎপত্তি হইল। নচেৎ অদ্বৈতবাদের মূল উদ্দেশ্য অসৎ ছিল না। এ বিষয়ে আর অধিক বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন নাই। এখন বাক্‌দেবীর প্রণীত বেদমন্ত্রের সরল অনুবাদ* দিয়া পুনরায় প্রকৃত প্রস্তাবে মনোনিবেশ করা যাউক।

---

* "অহং ... রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্য-হমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।

“আমি (সূক্তের রচয়িত্রী অম্ভৃণ-কন্যা 'বাক্') ১১ একাদশ রুদ্র, ১২ দ্বাদশ আদিত্য, ১৪ চতুর্দ্দশ বিশ্বদেব—এই সকলের আত্মার স্বরূপে বিচরণ করি। আমিই উভয় মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিদ্বয়কে ধারণ করি।১।

অহং মিত্রো বরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী
অহমশ্বিনোভা” ।১।

'অহং' সূক্তস্য দ্রষ্ট্রী বাগাম্ভৃণী যদ্ ব্রহ্ম জগৎকারণং, তদ্রূপা ভবন্তী, 'রুদ্রেভিঃ' রুদ্রৈঃ একাদশভিঃ * * * * তদাত্মনা 'চরামি'। এবং 'বসুভিঃ' ইত্যাদৌ তদাত্মনা চরামীতি যোজ্যং। তথা 'মিত্রাবরুণা' মিত্রং চ বরুণঞ্চ উভোভাবহমেব ব্রহ্মীভূতা' 'বিভর্ম্মি' ধারয়ামি। 'ইন্দ্রাগ্নী' অপি 'অহং' এব ধারয়ামি। 'উভাবুভৌ অশ্বিনা' 'অশ্বিনাবপ্য' অহমেব ধারয়ামি।১।

“অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্ম্যহং
ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহন্দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে
যজমানায় সুন্বতে” ।২।

'আহনসম্' আহন্তব্যম্ অভিষোতব্যং, 'সোমং'—যদ্বা শত্রূণামাহন্তারং দিবি বর্ত্তমানং দেবতাত্মানং 'সোমম্' অহম্ এব 'বিভর্ম্মি'। তথা 'ত্বষ্টারং' 'উত' অপিচ 'পূষণং' 'ভগং' চ 'অহং' এব 'বিভর্ম্মি'। তথা 'হবিষ্মতে' হবির্ভিঃ যুক্তায়, 'সুপ্রাব্যে' শোভনং হবিঃ দেবানাং প্রাপয়িত্রে তর্পয়িত্রে। * * 'সুন্বতে' সোমম্ অভিষবং কুর্ব্বতে—ঈদৃশায় যজমানায় 'দ্রবিণং' ধনং যাগফলরূপং, 'অহং' এব 'দধামি' ধারয়ামি।২।

“অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী
প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।
তাম্ মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভুরিস্থাত্রাম্ ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্” ॥৩॥

'অহং রাষ্ট্রী'(ঈশ্বরনামৈতৎ) সর্ব্বস্য জগতঃ ঈশ্বরী, তথা 'বসূনাং' ধনানাং, 'সঙ্গমনী' সঙ্গময়িত্রী, উপাসকানাং প্রাপয়িত্রী 'চিকিতুষী' যৎ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যং পরং ব্রহ্ম তজ্জ্ঞাতবতী, স্বাত্মতয়া সাক্ষাৎকৃতবতী, অতএব 'যজ্ঞিয়ানাং' যজ্ঞার্হাণাং, 'প্রথমা' মুখ্যা, যা এবংগুণবিশিষ্টা অহং' 'তাং' মাং 'ভূরিস্থাত্রাম্' প্রপঞ্চাত্মনাবতিষ্ঠমানাং 'ভূরি' ভূরীণি—বহূনি ভূতজাতানি, 'আবেশয়ন্তীং' জীবভাবেনাত্মানং প্রবেশয়ন্তীং ঈদৃশীং মাং, 'পুরুত্রা' বহুষু দেশেষু 'ব্যদধুঃ' 'দেবা' বিদধতি কুর্ব্বন্তি। উক্তপ্রকারেণ বৈশ্বরূপ্যেণাবস্থানাৎ যদ্ যৎ কুর্ব্বন্তি, তৎ সর্ব্বং মামেব কুর্ব্বন্তি।৩।

“ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ
প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মান্ত উপ ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত
শ্রদ্ধিবন্তে বদামি” ॥৪॥

'যোঽন্নমত্তি' 'স' ভোক্তৃশক্তিরূপয়া, 'ময়া' এব 'অন্নম্ অত্তি'। 'যঃ' চ 'বিপশ্যতি' আলোকয়তি ইত্যর্থঃ,'যঃ' চ 'প্রাণিতি' শ্বাসোচ্ছ্বাসাদিব্যাপারং করোতি, 'স' 'ময়া' এব। 'যঃ উক্তম্ শৃণোতি' * * যঃ ঈদৃশীমন্তর্যামিরূপেণ স্থিতাং, 'মাং' ন জানন্তি, 'তে অমন্তবঃ' অমন্যমানা, অজানন্ত 'উপক্ষিয়ন্তি' উপক্ষীণাঃ সংসারেণ হীনা ভবন্তি। 'মাম্ অমন্তবঃ' মদ্বিষয়জ্ঞানরহিতাঃ ইত্যর্থঃ। হে 'শ্রুত।' বিশ্রুত। সখে। 'শ্রুধি' ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু। কিং তৎ শ্রোতব্যং? 'শ্রদ্ধিবম্' শ্রদ্ধিঃ শ্রদ্ধা, তয়াক্রম, শ্রদ্ধাযত্নেন লভ্যমিত্যর্থঃ, ঈদৃশং ব্রহ্মাত্মিকং বস্তু 'তে' তুভ্যং 'বদামি' উপদিশামি।৪।

"আমিই ত্বষ্টা, পূষণ ও ভগ এই সকল দেবতাদিগকে এবং বিপক্ষগণের হননকারী সোমকে (সোমলতাকে ও সোমরসকে) ধারণ করিতেছি। ঘৃতশালী, দেবগণোদ্দেশে অত্যুত্তম-ঘৃত-প্রদানকারী সোমলতা-কুণ্ডনকারী † যজমানকে আমিই যজ্ঞ-ফল-রূপ ধন দিয়া থাকি।২।

"আমি সমস্ত জগতের ঈশ্বরী, যাগ-ফল-প্রদা ও পরম ব্রহ্মের জ্ঞানশালিনী; অতএব যজমানগণের মধ্যে আমি প্রধানা। আমি প্রপঞ্চ-স্বরূপে অবস্থিতা ও এবম্ভূত গুণ-বিশিষ্টা। আমাতে ভূরি ভূরি প্রাণী প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং দেবতারা আমাকেই বহুদেশে ধারণ করিতেছেন।৩।"

"জীব যে দর্শন করে, প্রাণধারণ করে, ও অন্নাহার করে, তাহা আমা দ্বারাই (আমার শক্তি-প্রভাবেই) সম্পাদিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ অন্তর্যামিরূপে অবস্থিতিকারিণী আমাকে অবগত হইতে লোকে সমর্থ নয়। তাহারা, ঐ অজ্ঞতা-বশতঃ সংসারে হীনদশাপন্ন হয়। হে বিখ্যাত মিত্র। শ্রদ্ধা-যত্ন-লভ্য ব্রহ্মবস্তুর বিষয় তোমাকে উপদেশ করিতেছি, শুন।৪।

(ক্রমশঃ)

বড় কেও কেটা নয়।

সে দিন অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। প্রভুর কার্য্য সাধনের জন্য, বারিবর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে ফল শস্য পুষ্পে সুশোভিত করিবার জন্য, তোমাদের আহার যোগাইয়া তোমাদের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য, নিজের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যে ব্যস্ত হইতে হইল। আর তোমাদের সহিত কথা কহিবার সময় হইল না। তোমাদের মধ্যে অনেকে দেখি গল্প করিয়া, খেলা করিয়া, ঘুমাইয়া, বাজে বই পড়িয়া সময় কাটাও। আমার কিন্তু কথা কহিবার সময় নাই। আহার নাই, নিদ্রা নাই, সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়। আমার মনে হয় আমার প্রভু যাহাকে যে কাজ করিবার জন্য জগতে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে অবহেলা করিয়া বাজে গল্প প্রভৃতিতে সময় কাটান যথার্থ প্রভুভক্ত দাসের কর্ত্তব্য নয়। তবে যদি বল আমি তোমাদের সহিত গল্প করিতে আসিয়াছি কোন্ হিসাবে? তাহার উত্তরে আমি বলিব, এত বাজে গল্প নয়; এ যে কাজের কথা, জ্ঞানের কথা। আর আমি কাজে অবহেলা করিয়া গল্প করিতে আসি নাই। নিজের কাজ করিতে করিতেই তোমাদিগের সহিত দুইটা সদালাপ করিতেছি।

---

† শিল ও নোড়া দ্বারা থেতো করাকে কুণ্ডন বলে।

তবে এস। কে কোথায় আছ আমার অদ্ভুত ইতিহাস শুনিবে এস। সূর্য্য আমার পিতা, সমুদ্র আমার মাতা, বায়ু আমার ভৃত্য। আমি সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া বায়ুর স্কন্ধে চাপিয়া তোমাদের দেশে আসি। আমি কখনও অদৃশ্য ভাবে বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া থাকি, কখনও বা মেঘ, কুয়াসা প্রভৃতির আকারে তোমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হই। আমি গরমে একটু থাকি ভাল; ঠাণ্ডা লাগিলেই জল হইয়া পড়ি; আবার বেশি ঠাণ্ডা লাগিলে জমিয়া বরফ হইয়া যাই। এই জন্য বাতাস যত গরম হয়, ততই অধিক পরিমাণে আমাকে স্থান দেয়; বাতাস যত ঠাণ্ডা হয়, ততই আমাকে দূর করিয়া দিবার চেষ্টা করে। বাতাস গরম হইলেই হালকা হয়। হালকা জিনিস উপরে উঠে; ভারি জিনিস নীচে পড়িয়া যায়। তৈল ও জল একত্রে মিশাও, দেখিবে তৈল উপরে ভাসিয়া উঠিবে, জল নীচে পড়িয়া যাইবে। ইহার কারণ এই যে তৈল অপেক্ষা জল ভারি। গরম বাতাস আমাকে লইয়া উপরে উঠিতে থাকে। নীচের বাতাসের অপেক্ষা উপরের বাতাস ঠাণ্ডা। যত উপরে যাইবে বাতাস তত ঠাণ্ডা বোধ হইবে। এইজন্য উচ্চ পর্ব্বতে উঠিবার সময়ে যত উপরে যাওয়া যায়, ততই ক্রমে শীত করিতে থাকে; এই জন্যই তোমাদের এই গরম দেশেও হিমালয়ের মাথায় সম্বৎসর বরফ জমিয়া আছে। তাহা না হইলে কি আর তোমাদের দেশের বড়লাট, ছোটলাট হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত কেরাণী, দপ্তরি সমেত এক একটা আফিস ঘাড়ে করিয়া সিমলা, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে হাওয়া খাইতে যাইতেন ও এত টাকার শ্রাদ্ধ করিতেন? সে যাহা হউক, গরম বাতাস আমাকে লইয়া যত উপরে উঠিতে থাকে, ততই শীতল বাতাসের সংস্পর্শে আসিতে আমি জমিয়া মেঘের আকার ধারণ করি; বাতাস যদি অপেক্ষাকৃত অধিক শীতল হয়, তাহা হইলে বৃষ্টির আকারে নীচে পড়িয়া যাই। উপরে উঠিতে উঠিতে যদি বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাস আমার গায়ে লাগে, তাহা হইলে একেবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফ খণ্ডে পরিণত হইয়া পৃথিবীর উপর পড়ি। তখন তোমরা বল শিলাবৃষ্টি হইতেছে। আবার পৃথিবীর নিকটে যে বায়ু রাশি আছে, তাহাতে যখন শীতল বাতাস লাগে, তখন আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার আকার ধারণ করিয়া ধূঁয়ার মত চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলি। তোমরা তাহাকে কুজ্ঝটিকা বা কুয়াসা বল। এই কুয়াসা এক এক সময় এত ঘন হয় যে তোমরা তাহার জন্য চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইয়া পড়; দুই চারি হাত দূরের জিনিসও ভাল করিয়া দেখিতে পাও না। এইত তোমাদের

ক্ষমতা! তবু তোমাদের অহঙ্কার দেখে কে?

কুয়াশা হইবার সময় যদি বাতাস অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয়, তাহা হইলে আমি কুয়াশার পরিবর্ত্তে (snow) তুষারের আকার ধারণ করিয়া মাঠ ঘাট সমস্ত ছাইয়া ফেলি। চারি দিক এমন শাদা ধপ্ ধপে করিয়া দিই, যে দেখিলে মনে হয় পৃথিবী যেন এক খানি খুব বড় শাদা কাপড় পরিয়াছে। তোমাদের বাঙ্গালা দেশে এদৃশ্য দেখিতে পাও না বটে, কিন্তু সিমলা প্রভৃতি স্থানে ও ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে এরূপ দৃশ্য লোকে প্রায়ই দেখিতে পায়।

এই স্থানে আর একটী কথা বলিয়া যাই। মেঘ ও কুয়াশাতে কোন প্রভেদ নাই। ভূমির নিকটে আমি ধূঁয়ার আকারে জমিলেই কুয়াশা হই; আর আকাশের উচ্চ প্রদেশে জমিলেই মেঘ হই। দার্জ্জিলিং প্রভৃতি উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশে আমি মেঘের আকারে অনেক সময় জানালা দরজা দিয়া লোকের ঘরের ভিতর ঢুকিয়া তাহাদের জিনিস পত্র ভিজাইয়া দিয়া থাকি।

গরম বাতাস যখন কোন ঠাণ্ডা জিনিসের সংস্পর্শে আসে, তখন ঐ শীতল পদার্থের চারিদিকের বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া পড়ে, কাজেই আমি জমিয়া প্রথমে শাদা ধূঁয়ার মত ঐ জিনিসের গায়ে লাগি; পরে জলের মত গড়াইতে থাকি। জিনিসটী যদি বরফের অপেক্ষা শীতল হয়, তাহা হইলে আমিও পাতলা বরফের পাতের মত হইয়া যাই। শীত কালের রাত্রে ঘাস, গাছের পাতা, ধাতু-নির্ম্মিত জিনিস প্রভৃতি অনেক পদার্থ বাতাসের অপেক্ষা শীতল হইয়া যায়। কাজেই বাতাসের যে অংশ ঐ সকল পদার্থের চারিদিকে থাকে, আমি তাহা হইতে বাহির হইয়া ঐ সকল ঠাণ্ডা জিনিসের উপর শিশিরের আকারে শোভা পাইতে থাকি। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীত প্রধান দেশে কখন কখন ঘাস প্রভৃতি জিনিস এত শীতল হইয়া পড়ে, যে আমি তাহাতে জমিয়া বরফ হইয়া যাই। ইংরাজীতে ইহাকে হোর ফ্রষ্ট (Hoar frost) বা শ্বেত-হিম বলে।

জল অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলেও আমার জন্ম হয়। কিন্তু ইহার সহিত সমুদ্র, নদী প্রভৃতি হইতে যে বাষ্পোদ্গম হয়, তাহার প্রণালীগত একটু প্রভেদ আছে। অগ্নিতে জল উত্তপ্ত করিবার সময় প্রথমে জলের একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উত্তাপ জন্মান চাই। ইংরাজীতে তাহাকে বয়লিং পয়েণ্ট (Boiling point) বা ফুটিবার অবস্থা বলে। জল সেই ফুটিবার অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর তাহা হইতে আমার জন্ম হয়। কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপে যে বাষ্পোদ্গম হয় তাহা ঠিক্ এ ভাবের নয়। আগুন যে ভাবে জলকে ফুটাইয়া আমাকে উৎপন্ন করে, সূর্য্যের উত্তাপ হইতে ঠিক্ সে ভাবে আমার জন্ম হয় না। বাতাস আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে

পারে না। বায়ু যত উত্তপ্ত হইবে, ততই সে আমার জন্য স্থান করিয়া দিবে ও আমাকে নিজের শরীরের সহিত মিশাইয়া লইতে চেষ্টা করিবে। সূর্য্যের উত্তাপ লাগে বলিয়াই বায়ু উত্তপ্ত হয়, সুতরাং আমাকে টানিয়া লইতে চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়া অনবরত চলিতেছে। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থিত বায়ুতে যত পরিমাণে আমি আছি, তাহার অধিকাংশ এইরূপেই উৎপন্ন। জল ফোটান হইতে এই প্রক্রিয়ার প্রভেদ বুঝিবার জন্য ইহাকে বাষ্পোদগম বলিতে পার। ক্ষুদ্র পুষ্করিণী হইতে বিস্তীর্ণ সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক জলরাশি হইতে অল্প বা অধিক পরিমাণে দিবারাত্রি বাষ্পোদগম হইতেছে। যদি বল রাত্রিতেত সূর্য্য থাকে না। রাত্রিতে সূর্য্য থাকে না বটে, কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপ নিবন্ধন বায়ুতে যে উত্তাপ জন্মায়, তাহা একেবারে নষ্ট হয় না। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে অধিক বাষ্পোদগম হয়, কেননা গ্রীষ্মকালের বায়ু অধিক উত্তপ্ত। কিন্তু অত্যন্ত শীতের সময়ও বাষ্পোদগম একেবারে বন্ধ হয় না, কমিয়া যায় মাত্র। উত্তাপ কমিতে কমিতে যে অবস্থায় জল জমিয়া বরফ হইতে আরম্ভ হয়, তাহাকে ফ্রীজিং পয়েণ্ট (freezing point) বা জমিবার অবস্থা বলে। ঐ অবস্থায় শীতল বায়ুতেও এক খণ্ড বরফ রাখিয়া দিলে তাহা না গলিয়াও ক্রমে ছোট হইতে থাকে। ইহাদ্বারা সপ্রমাণ হয় যে সে অবস্থাতেও ঐ বরফ হইতে বাষ্পোদগম হয়। এই বাষ্পোদগম ভিন্ন উদ্ভিদ ও জন্তুদের শরীর হইতে নিশ্বাস প্রভৃতি দ্বারা আমার জন্ম হইতেছে। উদ্ভিদ ও জীবদেহ পচিবার সময় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারাও আমার জন্ম হয়। অসংখ্য বাষ্পীয় কল, কারখানা ও অন্যান্য স্থানে মানুষের নানাবিধ কার্য্য নিবন্ধন অগ্নির উত্তাপেও আমার জন্ম হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে যে বাষ্পোদগমের কথা বলিয়াছি, তাহাই আমার জন্মের প্রধান কারণ। এই জন্য আমি মহাকুল-সম্ভূত।

গার্হস্থ্য সঙ্গীত।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

ভারতে সতীত্ব নিধি বিধি-দত্ত ধন,
ধরাতলে ভাগ্যবতী কে আর এমন;
ইংলণ্ড, ইতালী, গ্রীক, সুসভ্য ফরাসি দেশে,
অতুল অনন্ত জ্যোতিঃ শোভে কি তেমন?
এ হীরা প্রকৃতিপটে, কল্পনা কুসুম কোটে,
মণ্ডিত বিমল ভাতি মন্দার তুলন।
সাবিত্রী, দ্রৌপদী, সীতা, দময়ন্তী প্রকীর্ত্তিতা
প্রাতঃ স্মরণীয়া সতী বিদিত ভুবন।

"ছি! ছি! অমন ক'রে চোক কপালে তুলো না। যিনি তোমার পৃথিবীর রক্ষক, হৃদয়ের ঈশ্বর, যৌবনের শাসনকর্ত্তা, তাঁহার প্রতি আরক্ত নয়নে এরূপ ঘৃণাসূচক দৃষ্টিক্ষেপ করিও না। তুষাররাশি যেমন শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রকে নষ্ট করে, প্রবল বাতাস যেমন পুষ্পের সুন্দর কুঁড়ি গুলিকে বৃন্তচ্যুত করে, ইহাতেও সেইরূপ তোমার সৌন্দর্য্যকে শ্রীহীন করিতেছে ও তোমার যশোরাশিকে বিনষ্ট করিতেছে। এরূপ করা কোন প্রকারেই উচিত নয় ও শোভা পায় না। স্বচ্ছ সলিল যেমন আলোড়িত হইলে কর্দ্দম যুক্ত, কদাকার, গাঢ় ও নির্ম্মলতা-বিহীন হয় এবং লোকে অতিশয় পিপাসার্ত্ত হইলেও অণুমাত্র পান করিতে চাহে না; স্ত্রীলোক ক্রোধ পরবশ হইলেও সেইরূপ হয়। তোমার স্বামী তোমার প্রভু, তোমার জীবন, তোমার রক্ষক, তোমার সহায়, তোমার সম্রাট। তিনি তোমার জন্য সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত, তোমায় ভরণ পোষণ করিবেন বলিয়া, তোমাকে সুখে রাখিবেন বলিয়া নিজকে নানারূপ ক্লেশে ও বিপদে ফেলেন, নানা দুর্গম স্থানে গমন করিয়া থাকেন। কখন বা সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া কখন বা শীতে [illegible] থাকিয়া কার্য্য সমাধা করেন। এ দিকে তুমি নিরাপদে বাটীতে বসিয়া থাক। সেই স্বামী এত কষ্ট কি জন্য সন? তাঁহার কি প্রতিদান চাহেন? কেবল মাত্র ভাল বাসা, মিষ্ট কথা, ও যত্ন, এত মহদুপকারের এতো সামান্য পরিশোধ।

আমার বড়ই লজ্জা বোধ হয় যে স্ত্রীলোক এত নির্ব্বোধ যে যেখানে শান্তি স্থাপন করা উচিত, সেখানে ঘোর গোলোযোগ উপস্থিত করে। যেখানে সেবা ভক্তি করা উচিত ও বশ্যতা স্বীকার করা উচিত, সেখানে নিজের প্রভুত্ব খাটাইতে ও অধিকার স্থাপন করিতে চাহে। ঈশ্বর স্ত্রীলোকের দেহ এত ক্ষীণ ও কোমল কি নিমিত্ত করিয়াছেন; কেন উহাদের দেহ পুরুষের ন্যায় শ্রম, ও কষ্টের উপযোগী করেন নাই? ইহার কারণ এই যে আমাদের দেহের সহিত মনের সাদৃশ্য থাকিবে, দেহ যেরূপ কোমল, মনও সেইরূপ কোমল হইবে।

যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা হইয়া গিয়াছে, আর ওরূপ করিও না। দেখিতে পাইতেছ না যে তুমি একটী দুর্ব্বল কীটের ন্যায়? তুমি যেরূপ অহঙ্কার করিয়া ক্রোধ করিতেছ, আমিও একদিন ঐরূপ ছিলাম কাহারও কথা সহ্য করিতাম না, কেহ কিছু বলিলে তৎক্ষণাৎ নানা কথা শুনাইয়া দিয়াছি। কিন্তু আর সে অহঙ্কার নাই। আমাদিগের যতদূর ক্ষমতা তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। অতএব বিরত হও, স্বামীর পদধূলি গ্রহণ কর। এই দেখ আমি আমার স্বামীর পদ মস্তকে ধারণ করিলাম।

শ্রী——

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪৮ সংখ্যা | ভাদ্র ১২৯২—সেপ্টেম্বর ১৮৮৫। | ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

বামাবোধিনীর দ্বাবিংশ সাংবৎসরিক জন্মোৎসব।

আজি এ শুভ দিনে, সব ভগিনী মিলে,
মঙ্গল গীত কর গান;
বন্ধু বান্ধব সবে, প্রাণ হৃদয় খুলি,
করহ শুভাশীষ দান।
শুভ নব বরষ, হয়েছে সমাগত,
কত আশা উৎসাহ বল,—
প্রাণ মাঝে সঞ্চারি, সাধিতে মহাব্রত,
জীবন করিছে চঞ্চল।
প্রাণবিধাতা যিনি, পরম কৃপাময়,
পিতা পালক সবাকার;
বামাবোধিনী আজি, যাচি করুণা, করে
তাঁর চরণে নমস্কার।

বামাবোধিনী বাইশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া তেইশ বর্ষে পদার্পণ করিল, ইহা দেখিয়া আমাদিগের নায় পাঠক পাঠিকাগণের হৃদয়ও অবশ্যই আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে। সিদ্ধিদাতা মঙ্গল বিধাতা পরমেশ্বরের চরণে আজি অন্তরের কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিতেছি এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি এই পত্রিকার আয়ুর্বৃদ্ধি করুন্। তাঁহারই করুণায় ইহা এতকাল জীবিত থাকিয়া উন্নতির স্রোত ধরিয়া চলিয়াছে এবং আপনার সাধ্যানুসারে তাঁহার শুভ ইচ্ছা পালনে নিযুক্ত রহিয়াছে। তিনি ইহার শক্তি সামর্থ্য আরও বৃদ্ধি করুন, ইহার কার্য্যক্ষেত্র আরও প্রসারিত করিয়া দিন, এই ক্ষুদ্র পত্রিকার জীবন তাঁহার সেবায় কৃতার্থ হউক।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কাউণ্টেস অব ডফরিণ ফণ্ড— ভারত বর্ষের নারীগণের চিকিৎসাদির সাহায্যার্থ যে ফণ্ড হইয়াছে আমরা গত বারে তাহার উল্লেখ করিয়াছি, এতৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল। এই ফণ্ডে কাশ্মীরের মহারাজ সম্প্রতি ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

লেডি ডফরিণের অধ্যবসায়— ভারত বর্ষে পদার্পণ করিয়া অবধি বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধির সহধর্ম্মিণী এদেশের কল্যাণ সাধনে যেরূপ দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। আমরা প্রায় প্রতিবারই তাঁহার গুণের নূতন নূতন উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইয়া থাকি। তাঁহার ভারতহিতৈষিতা যে কেবল মুখের কথা নয় এবার তাহার আর একটী নিদর্শন পাইয়াছি। তিনি যত্ন সহকারে হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিতেছেন। ডাক্তার খোবরণের ভগিনী কুমারী খোবরণ তাঁহার শিক্ষয়িত্রী। ভারতের মঙ্গলোদ্দেশেই যে তিনি এই শিক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্গমহিলা সমাজ— গত ১লা আষাঢ় সিটি কলেজ গৃহে এই সভার ষষ্ঠ সাংবৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে পুরুষ ও রমণী শতাধিক উপস্থিত হইয়াছিলেন। গান, যন্ত্র বাদন, একটী উৎসাহকর কথোপকথনাভিনয়, কবিতাপাঠ ও বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনাদি হইয়া উৎসবের কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। তাড়িতালোকে রাজপথ পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়াছিল। সভা ৭ম বর্ষে পদার্পণ করিয়া উৎসাহের সহিত কার্য্যারম্ভ

করিয়াছেন। আমরা ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রার্থনা করি।

নূতন রেলওয়ে—(১) মধ্য ভারত বর্ষের The Great Midland রেলওয়ে মঞ্জুর হইয়াছে। ইহা দীর্ঘে ৩৫০ মাইল হইবে। ইহা ভূপাল হইতে গোয়ালিয়র হইয়া ঝান্সী যাইবে এবং তথা হইতে কানপুরে গিয়া শেষ হইবে। প্রতি মাইল রেল পথ নির্ম্মাণে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। (২) আসাম-বেহার রেলওয়ে প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, ইহা মণিহারী ও পূর্ণিয়াকে একত্র সংযুক্ত করিবে। (৩) শ্যাম ও কোচিন-চিন দিয়া চিন পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে হইবার প্রস্তাব হইতেছে।

স্মরণার্থ চিহ্ন—(১) রাজ কুমার ডিউক অব আলবানির স্মরণার্থ একটী নূতন হাঁসপাতাল খোলা হইয়াছে। (২) লণ্ডনের সেণ্টবার্থলমিউ হাঁসপাতালের রোগীদিগের আরোগ্যের পর জলবায়ু পরিবর্ত্তনার্থ কেণ্টসায়রের অন্তর্গত সোয়ানসির সমুদ্র তীরে একটী নূতন বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার নাম Kettlewell Convalescent Home এবং ইহার নির্ম্মাণে প্রায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। চার্লস টমাস কেটলওয়েল তাঁহার ভ্রাতার স্মরণার্থ এই বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং যুবরাজ সম্প্রতি উপস্থিত হইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

শিল্পাদি শিক্ষালয়—ইয়র্কনহরে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই নূতন কলেজটী হইয়াছে, ইহার জন্য আরও ৬ লক্ষ টাকা চাই। যুবরাজ ইহা খুলিয়াছেন, লর্ড রিপণ ইহার প্রতিষ্ঠা কালে উপস্থিত ছিলেন।

লর্ড রিপণ—বিলাতে গিয়া যেমন নানাস্থানে সম্মানলাভ করিতেছেন, সেইরূপ নানাবিধ মহৎ ও দেশহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি জাতিমধ্যে মধ্যস্থতা ও শান্তি স্থাপন সভার সহকারী সভাপতি পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

রোমের আশ্চর্য্য আবিষ্কার—

প্রাচীন রোমে "ম্যাগম্ ফোরম" নামে যে সাধারণের প্রধান মিলন স্থান ছিল, তাহা সম্প্রতি খুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে ও তৎসহ অনেক আশ্চর্য্য বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। রষ্ট্রা নামে যে বেদী সুবিখ্যাত জুলিয়স সিজর খৃষ্টের জন্মের ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করেন, তাহার ভগ্নাংশ ইহার মধ্যে একটী। ইহা দেড় বুকল পুরু ত্রিকোণ ইষ্টকে নির্ম্মিত, ও মার্বেল প্রস্তর ফলকে আচ্ছাদিত। ইহার উপরে কয়েকটী প্রসিদ্ধ লোকের মূর্ত্তি আছে। প্রথমে এই বেদী কাষ্ঠে নির্ম্মিত ছিল, ইহারই উপরে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রাকাই ভ্রাতৃদ্বয় রোমীয় সাধারণকে রাজনৈতিক উপদেশ দেন এবং সিসিরো তাঁহার ২ য় ও ৩ য় বক্তৃতা দ্বারা রোমানদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলেন।

বালিকা রক্ষণোপায়— পেলমেল গেজেট নামক সংবাদ পত্রের অধ্যক্ষগণ ছয় সপ্তাহের গুপ্ত অনুসন্ধানদ্বারা লণ্ডন নগরের অসংখ্য দুর্নীতি ও দুরাচারিতা বাহির করিয়া প্রচার করিয়াছেন। তদ্দ্বারা বিলাতে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রচারিত পত্র প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ বিক্রীত হইয়াছে। এই বিক্রয়ের টাকা দুর্নীতি দমন কার্য্যেই ব্যয় হইবে। ইহার জন্য আরও অনেকে টাকা দিতেছেন। মুক্তিকৌজ এই কার্য্যের সহায়তার জন্য এক বৃহৎ সভা আহ্বান করেন, মায়ুয়েল মোলি এম, পি তাহার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। সভাপতি বলেন ইংলণ্ডীয় আইনে ধনী ও দরিদ্রের অত্যন্ত প্রভেদ করিয়া থাকে। ধনীর কন্যা ২১ বৎসরে এবং দরিদ্রের কন্যা অনেক অল্পবয়সে প্রাপ্তবয়স্কা হন, ইহাতেই দরিদ্রের কন্যারা অনেক সময় অরক্ষিতা ও বিপথগামিনী হয়। মিসেস বুথ প্রাপ্তবয়স্কার বয়োবৃদ্ধির জন্য এক প্রস্তাব করেন এবং মিস্ত্রি বলেন সর্ব্বার উদ্দেশ্য বিষয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া স্বয়ং মহারাণী তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছেন। অধিকাংশের মতে ১৮ বৎসর প্রাপ্তবয়স্কার বয়স গণ্য হয়। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, পার্লেমেণ্ট ইতিমধ্যে এ বিষয় বিবেচনাস্থলে গ্রহণ করিয়া বালিকা-দিগকে পাপ পথ হইতে রক্ষার্থ এক বিল বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এ দেশে এ বিষয়ে কি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত হইবে?

ভারতবর্ষ ২০০ বৎসর পূর্ব্বে— মহাত্মা লং সাহেব এই নাম দিয়া এক খান পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে প্রকাশ যে ১৬৭৫ হইতে ১৬৮০ সাল পর্য্যন্ত এদেশে ভদ্র ইংরাজরমণীর অত্যন্ত অভাব ছিল এবং সৈনিক পুরুষ প্রভৃতিকে প্রায় অবিবাহিত থাকিতে হইত, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অনেক চেষ্টা করিয়াও ভদ্র গৃহস্থ কন্যাদিগকে এখানে পাঠাইতে পারেন নাই। ওলন্দাজ ও পোর্ত্তুগিজেরা জাহাজ পূর্ণ করিয়া বালিকা পাঠাইত।

আমাদের অভাব।

ফরাসি সম্রাট্ ভুবনবিখ্যাত নেপোলিয়ন কোন সময় বলিয়াছিলেন 'ফরাসি দেশে মাতার নিতান্ত অভাব'। একথার তাৎপর্য্য কি? নেপোলিয়নের সময়ে ফরাসী কামিনীগণ কি কোন অপরিজ্ঞাত নৈসর্গিক কারণে হঠাৎ বন্ধ্যাদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? প্রজাবৃদ্ধি স্রোত কি হঠাৎ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল?

ফরাসি সম্রাটের বাক্যের অর্থ তাহা নহে। তিনি সেরূপ মাতার কথা বলেন নাই। যদি মাতা বলিতে আমরা শুধু সন্তান-প্রসবিত্রী বুঝি, তাহা হইলে সেরূপ মাতার অভাব কি? অদ্যাবধি কোন দেশে ও কোন কালে এরূপ অভাব লক্ষিত হয় নাই। ফরাসি দেশে এরূপ মাতার কিছু মাত্র অসদ্ভাব ছিল না। নেপোলিয়ন সে জন্য আক্ষেপ করেন নাই। গর্ভে সন্তান ধারণ করিয়া মাতৃ-নামে অভিহিত হওয়া কিছু বেশি শ্লাঘার কথা নহে। [illegible] সন্তানেরও অহঙ্কার করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যাহাতে সন্তান সবল ও সুস্থকায় হইয়া, জ্ঞান ও ধর্ম্মে বিভূষিত হইয়া, মনুষ্য-নামের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে,—এই রূপে যিনি সন্তান প্রতিপালন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ মাতৃ নামে সম্মা-নিত হইবার যোগ্য। ফরাসি দেশে এই রূপ মাতার অভাব ছিল বলিয়াই নেপোলিয়ন আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এখন আমরা আমাদের নিজের অবস্থা একটু ভাবিয়া দেখি। প্রতিভাশালী বীর্য্যবান্ ফরাসি জাতির মধ্যে যদি মাতার এত অভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে এসম্বন্ধে আমাদের অবস্থা যে অতীব শোচনীয় তাহা কি বুঝাইতে হইবে? জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিক্রম, সর্ব্বাংশেই যে জাতি নিকৃষ্ট, তাহাদের মধ্যে মাতার যে নিতান্ত অভাব, তাহা কি প্রমাণ করিতে হইবে? বুকে মা বলিবার লোক সত্ত্বেও বাঙ্গালীর পুত্র কন্যাগণ মাতৃহীন। মাতৃহীন না হইলে কি তাহাদের এত দুর্দ্দশা হইত?—একেবারে তাহারা এত মনুষ্যত্বশূন্য হইতে পারিত?

ভরসা করি বঙ্গসুন্দরী বিরক্ত হইবেন না। সন্তান প্রতিপালন কাহাকে বলে, অদ্যাপি তাঁহার সে শিক্ষা হয় নাই; এবং যত দিন তাঁহার সে শিক্ষা না হইতেছে, তত দিন বাঙ্গালী জাতির উন্নতির কোন আশাই নাই। নারী জীবনের গৌরব ও দায়িত্ব বঙ্গীয় মহিলাগণ কিছু মাত্র বুঝেন না। দেশের ভাবী উন্নতি যে তাঁহাদের উপরে নির্ভর করিতেছে, একথা হয়ত তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু তাঁহারা বিশ্বাস করুন আর না করুন, দেশের মঙ্গলামঙ্গল যে সম্পূর্ণ রূপে তাঁহাদের উপরে নির্ভর করিতেছে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভিন্ন ভিন্ন নরনারী লইয়া দেশ বা সমাজ গঠিত। আমরা যখন দেশের উন্নতি ও মঙ্গলামঙ্গলের কথা বলি, তখন উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, এই দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী যে বিস্তীর্ণ ভূমি-খণ্ড, তাহার কথা ভাবি না। তদন্তর্গত যে সংখ্যাতীত নরনারী, আমরা শুধু তাহাদেরই কথা ভাবিয়া থাকি। সুতরাং দেশের উন্নতি বলিলে স্ত্রী পুরুষ জনসাধারণের উন্নতিব্যতীত আর কিছু বুঝায় না। এই উন্নতি কিরূপে সাধিত হইতে পারে? কি উপায় অবলম্বন

করিলে মানব হৃদয়কে প্রকৃত পক্ষে উন্নত করিতে পারা যায়? উন্নতির মূল—শিক্ষা। সুশিক্ষা গুণে মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়; আর সেই শিক্ষা হইতে তাহাকে বঞ্চিত কর, সে পশুর অধম হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই শিক্ষা সে কোথায় পাইবে? কে তাহাকে এই শিক্ষা দিবে? এই প্রশ্নের উত্তর অতি সাবধান হইয়া দেওয়া উচিত, কারণ মানুষের উন্নতির আশা ভরসা ইহার উপরে বিস্তর নির্ভর করিয়া থাকে। যাঁহারা এ বিষয় কখনও চিন্তা করেন নাই, তাঁহারা ইহাতে কোন গোল দেখিতে পাইবেন না। তাঁহারা দেখেন যে চারিদিকে নানাবিধ বিদ্যালয় রহিয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে নানাবিধ শিক্ষার সদুপায় অবলম্বন করা হইতেছে। সুতরাং শিক্ষার ভাবনা কি? অবশ্য বিদ্যালয় সমূহের দ্বারা শিক্ষার অনেক সাহায্য হয়, এ কথা কেহ অস্বীকার করিবে না। কিন্তু তথাপি সে শিক্ষা যথেষ্ট নহে। যে জাতি শিক্ষার জন্য শুধু বিদ্যালয়ের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে, তাহার উন্নতির বিশেষ আশা ভরসা নাই।

মানুষের প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান শিক্ষয়িত্রী মাতা। বিদ্যালয়লব্ধ শিক্ষার সুফল যতই হউক না কেন, মাতৃক্রোড়ে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই মনুষ্যের চরিত্র প্রধানতঃ গঠিত হয়। মাতার কাছে যাহা শিখিব, তাহাই আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি-স্বরূপ হইবে। এই ভিত্তির উপরে পরে যাহা সংস্থাপিত করিতে পারা যায় ভালই, কিন্তু অগ্রে ভিত্তি খুব করিয়া পাকা করা আবশ্যক। অনেকে বুঝিবেন না মাতার কাছে শিক্ষা কিরূপ। তাঁহাদের জানা আবশ্যক যে এশিক্ষা ঠিক্ বিদ্যালয়ের শিক্ষার মত নহে। এ শিক্ষার জন্য পুস্তকের বা কাগজ কলমের প্রয়োজন নাই। মাতার চক্ষুর এক বিন্দু জল, একটু মধুর হাসি, একটি মধুর চুম্বন;—সন্তানের সৎকার্য্য দেখিয়া প্রাণ খুলিয়া উৎসাহ দান, প্রাণ খুলিয়া আনন্দ প্রকাশ করা; সন্তানের অসৎ ব্যবহারে অন্তরের সহিত ঘৃণা প্রকাশ করা, অথচ তাহাতে রুক্ষভাবের লেশ মাত্র মিশ্রিত থাকিবে না,—এইরূপ স্নেহমাখা হৃদয়স্পর্শী উপায় দ্বারা যে শিক্ষা দান করিতে পারা যায়, তাহার সহিত তুলনায় বিদ্যালয়ে পুস্তক পাঠ ও উপদেশগর্ভ বক্তৃতা অল্প অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। তুমি শিশুকে শিক্ষা-দান করিতে চাও?—তাহার অপ্রস্ফুটিত হৃদয় প্রস্ফুটিত করিতে চাও?—তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার সুখে সুখী ও তাহার দুঃখে দুঃখী হইতে শিক্ষা কর; তাহার ক্রীড়ার সহচর হইতে, তাহার উৎসাহে উৎসাহিত হইতে অভ্যাস কর। ইহা যদি পার—এইরূপ উপায় দ্বারা যদি সম্পূর্ণরূপে তাহার হৃদয় অধিকার করিতে পার—তবেই তুমি কৃতকার্য্য হইবে, নতুবা তোমার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু মাতা

ব্যতীত অপর কোন শিক্ষকের কাছে কি ইহা প্রত্যাশা করিতে পারা যায়? বিদ্যালয়ে যিনি শিক্ষা দান করেন, বেত্রাঘাত, কটূক্তি, ও চক্ষুরাঙ্গানি যাঁহার সহচর, তাঁহার কাছে কি ইহা প্রত্যাশা করিতে পারা যায়? তাই বলিতেছিলাম মানুষের প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান শিক্ষয়িত্রী মাতা। মাতৃক্রোড়ে যে শিক্ষালাভ করা যায়, তাহাই আসল শিক্ষা।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকিলে একটি বড় শক্ত কথা উঠিতেছে। সন্তানের হৃদয়ের উপরে মাতার যে আধিপত্য তাহা বর্ণিত হইল। এই আধিপত্য হইতে যাহার পর নাই সুফল ফলিতে পারে, আবার যাহার পর নাই কুফলও ফলিতে পারে। যদি মাতার হৃদয় সংকীর্ণ ও কুসংস্কার পূর্ণ হয়, যদি তাঁহার চরিত্রে কোন উচ্চ ভাব না থাকে, তাহা হইলে সন্তানের হৃদয় ও চরিত্রও অবশ্যই তদনুযায়ী হইবে। মাতাকে অনুকরণ করিয়া সে যে নীচতা ও কুসংস্কারে অভ্যস্ত হইবে, সে নীচতা সে কুসংস্কার চির দিনের জন্য তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিবে। ভবিষ্যতে সে বিদ্যালয়ে বা অন্যত্র যতই শিক্ষা লাভ করুক না কেন, মাতৃক্রোড়ে সে যে বিষপান করিয়াছে, তাহার ফল কিছুতেই এক বারে যাইবার নহে। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্য এই যে সন্তানকে যদি মানুষের মত করিতে চাও, তাহা হইলে অগ্রে মাতার শিক্ষার আয়োজন করিয়া রাখ; কারণ মাতা সুশিক্ষিতা না হইলে সন্তানকে শিখাইবে কে? আমরা বালক ও যুবক বৃন্দের শিক্ষার জন্য চারি দিকে বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছি, অথচ স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন রহিয়াছি। তুমি তোমার বালকটীর শিক্ষা লইয়া বড়ই ব্যস্ত, বড়ই চিন্তিত, অথচ কন্যাটির শিক্ষার কি হইতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ না। আমরা বলি যে তুমি যদি তোমার বালকটিকে মূর্খ করিয়া রাখ, তাহা হইলে সে অপরাধ অতীব গুরু হইলেও মার্জ্জনীয়। কিন্তু তুমি যদি তোমার কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা না দাও, তাহা হইলে তোমার অপরাধের মার্জ্জনা নাই। তুমি শুধু তোমার কন্যার পরম শত্রু নহ, তুমি তোমার দেশের পরম শত্রু। কারণ যে জাতির মহিলাগণ অশিক্ষিতা, সে জাতির মঙ্গলের কোন আশাভরসা নাই। সে জাতি অবশ্যই চিরকাল অধঃপতিত থাকিবে।

ব্রহ্মচারিণী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দেবগ্রামের এক প্রান্তে, প্রান্তর-সীমান্তে, এক খানি অতি ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটির। সেখানে হাবির মা তাহার ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে লইয়া বাস করে। হাবির মার তিনটী সন্তান; দুইটী বালিকা ও একটী বালক। বালিকা দুটীর একটীর বয়স অনুমান পাঁচ বৎসর হইবে, অপরটী তিন বৎসরের। বালকটী এখনও দুইবৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ করে নাই। হাবির মা বড় দরিদ্র; দেবগ্রামে তাহার মত গরিব আর কেহ নাই। হাবির পিতা বিদ্যমানেই তাহাদের অতি কষ্টে দিনান্তে এক সন্ধ্যা আহার জুটিত। হাবির পিতা রাম কৈলীর আপনার জমীজিরাত কিছুই ছিল না। গ্রামের কৃষকদিগের ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া, গৃহস্থদিগের ঘর বাঁধিয়া, আর ভদ্র লোকদিগের বাড়ীতে কাঠ কাটিয়া অতিকষ্টে সে তাহার জীবনোপায় সংগ্রহ করিত। সহসা এক দিন রাজের একবার দাস্ত হইল; তাহার সুস্থ সবল দেহ তাহাকে একেবারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই রোগের কৃপায় এই গরিব পরিবারটী অসহায় হইয়া অকূলে ঝাঁপ দিল। তিন চারিমাস কাল [illegible]র মৃত্যু হইয়াছে; এই কয়মাস তাহার হতভাগিনী বিধবা কোন মতে কষ্টে সৃষ্টে ঘটি, বাটি, প্রভৃতি যে কয়খানি সামান্য তৈজস পত্র ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া, ছোট ছোট শিশু গুলির আহার জুটাইয়াছে। তাহার গৃহে আর ধাতুপাত্র নাই। এখন যে কিরূপে তাহার দিন যাইবে, তাহার কোনও স্থিরতা নাই। নিজে খাটিয়া খাইবে, তাহারও বড় সুবিধা নাই। দেবগ্রামে চাকর চাকরাণী রাখে, এমত সঙ্গতিপন্ন লোক বড় কম যাহারা রাখিতে পারে, তাহারাও তিনটা কচি ছেলের মাকে রাখিতে চাহে না। হাবির মা বিষম বিপদে পড়িয়াছে।

সরস্বতী ও তাহার মা হাবির মার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু গৃহ প্রাঙ্গণে পাদক্ষেপ করিয়াই, ব্রহ্মময়ীর হাসিমাখা মুখ বিষাদে আঁধার হইয়া গেল। দেখিলেন যমদূতাকৃতি দুইজন কৃষ্ণকায় মুসলমান, সার্দ্ধ তিন হস্ত পরিমিত লাঠি স্কন্ধে হাবির মার দ্বার দেশে বসিয়া আছে।

সরলা বালিকা সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, এরা কে?"

ব্রহ্মময়ী তাহার কথার কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু গৃহাভ্যন্তর হইতে তাহাদের কথা শুনিতে পাইয়া হাবির মা কুটীরের পশ্চাতের দ্বার দিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে

আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ব্রহ্মময়ী তাহাকে একটু সান্ত্বনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কে, হাবির মা ?"

হাবির মা—"আমার যম, জমীদারের পাইক; তিন বচ্ছর বাড়ীর জমা দিই নাই। মা যেন এই কুঁড়ে খানিও গেল, এই ঝড় বৃষ্টির দিনে, এই কচি কচি তিনটা ছেলে নিয়ে আমি দাঁড়াই কোথা ?"—এই বলিয়া পুনরায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ব্রহ্মময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন;—"তিন বছরের জমা কত ?"

হাবির মা—"আমি কি আর অত জানি মা ? এরা বলে তিন বছরের তিন গণ্ডা জমা, তার উপর আর এক গণ্ডা টাকা জরিমানা দিতে হবে। আমি এ টাকা কোথা থেকে দিই মা ? আমার যদি তেমি ক্ষেমতা থাক্‌তো, তাহলে কি আর অত দিন দিই নাই।" হাবির মা পুনরায় কাঁদিতে লাগিল।

ব্রহ্মময়ীর মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। হাবির মার আর্ত্তনাদ শুনিয়া বালিকা সরস্বতীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

ব্রহ্মময়ীর পিতৃদত্ত টাকা সুদে খাটিতে ছিল। মাসান্তে তাহার সুদ আসিত। তাঁহার হাতে নগদ অত টাকা তখন নাই। ব্রহ্মময়ীর প্রাণে অতিশয় ক্লেশ হইতে লাগিল।

পাইকগণ এত ক্ষণ নীরব ছিল। কিন্তু কালবিলম্ব দেখিয়া হাবির মাকে শাসাইতে লাগিল। হাবির মা তাহাদের তাড়নায় কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় গৃহাভ্যন্তরে গেল। পাইকগণ পুনরায় তাহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল।

হাবির মা তখন একটী ক্ষুদ্র কাংশ নির্ম্মিত বাটি ও একটী পিত্তলের ঝিনুক আনিয়া তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"এই লও। এ ছাড়া আর একটুকু জায়গা কাণাও আমার ঘরে নাই।"

ব্রহ্মময়ীর আর এ দৃশ্য সহ্য হইল না। তিনি ধীরে ধীরে সরস্বতীকে আড়ালে ডাকিয়া, তাহার চিবুক ধরিয়া, আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা সরু, হাবির মাকে তোমার এক গাছি বালা দিবে ?"

সরস্বতী উৎসাহ সহকারে বলিল; "দিব।" এবং যেই বলা, অমনি আপনার বাম হাত হইতে সোণার বালাগাছি খুলিয়া দেওয়া।

বালিকার এই মহত্বসাহ দেখিয়া ব্রহ্মময়ীর বিষাদময় মুখে হাসি ফুটিল। তিনি তাহাকে ধরিয়া স্নেহভরে চুম্বন করিলেন।

মাতার আদেশে সরস্বতী তাহার সেই সোণার বালাগাছটী, সেই যমদূতাকৃতি পাইক দ্বয়ের এক জনের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিল;—"এই লও; এ অনেক টাকার জিনিষ; হাবির মাকে আর গালি দিও না।"

বালিকার এই কাণ্ড দেখিয়া পাইকদ্বয় একে অপরের মুখের পানে সবিস্ময়ে চাহিতে লাগিল। হাবির মা দৌড়িয়া আসিয়া সরল ভাবে সরস্বতীর কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিল।

এক জন পাইক বলিল;—"এ বালা লইয়া আমরা কি করিব? তুমি ছেলে মানুষ, তোমার বালা নেব না।"

তখন ব্রহ্মময়ী বলিলেন;—"আমি বলছি তোমরা এ নিয়ে যাও। বিক্রী করিলে ষোল টাকার বেশী হবে। আমার মেয়ের হাতের বালা, আমি তো দিতে পারি।"

হাবির মা, বার বার ব্রহ্মময়ীর কথা ও কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মময়ী তাহা শুনিলেন না।

পাইকগণ ব্রহ্মময়ীর কথা শুনিয়াও ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এমন সময়ে হাবির মার কুটীরের সম্মুখের পথ দিয়া একটী যুবক অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। তাঁহার চক্ষু হাবির মার গৃহ প্রাঙ্গণে নিপতিত হইল। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পাইকদ্বয় অবনতশিরে অভিবাদন করিল। তিনি অশ্বের গতি সংযত করিয়া একটু দাঁড়াইলেন। এক জন পাইক তাঁহার অশ্বের গলা ধারণ করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার যথাযথ বিবরণ জ্ঞাপন করিল। যুবক অশ্ব হইতে অবতরণ, করিয়া গৃহ প্রাঙ্গণে গিয়া দাঁড়াইলেন।

যুবকটী দেখিতে সুশ্রী, ও বুদ্ধিমান, বয়স বিংশতি বর্ষ হইবে। তাঁহার মুখশ্রীতে কোমলতা ও বীর্য্যের সম সমাবেশ রহিয়াছে।

যুবকটীকে দেখিতে পাইয়া ব্রহ্মময়ী একটু সরিয়া গেলেন। সরস্বতী হাবির মার নিকটে সরিয়া দাঁড়াইল।

যুবকটী ধীরে ধীরে সরস্বতীর নিকট গিয়া তাহার বালা গাছি তাহার হাতে পরাইয়া দিলেন।

হাবির মার দিকে চাহিয়া অভ্যাগত যুবক বলিলেন;—"বাছা, তুমি কেঁদ না। যত দিন ইচ্ছা তত দিন তুমি এবাড়ীতে থেক, তোমার জমার টাকা আমি দিব।"

এই বলিয়া যুবকটী সরস্বতীর দিকে অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে অশ্বারোহণে আপনার গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন। পাইকদ্বয় পুনরায় তাঁহাকে নতশিরে অভিবাদন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

আলোক ধাঁধাঁ।

(Photophobia.)

ইংরাজিতে ফটোফোবিয়া নামে এক প্রকার রোগের উল্লেখ দেখা যায়, উহার লক্ষণ ও বিবরণ বড় কৌতুকাবহ। কি কারণে এই রোগ জন্মে, চিকিৎ-

সকেরা আজি পর্য্যন্তও তাহা সম্যক রূপে নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই; কেহ কেহ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ইহার কতকগুলি কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশেও এই রোগ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে এবং আজি কালি অনেক গৃহস্থের স্ত্রীলোক ও বিদ্যালয়ের বালককে ফটোফোবিয়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে দেখা যাইতেছে। সংস্কৃত চিকিৎসা শাস্ত্রে এই রোগের ঠিক্ সংজ্ঞা বা লক্ষণ দেখিতে পাই নাই, আধুনিক ইংরাজি শিক্ষিত বঙ্গীয় চিকিৎসকেরা ইহাকে "আলোকভীতি" নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামের বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা এই রোগের "আলোক ধাঁধাঁ" নাম দিয়াছেন; আমাদের বিবেচনায় শেষোক্ত নামটিই প্রশস্ত এবং সর্ব্বত্র প্রচলিত হওয়া উচিত। উড়িষ্যাঞ্চলে কাজলা নামে এক প্রকার চক্ষুরোগের লক্ষণ শুনা যায়, তাহা কতকাংশে আলোক ধাঁধাঁর সমান। ফটোফোবিয়া অতি সামান্য কারণে এবং অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে ঘটিতে পারে, সুতরাং ইহার বিবরণ কিছু পূর্ব্ব হইতে জানিয়া রাখিতে পারিলে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার কিছু ভরসা থাকে।

লক্ষণ দেখিয়া ফটোফোবিয়া রোগ চিনিয়া লইতে হয়। এই রোগ একেবারে সম্পূর্ণ আকারে দেখা দেয় না, রোগ হইবার অব্যবহিত কাল পূর্ব্ব হইতে কতকগুলি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই লক্ষণ দ্বারা রোগের আগমনে যে বিলম্ব নাই তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। আলোক ধাঁধাঁ হইবার একটু অগ্রে চক্ষুর ক্ষুদ্র ঝিল্লি মধ্যে এক প্রকার চঞ্চলতা জন্মে, তাহাকে ইংরাজিতে 'Morbid Sensibility' কহিয়া থাকে। অনেক ক্ষণ চেয়ারে বসিয়া পা ঝুলাইয়া রাখিলে পদতলে যেমন ঝিনি ঝিনি ধরে, চক্ষুর নিম্নদেশে সেই রূপ ঝিনি ঝিনি ধরিয়া থাকে। তাহার পরে উক্ত দেশে অল্প পরিমাণে ব্যথা জন্মে এবং সম্মুখস্থ বস্তুকে হরিদ্রা বর্ণ বলিয়া বোধ হয়। এই অবস্থায় দূরের বস্তুকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। কিন্তু কিছু কাল অতিবাহিত হইলে দূরের এবং নিকটের সকল বস্তুকেই কৃষ্ণবর্ণের বলিয়া বোধ হয় এবং সমগ্র বিশ্বমণ্ডলকেই যেন অমাবস্যা রজনী বলিয়া ভ্রম জন্মে। সূর্য্যের কিরণ ভাল লাগে না, আগুনের তাপ গায়ে লাগিলে যন্ত্রণা অনুভব হয় এবং মানসিক পরিশ্রমে আদৌ ইচ্ছা হয় না, কেবল অন্ধকারময় গৃহে নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতে আহ্লাদ জন্মে। অধিক কথা শুনিলে বা কহিলে শরীরের উষ্ণতা হয় এবং সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছা জন্মে। চিকিৎসকেরা বলেন এই অবস্থায় কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা বিধেয় এবং গ্রন্থাদি পাঠ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ইহার কিছু পরেই আলোক ধাঁধা রোগ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আলোক দেখিলেই মনে আশঙ্কা জন্মে এবং চিত্তের

বিকৃতি উৎপাদিত হইয়া মস্তিষ্ককে জীর্ণ করিয়া ফেলে। ঠিক এই অবস্থার নাম "আলোকভীতি"। হাইড্রোফোবিয়া রোগী জল দেখিলেই যেমন কাতর হয় এবং আশঙ্কায় দৌড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করে, আলোকভীতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিও আলোক দেখিলে তেমনি ভয় পাইয়া থাকে। বাস্তবিক এই সময়ে ইহাদের চক্ষুতে অধিক পরিমাণে আলোক লাগিলে নয়নদ্বয় একেবারে অন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ তাহাদের আর কোন কার্য্যকারিণী শক্তি থাকে না। বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলিয়াছেন, এক মিনিটের কিঞ্চিৎ অধিক কাল আলোক লাগাইয়া একজন বলবান্ যুবক রোগীর চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

আমাদের দেশের স্ত্রী লোকেরা শিশুদিগের চক্ষে যে কাজল দেন, তাহা চিকিৎসকদিগের বিবেচনায় ভাল বলিয়া বোধ হয়। আমাদের পাড়াগাঁয়ের স্ত্রীলোকেরা এ প্রথাটি অধিক পরিমাণে প্রচলন করিয়াছেন। প্রথাটি মন্দ নহে, কিন্তু ৫।৬ বর্ষের অধিক বয়স্ক বালককে কাজল দিবার রীতি নাই। যুবক এবং যুবতীদিগের মধ্যে মধ্যে কাজল লওয়া ভাল। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মুসলমানদিগের মধ্যে প্রায়ই স্ত্রীলোকদিগকে কাজল পরিতে দেখা যায়। মুসলমান শাস্ত্রে এই কাজলের যথেষ্ট প্রশংসা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল পাঠার্থী যুবক মধ্যে মধ্যে চক্ষুরোগে আক্রান্ত হন, তাঁহাদের পক্ষে এই কাজল ব্যবহার করা ভাল বলিয়াই বোধ হয়। চসমা ব্যবহার করিয়া চক্ষুকে ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য করা অপেক্ষা কাজল ব্যবহার করা ভাল। অধিকতর মানসিক পরিশ্রমে কখন কখন আলোকভীতি জন্মিতে দেখা যায় এবং শিরোরোগগ্রস্ত ব্যক্তি এতদ্দ্বারা অনেক সময়ে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে পূর্ব্ব বঙ্গে এই রোগ অধিক পরিমাণে দেখা গিয়া থাকে।

বঙ্গমহিলা সমাজের ষষ্ঠ জন্মোৎসব।

১৮৮০ সালের ১লা আগষ্ট বঙ্গমহিলা সমাজের জন্ম হয়, গত ১লা আগষ্ট ইহার সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সমাজটী বঙ্গীয় মহিলাদিগের উন্নতি সাধনোদ্দেশে সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার কার্য্য সকল প্রধানতঃ তাঁহাদিগের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রবন্ধ রচনা ও চিন্তাশক্তি বর্দ্ধনার্থ ইহার কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং প্রায় এক এক সপ্তাহে এক এক বিভাগের অধিবেশন

হইয়া থাকে। সভা একটী পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার একটী নিজস্ব গৃহ নিতান্ত আবশ্যক হওয়াতে সভ্যাগণ তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা আশা করি অচিরাৎ তাঁহাদিগের চেষ্টা ফলবতী হইবে এবং একটী স্থায়ী গৃহ প্রাপ্ত হইয়া সভা তাহার কার্য্য আরও সুন্দররূপে ও উৎসাহ সহকারে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন।

গত জন্মোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাময়িক প্রসঙ্গ স্তম্ভে প্রকটিত হইয়াছে। আমরা পাঠিকাগণের চিত্ত বিনোদনার্থ সংগ্রহে যে নূতন অভিনয় অভিনীত ও নূতন সঙ্গীত গীত ও পঠিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

কথোপকথনাভিনয়।

(সভা ভূমিতলে আসীনা, সম্মুখে বালিকা।)

সভা।

কেন আজি তোরা বোনে বোনে মিলে,
ভাসায়ে পরাণ হরষ হিল্লোলে
গাহিছিস্ সুখ-সঙ্গীত সকলে,
কি শুনিলি নব আশার কথা?

বালিকা।

প্রিয় সভা! আজ তব জন্ম দিনে
হরষ-লহরী খেলিতেছে প্রাণে,
তব জন্মোৎসবে মিলি বোনে বোনে
গাই বরষের ভুলেছি ব্যথা।

সভা।

জন্ম দিন মম এল কিরে হায়?
কিবা দ্রুতপদে আয়ুশ্চক্র ধায়,
দেখিতে দেখিতে বরষ ফুরায়,
পুরিছে না শুধু প্রাণের আশ!

বালিকা।

কেন প্রিয় সভা শুভ জন্মোৎসবে
ম্রিয়মাণ হয়ে ভূমে পড়ি রবে,
আজি কেন চোখে অশ্রুদয় হবে?
আজি যে হাসিবে সুখের হাস।

সভা। (দণ্ডায়মান হইয়া)

[illegible] ব্রত সাধিবার তরে
লভিনু জনম, দুঃখে যাই মরে,
সে ব্রতের বিধি ছয়বর্ষ ধরে,
পালিতে সম্যক্ নারিনু হায়!

বালিকা।

তাই ত গো হায়! ধিক্ আমাদেরে
ব্রত দীক্ষা নিয়ে নারি পালিবারে,
[illegible] স্রোতে থাকি নির্জ্জীব অন্তরে
কোথা দিয়া আয়ু চলিয়া যায়!!

আশার প্রবেশ।

আশা।

উৎসব সঙ্গীতে আজ কেন, কেন মিশাইছ
বিষাদের তান?
আমি আশা আসিয়াছি, সান্ত্বনা অমিয়
দিয়া জুড়াইতে প্রাণ।
আয় সভা, আয় তোরে, হাতে ধরে নিয়ে যাব,
দাঁড়া সুখে পথে,
জীবনের লক্ষ্য আছি, বাধা শত ঠেলি পায়
চল মোর সাথে।

এই যে দেখিছ আজ মিলিয়াছে শত বোনা
একই পরাণ,
পিঞ্জরে [illegible] ছিল; আজি স্বাধীনতা সুখে
গাহিতেছে গান।
ঈশ্বরের ভাই সব হরষ-পূরিত প্রাণে
দেখিছেন চেয়ে,
জ্ঞান ধর্ম্মে সাথী করে, আরো হও অগ্রসর
আশা গীত গেয়ে ॥
(সকলের প্রস্থান।)

সঙ্গীত।

আজিলো নূতন বরষে
পরাণ পূরিয়া হরষে,
কণ্ঠে কণ্ঠে মিলায়ে সবে, মঙ্গল সঙ্গীত গাওরে।
নূতন বরষে আজিরে,
নব বেশে সবে সাজিরে
নূতন আশার কাহিনী নিরাশজনে শুনাও রে।
কারেও না কিছু বলিয়া,
পুরাতন গেছে চলিয়া,
নবীন বরষ দেখনা দাঁড়ায়ে রয়েছে দুয়ারে।
শৈশব মাধুরী বয়ানে,
হাসি ফুটিতেছে নয়ানে,
কত আশা খেলে পরাণে, ওর মুখ সবে
চাওরে।

বর্ষ সঙ্গীত।

আপনার বেগে, আপনার মনে,
কোথায় বরষ চলিয়া যায়,
অপূর্ণ বাসনা রহিল কাহার
দেখিতে বারেক ফিরি না চায়।
কার নয়নের ফুরাল না জল,
শুকাল না কার প্রাণের ক্ষত;
কাহার হৃদয় নিশীথে নিরাশ
জ্বলিছে ভীষণ চিতার মত;
কাহার কণ্ঠের মুকুতার মালা
ছিঁড়িয়া পড়িল শতধা হয়ে,
কার হাসি শোভা [illegible]
শুকাইয়া গেল হৃদয় ছুঁয়ে;
দেখিবারে তাহা মুহূর্ত্তের তরে
থামিল না ওর অনন্তের পথে,
অই যায় চলে অই যায় যায়
সৌর জ্যোতির্ম্ময় [illegible] রথে।
বরষের পর বরষ যাইছে,
বিদায়ের কালে চরণে তার
কত প্রাণ আজি, কত আঁখি দিয়া,
পড়িছে তরল মুকুতা-ধার।
আপনার ভাবে আপনার মনে
অজানিত পথে চলিয়া যায়,
শোনে না কাহারো রোদনের রব
কারো মুখ পানে ফিরি না চায়।
ম্রিয়মাণ প্রাণ, আশা ভর করি
বরষ প্রভাতে দাঁড়ায় উঠে,
নবীন ঊষায় হৃদয় কাননে
আবার নবীন কুসুম ফুটে।
জীবন বেলায় আবার খেলায়
কল্পনার মৃদু লহরী-মালা,
ভুলে যাই শত বিদায় বেদন
শত নিরাশার দারুণ জ্বালা।
একটি প্রভাত সুখে কেটে যায়,
আশার মৃদুল সুরভি বায়
একদিন রাখে শ্রান্তি ভুলাইয়া,
একদিন পাখী সঙ্গীত গায়।
আবার আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া

তেমনি শতেক নিরাশা আসে,
তেমনি করিয়া ঘন অন্ধকার
হৃদয় গগন আবার গ্রাসে।
উঠিয়া, পড়িয়া, থামিয়া, নাচিয়া,
পায়ে জড়াইয়া কণ্টক রাশি,
জীবনের পথে চলি অবিরাম
কখন বা কাঁদি, কখন হাসি !
আপনার বেগে, আপনার মনে
আবার বরষ চলিয়া যায়,
কে পড়িল পথে, কে উঠি চলিল
দেখিতে বারেক ফিরি না চায়।

কেহ কি দেখেনা ?—কেহ কি চাহেনা
দুঃখী দুরবল নরের পানে ?
তবে কেন প্রতি নূতন বরষে
ফোটে নব ফুল হৃদয় বনে ?
তবে কেন আজ শিরায় শিরায়
উৎসাহের স্রোত আবার বহে ?
তবে আশারাণী কেন কাণে কাণে
শতেক অমিয়া বচন কহে ?
গত বরষের দুঃখ অশ্রু লয়ে
পুরাণ বরষ গিয়াছে যাক্,
দ্বাদশ মাসের বিষাদের দাগ
উহারি বুকেতে লুকান থাক্ !
কৃপাহস্ত কার অস্ফুট আলোকে
দেখিতেছি আছে জড়ায়ে সবে,
অই হাত ধরে উঠি পড়ে, পড়ে,
কেন আর ভয় পাই গো তবে।
উঠিয়া, পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়া
বরষে বরষে বাড়ুক বল,
ফুটুক না পায়ে দুটা তুচ্ছ কাঁটা
বহুক্ না কেন নয়ন জল !
নূতন উল্লাসে, নূতন আনন্দে
আজিকে গাহিব আশার গান,
নূতন বরষে আজি নব ব্রতে
আবার দীক্ষিত করিব প্রাণ।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ ।

৫ ।—বাক্ ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"আমি স্বয়ং এই ব্রহ্ম পদার্থের বিষয় শিক্ষা দিতেছি, (শ্রবণ কর) । আমিই দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সেবিত। আমিই সমস্ত কামনা করিয়া থাকি। যাহাকে আমি রক্ষা করিতে বাঞ্ছা করি, তাহাকে স্রষ্টা, ঋষি (ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত বিষয়দর্শী), সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুন্দর জ্ঞান-সম্পন্ন করিয়া দি। ৫।

"অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং
দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি তম
ব্রহ্মাণং তমৃষিতং সুমেধাম্" ॥৫॥

"ব্রাহ্মণকুলের দ্বেষ্টা ও হিংসকের বধের কারণ আমি রুদ্রের ধনুতে জ্যা (ছিলা) সংযোগ করিয়াছিলাম। আমিই ভক্ত-জনের উপকারার্থ বিপক্ষ-পক্ষের সহিত সংগ্রাম করিয়াছি এবং অন্তর্যামিনী বলিয়া, স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রবিষ্টা হইয়াছি ।৬।

'অহং স্বয়ম্ এব ইদং' বস্তু ব্রহ্মাত্মকং, 'বদামি' উপদিশামি ; 'দেবেভিঃ' দেবৈঃ ইন্দ্রাদিভিঃ অপি, 'জুষ্টং' সেবিতং 'উত' অপি 'মানুষেভিঃ' মনুষ্যৈঃ অপি 'জুষ্টং' উপবর্ণিতাত্মিকা 'অহং' 'কাময়ে'। 'যং' পুরুষং রক্ষিতুম্ অহং বাঞ্ছামি, 'তং তং' পুরুষং 'উগ্রং কৃণোমি' সর্ব্বেভ্যঃ অধিকং করোমি। 'তম্' এব 'ব্রহ্মাণং' স্রষ্টারং করোমি, 'তম্' এব 'ঋষিম্' অতীন্দ্রিয়ার্থ দর্শিনং করোমি, 'তম্' এব 'সুমেধাং' শোভনপ্রজ্ঞং করোমি। ৫।

"অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবা-পৃথিবী আ বিবেশ ॥৬॥"

পুরা ত্রিপুর-বিজয়-সময়ে 'রুদ্রায়' রুদ্রস্য (ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী) মহাদেবস্য 'ধনুঃ' চাপম্ 'অহং' 'আতনোমি' জ্যয়া ততং করোমি; কিমর্থং ?—'ব্রহ্মদ্বিষে' ব্রাহ্মণানাং দ্বেষ্টারং, 'শরবে' শরু হিংসকং ত্রিপুরনিবাসিনম্ অসুরং 'হন্তবৈ' হন্তুং হিংসিতুং * * * 'উ' শব্দঃ পূরকঃ। 'অহং' এব 'সমদং' সমানং মদন্তি হৃষ্যন্তি অস্মিন্ সংগ্রামঃ 'জনায়' স্তোতৃজনার্থং শত্রুভিঃ সহ সংগ্রামং 'অহং' এব 'কৃণোমি' করোমি। তথা 'দ্যাবাপৃথিবী' দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ

"এই ভূলোকের উপরিস্থিত আকাশকে আমি উৎপাদন করি। সমুদ্রের ও জলের মধ্যে আমার পিতা অম্ভৃণ ঋষি রহিয়াছেন। এই প্রকার গুণশালিনী বলিয়া, আমি নিখিল অবনীমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া, বিবিধ বস্তুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছি ; এবং কারণস্বরূপ ও মায়াময় আমার দেহ দ্বারা সুদূর স্থানে অবস্থিত স্বর্গলোককে আমি স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি ।৭।

অন্তর্যামিতয়া, 'অহং' এব 'আ বিবেশ' প্রবিষ্টবতী। ৬।

"অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতা-মূন্দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি" ।৭।

দ্যৌঃ পিতেতি শ্রুতেঃ—পিতা দ্যৌঃ। 'পিতরং' দিবং, 'অহং' 'সুবে' প্রসুবে—জনয়ামি ; আত্মন আকাশ সম্ভূতঃ—ইতি শ্রুতেঃ। কুত্রেতি তদাহ।—'অস্য' পরমাত্মনঃ, 'মূর্দ্ধন্' মূর্দ্ধন্যুপরি, কারণভূতে হি তস্মিন্ বিয়দাদি কার্য্যজাতং সর্ব্বং বর্ত্ততে, তন্তুষু পট ইব। 'মম' চ 'যোনিঃ' কারণং, 'সমুদ্রে' সমুদ্রবন্তি অস্মাৎ ভূতজাতানি ইতি সমুদ্রঃ পরমাত্মা তস্মিন্,—'অপসু' ব্যাপনশীলাসু ধীবৃত্তিষু, 'অন্তঃ' মধ্যে, যৎ ব্রহ্মচৈতন্যং, তৎ মম কারণমিত্যর্থঃ। যতঃ ঈদৃগ্ভূতা অহং অস্মি, 'ততঃ' হেতোঃ, 'বিশ্বা' বিশ্বানি—সর্ব্বাণি, 'ভুবনানি' ভূতজাতানি, 'অনু' প্রবিশ্য, 'বি তিষ্ঠে' বিবিধং ব্যাপ্য তিষ্ঠামি' * * 'উত' অপি, চ, 'অমূং দ্যাং' বিপ্রকৃষ্টদেশে অবস্থিতং স্বর্গলোকং, উপলক্ষণমেতৎ ; কৃৎস্নং বিকারজাতং, 'বর্ষ্মণা' কারণভূতেন মায়াত্মকেন

"বায়ু, যদ্রূপ স্বেচ্ছাক্রমে সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ সমগ্র ভুবনের প্রসবকর্ত্রী আমি স্বয়ং নিজ ইচ্ছানুসারে তাবৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই । আমি এই আকাশের ও এই পৃথিবীর পরেও বিদ্যমান আছি । আমি বিষয়-নির্লিপ্তা ও ব্রহ্ম-রূপিণী । আমার স্বীয় মাহাত্ম্য-বলে এই সমস্তই সমুৎপন্ন হইয়াছে ।৮।

এই সকল মন্ত্রের পাঠক অতিশয় বহু-সংখ্যক ছিল ও আছে, প্রস্তাবের প্রথমার্দ্ধে পূর্ব্ব-বারেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। বিষয়ের পবিত্রতা, মতের উৎকর্ষ, ভাবের গাম্ভীর্য্য স্মরণ করিলেই মনে হয়, চিরযুগই ইহার পাঠক ও শ্রোতা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকিবে। কেবল যে শঙ্করাচার্য্যই এই সকল মন্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় মত প্রচার করিয়া যান, এমন নয় । তাঁহার জন্মের বহুকাল পূর্ব্বের রচিত উপনিষৎ-শাস্ত্র সমুদয়েও উক্ত ধর্ম্ম মতের সুস্পষ্ট চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় । উপনিষদে হিন্দুজাতির বুদ্ধি বিকাশের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে । এই উপনিষৎ শাস্ত্রকে আশ্রয়-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া "দর্শন" গ্রন্থাবলি উৎপন্ন হইয়াছে । সে গুলির নাম—সাংখ্য ও পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত । এই শেষোক্ত শাস্ত্রকেই শঙ্করদেব আবার অদ্বৈত-বাদ পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এই দর্শন সকলের ভাব ও মত পুরাণে, কাব্যে, উপপুরাণে, গাথায়, এমন কি, স্থল-বিশেষে নাটকেও পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে । সুতরাং বলিতে গেলে, বাক্ দেবীর মতই, এই সকলের পত্তন-ভূমি। এতদ্ভিন্ন মার্কণ্ডেয় পুরাণের

মদীয়েন দেহেন, 'উপস্পৃশামি' । যদ্বা 'অস্য' ভূলোকস্য, 'মূর্দ্ধন্' মূর্দ্ধন্যুপরি, 'অহং' 'পিতরং' আকাশং, 'সুবে'— 'সমুদ্রে' জলধৌ, 'অপ্সু' উদকেষু, 'অন্তঃ' মধ্যে, 'মম' 'যোনি' কারণভূতং অম্ভৃণাখ্যঃ ঋষিঃ বর্ত্ততে ; যদ্বা 'সমুদ্রে' অন্তরীক্ষে, 'অপ্সু' আপ্যেষু দেবশরীরেষু, মম 'যোনিং' কারণভূতং ব্রহ্মচৈতন্যং বর্ত্ততে, 'ততঃ' 'অহং' কারণাত্মিকা সতী, 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি, 'ভুবনানি' ভূত-জাতানি, ব্যাপ্নোমি, অন ৎ সমানং ।৭।

"অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা

ভুবনানি বিশ্বা ।

পরো দিবা এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা

সম্বভূব ॥ ৮ ॥"

'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি, 'ভুবনানি' ভূতজাতানি কার্য্যাণি, 'আরভমাণা' কারণস্বরূপেণোৎপাদয়ন্তী, 'অহম্ এব' পরেণ অনধিষ্ঠিতা, স্বয়ম্ এব 'প্রবামি' প্রবর্ত্তে, 'বাত ইব' যথা বাতঃ পরেণা-প্রেরিতঃ সন্ স্বেচ্ছয়ৈব প্রবাতি, তদ্বৎ । উক্তং সর্ব্বং নিগময়তি । 'পরো দিবা' * * দিব আকাশস্য পরস্তাৎ, 'এনা পৃথিব্যা' অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ পরং পরস্তাৎ, (দ্যাবাপৃথিব্যোরুপাদানলক্ষণং) অতদুপ-লক্ষিতাৎ, সর্ব্বাৎ বিকারজাতাৎ পরস্তাৎ বর্ত্তমানাসঙ্গোদাসীন

কূটস্থব্রহ্মচৈতন্যরূপাহং

'মহিনা' মহিম্না, 'এতাবতী' 'সম্বভূব' * * সর্ব্বং জগদাত্মনাহং সম্ভবামি ।৮

ত্বষ্টৃ ঋষি উহার প্রকাশক এবং সেই হেতুই তাঁহার আখ্যানুসারে উহার নাম 'ত্বাষ্ট্রী সাম' অর্থাৎ ত্বষ্টৃ মুনি কর্ত্তৃক প্রচারিত গান হইয়াছে। ইন্দ্রমাতৃবর্গের বিরচিত ঋকটীর সেরূপ ভূরি প্রচার হইয়াছিল, দেবজামি প্রভৃতির প্রণীত মন্ত্রের প্রচারও তদপেক্ষা ন্যূন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কেন না, ঋগ্বেদ-সংহিতা ও সামবেদ-সংহিতা এই উভয় স্থলেই উহাদের প্রকটিত মন্ত্র সমাদরে পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

অতঃপর দেবজামি প্রভৃতির বিরচিত মন্ত্রের অনুবাদ এ স্থলেই প্রকটিত হইতেছে,—

"নিজ কার্য্যাভিলাষিণী ইন্দ্রমাতৃবর্গ স্তবাদি দ্বারা ইন্দ্রকে লাভ করিয়াছেন; যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত সেই ইন্দ্র দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এবং তাঁহা হইতে সুবীর্য্য-ধন-প্রাপ্তিরও অধিকারিণী হইতেছেন।"*

বড় কেহ ছোট নয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বায়ু যদি এই বাষ্পোদ্গম প্রক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। বাতাস যদি স্থির থাকে, তাহা হইলে সে নিজের উত্তাপের পরিমাণ অনুসারে যতদূর পারে আমাকে লইয়া যাইবে। তাহার পর আর লইয়া যাইতে পারিবে না। সুতরাং যেখানকার বায়ু স্থির, সেখানকার বাষ্পোদ্গম বন্ধ হইবে। কিন্তু যদি বায়ু চলিতে থাকে, তাহা হইলে জলের উপরিস্থিত বাতাস আমাকে লইয়া সরিয়া যাইবে, তাহার পরবর্ত্তী বাতাস আবার আমাকে লইয়া সরিয়া যাইবে, এইরূপে ক্রমাগত বাষ্পোদ্গম চলিতে থাকিবে। এই জন্য যেখানে বেগে বায়ু বহিতে থাকে, সেখানে ভিজে কাপড় ছড়াইয়া দিলে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শুখাইয়া যায়। বর্ষাকালে শীঘ্র কাপড় শুকায় না এই জন্য যে বর্ষাকালের বায়ু আমাদ্বারা একেবারে পূর্ণ থাকে বলিলেও চলে। সুতরাং কাপড় হইতে আর আমাকে

* "ঈঙ্খয়ন্তীরপস্যুব ইন্দ্রং জাতমুপাসতে। ভেজানাসঃ সুবীর্য্যম্॥"—
[ঋগ্বেদ সংহিতা, ৮মণ্ডল, ৮অনুবাক, ১১সূক্ত, ১ঋক।]

'ঈঙ্খয়ন্তীঃ' গচ্ছন্ত্যঃ, স্তুত্যাদিভিঃ ইন্দ্রং প্রাপ্নুবন্ত্যঃ, 'অপস্যুবঃ' অপঃ কর্ম্মাণি আত্মন ইচ্ছন্ত্যঃ, ইন্দ্রমাতরঃ অস্য ইন্দ্রস্য জনয়িত্র্যঃ, 'জাতং' প্রাদুর্ভূতং, তম্ 'ইন্দ্রম্' 'উপাসতে' পরিচরন্তি। 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং ধনং চ। 'ভেজানাসঃ' তস্মাৎ ইন্দ্রাৎ লব্ধবত্যো ভবন্তি।

লইতে পারে না। ইহাকেই বায়ুর বাষ্পপূর্ণাবস্থা (point of saturation) বলে। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা দ্বারা বুঝিতে পারিতেছ যে বায়ুর উত্তাপানুসারে এই বাষ্পপূর্ণাবস্থার ইতর বিশেষ হয়। কেন না, বায়ুর উত্তাপ যত অধিক হইবে, তত অধিক পরিমাণে সে আমাকে লইতে পারিবে। বায়ু যখন আমাদ্বারা একেবারে পূর্ণ থাকে, তখন যে জিনিস তাহা অপেক্ষা একটু অধিক ঠাণ্ডা, তাহার সংস্পর্শে আসিলেই আমি ঐ ঠাণ্ডা জিনিসের উপর শিশিরের ন্যায় জমিয়া যাই। এই জন্য বায়ুর বাষ্পপূর্ণাবস্থাকে তাহার (Dew-point) শিশিরাবস্থাও বলে।

আমার একটী বিশেষ ক্ষমতা আছে। আমি কেবল বৃষ্টি শিশির প্রভৃতির কারণ নহি; আমি না থাকিলে ঝড় হইত না। আমি কেমন করিয়া ঝড়ের কারণ হই, তাহা এইবার বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ভারমিতি (Barometer) নামে এক প্রকার যন্ত্র আছে তোমরা জান। এই বামাবোধিনীতেই পূর্ব্বে তাহার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর ভার বা চাপের পরিমাণ ঠিক্ করা যায়। বায়ুর এই ভার বা চাপ কখনও অধিক হয়, কখনও অল্প হয়। এই চাপের ইতর বিশেষ হইতেই বায়ুপ্রবাহ, ঝড় প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই চাপের তারতম্যের দুইটী কারণ আছে;—(১) বায়ুর উত্তাপ, (২) আমি (জলীয় বাষ্প)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাতাস গরম হইলে হালকা হয় ও উপরে উঠিয়া যায়। সুতরাং কোনও বিস্তীর্ণ প্রদেশ যখন সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত হয়, তখন সেখানকার বাতাস গরম হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। কাজেই অন্যান্য স্থানের বায়ুর অপেক্ষা সেখানকার বায়ুর ভার কমিয়া যায়।

এই ত গেল এক কারণের কথা। তার পর আছি আমি। বাতাস আমা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক ভারি। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে বায়ুর তাপাংশ যখন ৫০, তখনকার অবস্থায় বাষ্পবিহীন বায়ু আমার চেয়ে ১৩৩ গুণ ভারি। কাজেই আমি বাতাসের সঙ্গে যত মিশিতে থাকিব, বাতাসের ভার তত কমিতে থাকিবে। যেখানকার বাতাসে আমি অধিক পরিমাণে বিরাজ করি, সেখানকার বাতাসের ভার সেই জন্য চারিদিকের বাতাসের ভার অপেক্ষা কম হয়। আমি যদি জমিয়া বৃষ্টি হইয়া পড়িয়া যাই, তাহা হইলে এই প্রভেদের সহজেই সামঞ্জস্য হইয়া যায়। নতুবা বায়ু মহা আস্ফালনে দিগ্‌বিদিক আলোড়িত করিয়া এই সামঞ্জস্য সাধন করিয়া লয়। কারণ তরল পদার্থের ধর্ম্মই এই যে তাহার চতুর্দ্দিকের চাপ সমান রাখিতে চেষ্টা করে।

কি কারণে যে আকাশের কোন কোন অংশে আমার পরিমাণ হঠাৎ অধিক বা অল্প হইয়া যায়, তাহা

পণ্ডিতেরা অদ্যাপি নিরূপণ করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছেন যে তদ্দ্বারা বায়ুর গতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন আমার অবস্থানের পরিবর্ত্তন আকস্মিক ও বহুদূরব্যাপী হয়, তখনই ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি হইয়া থাকে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত মৃদুগতিতে হইলেও জলবায়ুর উপর তাহার প্রভাব প্রকাশিত হয়।

আমি ঝড়ের কারণ বলিয়া আমার উপর রাগ করিও না। আমি পরমেশ্বরের দাসী বই নই। তিনি যাহা করিতে আমাকে নিয়োগ করিয়াছেন, তাহা আমাকে করিতেই হইবে। আমি ভাল মন্দ জানি না। কিন্তু এটা বোধ হয় তোমরা সহজে বুঝিতে পার যে ঝড় দেশের বায়ু পরিষ্কার করিয়া দেয়। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের আদেশে উহার দ্বারা আরও হয় ত অনেক উপকার হয়। মানুষ জানে না বলিয়া 'সর্ব্বনাশ হইল', 'সর্ব্বনাশ হইল', বলিয়া গোল করিয়া বেড়ায়। আমি ত বলি যেখানে বুঝিতে পারা যায় না, সেখানে একেবারে ঈশ্বরের উপর অবিশ্বাস না করিয়া, 'বুঝি না' বলিয়া নীরবে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকাই যথার্থ জ্ঞানীর কার্য্য।

ঝড়ের কারণ বলিয়া তোমরা আমার উপর বিরক্ত হইলে তোমাদিগকে অত্যন্ত কৃতঘ্ন বলিব, কেননা তাহা হইলে আমি এই বুঝিব যে তোমরা আমার দ্বারা নানারূপে উপকৃত হইয়াও একটী মাত্র কারণে চটিয়া গেলে। দেখ আমি বৃষ্টি ঢালিয়া তোমাদের পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিতেছি এবং এইরূপে তোমাদের আহার যোগাইয়া প্রাণরক্ষা করিতেছি। তা ছাড়া আমার দ্বারা আরও অনেক প্রকারে তোমাদের প্রাণ রক্ষার উপায় হইতেছে। নতুবা তোমরা একদিন কোথায় থাকিতে তাহার ঠিকানা নাই। (১) বাতাস একেবারে বাষ্পবিহীন হইলে যত শীতল হইত, আমি আছি বলিয়া তত শীতল হইতে পায় না (২) আমি অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া পরদার ন্যায় তোমাদিগকে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ হইতে রক্ষা করিতেছি, নতুবা সূর্য্যের তাপ অসহ্য হইত। (৩) আবার আমিই রাত্রিতে অনেক সময় মেঘের আকারে তোমাদের দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া পৃথিবী যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র তাহার দেহস্থ উত্তাপ অনন্ত আকাশে ছাড়িয়া দিতে না পারে তাহার উপায় বিধান করি। আমি যদি কিছুকালের জন্য না থাকি, তাহা হইলে তোমরা দিবসে দগ্ধ হইয়া যাইবে ও রাত্রিতে শীতে জমাট হইয়া থাকিবে; মেঘও জমিবে না, বৃষ্টিও হইবে না, নদনদীও প্রবাহিত হইবে না, এক কথায় পৃথিবী আর জীবজন্তুর বাসের যোগ্য থাকিবে না।

কেমন, আর আমার উপর রাগ করিবে?

সজীব ফটোগ্রাফি।

(২৪৬ সংখ্যা, ৭৮ পৃষ্ঠার পর)

পাঠিকাদের মনে সহজেই এই প্রশ্ন উদয় হইতে পারে যে যদি চক্ষের ভিতর বাহিরের দৃশ্যাবলীর একটি উল্টা ছবি প্রতিফলিত হয়, তবে আমরা সকল পদার্থ উল্টা দেখি না কেন?—প্রশ্নটি অতি গুরুতর;—এই প্রশ্নটি লইয়া বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক গবেষণা ও বাদানুবাদ হইতেছে;—কিন্তু আজিও কেহ কোন অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কেহ বলিয়া থাকেন যে, আমরা যাবতীয় পদার্থ যে সোজা দেখি তাহা আমাদের চক্ষের এক প্রকার স্বাভাবিক শিক্ষা ও অভ্যাসের ফল। স্পর্শশক্তি প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সকল পদার্থের যথার্থ অবস্থা নিরূপণ করিয়া বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি সুতরাং চক্ষের এক প্রকার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। কাহারও কাহারও মত অন্য প্রকার; তাঁহারা বলেন যে, আমরা জগতের ছোট বড় যাবতীয় পদার্থই উল্টা দেখি, সুতরাং তুলনার স্থল না থাকায় বস্তুতঃ উল্টা সোজার তারতম্য করিতে পারি না। বিপরীত ভাবাপন্ন দুটি গুণ না থাকিলে একটির ধারণা হয় না। কোন গুণ ধারণা করিতে হইলে তৎসঙ্গে মনে তাহার অভাব অথবা তদ্বিপরীত কোন গুণের ধারণা করিতে হয়। 'ভাল' বলিলেই তৎসঙ্গে তদ্বিপরীত 'মন্দও' ধারণা হয়; 'আলোক' বলিলেই তাহার অভাব 'অন্ধকারেরও' ধারণা হয়। তেমনি 'সোজা' বলিলে কোন উল্টা বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া বলি; অথবা 'উল্টা' বলিলে কোন সোজা বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া বলি। কিন্তু যাবতীয় পদার্থ যদি উল্টা দেখি, তবে আর তুলনার স্থল থাকে না, সুতরাং আর উল্টার ধারণা হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি আরও সহজ হইবে;—মনে কর, একটি বৃক্ষকে সোজা বলি কখন? যখন তাহার মূল পৃথিবীতে এবং অগ্রভাগ ঊর্দ্ধে আকাশে;—এস্থলে পৃথিবী এবং আকাশের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া বৃক্ষটিকে সোজা বলিলাম। আবার যদি তাহার মূল ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে হয় এবং অগ্রভাগ পৃথিবীর দিকে হয় তবে বলিব বৃক্ষটি উল্টা;—এস্থলেও পৃথিবী ও আকাশের সহিত তুলনা করিয়া বলিলাম; কিন্তু যদি আকাশ, পৃথিবী, ও, যাবতীয় পদার্থই উল্টা হয়, তবে আর তুলনার স্থল কোথায় পাইব? সমুদায় পদার্থই উল্টা দেখি,

তুলনায় স্থল পাই না—সুতরাং উল্টা কি না বুঝিতে পারি না।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, রেটিনায় প্রতিফলিত প্রতিমূর্ত্তির সহিত, আমাদের অনুভূতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; রেটিনাস্থ প্রতিমূর্ত্তি দৃক্‌স্নায়ুকে উত্তেজিত করে, সেই উত্তেজনা মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া নিয়মানুসারে একপ্রকার আণবিক স্পন্দন উৎপাদন করে—এই স্পন্দনেই দর্শন অনুভূতি হয়।

ফটোগ্রাফি যন্ত্রে দূরত্বের পরিমাণানুসারে যবাকার কাচ খণ্ডকে সম্মুখে ও পশ্চাতে সরাইতে হয়; অর্থাৎ দূরের ও নিকটের পদার্থ এক সময়ে স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয় না;—দূরের বস্তু স্পষ্ট হইলে নিকটের গুলি অস্পষ্ট হইবে অথবা নিকটের গুলি স্পষ্ট হইলে দূরের গুলি অস্পষ্ট হইবে। তবে আমরা চক্ষের এক অবস্থায় দূরের ও নিকটের বস্তু কিরূপে দেখি?—বস্তুতঃ আমরা চক্ষের এক অবস্থায় দূরের ও নিকটের বস্তু দেখিতে পাই না; দূরত্বের পরিমাণানুসারে ক্রিষ্টালাইনের অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। ইহা বুঝিতে হইলে যবাকার কাচের বিবরণ কিছু জানা আবশ্যক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ফটোগ্রাফি যন্ত্রের সম্মুখস্থ পদার্থ সকলের প্রতিফলিত আলোক রশ্মি সমূহ যবাকার কাচকে ভেদ করিয়া বক্রগামী হইয়া এক বিন্দুতে মিলিত পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সমূহের একটি উল্টা ছবি প্রতিফলিত করে। কিন্তু এস্থলে জানা আবশ্যক যে, পদার্থ সমূহের দূরত্বের পরিমাণানুসারে যবাকার কাচ হইতে অধিশ্রয়ণ বিন্দুর দূরত্বের হ্রাস হয়; অর্থাৎ খুব দূরের বস্তু হইলে অধিশ্রয়ণ বিন্দু নিকটে হইবে এবং নিকটের বস্তু হইলে অধিশ্রয়ণ বিন্দু দূরে হইবে; এই জন্যই দূরের ছবি তুলিতে হইলে (লেন্স) কাচকে পশ্চাতে সরাইতে হয় এবং নিকটের ছবি তুলিতে হইলে লেন্সকে সম্মুখে বাড়াইতে হয়। তবেই বুঝা যাইতেছে যে আমাদের চক্ষে দূরের পদার্থের অধিশ্রয়ণ বিন্দু নিকটে হইবে এবং নিকটের পদার্থের দূরে হইবে। কিন্তু আমরা ফটোগ্রাফি যন্ত্রের ন্যায় চক্ষের ক্রিষ্টালাইনকে সম্মুখে ও পশ্চাতে সরাই না অথচ দূরের ও নিকটের বস্তু দেখিতে পাই কিরূপে? এস্থলে যবাকার কাচ সম্বন্ধে আরও কিছু জানা আবশ্যকঃ—স্থূলতার (convexity) পরিমাণানুসারে অধিশ্রয়ণ বিন্দুর দূরত্বের হ্রাস হয়; অর্থাৎ অধিক স্থূল হইলে তাহার অধিশ্রয়ণ বিন্দু (Focus) নিকটে হইবে এবং স্থূলতা অল্প হইলে অধিশ্রয়ণ বিন্দু দূরে হইবে। তবেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ফটোগ্রাফি যন্ত্রের লেন্সের ন্যায়, চক্ষের ক্রিষ্টালাইনকে সম্মুখে

অন্য উপায়ে হইতে পারে; অর্থাৎ যদি কোন উপায়ে ক্রিষ্টালাইনের ন্যুব্জতার হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ইহা হয়। পূর্ব্বে যে সিলিয়ারী বন্ধনীর * কথা বলা হইয়াছে তাহার পেশী সকল ক্রিষ্টা-লাইনে চাপ দিয়া দূরত্বের পরিমাণানু-সারে তাহাকে আবশ্যক মত ন্যুব্জ করিয়া দেয়। এক অবস্থায় দূরের ও নিকটের বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার এক সহজ পরীক্ষা করিতে পারা যায়; একখানি তারনির্ম্মিত ঘন জাল চক্ষের খুব নিকটে ধরিয়া তাহার ভিতর দিয়া কিঞ্চিৎ দূরে কোন পুস্তকের অক্ষর পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে যে, যখন অক্ষরগুলি স্পষ্ট দেখি, তখন জাল অস্পষ্ট দেখায়—আবার যখন জাল স্পষ্ট দেখি, তখন অক্ষরগুলি অস্পষ্ট দেখায়।

মরিসস-কোয়ারেণ্টিন ষ্টেশন।

১ ম প্রস্তাব।

বামাবোধিনীর পাঠিকাগণের মধ্যে বোধ হয়, অনেকেই কোয়ারেণ্টিন্ ষ্টেশনের (Quarantine station) নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই। কোয়ারেণ্টিন শব্দটী লাটীন ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মৌলিক অর্থ চল্লিশ। কোন জাহাজে সংক্রামক পীড়া থাকিলে, আরোহিগণকে চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত সেই জাহাজেই থাকিতে হয়; তাঁহারা তীর্থের কাকের ন্যায় স্থলের দিকে চাহিয়া থাকেন, স্থলে নামিতে পান না। এমন কি, অপর জাহাজের লোকদিগের সহিত কথোপকথন করিবার অধিকার থাকে না। এই নিয়ম, সর্ব্বত্র সকল প্রকার সংক্রামক রোগে প্রচলিত নাই। কোয়া-রেণ্টিন ষ্টেশনের কথা লিখিবার পূর্ব্বে মরিসস-সম্বন্ধে দু চারিটী কথা বলা একান্ত আবশ্যক।

মরিসস একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। ইহার দৈর্ঘ্য উনিশ ক্রোশ ও বিস্তার এগার ক্রোশ। ইহা বোম্বাইয়ের চল্লিশ ডিগ্রি অর্থাৎ ১২০০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারত মহাসাগর-বক্ষে অবস্থিত। কলিকাতা বিষুব রেখার ২২ ডিগ্রি বা ৬৬০ ক্রোশ উত্তর এবং মরিসস ৬৬০ ক্রোশ দক্ষিণ। কলিকাতা হইতে মরিসস পর্য্যন্ত জলপথ ১২৫০ ক্রোশ দীর্ঘ।

বাষ্পীয় পোতে, কলিকাতা হইতে মরিসস যাইতে ১৪ হইতে ১৮ দিন লাগে। মেল ষ্টীমারে আরো অল্প সময়ের মধ্যে

যাওয়া যায়। পাইলের জাহাজে ৩০ হইতে ৭০ দিবস লাগে।

মরিসসের জলবায়ু ভারতবর্ষের মত। শীত-গ্রীষ্মও প্রায় একরূপ। কিন্তু আমাদের দেশে যখন গ্রীষ্ম, সেখানে তখন শীত। আম, কাঁটাল, নারিকেল, গুবাক, তাল, তেঁতুল, কুল, বেল প্রভৃতি বৃক্ষ স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ধান্যের চাষ হয় না, বলিলেই চলে। চাষের মধ্যে ইক্ষুর চাষই প্রধান। এখানে ৭। ৮ টী চিনির কল আছে। এই সকল কল হইতে প্রায় তিন কোটী টাকার চিনি প্রতি বৎসর প্রস্তুত হইয়া বিদেশে যায়। প্রায় ১ কোটী টাকার চিনি ভারতবর্ষে, প্রধানতঃ বোম্বাই নগরে; ১ কোটী টাকার অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দ্বীপ-পুঞ্জে; এবং আর এক কোটী টাকার চিনি ইউরোপে প্রতি বৎসর যায়। সচরাচর দ্বীপ যেমন প্রস্তরময় হইয়া থাকে, মরিসসও সেইরূপ। এখানে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। ইহাদের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ২৫০০ ফিট্। পোর্ট লুই মরিসসের রাজধানী ও বন্দর। এই স্থল "পল ও ভর্জিনিয়া নামক" উপন্যাসের রঙ্গভূমি। লোকে বলিয়া থাকে, উক্ত নায়কনায়িকার সমাধি-স্থল অদ্যাপি একটী পর্ব্বতোপরি বর্ত্তমান আছে। আমাদের দেখিবার ইচ্ছা ছিল, সময়াভাব-বশতঃ ঘটিয়া উঠে নাই। এস্থানে দুইটী পর্ব্বতে আমরা আরোহণ করি। একটীর উচ্চতা ১০০০ ফিট্, অপরটী ১৫০০ ফিট্ উচ্চ। প্রথম পর্ব্বতে উঠিবার জন্য একটী সর্পাকৃতি পথ আছে। এইপথে ছয় স্থলে মোড় ফিরিতে হয়। এই পর্ব্বতের উপর হইতে দ্বীপের তিন দিক আসমুদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। উঠিবার পথে বৃক্ষ নাই, ছায়া নাই। আমরা বেলা দুইটার সময় উঠিতে আরম্ভ করি, বেলা ৩॥ টার সময় শিখরদেশে উপস্থিত হই। পথে সকলেরই অতিশয় শ্রান্তি বোধ হয়। এমন কি, আমাদের মধ্যে এক জনকে পথিমধ্যে ৪।৫ বার শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। এই পর্ব্বতের উপর এক সিগ্‌ন্যাল্ ষ্টেশন বা বার্ত্তাঘর আছে। তথায় দুই জন ইউ-রোপীয় কর্ম্মচারী আছেন। তাঁহাদের কার্য্য, সমুদ্রের চারি দিকে দৃষ্টি রাখা। কোন জাহাজ আসিলে, পোর্ট আফিসে তারে সংবাদ দিয়া থাকেন। এই স্থান হইতে দূরবীক্ষণের সাহায্যে প্রায় ৫০ ক্রোশ পর্য্যন্ত দেখা যায়। কর্ম্মচারিদ্বয়ের জন্য একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ আছে। এখানে সময় সময় শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়। এস্থানের বায়ু নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর।

দ্বিতীয় পর্ব্বতে উঠিবার পথ ক্রমশঃ উচ্চ। পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষ থাকায় উঠিবার ক্লান্তি তত অনুভব করিতে পারি নাই। ইহার উপর হইতে ঝরণা মৃদু মন্দ ভাবে কল কল স্বরে প্রবাহিত হইতেছে। আমরা যখন এই পর্ব্বতে আরোহণ করি, সে সময় অতিশয় ক্লান্ত ও তৃষ্ণাতুর ছিলাম। সুতরাং ইহার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক

সৌন্দর্য্যে যুগপৎ হৃদয় আকৃষ্ট হইল। স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া পিপাসা শান্তি করিলাম। শিখর হইতে আমাদের দৃষ্টি চারি দিকে নিপতিত হইল। ক্ষুদ্র দ্বীপটী, বৃহৎ তরণীর ন্যায় সমুদ্র-বক্ষে ভাসমান রহিয়াছে। যে দিকে চাও, সমুদ্র—ফেনিল, নীল, অনন্ত-বিস্তার—মধ্যাহ্ন-রবি-কর-স্পর্শে জ্বলিতেছে। উপরে অনন্ত আকাশ, আর নিম্নে অনন্ত সিন্ধু। এই স্থান হইতে রাজধানী, অট্টালিকা, কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ, ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী, বন, উপবন প্রভৃতি অতি রমণীয় দেখায়। বিশ্বাসী ভগবদ্ভক্তের পক্ষে এই পর্ব্বত সাধনার প্রশস্ত ক্ষেত্র। প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য রাশির মধ্যে তিনি, সেই সৌন্দর্য্যের সার মহাদেবের ধ্যান করিয়া মনের আশা অবাধে চরিতার্থ করিতে পারেন। উল্লিখিত দুইটী পাহাড় ভিন্ন আর একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ে আমরা আরোহণ করিয়াছিলাম। তাহার উচ্চতা প্রায় ৫৮০ ফিট। ইহার উপর একটী ক্ষুদ্র দুর্গ আছে। এক্ষণে তথায় কোন সৈন্য থাকে না বটে, কিন্তু কতিপয় কর্ম্মচারী থাকেন। দ্বীপের যে কোন অংশে আগুন লাগিলে, সংখ্যানুসারে তোপ-ধ্বনি দ্বারা লোকদিগকে সাবধান থাকিতে বলাই, ইহাঁদের কার্য্য।

কাউণ্টেস ডফরিন্ ফণ্ড।

বহুদিন হইতে দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ এ দেশের নারীগণের হিতার্থ অনেক উপায় চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু উপযুক্ত অর্থবল ও সহায়তার অভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন না। শুভক্ষণে আমাদিগের বর্ত্তমান রাজ-প্রতিনিধি-পত্নী ভারতে পদার্পণ করিয়া ভারতরমণীদিগের একটী মহৎ অভাব মোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইনি যেরূপ বিদ্যাহিতৈষিণী, সেইরূপ [illegible] ইহাঁর যত্ন ও অধ্যবসায় [illegible] সুতরাং ইহাঁ দ্বারা যে [illegible] সিদ্ধ হইবে, ইহা [illegible] যায়।

কাউণ্টেস ডফরিণের উদ্যোগে সম্প্রতি জাতীয় সভা নামে একটী নূতন সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার ৩ টী উদ্দেশ্য—(১) চিকিৎসা শিক্ষাদান অর্থাৎ ভারতীয় রমণীগণকে ডাক্তার, হাঁসপাতালের সহকারী নর্স বা রোগীর শুশ্রূষাকারিণী ও ধাত্রী রূপে প্রস্তুত করা হইবে।

(২) চিকিৎসাসাহায্য প্রদান। ইহার জন্য কয়েকটী বিশেষ উপায় নির্দ্ধারিত হইতেছে;—(ক) স্ত্রীলোক ও শিশু-গণের চিকিৎসার্থ স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে ঔষধালয় ও একটী হাঁসপাতাল স্থাপন। (খ) বর্ত্তমান হাঁসপাতাল ও

ঔষধালয় সকলে স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে স্ত্রীবিভাগ স্থাপন। (গ) হাঁসপাতালের বর্ত্তমান স্ত্রীবিভাগে স্ত্রীচিকিৎসক ও পরিচারিকার ব্যবস্থা। (ঘ) বিশেষ ফণ্ড বা অর্থ সংগ্রহ হইলে স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র হাঁসপাতাল স্থাপন।

(৩) হাঁসপাতাল ও গৃহস্থের বাটীর স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের জন্য শিক্ষিত নর্স বা শুশ্রূষাকারিণী ও ধাত্রী যোগান।

স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি এই জাতীয় সভার পরিপোষক, কাউণ্টেস ডফরিণ ইহার লেডী প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি, ভারতবর্ষের কয়েক প্রেসিডেন্সীর গবর্ণর সহকারী পরিপোষক ও তাঁহাদিগের পত্নীগণ সহকারী পরিপোষিকা পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সভার সভ্যগণ ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন;—(১) আজীবন কৌন্সিলর, (২) আজীবন সভ্য, (৩) সাধারণ সভ্য। ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয় সকলেরই সভ্য হইবার সমান অধিকার। যাঁহারা ৫০০০ বা তদধিক মুদ্রা দান করিবেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর, যাঁহারা ৫০০ বা তদধিক মুদ্রা দান করিবেন, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্য হইবেন। প্রবেশ দক্ষিণা ১০টাকা ও বার্ষিক দাতব্য ৫ টাকা দিলে সাধারণ সভ্য হওয়া যায়। খুব অল্প দানও যথাযথরূপে স্বীকৃত হইবে।

চাঁদা বা দাতব্য দ্বারা যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা কাউণ্টেস ডফরিণ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকিবে। ইহার ব্যয়াদি কার্য্য একটী মূল কমিটী ও কতকগুলি শাখা কমিটী দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে।

মূল কমিটী সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি, ইহা অল্পসংখ্যক সভ্য দ্বারা সংগঠিত হইবে এবং কাউণ্টেস ডফরিণের সভাপতিত্বের অধীনে কার্য্যনির্ব্বাহ করিবে। সাধারণ সভ্যগণের প্রবেশ দক্ষিণা এই মূল কমিটীতে প্রদত্ত হইবে, অন্য প্রকার দাতব্য দাতাদিগের ইচ্ছানুসারে শাখা কমিটী সকলে প্রদত্ত হইতে পারিবে।

প্রত্যেক প্রদেশে এই সভার শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই শাখা সভাসকল মূল সভার সহিত এক যোগে কার্য্য করেন, ইহাই অভিপ্রেত। শাখা সভাসকল আপনাদিগের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ ও স্থানীয় সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবেন। তাঁহারা মূল কমিটীর স্থানীয় প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সভার উদ্দেশ্য সাধনে সহকারিতা করিবেন। যে উদ্দেশে জাতীয় সভা স্থাপিত হইতেছে, তদনুরূপ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যদি অন্য কোন সভা থাকে, তাহা ইহার অঙ্গীভূত হয়, ইহা বাঞ্ছনীয়। অঙ্গীভূত সভাসকল ইচ্ছা করিলে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিতে পারিবেন, কেবল তাঁহাদিগের কার্য্য-বিবরণাদি মূল সভায় প্রেরণ করেন [illegible] সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে পরামর্শ [illegible]

সভা সময় সময় অঙ্গীভূত সভাসকলকে অর্থ সাহায্য দান করিতে পারিবেন।

জাতীয় সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন শীতকালে কলিকাতাতে হইবে, শাখা ও অঙ্গীভূত সভা সকলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকেন প্রার্থনীয়।

এই সভার উদ্দেশ্য সকল সংসাধনার্থ ইহার ফণ্ড হইতে শিক্ষার্থিনী স্ত্রীলোকদিগকে ছাত্রীবৃত্তি দেওয়া হইবে, স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসা শিক্ষাদানার্থ স্থাপিত বিদ্যালয় সকলে সাহায্য করা হইবে এবং ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে উপযুক্ত বেতন দিয়া বহুসংখ্যক সুশিক্ষিতা স্ত্রী-ডাক্তার আনয়ন করা হইবে। কালক্রমে স্ত্রীচিকিৎসা বিদ্যালয় সকল হইতে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত হইবে এবং এই সকল বিদ্যালয় অনেক প্রকার অভাব পূর্ণ করিতে পারিবে।

গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ ডাক্তারগণের সদিচ্ছা ও সহায়তার উপর এই সভা বিশেষ নির্ভর করিবেন এবং এই সভার কর্ম্মচারী সকল গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসা-কর্ম্মচারীদিগের সহিত মিলিয়া ও আবশ্যকমতে তাঁহাদিগের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হইবেন।

কাউণ্টেস্ ডফ্‌রিণ ফণ্ড ও জাতীয় সভার মহৎ উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার জন্য কাউণ্টেসের ইচ্ছানুসারে সভার সম্পাদক দেশীয় পত্রিকা-সম্পাদকগণকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন, ইহা অতি সুবুদ্ধির কার্য্য হইয়াছে। এই উপায়ে দেশস্থ সর্ব্বসাধারণে অচিরাৎ সভার হিতকর উদ্দেশ্য জানিতে পারিবেন এবং ইহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবেন, ইহা আমরা অবশ্যই আশা করিতে পারি। স্বয়ং মহারাণী বিক্টোরিয়া ভারতের দুঃখিনী কন্যাগণের দুরবস্থার কথা শুনিয়া অনেক বার দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভারতে স্ত্রীচিকিৎসক পাঠাইবার জন্য তিনি বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান অনুষ্ঠানে তিনি যে একান্ত প্রীত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। মহারাণী হইতে দেশের ধনী দরিদ্র সকলে একান্তঃকরণে কাউণ্টেস ডফরিণের সংস্থাপিত ফণ্ডের সিদ্ধিকামনা ও তাহার সহায়তা করিলে আর ভাবনা কি? আমরা মঙ্গলদাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, এই মঙ্গল কার্য্যে তিনি তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

আশাবতীর উপাখ্যান।

(২৪৪ সংখ্যা ৮৩ পৃষ্ঠার পর)

মাহাত্ম্য কিছু বুঝিতাম না। এখন দেখিতেছি আমার ন্যায় পাপীয়সীর পক্ষে ইহা মহৌষধ। সময় সময় আমার মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, এমন কি ভগবানের নামস্মরণেও উৎসাহ থাকে না, প্রাণের মধ্যে ঘোর জড়তা, এই এক শোচনীয় অবস্থা—হাসিও নাই, রোদনও নাই, অথচ গভীর অন্তর্দাহ—এই অবস্থায় সময়ে সময়ে আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্তি হয়, কেবল পাপভয়ে নিবৃত্ত থাকি। এই অন্তর্জ্বালা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারি নাই, কিন্তু যখনই আপনার অথবা পূজনীয় বাবাজীর চরণধূলি গ্রহণ করিয়াছি, তখনই সকল জ্বালা যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া ধর্ম্মের প্রশান্ত ভাব এবং আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভব করিয়াছি। প্রভো!—আর কাহারও চরণধূলি লইলে কি এরূপ উপকার হয়?"

যোগী। মা আশাবতী! তোমার কথা শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। তুমি যে ভক্তপদ-রজের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছ, ইহাতে বোধ হইতেছে তোমার যোগশিক্ষার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। যতদিন অহঙ্কার প্রবল থাকে, ততদিন সাধুদিগের চরণধূলির প্রতি ভক্তি হয় না। যাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে হৃদয়নিহিত ধর্ম্মভাব গুলি প্রস্ফুটিত হয়, আপনা হইতে ভগবানের নাম রসনায় উচ্চারিত হয়, এবং পাপমতি সকল [illegible] হইয়া পলায়ন করে, তিনিই সাধু। তাঁহার পদধূলি লইলেই উপকার। কেবল সাধুর পদধূলি বলিয়া নহে, মনুষ্যমাত্রেরই পদধূলির অনেক বল। সকলেই পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া থাকে, প্রত্যেক নরনারীতে সেই দীননাথ দীনবন্ধু প্রভু বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং প্রত্যেক নরনারী এক একটী দেবমন্দির। যাহার অন্তরে দেবভক্তি আছে, সে দেবমন্দির দেখিলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া থাকে, একবার প্রণাম করিলে আর সে লোভ ছাড়িতে পারে না। আশাবতি! এই প্রণামের মাহাত্ম্য না বুঝিলে কেহই গুরুলাভ করিতে পারে না। সুতরাং তাহার ধর্ম্ম জীবনও আরম্ভ হয় না।

আশাবতী। পিতঃ! গুরু না পাইলে কি ধর্ম্মলাভ করা যায় না।

যোগী। না, মা! গুরু না পাইলে ধর্ম্মলাভ হয় না। ক খ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; অঙ্ক, ভূগোল, জ্যোতিষ, শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; কৃষি, বা বাণিজ্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; রন্ধন প্রভৃতি গৃহকার্য্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; কেবল ধর্ম্ম শিখিতে গুরুর প্রয়োজন নাই, ইহার পর আশ্চর্য্যের কথা আর নাই। যদি বল ধর্ম্ম [illegible] মধ্যেই আছে, তাহা আবার [illegible] নিকট শিক্ষা করিব? [illegible] সমস্ত শিক্ষণীয় [illegible] আছে, শিখিলেই হয়, [illegible]

খোসামোদ করা হয় কেন? যদি জঙ্গলে পাহাড়ে খুঁজিতে রোগের ঔষধ আছে, তাহা শিখিবার জন্য কবিরাজের শিষ্য হও কেন? যাহার জল পিপাসা হয়, সে ব্যক্তি কোদাল, খন্তা লইয়া কূপ অথবা পুষ্করিণী খনন করিতে প্রবৃত্ত হয় না। যেখানে জলাশয় আছে, সেখানে জলপাত্র লইয়া জল গ্রহণ করে। তদ্রূপ সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ স্বয়ং গুরুশক্তি রূপে সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন। যেখানে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছেন, সে স্থান হইতে সেইরূপ শিক্ষালাভ করিয়া থাকি। যেখানে প্রেমভক্তি বিশ্বাস পবিত্রতা রূপ ধর্ম্মরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সে স্থান হইতে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্ম্ম একটা প্রণালী নহে, মত নহে, দল অথবা সম্প্রদায় নহে। স্বয়ং ভগবানই ধর্ম্ম। সেই পরাশক্তি [illegible] [illegible] এবং ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বাক্য নহে— [illegible] গ্রন্থ নহে, কিন্তু সত্যের [illegible]। যিনি এই পরাশক্তিকে দেখাইয়া দেন; অন্তরে জাগাইয়া দেন, তিনিই [illegible]। যিনি যে বিষয়ে শিক্ষা দেন, তিনি সেই বিষয়ের গুরু। [illegible] [illegible] হইয়া পদধূলি লইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিনীত [illegible] [illegible] এরূপ বিনীত না হইলে [illegible] [illegible] হয় না।

যোগী। হবেনা কেন? পুষ্করিণী কাটিয়া জলপান করার মত। পিপাসায় প্রাণ যায়, নিকটে পুষ্করিণী, তাহাতে জলপান না করিয়া পুষ্করিণী খনন করিয়া জলপান করিলে যেরূপ বুদ্ধির কার্য্য হয় তদ্রূপ। বিশেষতঃ ঈশ্বরের নাম অক্ষর নহে, স্বয়ং ঈশ্বরই নাম। তিনি শক্তি, নামও শক্তি। আমি যে নাম করি, তাহাতে যদি শক্তি না থাকে, নামস্পর্শমাত্র যদি প্রেমভক্তি পবিত্রতা প্রাণে ভোগ না করি, তবে তাহা ঈশ্বরের নাম নহে, কয়েকটা অক্ষর। এবিষয়ে একটা পৌরাণিক আখ্যায়িকা বলি শ্রবণ কর। এক ব্রাহ্মণ বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। ব্যাস বলিলেন, হে বিপ্র! তুমি কি জন্য আমার নিকট, দৈন্য প্রকাশ করিতেছ, আমি তোমার কি উপকার করিব? ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে পরাশরের পুত্র! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, আমি তোমার শরণাগত, আমার উপকার কর। আমাকে এমন কিছু শিখাইয়া দাও, যে আমি অক্লেশে ভবসাগর পার হইতে পারি। ব্রাহ্মণের এই দৈন্যোক্তি শ্রবণপূর্ব্বক মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বিল্বপত্রে [illegible] লিখিয়া দিয়া বলিলেন, হে দ্বিজ! এই [illegible] যাহা লিখিয়া দিলাম, তাহা [illegible]। ইহা হস্তে রাখিয়া তুমি [illegible] [illegible] [illegible] এই পত্র [illegible]

পত্র লইয়া পরমানন্দে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে লাগিলেন। কখন ইন্দ্রলোকে, কখন চন্দ্রলোকে, কৈলাসে, বৈকুণ্ঠে, মনের সাধে ভ্রমণ করিতে করিতে, একদিন দেখিলেন পত্রটী শুখাইয়া গিয়াছে। মনে করিলেন পত্রটা শুষ্ক হইল, কখন চূর্ণ হইয়া যাইবে অতএব ইহাতে যাহা লেখা আছে তাহা একটী নূতন পত্রে লিখিয়া লই। পত্রটী খুলিয়া দেখেন তাহাতে লেখা আছে, "ওঁ রামঃ" আবার ব্যাসের হস্তাক্ষরও ভাল নহে, হিজিবিজি, ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া বলিলেন, এ হরি এই সংকেত! ওঁ রামঃ !!! লেখারও শ্রী দেখ। দূর হউক, শুষ্ক পত্রটা রাখিয়া আর লাভ কি! আমার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর, মুক্তার মত, ইহা বলিয়া একটী বিল্বপত্রে দিব্য অক্ষরে ওঁ রামঃ লিখিলেন। শুষ্কপত্র কোথায় উড়িয়া গিয়াছে! ব্রাহ্মণ, স্বহস্ত-লিখিত পত্রটী হস্তে লইয়া মনে করিলেন মন চল একবার কাশী যাই। ওঃ একি, উড়িনা কেন? অনেক চেষ্টা করিলেন, সমস্ত বিফল হইল, কাশী যাওয়া হইল না। তখন ঘৃণা লজ্জা দুঃখে অবসন্ন হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। আর কোন উপায় না দেখিয়া পুনঃ ব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় বর্ণন করিলেন। ব্যাস কহিলেন, [illegible] তোমাকে [illegible] তোমাকে [illegible] দিয়াছে। আমি [illegible] এই [illegible] আছে তাহা দেখিও না। আমি বহুকাল গুরুসেবা পূর্ব্বক তাঁহার কৃপা লাভ করি। সেই গুরুদত্ত শক্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে করিতে সেই শক্তি আমার দেবতা রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহারই কৃপায় ও বরে আমি তাহা সঞ্চারণ করিতে পারি। এজন্য আমার লিখিত নামে সেই শক্তি বর্ত্তমান ছিল। সেই শক্তি প্রভাবেই তুমি যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়াছ। ওঁ রামঃ এই কটী অক্ষরের কোন মূল্য নাই, এজন্য তোমার হস্তাক্ষর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ অনেক রোদন করিলেন, কিন্তু ব্যাস অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে সময় হয় নাই বলিয়া আর শক্তি সঞ্চারণ করিলেন না।

আশাবতী। প্রভো! সময় হয় নাই ইহার তাৎপর্য্য কি?

যোগী। কৃষকেরা শস্য রোপণ করিয়া, শস্য পক্ক হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। পক্ষী ডিম্ব প্রসব করিয়া তা দিতে থাকে। সময় না হইলে ডিম্ব ফুটায় না। অসময়ে ডিম্ব ফুটাইলে ডিম কেঁচে যায়। সেইরূপ [illegible] জন্য আকুলতা হয় নাই, যাঁর অহঙ্কার নষ্ট হয় নাই তাহাকে [illegible] দিলে তাহাতে উপকার না হইয়া অপকার হয়।

আশাবতী। প্রভো! [illegible] মনোবাসনা পূর্ণ করুন। [illegible] প্রণাম করি, আমার [illegible] কৃপা দিন।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মহারাণী বিক্টোরিয়া কাউন্টেস ডফরিণ ফণ্ডের পরিপোষিকা হইয়াছেন।

২। মান্দ্রাজের মাদুরায় এক স্ত্রীলোক বাপের বাড়ী যাইতেছিল, পথিমধ্যে ৪ জন দস্যু তাহার অলঙ্কার হরণের চেষ্টা করে। রমণী তাহাদিগের অস্ত্রেই তাহাদিগের দুই জনকে হত করে, অপর দুইজন পলাইয়া যায়।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। জীবনের সদ্ব্যবহার—শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায় দ্বারা বঙ্গভাষায় প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা। ইহা তিব্বতদেশে প্রাপ্ত একখানি সংস্কৃত নীতি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের অনুবাদ। পুস্তকখানি জীবনের নানাবিধ কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় উপদেশে পূর্ণ, ইহাতে একটী কথাও অসার পাইলাম না। এরূপ সারগর্ভ উপাদেয় নীতিগ্রন্থ অতি বিরল। বাঙ্গালা অনুবাদ ও মুদ্রাঙ্কণাদি কার্য্যও অতি সুন্দর হইয়াছে। যুবকদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ পাঠ্য।

২। সারধর্ম্ম বা তত্ত্বসার—বগুড়া আধ্যাত্মিক বিদ্যালয় হইতে প্রচারিত। এই আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়টী গোপনে গোপনে যে মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, আমরা তাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারি না। ইহার ছাত্র বা শিক্ষকগণ দুই বৎসরে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, তাহারই অধিকাংশ লইয়া দুই শত পৃষ্ঠা পরিমিত এই পুস্তকখানি প্রস্তুত হইয়াছে। প্রবন্ধ সকল চিন্তাপূর্ণ, নীতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সকল অবলম্বনে লিখিত এবং গভীর ও উদার ধর্ম্ম ভাবোত্তেজক। অধিক আহ্লাদের বিষয় এই শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় প্রবন্ধ গুলির প্রায় তৃতীয়াংশ রচনা ও অবশিষ্ট গুলি সংশোধন করিয়াছেন। গ্রন্থখানির সহস্র খণ্ড বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়টী স্থায়ী হউক এবং ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণ ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ সহায়তা করুন ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

৩। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তকের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি, আগামী বারে ইহাদের সম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশ করিব:—

(১) বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত, শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, মূল্য ৸৹ আনা।

(২) নবলীলা (উপন্যাস) শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ১৷৹ আনা।

(৩) রাবণের বিপদ পুস্তকাকারের [illegible] [illegible] কার্য্যালয়ে [illegible]।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪৯ সংখ্যা } আশ্বিন ১২৯২—অক্টোবর ১৮৮৫। { ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কাউণ্টেস ডফারিণ ফণ্ড—ইতিমধ্যে এই ফণ্ডে ২০ হাজারের অধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। উদয়পুর ও কাশ্মীরের মহারাজা প্রত্যেকে ৫০০০, আলওয়ারের মহারাজা ৪০০০, ধারের রাজা ১৫০০ (এতদ্ভিন্ন বার্ষিক ১০০০ করিয়া ৩ বৎসর ছাত্রবৃত্তি দিবেন), টি, সি, হোপ ১০০০, লর্ড ও লেডী ডফরিণ, লেডী আচিসন, হরনাম সিং, ও কর্ণেল মিণ্টো ইলিয়ট প্রত্যেকে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই ফণ্ডে কচ্ছের মহারাজা ৫০০০ ও ভুপালের বেগম ২০০০ টাকা দান স্বাক্ষর করিয়াছেন।

বন্যা—অগ্নিদাহ, দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্পে এবার বঙ্গদেশের অনেক স্থানের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বর্ষার শেষে আবার ভয়ানক বন্যা হইয়া অনিষ্টের যাহা বাকী ছিল, শেষ করিল। রূপ নারায়ণ ও দামোদর উথলিয়া উঠিয়া মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলার অনেক স্থান ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, শত সহস্র লোকের ঘর বাড়ী, গোরু বাছুর বিনষ্ট হইয়াছে, ধান্য-ক্ষেত্র শ্মশানভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, পূর্ণিয়া, ত্রিহুত প্রভৃতি জেলায়ও অনেক স্থানের দুরবস্থা হইয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের ট্রেণ আর বন্ধ। চীন-রাজ্যেও কাণ্টন নদী উচ্ছ্বসিত হইয়া এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে। তথাকার অসংখ্য লোক নিরাশ্রয়। হিতৈষী নরনারীগণ এ সময় বিপন্নদিগকে সাহায্য করিয়া অর্থের সার্থকতা করুন।

প্রদর্শনী—আগামী শীতকালে লক্ষ্ণৌ নগরে একটী শিল্প প্রদর্শনী হইবে, গবর্ণমেণ্ট তদর্থে ৫০০০ টাকা দিয়াছেন। চুঁচুড়ায় একটী কৃষি প্রদর্শনী খুলিবার জন্য তত্রত্য প্রধান লোকেরা চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে গোরু বাছুর ও কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদি প্রদর্শিত হইবে। কৃষিকার্য্যের উৎসাহ দানার্থে বঙ্গদেশের প্রত্যেক নগর ও গণ্ডগ্রামে এইরূপ অনুষ্ঠান হওয়া আবশ্যক।

পুনা ট্রেনিং কলেজ—স্ত্রীলোকদিগের জন্য এই উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়টী হইয়া মহারাষ্ট্রে স্ত্রী শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। ইহা হইতে শিক্ষয়িত্রী সকল প্রস্তুত হইতেছেন এবং ইহার সঙ্গে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংযুক্ত আছে। সম্প্রতি এই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে বালিকারা যে সঙ্গীত ও ব্যায়াম প্রদর্শন করে, তাহাতে সমাগত ব্যক্তিগণ অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

বোম্বাই গবর্ণর—রে সাহেব লর্ড রিপনের ধাতুর লোক। ইনি দেশীয়দিগের প্রতি সদয় হৃদয় এবং তাহাদিগের হিতকর কার্য্যে স্বতঃ পরতঃ উৎসাহ দিয়া থাকেন। বোম্বাইয়ের আবকারী বিভাগের সংস্কারার্থ ইনি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। ইঁহার সময় অনেক দেশহিতকর কার্য্যের অনেক সহায়তা করিতেছেন।

মাদকতা—এ দেশে সুরাপানের অনিষ্টকারিতার প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে, কিন্তু গাঁজা প্রভৃতির গোপনে গোপনে কত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, কেহ অনুসন্ধান করেন না। এক রামপুর হইতে বৎসর ৬ হাজার মণ গাঁজা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সমুদয় বঙ্গদেশে ইহার পরিমাণ কত কে বলিবে! লক্ষ লক্ষ মণ গাঁজা বঙ্গবাসীর শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া কি অনর্থ উৎপন্ন করিতেছে! পাগলা গারোদের অধিবাসীদিগের অধিকাংশই গাঁজার ফল।

ইংরাজ পাগল—ইংরাজদিগকে আমরা ধীরবুদ্ধি বিবেচনা করি, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে ক্ষেপার সংখ্যা কম নহে। ইংলণ্ডের বাতুলালয় সকলে ৮০০০০ পাগল বাস করিতেছে, এ ছাড়া গুপ্ত পাগল অনেক আছে। গত বৎসরে ১১৭৭ জন বৃদ্ধি হইয়াছে।

পার্লেমেণ্টে দেশীয় সভ্য—পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্য মনোনীত হইবার জন্য একা বাবু লালমোহন ঘোষ প্রার্থী নন, আর একটী বাঙ্গালী যুবাও এ জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বোম্বাইবাসী দুই ব্যক্তিও আপনাদিগের ভাগ্য পরীক্ষার্থ বিলাত গিয়াছেন। ইঁহাদের এক জন ইন্দুপ্রকাশ পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক, আর একজন দাদাজী নৌরজী নামে এক ধনাঢ্য পারসী।

মহারাণীর বক্তৃতা—পার্লেমেণ্ট বন্ধের সময় মহারাণী যে বক্তৃতা করিয়া

ছেন, তাহাতে এ দেশীয় লোকদিগের রাজভক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

রুশ সীমানা—রুশিয়া ও আফগানস্তানের সীমা সম্বন্ধে যে গোলযোগ উঠিয়াছিল, তাহার মীমাংসা হইয়াছে। রুশিয়া পাঁচদে পাইয়া অবশ্য লাভবান হইয়াছেন, জুলফিকার কাবুলের আমীরকে দেওয়া হইয়াছে। একটী মহাযুদ্ধ অগ্রে অগ্রে নিবারিত হইল, ইহাই সুসংবাদ।

ভারতবর্ষীয় বজেট—বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড চর্চ্চিল লর্ড রিপণের শাসনের নিন্দা করিয়া যদিও ভারতবাসীদিগের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভারতবর্ষীয় বজেট সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময়ে একটী আশার কথা বলিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস ভারতে অর্থব্যয় ও শাসন বিষয়ে অনেক বিশৃঙ্খলা হয়। আগামী বর্ষে ইহার অনুসন্ধানার্থ তিনি এক কমিসন স্থাপনের প্রস্তাব করিবেন। গত বর্ষে ইনি ভারত ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে সুফল ফলিবার আশা করা যায়।

যুবক যুবতীদিগের চরিত্রোন্নতি সাধন—বর্ত্তমান সময়ে এ বিষয়ে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। ইংলণ্ডে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকারা নাবালক বলিয়া গণ্য হইয়াছে; তাহাদিগকে কেহ কুপথে লইবার চেষ্টা করিলে গুরুদণ্ড পাইবে। মুক্তিফৌজ ও পেলমেল গেজেটের কর্তৃপক্ষ পতিত বালিকাদিগের উদ্ধারার্থ অনেক প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন। ইংরাজ যুবকদিগের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনার্থ কান্টরবরীর বিশপ এক সভা স্থাপন করিয়াছেন, বোম্বাইয়েও চরিত্রোন্নতি বিধানার্থ একটী নূতন সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

উপনিষদের কাল।

বেদশাস্ত্র আর্য্যজাতির অসাধারণ শ্লাঘার স্থল, তাহার সন্দেহ নাই। তদপেক্ষাও যেটী হিন্দুজাতির ধর্ম্মোন্নতি ও সূক্ষ্ম ধীশক্তির পরিচয় দেয়, তাহা উপনিষদ। সেই শ্রেষ্ঠবিদ্যা উপনিষদ্ গ্রন্থে যদি কোন কোন বরারোহার বিবরণ প্রদর্শন করিতে পারা যায়, তবে তাহা নিঃসন্দেহ বিলক্ষণ গুরুতর ও মহা গৌরবজনক বিষয় বলিতে হইবে। অতএব সেই বৃত্তান্তের অনুশীলনে মনোনিবেশ করা গেল।

৭।—মৈত্রেয়ী।

যাজ্ঞবল্ক্য মুনি, শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতা-কার। তিনি বৃহদারণ্যক-উপনিষদেরও রচয়িতা। ঐ উপনিষদের মধ্যে মৈত্রেয়ীর কথা যেরূপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ক্রমশঃ তাহা বিবৃত হইতেছে। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির ভার্য্যা। কাত্যায়নী নাম্নী তাঁহার এক সপত্নী ছিলেন। মৈত্রেয়ীর কোন সন্তান-সন্ততি হইয়াছিল কি না জানা যায় নাই। কাত্যায়নীর সহিত কোন কালে কোন উপলক্ষে তাঁহার কলহ বিসম্বাদ বা মনোবাদ উপস্থিত হয় নাই। না হইবারই বিষয়। যেহেতু তিনি উচ্চবিদ্যার পারগামিনী ছিলেন। উভয় স্ত্রীর মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের কাহার প্রতি স্নেহ-মমতা অধিক ছিল, স্পষ্ট বুঝিবার সুযোগ নাই। তবে কোন সূত্রে যাহা কিছু বোধগম্য হয়,—পশ্চাৎ-লিখিত বৃত্তান্তে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

একদা যাজ্ঞবল্ক্য দুই বনিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমার যাবতীয় বিষয়-বিভব তোমরা উভয়ে অংশ করিয়া লও। কারণ, "আমার শেষাবস্থা উপস্থিত। এ সময়ে কাননে গিয়া ঈশ্বরারাধনায় আমার জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।" কাত্যায়নী ইহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ কোন বাক্যই প্রয়োগ করেন নাই। কিন্তু মৈত্রেয়ী, [illegible] গ্রহণের প্রস্তাব কর্ণগোচর করিবামাত্র ভর্ত্তাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, এবং তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্যও যাহা বলেন, বোধসুলভ হইবে বলিয়া, তৎসমস্তই বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের ব্রাহ্মণ* হইতে পরস্পরের কথোপকথন প্রণালী-ক্রমেই লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। এ বারে কেবল মৈত্রেয়ীর বাক্য গুলিরই মূল সংস্কৃত টীকায় প্রদত্ত হইল।

মৈত্রেয়ী।—হে ভগবন্! এই ধরণী যদি ধন দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া আমার আয়ত্ত হয়, তাহাতে কি আমি অমরত্ব লাভ করিব?†

যাজ্ঞবল্ক্য।—না। ধনবান্ লোকের জীবন সদৃশ তোমার জীবন হইবে। অর্থে অমর হওয়ার আশা নাই।

মৈত্রেয়ী।—যাহাতে আমার অমর হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা লইয়া আমার কি হইবে? যদ্দ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারি, এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান আপনি আমায় উপদেশ করুন।‡

যাজ্ঞবল্ক্য।—মৈত্রেয়ি! তুমি একে তো আমার প্রিয়, তাহার উপর আবার প্রিয়তম পরমেশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা দ্বারা

---

* ব্রাহ্মণ উপনিষদের বিভাগ বিশেষ।

† "সা হোবাচ মৈত্রেয়ী, যন্নু ম ইয়ং ভগো সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ, কিমহং তেনামৃতা স্যামিতি।

‡ "সা হোবাচ মৈত্রেয়ী, যেনাহং নামৃতা স্যাং, কিমহং তেন কুর্য্যাং। যদেব ভগবান্ বেদ, তদেব মে ব্রূহীতি ॥ ৩ ॥

ও তাঁহার বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে অভিলাষ করিয়া, আমার প্রিয়তর হইলে। তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করিলে, তাহার প্রকৃত উত্তর দিতেছি। আবিষ্ট মনে শুন ও হৃদয়ঙ্গম কর। কোন স্ত্রীই স্বামীর ইচ্ছানুসারে তাঁহার প্রিয়পাত্র হইবার বাসনা রাখে না; কিন্তু আত্মার কামনানুরূপ ভর্ত্তার প্রীতিভাজন হয়। বনিতার বাঞ্ছানুসারে কোন স্বামীই জায়ার প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার ইচ্ছামত স্বামী পত্নীর প্রীতির আস্পদ হইয়া উঠে। নিজের আত্মার অভিমতানুযায়ী তনয়কে স্নেহ করে, অপিতু তনয়ের মত লইয়া কেহ তাহার প্রতি মমতাবান্ হয় না। এইরূপ অর্থ ও বেদ-বিদ্যার ইচ্ছানুসারে কেহ কদাপি উহার বশীভূত হয় না, প্রত্যুত আত্মার অভিমতানুসারেই তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব সেই কামনাব্যঞ্জক আত্মা—দর্শন, মনন, শ্রবণ ও ধারণার উপযুক্ত। মৈত্রেয়ি! আমাদের অন্তরে (এই আত্মার মধ্যে) যে লোক সেই মহৎ আত্মাকে দেখিতে পায়, সেই লোক সমস্তই জানিল, দেখিল, শুনিল মনন করিল এবং ধারণা করিল।

"এক বস্তু বিদিত হইলে, অন্য বস্তু কি প্রকারে বিজ্ঞাত হয়? পরমাত্মা ব্যতিরেকে আর কিছুরই সত্তা নাই। যদিই কিছু থাকে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার নয়। ফলতঃ অন্য কিছুমাত্রও নাই, পরমাত্মাই সর্ব্বস্ব। অতএব আত্মা পরিজ্ঞাত হইলেই, তাবৎ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে।

"আহত দুন্দুভির এবং বীণার শব্দ শ্রবণে যেমন দুন্দুভি আঘাতের ও বীণা-তাড়নের শব্দও শ্রুত হওয়া গিয়া থাকে, তদ্রূপ পরমাত্মা জ্ঞাত হইলে, সকলই জ্ঞাত হওয়া যায়।

"সাগর সকল সলিলের কেবল আশ্রয়-স্থল; ত্বক্ স্পর্শের একমাত্র আধার-স্বরূপ; রসনা রস-সমুদায়ের আস্বাদ-কারিণী; নাসিকাই সমস্ত গন্ধ-গ্রহণের আয়তন; যদি নাসিকা না থাকিত, তাহা হইলে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কার্য্য চলিত না। কর্ণই শব্দের আশ্রয়-ভূমি। চিত্ত যাবতীয় বাসনার নিলয়; হৃদয় তাবৎ বিদ্যার আলয়-স্বরূপ, হস্তই নিখিল কর্ম্মের আশ্রয়, মারুত—সমগ্র নৈসর্গিক বস্তুর আগার-ভূত, বাক্যই শ্রুতির অবলম্বন-স্থান; বাক্য না থাকিলে বেদ থাকিতে পারিত না। এই পদার্থ সমূহের আশ্রয় গুলিরও আবার আশ্রয় আছে; সেই আশ্রয়—ব্রহ্ম। মৈত্রেয়ি! তুমি এই ব্রহ্মকেই অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিত রহিয়াছ।"

মৈত্রেয়ী।—ভগবন্! আপনি যে মহৎ আত্মার কথা কহিলেন, তাহা কি মোহাভিভূত হইতে পারেন? *

যাজ্ঞবল্ক্য।—না। সেই আত্মা, বিনাশ, স্থিতি ও ভঙ্গ-রহিতা অনাদিভূতা,

* "সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবানমূমুহন্ন প্রেত্য-সংজ্ঞাস্তীতি?" ১৪।, ৯

আত্মাকে কদাচ স্পর্শ করিতে সমর্থ নয়।

যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূরিত বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিলেই, মৈত্রেয়ী কিরূপ বিদ্যাবতী, মেধাবিনী ও ব্রহ্মপরায়ণা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, অবিকল বোধগম্য হইতে থাকে। যে নারী উল্লিখিত রূপ উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্ম-সংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ নিবিষ্ট অন্তঃকরণে শুনিতে পারেন, তিনি কত কত গণ্য মান্য পুরুষ অপেক্ষাও ধন্যবাদের পাত্রী, তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ। মৈত্রেয়ীর বিদ্যা, বুদ্ধি নিতান্তই বিশাল; ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিও তদনুরূপ। তজ্জন্যই উপনিষদ্-মধ্যে তাঁহার উক্তি বেদ বাক্য-তুল্য শ্রদ্ধেয়। কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী এই নারী-যুগলের মধ্যে শেষোক্ত রমণী যে ব্রহ্মবাদিনী হইয়াছিলেন, শ্রুতিতে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। * মৈত্রেয়ীর বিবরণ ইহার অধিক সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

অতঃপর আগামী মাসে গার্গীর বিষয় আলোচিত হইবে।

আশাবতীর উপাখ্যান।

(গত প্রকাশিতের পর।)

যোগী। আশাবতি। মা! চল আজ ভ্রমণে বাহির হই—(উভয়ের প্রস্থান) মা! এই যে নির্জ্জন উদ্যানটী দেখিতেছ, ইহাকে রাণীর বাগ কহে। আহা! শিবমন্দিরটী কেমন সুন্দর। পূর্ব্বে এখানে অনেক সাধু মহাত্মা অবস্থিতি করিতেন, কিন্তু স্থানটী বড় নির্জ্জন হওয়াতে চৌর দস্যুগণ এখানে দিবসে জুয়া খেলিবার জন্য আড্ডা করিয়া থাকে। সেই উপদ্রবে এখানে কেহ থাকে না। চল ঐ মহাবীরের স্থানে যাই।

আশাবতী। আহা! কি সুন্দর মূর্ত্তি! এটী বড় মহাবীর কখনও দেখি-নাই। অসুর দমনের জন্য বীর হনুমান এই দীর্ঘ ভয়ানক অথচ কোমল সুন্দর রূপ ধারণ করিয়াছেন!

যোগী। দেখ আশাবতি! ভগবদ্-ভক্তের প্রতি লোকের কত ভক্তি। হনুমান সামান্য ভক্ত নহেন, বুক চিরিয়া রাম নাম দেখাইয়াছিলেন। শত শত সহস্র সহস্র লোক ভক্ত হনুমানকে ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিতেছে। অধিক কি স্বয়ং ভগবান ভক্তের অধীন। ভক্ত-বৎসল ভক্তের আবদার ছাড়তে পারেন না। মহাত্মা নানক বলিয়াছেন, হে ঠাকুর! তোমার নামের কি মহিমা!

নামে পতিত জন পবিত্র হইয়া জগতে মমস্য হয়। ঠাকুর! তোমার নামের গুণ বলিহারি।

আশাবতি! চল আমরা রামগয়ায় যাই। ফল্গুনদীর পারে তীরে ঐ পথ দিয়া যাই। ফল্গু পার হইয়া ঐ ক্ষুদ্র পাহাড়, উহার নাম রামগয়া। ঐখানে রামচন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, এ জন্য উহাকে রামগয়া কহে। পাহাড়ের এই গোফাতে একটী সাধু থাকিতেন, তাঁহার নাম দুধারি বাবা। তিনি কেবল দুগ্ধপানে জীবন ধারণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতেন। ঐ দেখ ও পারে শ্মশান ঘাট। এই পাহাড়ের নীচে ঐ গৃহটীতে সীতা দশরথের হস্তে পিণ্ড দিয়েছেন, মৃত্তিকার নীচে হইতে এক খানি হস্ত বাহির হইয়াছে। মা! চল আমরা নৃসিংহ মন্দিরে যাই।

আশাবতী। প্রভো! একি একি আমার প্রাণ কেমন করিতেছে। আমি যেন এখানে ছিলাম। আরও তিনটী সাধু এখানে থাকিতেন।

সন্ন্যাসী। কি বলিলে মা! তুমি এখানে ছিলে, কৈ তোমাকেত দেখি নাই। কিন্তু তুমি যে তিন জন সাধুর কথা বলিতেছ তাঁহারা এখানে ছিলেন।

আশাবতী। মহারাজ! আপনাকে প্রণাম করি, আপনাকে আমি এখানে অনেক বার দর্শন করিয়াছি। আপনার চরণ সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। ঐ বৃক্ষতলে আপনার আসন ছিল।

ঐ বৃক্ষের উত্তরের শাখায় আমার একটী চিহ্ন আছে। সকলে চিহ্ন দর্শন করিলেন। আশাবতী নৃসিংহ দেখিয়া এই যে এই যে, বলিয়া যেন কত পরিচিত আত্মীয় জনের চরণে প্রণাম করিলেন।

সন্ন্যাসী। এ আশ্রমে স্ত্রীলোক থাকিবার নিয়ম নাই। বোধ হয় তোমার ভ্রম হইয়াছে। অথবা কোন সময়ে স্বপ্ন দেখিয়াছিলে, অদ্য তাহা সত্য ঘটনা হইল।

যোগী। আমারও তাহাই বোধ হইতেছে। কারণ আশাবতী আর কখনই গয়ায় আসেন নাই। স্বপ্ন দর্শনই সত্য হইল। অনেক স্বপ্ন সত্য হয়।

মা! আশাবতি। চল রামশিলায় যাই। ঐ দক্ষিণে বিষ্ণু মন্দির রহিল। অদ্য ওখানে যাইব না, তা হলে রামশিলায় যাওয়া হইবে না। দুধারে কেবল দোকান, ঐ দেখ যাত্রিগণ গয়ার পাতর, কাপড়, চরণচিহ্ন প্রভৃতি ক্রয় করিতেছে। ঐ যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী মন্দির দেখিতেছ ইহাদিগকে সতীমণ্ডপ কহে। ঐ ক্ষুদ্র পুষ্করিণী দক্ষিণ-মানস, ঐ শিব মহেশ্বরের মন্দির। এই গয়ার চক বাজার। এই হাঁসপাতাল, ঐ রামশিলা পাহাড়। ঐ সিঁড়ির উপরে যে সুন্দর মন্দির দেখিতেছ, টিকারির রাজা উহা প্রতিষ্ঠা করিয়া রাম সীতার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। অতিথি লোককে বলেকত আহার, কিন্তু ঠিক নিয়ম মত চলে

হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, এ সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের শত্রু। ইহারা ধর্ম্ম নহে। পরমেশ্বর যদি হৃদয়ে প্রকাশ না হন, এ সকল প্রকাশ পায় না। অন্যের উপদেশে অথবা লোকভয়ে, লোকলজ্জায় অথবা স্বার্থ লালসায় যে ধর্ম্মের আচরণ, তাহা স্থায়ী হয় না। কারণ চলিয়া গেলে তাহাও চলিয়া যায়। রামদাস বাবাজী তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, এজন্য একবার দুটী চারিটী বাহিরের কার্য্য করিয়া প্রতারিত হইলেন না। অনেক পরিশ্রম করিয়া হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্ম্মবৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মা! আশাবতী! যতদিন ঈশ্বর দর্শন না হয় ততদিন কিছুতেই সাধক নিঃসংশয় নহেন। তাঁহার পতনেরও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ অহঙ্কার নষ্ট না হইলে পুনঃ পুনঃ পতন সম্ভাবনা।

আশাবতী। পিতঃ। এই আগমবাণী সাধুর বিবরণ শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণ কাঁপিতেছে। এমন মহাপুরুষের যখন একূপ দুর্গতি হয়, তখন আমাদের ন্যায় পাপীয়সীর কি গতি! তাহাই ভাবিতেছি।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মদেশ বিবরণ।

বর্ম্মাদেশের কেরিণ প্রভৃতি কয়েক জাতি পর্ব্বতের আশ্রয়ে বাস করে। সেখানে তাহারা ধান্যচাষের উপযুক্ত সমতল ভূমি পায় না, কিন্তু এই পর্ব্বতময় স্থানে এক প্রকার ধান্য চাষ দেখিয়াছি, তাহা আমি আমাদের দেশে কখনও দেখি নাই। এ দেশে সমতল ভূমিতে ধান্য বপন যেমন সহজ, এই সব পার্ব্বতীয় ভূমিতে সেইরূপ কষ্টসাধ্য। অবলীলা পাহাড়ের ঢালে কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত জঙ্গল কাটে, পরে তাহাতে আগুন দিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, ঢালু বিভাগ বেশি না হইলে তাহাকে লাঙ্গল [illegible] খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া ধান্য বপন করে। ঐ ধান্য আমাদের দেশের আউশ জাতীয়ের ন্যায়, বিধাতা যেন ইহা এই পাহাড়িয়াদিগের জন্য সৃজন করিয়াছেন। ধান্যের সহিত প্রায়ই কার্পাস বীজ, অরহর, ভুট্টা প্রভৃতির একটা না একটার বীজ ছড়ান হয়, এবং ক্ষেত্র মধ্যে বা পার্শ্বে লাউ, কুমড়া, শিম ইত্যাদি তরকারিরও বীজ পোতা হয়। ঐ জমিতে তিলও যথেষ্ট জন্মে, সুতরাং ঐ পাহাড়িয়াদিগের কেবল মাত্র লবণ ও বেশির অসংস্থান থাকে; কিছু ধান্য বা তজ্জাত দ্রব্যের বেচিয়া উহারও সুবিধা করিয়া লয়। ধান্য, [illegible]

দিগকে লইয়া একত্রে এক পাত্রে খায়। তবে সন্তান বড় হইলে ভাই ভগিনী মিলিয়া নিকটে অপর পাত্রে খায়। ইহারা খাইবার সময় কাঁটা চামচ বা চিনাদের মত কাটী ব্যবহার করে না। বাঙ্গালির মত হাতে খায়, তবে তরকারি পাত্র হইতে উঠাইয়া লইবার সময় চামচ দিয়া লয়, হয়ত কখন কখন চামচ দিয়া ঝোল ইত্যাদি একটু তুলিয়া চুমুক দিয়া আস্বাদন করিয়া আবার সেই পাত্রের উপর রাখে। খাইবার সময় গেলাস ঘটী প্রভৃতিতে ইহাদের পানীয় জল থাকে না, জল খাইতে হইলে গৃহের একটী উচ্চ স্থানে মাচার উপর জলের হাঁড়ি থাকে, তাহা হইতে নারিকেল মালা বা লাউয়ের উকড়ি দ্বারা জল উঠাইয়া চুমুক দিয়া খায় এবং উকড়ি যথাস্থানে রাখে। সাধারণতঃ তরকারি শাক সবজি ও মৎস্যই প্রধান আহার। অল্প লোকেরই ভাগ্যে প্রত্যহ মাংস জুটে। কেহই জীবহত্যা করিয়া মাংস খায় না, তবে মুরগি, গরু, ঘোড়া, হাতি ইত্যাদি মরিলে খাইতে আপত্তি নাই। সকল তরকারি প্রায় ঝোলের মত রান্না হয়, তাহাতে লঙ্কা ও পিয়াজ বা রশুন যথেষ্ট দিয়া থাকে। বাঙ্গালি গৃহস্থের মত ইহারা দাল প্রত্যহই খায় না। তরকারি সাঁতলানর প্রথা একেবারেই নাই, তাহাতে একটু তৈলের ছিটা দেওয়া হয় মাত্র। যদি কোন দ্রব্য নিতান্ত ভাজা খাইতে হয়, তাহা হইলে গ্রামের বহিতেছে, সেই দিকে ভাজা হয়। ভাজার গন্ধে সকলের বিশেষতঃ শিশুদিগের পীড়া হয় এইটী ইহাদের দৃঢ় সংস্কার। আমরা মফস্বলে গিয়া যখন রন্ধন করি, এই রূপ ভাজা বা ঘৃতের গন্ধ বাহির হওয়াতে অনেক সময় বর্ম্মারা বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছে এবং সর্ব্বত্র সেই সময় তাহাদের শীঘ্র নাক ঢাকিতে দেখা গিয়াছে। বর্ম্মারা খায় না এমন দ্রব্যই প্রায় দেখা যায় না, তেঁতুল পাতা, আম পাতা, বাঁশের কোঁড় ইহাদের প্রিয় সামগ্রী। সকল তরকারিতে আমরা যেমন লবণ দিতে ভাল বাসি, ইহারা সেইরূপ ঙাপ্পি নামক মৎস্য পচা দিয়া থাকে, নচেৎ তাহাদের মুখে খাইতে সুস্বাদ লাগে না। আহার সমাপ্ত হইলে জলের হাঁড়ির কাছে গিয়া উকড়ি দিয়া জলপান করে এবং একটু জল দিয়া বারকোস ও চিনা বাসন সামান্য মত পরিষ্কার করিয়া রাখে। হেঁসেল পাড়া, বাসনমাজা প্রভৃতিতে ইহাদের বাঙ্গালিদের মত কিছুই সময় লাগে না, সেইজন্য ইহাদের নারীগণ অপরাপর অনেক কর্ম্ম করিতে সময় পায়। তাহারা দোকান করে, বাজার করে, কাপড় বোনে ইত্যাদি। সাধারণতঃ বর্ম্মারা জল ছাড়া অন্য কিছু পান করে না, কিন্তু বিলাতি সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও মদ আসিয়াছে। তবে সৌভাগ্যের মধ্যে নারীগণ ইহাতে

বাটীতে সুরাপান করিতে পায় না, আবশ্যক হইলে বাহিরে গিয়া খাইয়া আইসে, শেষে হয় ত বেহুঁস মাতাল হইয়া পড়ে। গরিব লোকেরা দেশী মদ বা তাড়ি খাইয়া নেশার সুখ অনুভব করে।

অন্যদেশের মত সেম্পেন প্রভৃতি মদের নব্য বর্ম্মারা বিলাতি মদের বেশ আস্বাদন বুঝিয়াছে। নব্য বাঙ্গালিকে খানা লুকাইয়া খাইতে কিছু কষ্ট পাইতে হয়, কিন্তু বর্ম্মাদের জাতিভেদ নাই, জাতি নাশেরও আশঙ্কা নাই। তাহারা প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া অনায়াসে খানা খাইতে পারে। নব্য বর্ম্মারা সাহেব-দের মত আপনাদিগের ঘর সাজাইতেও চেষ্টা করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

চন্দ্র।

১

হে সুধাংশু, বল দেখি কত দিন পরে,
ভুবন-মোহন রূপে দিলে দরশন;
বরষার মেঘরাশি এতদিন তরে,
রেখেছিল আবরিয়ে ও চারু বদন।

২

বরষার শেষে এবে শরত উদয়ে,
পূর্ণ রূপে পূর্ণ চাঁদ হয়েছ উদিত;
কে আছে এমন শশি, ও রূপ হেরিয়ে,
যাহার হৃদয় প্রাণ নহে বিমোহিত?

৩

সরসী, আরসি হয়ে বুকের ভিতরে,
ধরিয়াছে ছবি তব কিবা মনোহর;
নৈশ সমীরণ কভু গিয়া ধীর করে,
নাচায় সরসী সহ তব কলেবর।

৪

তরঙ্গিনী, হিল্লোলে, তোমারে হেরিয়ে,
উল্লাসে বাহিয়া ছুটে ধায় অবিরাম;
লহরী-লীলায় নাচে প্রফুল্ল হৃদয়ে,
কুল-কুল রবে গাহি তব গুণ-গান।

৫

হে শশাঙ্ক, তব রূপে মোহিত হইয়া,
সাগর উথলি উঠি তব পানে ধায়,
ইচ্ছা তার, যায় চলি পৃথিবী ছাড়িয়া,
ছাড়ে না পৃথিবী কিন্তু এই বড় দায়।

৬

ওই দেখ, তরুচয় শাখা-বাহু দিয়া,
ধরিছে জোছনা তব, পত্র সমুদয়
মাখিছে জোছনা অঙ্গে, আনন্দে মাতিয়া
পিইছে তোমার সুধা—প্রফুল্ল হৃদয়।

৭

ওখানে রজনীগন্ধা উন্মীলি নয়ন,
এক দৃষ্টে তব পানে রয়েছে চাহিয়া;
সুধা পান করি, তার পরিতৃপ্ত মন,
বিতরে সুবাস সুখে জগত মোহিয়া।

৮

ওই দেখ, সেফালিকা চেয়ে তব পানে,
কুমুদিনী চেয়ে ভাল বাসে ও তোমায়,
তুমি গেলে, কুমুদিনী নাহি মরে প্রাণে,
সেফালি তেয়াগি প্রাণ ভূতলে লুটায়।

৯

ওই দেখ শশধর, নিরখি তোমায়,
চকোর আনন্দ মনে উড়িছে গগনে;
সুধা পানে মাতোয়ারা পাখী সমুদায়,
নিশিরে দিবস ভাবি মধুরে কূজনে।

১০

যুবক যুবতী বসি তোমার আলোকে,
নবভাবে পরস্পর করিছে দর্শন;
প্রেমের নিস্তব্ধ গীত গাহিছে পুলকে,
হৃদয়ে হৃদয়ে মিল, নয়নে নয়ন।

১১

সুকুমার শিশু উঠি জননীর কোলে,
কচি কচি হাত তুলি ডাকিছে তোমায়,
চাঁদ-মুখে সুমধুর "আয় চাঁদ" বোলে,
এ দৃশ্য হেরিয়া শশি, প্রাণে ইচ্ছা যায়,—

১২

কপটতা, অহঙ্কার ত্যজি এ সময়ে,
শিক্ষা, জ্ঞান, অভিমান দিয়ে বিসর্জন,
উঠিয়া মায়ের কোলে সরল হৃদয়ে,
আবার তোমায় ডাকি শিশুর মতন।

১৩

আবার মিলিয়া শিশু, বাল্যসখা সনে,
[illegible] করে, সেইরূপে বসি একবার,
"বুড়া কাটে ওই বুড়ী বসিয়া ওখানে,"
[illegible] বাল্যের কল্পনা [illegible] সে আর।

১৪

দল বাঁধি হে হিমাংশু, ছুটিতাম যবে,
"আসিতেছে চাঁদ ওই মোদের সহিতে,"
পুলকে পূরিত হয়ে বলিতাম সবে;
সে উল্লাস আর কিহে আসিবেক চিতে?

১৫

নবীন যৌবনে যবে নবীন হৃদয়,
চিন্তার কালিমা তায় পড়েনি যখন,
কতই নবীন ভাব হইত উদয়,
তাহাতে তোমার শশি, করি দরশন,

১৬

কতই সুখের আশা আসিত তখন,
কতই সুখের ছবি আঁকিতাম মনে,
কতভাব হৃদে ধরি করিয়া যতন,
ভাবিতাম এই সব সাধিব জীবনে।

১৭

তখন আশায় শশি, আছিল বিশ্বাস,
কভু নাহি জানিতাম নিরাশা কেমন;
যেদিকে যাইত মন শুধুই উল্লাস,
বিষাদের অধিকার না ছিল তখন।

১৮

গিয়াছে সে দিন হায়, আসিবে না আর;
সে উল্লাস, সরলতা দিছি বিসর্জ্জন;
চিন্তাই সম্বল এবে; ওরে রে সংসার,
কি আছিলা, কি করিলা, করিস্ গঠন।

১৯

যে হৃদয় একদিন দর্পণের মত,
ছিল সমুজ্জল স্বচ্ছ কলঙ্কবিহীন,
এখন পাপের ছবি তাহাতে নিরত
[illegible], দেখি প্রাণ কাঁদে নিশিদিন।

২০

আছি,
ইচ্ছা করে, সুধানিধি, পৃথিবী ছাড়িয়ে,
চলে যাই সেই দেশে, রয়েছে যেখানে,
এ সুধার পূর্ণ নিধি ; যাহাতে লইয়ে
বিতরিছ সুধা তুমি, এ মর ভুবনে।

২১

ইচ্ছা করে, আমি সেই অশরীরী হয়ে,
মিশাইয়া যাই বিন্দু, তোমার কিরণে,
পূর্ণ করি ভাবফুল লইয়া হৃদয়ে,
গাঁথি ভক্তি-হার, দিই তাঁহার চরণে।

২২

সেই শূন্য স্বর হয়ে অনন্ত আকাশে,
ইচ্ছা করে, গান গেয়ে করি বিচরণ,
খুঁজি সে অনন্ত দেবে, যাঁহার আদেশে,
অনন্ত সাগরে তুমি ভাস অনুক্ষণ।

২৩

যদি নাহি, ও সৌন্দর্য্য পারিব বুঝিতে,
নীরস বিজ্ঞানে তৃপ্ত নাহি হয় মন ;
তবে কি করিয়া বল পারিব চিনিতে
তোমায় হে সুধা নিধি,—বিদায় এখন।

গারফিল্ডের মাতা।

জেমস গারফিল্ডের পিতা মৃত্যুশয্যায় শয়ান। তাঁহার আবাস এক অরণ্যের ভিতর। এখন যে ইউনাইটেড ষ্টেটস প্রশস্ত রাজপথ, লৌহবর্ত্ম, মহাসমৃদ্ধি-শালী নগর ও জনপদসমূহে সুশোভিত হইয়া সভ্যতার আবাসভূমি ইউরোপের সমকক্ষ হইয়াছে, এককালে তাহা ঘোর অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। যাঁহারা প্রথমে ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ হইতে তথায় গিয়া বাস করেন, তাঁহা-দিগকে অরণ্য পরিষ্কার করিয়া আপনা-দের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে হইয়া-ছিল। এখন যেখানে যাইতে ১০ ঘণ্টা মাত্র লাগে, পঞ্চাশ ষাটি বৎসর পূর্ব্বে ছয় সপ্তাহের ন্যূনে তথায় যাওয়া অসম্ভব ছিল। [illegible] পথ অতিক্রম না করিলে প্রতিবেশীর মুখ দেখিতে পাওয়া যাইত না। আট-লাণ্টিক মহাসাগরের তীরবর্ত্তী উপনিবেশ সমূহে এ সকল অসুবিধা ছিল না বটে, কিন্তু গারফিল্ড পরিবারের আবাসভূমি সুদূর পশ্চিমে অবস্থিত। সেখানে চিকিৎসক বা কোথায়, আর ঔষধই বা কোথায় ? এই অবস্থায় জেমসের মাতা নিরুপায় হইয়া নিজের ভগ্নীপতি ও প্রতিবেশী মেঃ বয়েণ্টনকে সংবাদ পাঠাইলেন। আরও দুই একজন প্রতি-বেশীকে ডাকিতে পাঠান হইল। ইঁহাদের মধ্যে একজন দুই একটা ঔষধ পত্র জানিতেন। তাঁহারই উপর চিকিৎসার ভার দেওয়া হইল। [illegible]

চিকিৎসায় রোগের আরও বৃদ্ধি হইল এবং অল্পদিনের মধ্যেই এব্রাম পারফিল্ডের জীবনলীলা শেষ হইয়া আসিল। তাঁহার দেহ উত্তরোত্তর ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। তখন এব্রাম তাঁহার সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বীয় পত্নীকে বলিলেন,—"আমি এই অরণ্যমধ্যে চারিটী ক্ষুদ্র তরু (দুইটী কন্যা ও দুইটী পুত্র) রোপণ করিয়া গেলাম; এখন তাহাদের রক্ষার ভার তোমার উপর।"

এই কথা গুলির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

এই পরিবারের এখন কি ভয়ানক দুঃখের অবস্থা! এককালে যাঁহারা সেই আরণ্য কুটীরের মধ্যে থাকিয়াও সুরম্য প্রাসাদবাসী রাজপরিবারের মত সুখী ছিলেন, আজি তাঁহাদের শোকের পরিমাণ করে এমন সাধ্য কাহারও নাই। জেমসের বয়স তখন দেড় বৎসর মাত্র। পিতার মৃত্যুতে যে তাঁহাদের কি ক্ষতি হইল, এবং তাঁহার মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সকলের হৃদয় কি ভয়ানক শোকের তাড়নে বিদীর্ণ হইতেছিল, তাহা অনুভব করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না।

তাঁহাদের আবাসস্থলের চতুর্দ্দিকে পাঁচ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত যে চারি পাঁচ ঘর প্রতিবেশী ছিলেন, তাঁহারা সকলে আসিয়া ঐ শোকসন্তপ্ত [illegible] জলের সহিত আপনাদের অশ্রুজল মিশাইয়া যথাসাধ্য সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন; তাঁহাদের সাহায্যে নিকটবর্ত্তী গোধূমক্ষেত্রে এব্রামের দেহ সমাধিস্থ করা হইল। সমাধিকালে আর্দ্র স্বজনবর্গের হৃদয়োত্থিত নীরব প্রার্থনা ব্যতীত আর কোনও রূপ উপাসনা, প্রার্থনা বা উপদেশ-ধ্বনি শ্রুত হইল না। সেই বহুকালব্যাপী ঘোর অরণ্যানীর অন্ধকার ও নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রিয়জনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করা যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতিরেকে আর কেহ অনুভবই করিতে পারেন না। এই ঘটনার পর অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে কত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, কত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘ ব্যবধানের পরেও, এই বিবিধ ঘটনাবলী ও অবস্থার প্রভাবকে অধঃকৃত করিয়া সেই দারুণ শোকের চিহ্ন গারফিল্ডের মাতার জীবনে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি যদিও ঈশ্বরের দয়া স্মরণ করিয়া হৃদয়কে সান্ত্বনা দিয়াছেন ও ভয়ানক দুরবস্থার মধ্যেও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সন্তানদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তথাপি আজি অশীতি বর্ষাধিক বয়সেও তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে সেই বিষম শোকের রেখা অপনীত হয় নাই।

সম্মুখে দারুণ শীতকাল। সেই ভীষণ অরণ্যানী মধ্যে রক্ষকহীন অবস্থায় সন্তান

শীতকাল কাটাইতে হইবে এই ভাবনায় ঐ দুঃখী পরিবারের বিষাদ অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে শীতকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। গোধূম ক্ষেত্রস্থিত পবিত্র স্মৃতির উদ্দীপক সমাধিচিহ্নকে নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত করিয়া চতুর্দ্দিক ঘনতুষারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। প্রবল বাত্যা অরণ্য বৃক্ষের মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ করিয়া যেন মৃত এব্রামের জন্য বিলাপধ্বনি উত্থিত করিতে লাগিল। সেই শীতকালে, প্রবল-বাত্যা-সঙ্কুলিত, সেই পথহীন, বিজন অরণ্যে অসহায় অবস্থায়, হিংস্রজন্তু পরিবেষ্টিত হইয়া এই দুঃখী পরিবারকে যে কত দুর্ভাবনা, নৈরাশ্য ও অশ্রুজলের মধ্যে দিনপাত করিতে হইয়াছিল, তাহা ঐরূপ অবস্থাপন্ন লোক ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব।

সেই সুদীর্ঘ দুঃখসঙ্কুল শীতকালের কথা তাঁহাদের স্মৃতিপথ হইতে কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বোধ হইতে লাগিল যেন এ দারুণ শীত আর ফুরাইবে না। যেন বসন্তকাল আর আসিবে না। সে যাহা হউক, কালচক্রের পরিবর্ত্তনে ক্রমে সুখদ বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হইল; ভূপৃষ্ঠ হইতে তুষাররাশি অন্তর্হিত হইল; নদনদী গভীর কুলকুল রবে বনস্থলী মধুর স্বভাব-সঙ্গীতে পূর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল; বন, উপবন, শস্যক্ষেত্র পত্র পুষ্প সুশোভিত হইয়া পুনরায় নবীবভাব ধারণ করিল। কিন্তু গোধূমক্ষেত্রের প্রান্তনিহিত এব্রামের মৃতদেহে নব-জীবন সঞ্চার হইল না। সুতরাং তাঁহার দুঃখী পরিবারের কুটীরেও আশার সঞ্চার হইল না। কিরূপে দিনপাত হইবে এই দুর্ভাবনায় সুখের বসন্তকালও তাঁহার বিধবা পত্নীর পক্ষে দুঃখময় হইয়া উঠিল। একে কিছুমাত্র অর্থ সম্বল নাই, তাহার উপর আবার ঋণভার। যে কিছু খাদ্য সঞ্চিত ছিল, তাহাও ক্রমে শেষ হইয়া আসিতেছে। আগামী বৎসরের শস্য সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বেই হয়ত শিশু সন্তানদিগকে অন্না-ভাবে হাহাকার করিতে হইবে। তখন তিনি কি করিবেন? এই দুর্ভাবনায় দুঃখিনী মাতার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল।

এই বিষম সঙ্কটে পড়িয়া বিধবা গারফিল্ড পত্নী তাঁহার ভগিনীপতি ও প্রতিবেশী মেঃ বয়েণ্টনের পরামর্শ গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন। বয়েণ্টনের সদয় ব্যবহার তাঁহার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অনেক সময় শান্তিবারি সেচন করিয়া-ছিল। বয়েণ্টন তাঁহার কথা সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—

"চারিটী শিশুসন্তান লইয়া কৃষিকার্য্য চালান ও পরিবার প্রতিপালন করা একজন অসহায়া বিধবার পক্ষে অসম্ভব। কৃষিক্ষেত্র বিক্রয় করিয়া আত্মীয়গণের আশ্রয়ে বাস করা ভিন্ন এ বিপদ হইতে উদ্ধারের অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না।

বসিয়া জানু পাতিয়া সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়ের নিকট হৃদয়কবাট উন্মুক্ত করত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন— যাহাতে তিনি নিজের কর্ত্তব্য পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারেন, এরূপ আলোক তাঁহার নিকট প্রকাশ করুন। আর্ত্ত হৃদয়ের সরল প্রার্থনা কখন অপূর্ণ থাকে না; তাঁহার সমস্ত সংশয় নিদূরিত হইল; হৃদয়ে অতুল শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে এপর্য্যন্তও তিনি এত সুখ পান নাই। তাঁহার হৃদয়ে আপনা আপনি মহাত্মা দায়ুদের সপ্তবিংশ সঙ্গীতের ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল,—"প্রভু পরমেশ্বর আমার আলোক ও পরিত্রাণ; আমার আর কাহাকে ভয়? প্রভুই আমার জীবনের বলশক্তি, আমার আর কাহাকে ভয়?"

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র টমাসের বয়ঃক্রম তখন একাদশ বৎসর মাত্র। তিনি তাহাকে ডাকিয়া নিজের সমস্ত অভিপ্রায় খুলিয়া বলিলেন। ঐ তেজস্বী, মাতৃভক্ত বালক উত্তর করিল,—

"মা, আমি লাঙ্গল চষিতে ও গাছ বসাইতে পারিব। তা ছাড়া আমি গমের বীজ বপন করিতে, কাঠ কাটিতে, দুধ দুহিতে এবং আরও অনেক কাজ করিতে পারিব।"

তাঁহার মাতা বলিলেন, "বাছা! তোমার বয়স এখন অতি অল্প; তুমি এত কাজ করিতে পারিবে না। তবে আমি যদি তোমাকে সাহায্য করি, তাহা হইলে তোমাদ্বারা এ সকল কাজ হইতে পারিবে। পরমেশ্বর বিধবা ও পিতৃহীনের কাছে থাকিয়া সাহায্য করিবেন, আমি এরূপ আশা পাইয়াছি। আমার এস্থান ছাড়িয়া যাইতে কোন মতেই মন সরিতেছে না।"

টমাস তৎক্ষণাৎ বলিল, "তার দরকার কি মা? আমারও ইচ্ছা এইখানে থাকি; আমি যথার্থই খুব পরিশ্রম করিব।"

মাতা—"খুব বেশি খাটিবা কাজ নাই, কি জানি যদি আবার তোমাকেও হারাই (এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল)। গমের ক্ষেত্রের চারিদিকের বেড়াটী আমাদিগকে শেষ করিতে হইবে। এ কাজও বড় কম নয়। কিন্তু আমি বোধ হয় কাঠের রেল চিরিয়া দিতে পারিব; তাহার পর দুই জনে বেড়া বাঁধিব।"

টমাস বলিল, "আমি বোধ করি গোলা বাঁধা শেষ করিতে পারিব।" তাহার পিতা গোধূমক্ষেত্রের বেড়া কতকটা দিয়া গিয়াছিলেন এবং একটী ছোট গোলাঘর প্রস্তুত করিতেছিলেন। তাহার আর অল্পই বাকি ছিল।

মাতা পুত্রে পূর্ব্বোক্তরূপ পরামর্শ স্থির হইল। মিসেস্ গারফিল্ড কৃষিক্ষেত্রের যে অংশ বিক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, বয়েণ্টনের চেষ্টায় তাহার ক্রেতাও মিলিল। তুমি বিক্রয় করিয়া

...অর্থ পাওয়া গেল, দেনা শোধ করিতে গিয়া তাহার আর একটী পয়সাও রহিল না।

ক্রমে ভূমিকর্ষণ ও বীজবপনের সময় আসিল। তখন মাতা পুত্রে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া গোধূম ও অন্যান্য শস্য, আলু ও নানা প্রকার শাক সব্জির জন্য ভূমি প্রস্তুত করা, বেড়া দেওয়া, গোলা নির্ম্মাণ, বীজবপন প্রভৃতি কার্য্য করিতে লাগিলেন। একাদশবর্ষীয় বালক টমাস বিংশতিবর্ষীয় যুবাপুরুষের ন্যায় অকাতরে পরিশ্রম করিতে লাগিল।

কিন্তু বিধবার পরীক্ষার তখনও অবসান হয় নাই। ভাণ্ডারে যে খাদ্য সঞ্চিত ছিল, তাহা ক্রমে ফুরাইয়া আসিতেছিল। এ দিকে এমন অর্থ নাই যাহা দ্বারা খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা যাইতে পারে। মিসেস্ গারফিল্ড হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, যে খাদ্য আছে তাহা শস্য সংগ্রহ করিবার সময়ের অনেক পূর্ব্বে শেষ হইয়া যাইবে। সন্তানগণ আহারাভাবে ক্রন্দন করিবে—এ চিন্তা তাঁহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইল। তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন এবং রাত্রিকালে অনাহারে থাকিবেন।

কিছু দিন এইরূপে কাটিয়া গেল। দুঃখিনী বিধবা অনাহারে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। যদিও কৃষিকার্য্যে টমাসের সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছিল, [illegible] তিনি [illegible] পুত্রকন্যাদিগের [illegible] রক্ষার নিমিত্ত অকাতরে এই ক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলেন।

কয়েক সপ্তাহের পর স্নেহময়ী মাতা দেখিলেন তাঁহার হিসাবে ভুল হইয়াছে। তিনি দেখিলেন নিজে রাত্রিকালে অনাহারে থাকিলেও শস্য সংগ্রহের পূর্ব্বে খাদ্যের ভাণ্ডার শেষ হইয়া যাইবে। তখন তিনি মনস্থ করিলেন অপরাহ্ণেও অনাহারে থাকিবেন, কেবল প্রাতঃকালে একবার মাত্র আহার করিবেন*। এই সময় হইতে শস্য সংগ্রহের সময় পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যহ একাহারে থাকিতেন। তাঁহার এই ক্লেশ স্বীকারের কথা পুত্রকন্যাগণের নিকট হইতে গোপনে রাখিবার জন্য তিনি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মিসেস্ গারফিল্ডের এই অসাধারণ সহিষ্ণুতাগুণেই আজি গারফিল্ড পরিবারের নাম জগতের লোকে শুনিতে পাইতেছে। নতুবা বোধ হয় এই পরিবারের ইতিহাস বিস্মৃতিসাগরে চিরনিমগ্ন হইয়া যাইত।

ক্রমে অন্ধকার দূর হইল। দারিদ্র্য ও অভাবের মেঘ দূরীভূত করিয়া সুখসূর্য্য সমুদিত হইল। মিসেস্ গারফিল্ডের অসাধারণ আত্মনির্ভর, সহিষ্ণুতা ও মাতা পুত্রের অবিরত পরিশ্রমের ফল

---

* আমাদের দেশের লোকে প্রত্যহ সাধারণতঃ দুই বার আহার করেন। ইউরোপ প্রভৃতি [illegible] দেশে প্রতি দিন তিন [illegible] আহার করিবার প্রথা আছে।

দিলেন। তাঁহাদের ক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হইল। সেই অবধি গারফিল্ড পরিবারকে আর কখনও আহারাভাবে কষ্ট পাইতে হয় নাই। মিসেস্ গারফিল্ডের চরিত্রের মহত্ত্ব পাঠিকাগণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি ?

ঘণ্টারামের কথকতা।

একটি পেয়ালা।

ঘণ্টারাম ভট্টাচার্য্য শিবাবাটী হইতে "বিদায়" হইয়া স্বগ্রামাভিমুখে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে এক মাঠের ধারে তাঁহার মুটে বলিয়া উঠিল "মহাশয়! আমি আপনাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, আপনি তাহার যথোচিত উত্তর দিতে না পারিলে, আপনার দপ্তরাদি মাঠে ফেলিয়া আমি পলাইব।" অগত্যা মুটের কথায় ঘণ্টারামকে উত্তর দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। সেই প্রকাণ্ড মাঠের কিয়দ্দূর গমন করিয়া মুটে দেখিল, একটী বক্রাকার বটবৃক্ষের শাখায় একটি ছোট পেয়ালা ঝুলিতেছে, এবং তাহার গায়ে এই কয়েকটি কথা লেখা আছে—"এই পেয়ালার আশ্চর্য্য ইতিহাস না শুনিয়া এস্থান পরিত্যাগ করিও না।" ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে মুটে এই পেয়ালার ইতিহাসের কথা জিজ্ঞাসা করিল। সুতরাং ঘণ্টারাম সেই বৃক্ষতলে বসিয়া তামাকু টানিতে টানিতে ঐ পেয়ালার অদ্ভুত বিবরণ বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবরণটি বিশেষ আমোদকর ও উপদেশজনক বলিয়া পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

কোন গ্রামে এক জন জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, পরোপকারী এবং সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণসন্তান যুবা বয়সে সংসার পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্মচারী বেশে তীর্থাদি দর্শন করিয়া বেড়াইতেছিল। এই ব্রহ্মচারী এক দিন মধ্যাহ্নকালে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া একটি বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিতেছে, এমন সময়ে কিঞ্চিদ্দূরে এক মনোহর সৌধ দেখিতে পাইয়া কোন পথিককে তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল। পথিক বলিল "ঠাকুর! ঐ যে অট্টালিকা দেখিতেছ, উহার তুল্য মনোহর অট্টালিকা পৃথিবীর আর কোথাও নাই; সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়া যাহা কিছু সুন্দর দ্রব্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে, ঐ গৃহে সে সমুদায়ই আছে। আপনি উহা একবার দর্শন করিয়া নয়নযুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া আসুন।" পথিকের কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী ঐ সৌধের নিকটে উপস্থিত হইল। ঐ সৌধের চারিটি দ্বার,

প্রত্যেক দ্বারে এক এক জন বলবান দ্বারবান দণ্ডায়মান রহিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে। ব্রহ্মচারী ঠাকুর উত্তর-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারবানকে আপনার অভিপ্রায় অবগত করিলে, দ্বারবান বলিয়া উঠিল, "মহাশয়! আমার সম্মুখস্থ স্ফটিক পাত্রে যে গো-মাংস দেখিতে পাইতেছেন, তাহা যদি আপনি আহার করিতে পারেন, তাহা হইলে এই দ্বার দিয়া এই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবেন, নতুবা অন্যোপায় অবলম্বনে এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার অনুমতি নাই।" গোমাংস আহারের কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক, বিষ্ণু নাম স্মরণ করিতে করিতে, তৎস্থান পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দ্বারে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বদ্বারের দ্বারবান আগন্তুক ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিয়া বলিয়া উঠিল "মহাশয়, এই দ্বারে প্রবেশ করিবার পক্ষে নিয়ম এই যে, আমার পার্শ্বস্থ বালকটিকে বধ করিয়া তাহার গাত্রস্থিত সুবর্ণালঙ্কার গ্রহণ করিতে না পারিলে, এই দ্বার দিয়া এই গৃহে কেহ প্রবেশ করিতে পারেন না।" নরহত্যা এবং অপহরণ এই উভয় বিধ পাপের কথা শুনিয়াই ঠাকুর জি তৎস্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং ক্রমে অন্য দিক দিয়া পশ্চিম দ্বারে উপনীত হইলেন। তত্রত্য দ্বারবান বলিল, "ঠাকুর! এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে অগ্রে একটা কাজ করা চাই। আমার পার্শ্বস্থিত অলঙ্কারিণী বার-বিলাসিনীকে বিবাহ করিতে হইবে।" জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী বেশ্যাকে দর্শন করিবামাত্রই আতঙ্কে সে স্থান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক অবশিষ্ট দক্ষিণদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই দ্বারের দ্বারবানটি ঠাকুরকে দেখিয়া বলিল, "মহাশয়, এই দ্বারে প্রবেশ করিবার উপায়টি অতি সহজ; আমার নিকট একটি ক্ষুদ্রাকার পেয়ালা আছে, আপনি যদি ঐ ক্ষুদ্র পেয়ালাটি পূর্ণ করিয়া সুরা পান করিতে পারেন, তাহা হইলে এই দ্বার দিয়া আপনাকে প্রবেশ করিবার অধিকার দিতে পারি। ইহাতে বোধ হয় আপনার আপত্তি না থাকিতে পারে, যেহেতু একরূপ ক্ষুদ্রাকার পেয়ালা পরিপূর্ণ করিয়া মদ খাইলে কোন প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।" ব্রহ্মচারী তাহাতে স্বীকৃত হইল না, সুতরাং সৌধটি তাহার দেখা হইল না। ব্রাহ্মণ-কুমার প্রত্যাগমন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, গোমাংসভক্ষণ, বেশ্যা-বিবাহ কিম্বা নরহত্যা এ সকল অতি গুরুতর পাপ, শাস্ত্রে ইহাদের প্রায়শ্চিত্ত নাই, কিন্তু এক আধ পেয়ালা সুরাপানে বোধ হয় বিশেষ কোন অপকার হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। যদি আমি ঐ ক্ষুদ্র পেয়ালা পূর্ণ করিয়া মদ পান করি, তাহা হইলে বোধ হয় নিশ্চিন্ত মনে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিব এবং তাহা হইলে একরূপ মনোহর ও অত্যুৎকৃষ্ট সৌধটি দেখিয়া

পরিতৃপ্ত হইব। বিশেষতঃ সুরাপান বেদের সময়ে ঋষিদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল, এবং এক আধটু মদ খাইয়া কাহারও কোন অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কোন বিবরণও শুনি নাই। আমরা প্রতি দিবসই শেত জল পান করিয়াছি, এক আধটু লাল জলে বিশেষ কি কোন অনিষ্ট হইতে পারে? এইরূপ চিন্তা করিয়া, ব্রহ্মচারী ঠাকুর দক্ষিণ দ্বারস্থ শাস্ত্রীর নিকট হইতে পেয়ালা লইয়া সুরাপান করিল এবং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘরের শোভা সন্দর্শনে প্রবৃত্ত হইল। সেই সুশোভিত এবং সুপ্রশস্ত অট্টালিকামধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে ঠাকুরজির শরীর গরম হইয়া উঠিল এবং নেশার সঞ্চার হইল; ক্রমে সংসারবিরাগী, সুখত্যাগী, জিতেন্দ্রিয় সাধুর মনে আমোদের প্রবৃত্তি জন্মিল, এবং তিনি পুনরায় সুরাপান করিবার জন্য দক্ষিণদ্বারস্থ দারবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দারবান বলিল, "একজন লোককে দুইবার মদ দিবার নিয়ম নাই।" ঠাকুরের নিকটে পয়সাও ছিল না, বৈরাগী কোথায় পয়সা পাইবে? সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বালককে বধ করিয়া তাহার গাত্রস্থিত স্বর্ণালঙ্কার গ্রহণপূর্ব্বক তাহাই বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ মুদ্রায় সুরাপান করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে ক্ষুধার সঞ্চার হওয়ায় গোমাংস আহার এবং অবশেষে অসতী বারবিলাসিনীকে লইয়া প্রস্থান!!! এইরূপে সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইলে, প্রভাত-কালে, ব্রহ্মচারী দেখিল এক পেয়ালা মদের মহিমায় দুই ঘণ্টার মধ্যে জগতে তাহার আর কোন পাপই বাকী রহিল না। এক পেয়ালা মদের মহিমায়, নরহত্যা, গোমাংসভক্ষণ, চরিত্রনাশ এবং চৌর্য্যকার্য্য ইহাদের কিছুই বাকী রহিল না। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে সেই ব্রাহ্মণকুমার এক গাছের ডালে একটী পেয়ালা ঝুলাইয়া লিখিয়া দিল, "এক আধটু মদ খাইলে কোন অনিষ্ট হয় না বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা আমার সাধু জীবনের অসাধু ইতিহাস একবার শ্রবণ করিয়া সতর্ক হউন।"

ঘণ্টারাম ঠাকুর তাঁহার মুটেকে গল্পটি সমুদয় বলিয়া দিলেন, তখন আহ্লাদে মোট তুলিয়া নাচিতে নাচিতে মুটেটী ঠাকুরের পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল।

ব্রহ্মচারিণী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ চৌধুরি সুহৃদ্বরেষু।

সুহৃদ্বরেষু,

এই তোমার পত্রখানি পাইলাম। আমি বাড়ী হইতে আজ সপ্তাহকাল আমাদের দেবগ্রামের জমীদারী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছি; এই জন্য তোমার স্নেহ-মাখা চিঠিখানি যথাসময়ে আমার হস্তগত হয় নাই। আমি আরো কিছুকাল এখানে থাকিব। তার পরে বোধ হয় কলিকাতা হইয়া বাড়ী যাইব। তখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে।

ভাই, আমি এতদিন আমার জীবনের কর্ত্তব্য [illegible] কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আজ কদিন প্রাণে কেমন এক নূতন ভাব ও নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। আমি অতুল ধনের অধিকারী; [illegible] হইয়া অশেষ প্রকারের [illegible] মধ্যে পরিবর্দ্ধিত [illegible] পিতার [illegible] করা, এই [illegible] আমার [illegible] —ইহাই আমার জীবনের [illegible] [illegible]

সৃষ্টি করিবার আমার কি অধিকার আছে? এ ধন কি আমার? তুমি হাসিবে, আরো অনেকে এ কথা শুনিয়া হাসিবে। কেহ কেহ হয় ত এমনও বলিবে, ইংরাজি পড়িয়া উহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। কিন্তু গম্ভীরভাবে এই প্রশ্নটির একটা মীমাংসা করিয়া দিতে পার? যাহারা আপনাদিগের প্রতিভা-বলে অতুল বিষয়ের অধিকারী হয়, যাহারা আপনাদিগের ললাটঘর্ম্মে মৃত্তিকা সিক্ত করিয়া তদুপরি আপনাদিগের ঐশ্বর্য্যের ভিত্তি সংস্থাপন করে,—যাহারা আপনাদিগের রক্তবিন্দু বিনিময়ে একটী দুইটী পয়সা ক্রয় করিয়া তাহার দ্বারা ক্রমে লক্ষপতির স্বর্ণ সিংহাসন লাভ করে, তাহারাও বা এক সময়ে বলিতে পারে—এ ধন আমার—আমার শরীরের রক্ত জমিয়া টাকা হইয়াছে—এখন আমার আমার শারীরিক সুখ সাধনাতেই ইহাকে নিয়োজিত করিতে পারি। কিন্তু আমি—আমি তো কখনও এই অতুল ধনের এক কপর্দ্দক লাভ করিতে এক বিন্দু রক্ত দান করি নাই, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি নাই, আমি কেবল [illegible] আমার [illegible]

যে আজ পিতৃমাতৃহীন হইয়াও পথের ভিখারী হই নাই, সে কেবল ঈশ্বরের কৃপায়। আমি গরিবের ঘরে জন্মি নাই, ইহা কি আমার নিজের ইচ্ছায়, না নিজের গুণে? আমি যদি কোনও দীন-দুঃখীর সন্তান হইতাম, তবে কি তাহাতে আমি নীচ হইয়া যাইতাম? না ধনীর সন্তান হইয়াছি বলিয়া তাহাতেই বড় হইয়াছি? যে স্বয়ং ধন উপার্জ্জন করে, সে ধনের অহঙ্কার করিতে পারে আমি দৈবঘটনায় ধনী হইয়াছি, আমি সে অহঙ্কার করিতে পারি না। আমি কেবল পারি এক কাজ করিতে,—যাহারা আমার মত দৈবানুগ্রহে অনুগৃহীত নহে, আমি পারি তাহাদের দুঃখ মোচনার্থ দেবদত্ত এই ধনরাশি নিয়োগ করিতে। আমি এ ধনরাশির অধিকারী নহি। আমার নিকট ইহা কেবল গচ্ছিত রহিয়াছে। আমার কর্ত্তব্য দেবতার ধন দেবকার্য্যে নিয়োগ করা।

শুভক্ষণে আমি দেবগ্রামে আসিয়াছিলাম। দেবতা তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির জন্যই বোধ হয় আমাকে হাতে ধরিয়া এবার এখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন।* * আজ দ্বিপ্রহরের সময় আমি গ্রামের মধ্য দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলাম। সহসা পথিমধ্যে একখানি অতি জীর্ণ কুটীরের সম্মুখে আমার দুই জন পাইক আসিয়া আমাকে এই রমণীর আশ্চর্য্য দানশীলতার কথা বলিল। আমার জীবনে কখনও এরূপ নিঃস্বার্থ পরোপকারের দৃষ্টান্ত দেখি নাই। তুমি বলিবে—তোমার জীবন কতটুকু? কিন্তু আমার পড়া শুনার ভিতরেও এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কখনও পাই নাই। *আপনার বালিকার হাত হইতে সোণার বালা খুলিয়া একটী অনাথাকে এইরূপ ভাবে দান করা—এ ছবি এ সংসারে রমণী-জীবনেও অতি বিরল। ইহাদের এই উদারতা ও হৃদয়ালুতা দেখিয়া আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। আমি আমার অনাথা প্রজাকে বলপূর্ব্বক নিরাশ্রয় করিয়া অকূলে ভাসাইতেছিলাম, আর একটী ক্ষুদ্র বালিকা তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য আপনার ক্ষুদ্র ধনেও আপনাকে বঞ্চিত করিতেছিল,—এ চিন্তায় আমার প্রাণে যে কি গভীর যাতনা হইতেছে, তাহা তোমাকে আর কি লিখিব?—কিন্তু ভগবানের কৃপায় এই যাতনাতেই আমার চক্ষু ফুটিয়াছে। আমি আমার জীবন পথ বড় পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছি।

তুমি জান আমি আজি পর্য্যন্ত ইষ্ট-মন্ত্র গ্রহণ করি নাই। ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিতে আমার বিশেষ আপত্তি। কিন্তু এই কথা তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, যদি কখনও আমি ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করি, তবে এই দেবতুল্যা রমণীকেই আমার ইষ্টদেবতার আসনে বরণ করিব।

তোমার উপর কলিকাতার নিকটে আমার জন্য যে বড় বাগান বাড়ী নির্ম্মাণের ভার ছিল, তাহা এখন স্থগিত

এই কারণেই বৃদ্ধদিগকে এক প্রকার চস্‌মা ব্যবহার করিতে হয়, যাহার কাচ ব্যুজাকার (Convex) এবং যতই বার্দ্ধক্য বৃদ্ধি পায়, ততই ক্রিষ্টালাইনের ব্যুজতাব হ্রাস হয় সুতরাং চস্‌মার ব্যুজতার মাত্রা বাড়াইতে হয়।

আমাদের প্রবন্ধের শেষ হইয়া আসিল; চক্ষুর গঠনে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি-কৌশল দেখিলাম। আর দেখিবার কত বহিল; যত দেখিব ততই স্তব্ধ হইয়া যাইব—অহঙ্কারী মস্তক কৃতজ্ঞতা-ভরে সর্ব্বনিয়ন্তার চরণে লুটাইয়া পড়িবে। তাঁহার অসীম জ্ঞানের কণামাত্রের আভাস পাইয়া তাহাতেই ডুবিয়া যাইব। কিন্তু হায়! বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখ হয়, যে উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-দাম্ভিক পণ্ডিতগণ জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত হইয়া অনন্ত জ্ঞানের উৎস বিশ্বপাতার সৃষ্টিকৌশলে ভ্রম অন্বেষণ করিয়া থাকেন। অনীশ্বর-বাদী দাম্ভিক নাস্তিক দর্পভরে দৃষ্টি হইতে স্রষ্টাকে সরাইয়া দিতে চাহেন। ভ্রান্ত মানুষ! ক্ষুদ্র পরিমিত জ্ঞান লইয়া কি অহঙ্কার কর? তোমার সাধ্য কি সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত জ্ঞান-কৌশলের সমালোচনা কর? একটী বালুকাকণাতে যে দুরবগাহ্য কৌশল নিহিত রহিয়াছে, যুগযুগান্তের চেষ্টায়ও তাহার সকল জানিতে পার কি?—পরিমিত জ্ঞানের অন্ত হইয়া যাইবে—সে অনন্ত জ্ঞান ধারণা করিতে পারিবে না। আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞানের জাল বিস্তার করিয়া অনন্তকে আয়ত্ত করিতে গিয়া আপনিই তাহাতে জড়াইয়া ভূতলে পড়িবে। আমরা ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে স্ফীত হইয়া অনন্ত জ্ঞানসাগরকে ধরিতে গিয়া অবিশ্বাসের অন্ধকারে ডুবিতে চাই না, তর্কজাল বিস্তার করিয়া তাহাতে আপনাকেই জড়াইয়া ফেলিতে চাই না। তাই বলি—

"তর্ক ছাড়ি মুগ্ধ হয়ে সহজ দৃষ্টিতে
দেখি যবে, দেখি নিখে দেব! প্রাণরূপে
বিরাজিত : প্রাণরূপী অন্তরে বাহিরে!
প্রাণরূপে বিরাজিত সবিতৃ-মণ্ডলে,
গ্রহচক্রে, বিশ্বধামে, দ্যুলোকে, ভূলোকে।
আমি মুগ্ধ ভয়ে স্তব্ধ—"

লাপলণ্ডে স্বয়ম্বরপ্রথা।

লাপলণ্ডের কোন ব্যক্তি যদি কন্যার পিতা মাতা বা অভিভাবকের সম্মতি না লইয়া তাহাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে রাজবিধি অনুসারে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। কন্যার অসম্মতিতে তাহার বিবাহ সিদ্ধ হয় না। এখন

কোন যুবতীর প্রতি কোন যুবকের অনুরাগ হয়, তখন তাহাদিগের পরস্পরের বিবাহ হইবে কি না, এই বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য একটী কৌতুকাবহ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। বর ও কন্যার সহিত তাহাদিগের বন্ধুবান্ধবগণ একটী প্রশস্ত মাঠে আসিয়া উপস্থিত হন। পরে কন্যা ও বরের দৌড় পরীক্ষা হয়। যতটা পথ দৌড়িতে হইবে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ ছাড়াইয়া কন্যা দাঁড়াইয়া থাকে, পরে এক সময়ে তাহাদিগের দৌড় আরম্ভ হয়। নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে কন্যাকে ধরিতে হইবে, ইহাতে কন্যা যদি ধরা না দেয়, বর কখনও তাহাকে ধরিতে পারে না। কন্যা অগ্রসর হইয়া সীমা ছাড়াইয়া গেলে আর বরের তাহাকে পাইবার আশা নাই এবং বিবাহের কথা তখনি রহিত হয়। তৎপরে বর পুনরায় তাহাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর বর যদি কন্যার মনোনীত হয়, কন্যা প্রথমে বেগে দৌড়িয়া তাহার অনুরাগ পরীক্ষা করিয়া থাকে, পরে গতি মন্দ করিয়া চলে অথবা পথে কোন বাধা পাইয়াছে, এইরূপ ভাণ করিয়া থমকিয়া দাঁড়ায় এবং নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে যুবকের হস্তে আপনাকে ধরা দেয়। এইরূপে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে কাহারও বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে না। এই দেশের লোক অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও এইরূপ স্বয়ম্বর বিবাহপ্রথা থাকাতে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহাদিগের গৃহ চিরসুখের আলয় হইয়া থাকে। যে সকল দেশে বিবাহে স্ত্রীপুরুষের স্বাধীনতা নাই এবং যেখানে বরকন্যাকে আপনাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া বিবাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয়, সেখানকার পারিবারিক অবস্থা যে শোচনীয় হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি ?

নূতন সংবাদ।

১। শুনা যায় চীন দেশে পুলিস বিভাগে স্ত্রীলোক কর্ম্মচারী নিয়োগের নিয়ম আছে। স্ত্রী-কর্ম্মচারীদিগের অধিকাংশই বিধবা, ৩০।৩৫ বৎসর বয়স্কা। তাঁহাদিগের সকলেই সচ্চরিত্রা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

২। ফরাসী দেশের একটী রমণী ১৮৪২ সাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ওলাউঠা, বসন্ত ও জ্বর প্রভৃতি পীড়াগ্রস্তদিগের সেবা শুশ্রূষায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এরূপ রমণী-জীবনই ধন্য।

৩। লর্ড ডফরিণ আগামী ২৩এ

অক্টোবর সিমলা পরিত্যাগ করিয়া পথে নানাস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

৪। গত ১২ই সেপ্টেম্বর কাশ্মীরের মহারাজ রণবীর সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপসিংহ এখন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। কিন্তু কাশ্মীরের ন্যায় সুন্দর ভূভাগ যাহাতে ব্রিটিষ সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়, সেইজন্য অনেক ইংরাজ সহযোগী ব্যস্ত।

৫। জলপাইগুড়ি ও বগুড়া অঞ্চলে সম্প্রতি ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

৬। তিনকড়ি পাল নামে কলিকাতার ১৯ বৎসরের এক যুবা এক রক্ষিত বেশ্যার হত্যাপরাধে ফাঁসী গিয়াছে। ফাঁসী কাষ্ঠ আরোহণের পূর্ব্বে সে সমাগত বয়স্যদিগকে অতি কাতরভাবে অনুনয় করিয়া বলে "বন্ধুগণ! সুরা ও বেশ্যার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিও, ঐ দুই রাক্ষসীই আমার এই অকাল মৃত্যুর কারণ।" কলিকাতার যুবকদিগের চরিত্রশোধন ও কলেজ অঞ্চল হইতে বেশ্যালয় স্থানান্তর করিবার জন্য এক্ষণে অনেক সদাশয় লোক চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি। কলিকাতায় পবিত্রতাবর্দ্ধিনী নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কঠোর ন্যায়ের অনুরোধে তিনকড়ীর প্রাণভিক্ষায় কর্ণপাত করিলেন না. কিন্তু যুবকদিগের মৃত্যুর পথ রুদ্ধ করিবার জন্য কি সহায়তা করিবেন না?

৭। রায় হরিদাস নামে এক পশ্চিমে বণিক পশু চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ এক সভা করেন। সভাস্থলে ৫০ হাজারের অধিক টাকা সহী হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বণিকেরা জিনিস বিক্রয়ের বৃত্তি দ্বারা এ কার্য্যের নিয়মিত সাহায্য করিবেন।

৮। বিলাতে বালিকাদিগের রক্ষার্থ পার্লেমেণ্টে যে আবেদন যায়, তাহাতে এত লোক স্বাক্ষর করেন যে স্বাক্ষরিত কাগজ দীর্ঘে ৩ মাইল হইয়াছিল।

পুস্তকাদি প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত—শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক প্রণীত, মূল্য ৸৹ আনা। পুস্তকখানি তিন শতাধিক পৃষ্ঠা পরিমিত ও অতি সুন্দর রূপে মুদ্রিত। বাঙ্গালা সাহিত্য মন্দিরে অক্ষয় বাবুর আসন যে অতি উচ্চ এবং তিনি যে একজন বাঙ্গালা ভাষার প্রধান শ্রীবৃদ্ধি সাধক ইহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। ইনি ১২ বৎসরকাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া দেশের প্রভূত উপকার এবং আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এই পরিশ্রমের ফলেই আজি প্রায় ৩০ বৎসরকাল উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া ইনি জীবন্মৃত অবস্থায় রহিয়াছেন, এই ৩০ বৎসরকাল সুস্থ থাকিয়া কার্য্য

করিতে পারিলে ইহাঁদ্বারা দেশের কতই না কল্যাণ সাধিত হইত। জীবনবৃত্তান্তখানি অনেক যত্ন পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া লিখিত হইয়াছে এবং ইহা যে স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই আদরের বস্তু হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অক্ষয় বাবু নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থা হইতে আপনার অসাধারণ অধ্যবসায়গুণে আপনাকে কিরূপে উন্নত করিয়াছেন তাঁহার বুদ্ধি কিরূপ সুতীক্ষ্ণ, কষ্টসহিষ্ণুতা কিরূপ প্রবল, চিন্তাশক্তি কিরূপ তেজস্বিনী, আত্মোন্নতি-বাসনা কিরূপ অটল ও অক্ষুণ্ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতা কিরূপ আদর্শস্থানীয়, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি প্রেম কিরূপ প্রগাঢ়, তাহা এই পুস্তক পাঠে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। অক্ষয় বাবু বঙ্গীয় সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার সাধনের জন্য কি করিয়াছেন, তাহা হয়ত অনেকের নিকট অজ্ঞাত, এই পুস্তক পাঠে তাহা অবগত হইয়া অনেকেই আশ্চর্য্য হইবেন। চরিতাখ্যায়ক নায়কের প্রতি অত্যনুরাগবশতঃ কোন কোন স্থানে তাঁহার গুণ ও কার্য্যের কিছু অতিবর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়, সে বিষয়ে একটু সতর্ক হইলেই ভাল হইত। যাহা হউক তিনি অক্ষয় বাবুর ন্যায় ব্যক্তির জীবনের চিত্র সাধারণের সুলভ করিয়া একটী মহৎ কার্য্য করিয়াছেন ও সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বঙ্গবাসী মাত্রেরই এই পুস্তকখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

২। ভারতরহস্য প্রথমভাগ—শ্রীরামদাস সেন প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। এ দেশের পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের মধ্যে রামদাস বাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ। বর্ত্তমান সুন্দর পুস্তকখানিতে হিন্দুদিগের যুদ্ধ ও যাগযজ্ঞ সম্বন্ধীয় অনেক রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সাহিত্য সমাজে সাদরে গৃহীত হইবার যোগ্য, [illegible]।

৩। নবীনা উপন্যাস—শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ১০ আনা। দেবী বাবু অনেক উপন্যাস গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহার উপন্যাসের বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে সমাজের যে কুসংস্কার, দুর্নীতি ও দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছে, তাহার চিত্র প্রদর্শন করিয়া তৎপ্রতি সাধারণের বিরাগোৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমান উপন্যাসে ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

৪। রাজপুর রিপণ পুস্তকালয়ের ৭ম ও ৮ম সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ—এই পুস্তকালয়ের ক্রমশঃ উন্নতি দর্শনে আমরা প্রীত হইলাম। ইহার অধীনে রাজপুর নৈশ বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্যও সুন্দররূপ চলিতেছে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭০ সংখ্যা। কার্ত্তিক ১২৯২—নবেম্বর ১৮৮৫। ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রী হাসপাতাল ঔষধালয়—কাউণ্টেস ডফরিণের শুভ চেষ্টা ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেছি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ফণ্ডে দিন দিন যেমন অধিক টাকা সংগৃহীত হইতেছে, তেমনি অন্য প্রকারেও তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হইতেছে। আলোয়ারের মহারাজা নিজ রাজধানীতে কেবল স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত একটী ঔষধালয় খুলিতেছেন, দেশীয় স্ত্রী-ডাক্তার পাইলে তাহারই হস্তে ইহার কার্য্যভার সমর্পণ করিবেন।

স্ত্রী-বোধ—এই নামে এক খানি পত্রিকা প্রধানতঃ বোম্বাইয়ের হিন্দু ও পারসী রমণীদিগের সাহায্যে গুজরাটী ভাষায় প্রচারিত হইয়া থাকে. রাজ-প্রতিনিধি ইহার সুখ্যাতি করিয়া তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারী দ্বারা পত্রের অধ্যক্ষকে এক চিঠি লিখিয়াছেন এবং বোম্বাইয়ের স্ত্রীলোকদিগের যে উচ্চ শিক্ষা হইতে এই সুফল লাভ হইতেছে, তাহার সিদ্ধি কামনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশের রমণীগণ রাজপ্রশংসা লাভ করুন না করুন, উন্নতি অংশে কোনক্রমেই ন্যূন নহেন।

বন্যাফণ্ড—বন্যাদ্বারা এই কয়েক জেলারই বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে—মুরশিদাবাদ, নদিয়া, ২৪ পরগণা, কটক, হুগলী, যশোহর, মেদিনীপুর, মালদহ ও ভাগলপুর। বন্যা-প্রপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক লইয়া এক কমিটি

নিযুক্ত করিয়াছেন,তাহাতে ২০ হাজারের অধিক টাকা চাঁদা হইয়া ১৩ হাজার টাকা ভিন্ন ভিন্ন জেলার উপকারার্থ বিতরিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা স্থানীয় অভাব সম্পূর্ণ নিরাকৃত হইতেছে না, এজন্য মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনী ও অন্যান্য সভা এবং কতকগুলি পত্রসম্পাদক স্বতন্ত্র ফণ্ড করিয়া বিশেষ বিশেষ স্থলে আনুকূল্য প্রদানে অগ্রসর হইয়াছেন।

কটকে ঝড়—পূজার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে কটকে মহাঝড় হইয়া সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে ৫০০ খানি গ্রাম এককালে বিনষ্ট হইয়াছে। অনূ্যন ৫ সহস্র লোক মরিয়াছে, গো মেষ ও অন্যান্য ইতর জন্তু কত মরিয়াছে সংখ্যা নাই। কয়েক খানি জাহাজও ভগ্ন হইয়াছে। কাপ্তেন ডগলাস নামে এক সাহেব স্বয়ং বাঁচিতে পারিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রীপুত্রদিগকে উদ্ধার করিতে গিয়া সপরিবারে জলমগ্ন হইয়াছেন। উড়িষ্যার এই সর্ব্বনাশের সময় ইহার প্রতি বিশেষ সাহায্য দান আবশ্যক।

রাজকীয় ব্যায়াম—চিন সম্রাট-পত্নী নীলবর্ণের পোষাক পরিয়া ব্যায়াম ও ঘুঁসি লড়াই শিক্ষা করিতেছেন, এটী বড় সুদৃষ্টান্ত। প্রাচীন কালে স্পার্টান রমণীগণ ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া বীরপ্রসূ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। দুর্ব্বল জাতিকে সবল করিতে হইলে বীর্য্যবতী মাতা লাভের নিতান্ত প্রয়োজন।

পৃথিবীর ভারবৃদ্ধি—রুশীয় ডাক্তার ক্লিবার গণনা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন পৃথিবীতে প্রতিঘণ্টায় ৬০ মণের অধিক ধূলা অন্যান্য গ্রহাদি হইতে পতিত হয়, ইহাতে ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক বর্গমাইলে সংবৎসরে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ ভূমি বৃদ্ধি হয়। কাল্পর বা লক্ষ বৎসরে পৃথিবীর ভার কত বাড়িবার সম্ভাবনা। উক্ত পণ্ডিতের মতে এই ভার অন্য প্রকারে লাঘব না হইলে কালে পৃথিবীর মহা বিভ্রাটের সম্ভাবনা। আমাদের বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ রাসেলাসের জ্যোতির্বিদের ন্যায় জগৎ রক্ষার জন্য কত সময় কত বৃথা ভাবনায় আকুল হন, জগৎ তথাপি সুনিয়মে চলিতেছে। জগৎ-নিয়ন্তা মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস থাকিলে সকল দুশ্চিন্তা দূর হয়।

জাপানে স্ত্রীশিক্ষোন্নতি—জাপানের টোকিও নামক স্থানে রমণীগণ চিকিৎসাবিদ্যা ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, দুই বৎসর পরে তাঁহারা এম ডি পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

স্ত্রী ব্যবসায়ী—রাধাবাই নাম্নী এক ভদ্র হিন্দু বিধবা বোম্বাই নগরে একটী বই ও কাগজের দোকান খুলিয়াছেন। এরূপ কার্য্যের এই প্রথম দৃষ্টান্ত। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার সিদ্ধিকামনা করি।

এত রোগ ও অকাল মৃত্যুর কারণ কি?

দেশের দিন দিন উন্নতি হইতেছে। রেল, টেলিগ্রাফ, স্কুল, কালেজ, পাকা রাস্তায় চারিদিক্ পূরিয়া যাইতেছে। তবে আর ভাবনা কি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এ সকল কার জন্য? মানুষ বাঁচিলে ত লোকে রেলে চড়িবে, কালেজে পড়িবে, ও পাকা রাস্তায় চলিয়া বেড়াইবে। আগে শরীর কিসে বজায় থাকে, তাহার উপায় স্থির কর। এই দুর্ব্বল স্বাস্থ্যহীন বাঙ্গালী জীবন আর কত দিন টিকিবে? দেখিতেছ না কি যে বাঙ্গলার অধিবাসিগণ দিন দিন নানাবিধ রোগের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে? তবে আর দেশের উন্নতি কি হইল? বাঙ্গালী কোন কালে সাহসী ও সমরপটু জাতি ছিল কি না সন্দেহস্থল কিন্তু তথাপি তাহারা পূর্ব্বে সবল সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী ছিল। কিন্তু এ কথা কি এখন বলিতে পারা যায়? এখন তুমি কয় জন নীরোগী ও দীর্ঘজীবী লোক দেখিতে পাও? যাহার মুখের দিকে চাই, তাহাকেই দেখি যে রোগের জ্বালায় মলিন ও শীর্ণ—যেমন তেমন করিয়া হউক দিন কত সংসারে কাটাইতে পারিলে হয়, যেন এই বই আর অন্য আশা ভরসা নাই। ইহা অতি দুঃখের কথা। বঙ্গদেশ উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না। ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা প্রভৃতি ভয়ানক ভয়ানক রোগ দেশের মজ্জাভেদ করিতেছে, এবং পূর্ব্বে যে সকল স্থানের জলবায়ু অতি উৎকৃষ্ট ছিল, সে সকল স্থানকে পর্য্যন্ত রোগের আবাসস্থল করিয়া তুলিতেছে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এই ভয়ানক পরিবর্ত্তন কেন ঘটিল একবার ভাবিয়া দেখা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা এই প্রবন্ধে ইহার কতকগুলি স্থূল স্থূল কারণ নির্দ্দেশ করিব। সে গুলি জ্ঞাত হইয়া তদনুযায়ী আচরণে সচেষ্ট হইলে আমাদের পাঠিকাবর্গ আপনারা ও পুত্র কন্যাদিগের শরীর রক্ষণে অনেকটা কৃতকার্য্য হইবেন; রোগের যন্ত্রণা ও অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন।

সময়ে সময়ে দেশের জলবায়ু স্বভাবতঃ এরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে যে তদ্দ্বারা নানাবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া লোকের অশেষ কষ্টের কারণ হইয়া উঠে। বঙ্গদেশে এরূপ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কিনা তাহা এস্থলে বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব যাহা যাহা অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে আমাদের আপনাদের সাধ্যাধীন এমন কতকগুলি প্রধান প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষান্ত হইব। আমরা বলিয়াছি যে পূর্ব্বে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বঙ্গের অবস্থা এরূপ শোচনীয়

ছিল না। সুতরাং সেকালের লোকেই বা সবল সুস্থশরীর ও দীর্ঘায়ু ছিল কেন, আর আমরাই বা এরূপ ব্যাধিমন্দির ক্ষণভঙ্গুর দেহ লইয়া ভুগিতেছি কেন, ইহা দেখানই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে।

স্বাস্থ্য রক্ষণে যত্নশীল হইতে গেলে একটি কথা অনুক্ষণ মনে রাখা উচিত। মানুষের প্রাণ অন্নগত। পুষ্টিকর ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য না পাইলে আমাদের শরীর অচিরে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং দুর্ব্বল দেহে সকল প্রকার রোগই সম্ভব। ইহাই বর্ত্তমান সময়ের ব্যাধির আধিক্যের একটি প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। আমরা আর ভাল করিয়া খাইতে পাই না। জিনিস পত্রের দর এত চড়িয়াছে, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সংসারের জ্বালা এক্ষণে এত বাড়িয়াছে যে আহারের ভালরূপ বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে অনেকেরই নাই। অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না যে আমরা আধপেটা খাইয়া ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ হারাইতেছি। কিন্তু উদর পুরিলেই যে যথেষ্ট হইল তাহা নহে। স্বাস্থ্য রক্ষার্থ শরীর পোষণোপযোগী সামগ্রী আবশ্যক। এক্ষণে আহার সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বাবুয়ানা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু সে বাবুয়ানায় আমরা প্রাণে মারা যাইতেছি। সে কালের লোকে আম, কাঁটালের সময়ে উদর পুরিয়া আম কাঁটাল খাইত, সন্দেশ মিঠাই না হউক নারিকেল, মুড়ি দাল দুগ্ধ মাংস প্রভৃতি অতীব পুষ্টিকর খাদ্য সকল বার মাস বেশ খাইতে পাইত, সুতরাং তাহারা সুস্থ ও সবল শরীরে মনের সুখে দিন যাপন করিতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে সে দিন গিয়াছে। একেত সকল সামগ্রীই দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, তাহার উপরে আবার খরচ বাড়িয়াছে কত, ভাবিয়া দেখ। ভাল কাপড় চাই, চীনের দোকানের জুতা চাই, দাস দাসীর মাহিনা চাই, সন্তানগুলিকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখান চাই। সুতরাং কিছুতেই খরচের কুলান হইয়া উঠে না। তাই বলিতেছিলাম যে এক্ষণে আমরা ভাল করিয়া খাইতে পাই না। কিন্তু শরীর তাহা বুঝে কৈ? শরীর যদি বজায় রাখিতে চাও, তাহা হইলে সব কাজ ছাড়িয়া অগ্রে আহারের দিকে দৃষ্টি দাও। অবশ্য রসনাকে পরিতৃপ্ত করা আহারের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু যাহাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ না হয় অগ্রে তাহার উপায় স্থির করা নিতান্ত বিধেয়।

নির্ম্মল জল স্বাস্থ্য রক্ষার আর একটি প্রধান সহকারী। পূর্ব্বকার লোকেরা সাধারণের উপকারার্থ বড় বড় পুষ্করিণী খনন একটি অতি পুণ্য কর্ম্ম মনে করিত, কিন্তু এক্ষণে লোকের প্রবৃত্তি অন্যবিধ হওয়ায় উত্তম জলাশয় বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং পুরাতন পুষ্করিণীর ক্লেদময় জল অনেক স্থলের

একমাত্র ভরসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরূপ জল পানে স্বাস্থ্য ভঙ্গ না হওয়াই বিচিত্র। অপরিষ্কৃত জল পরিষ্কৃত করিবার অনেক গুলি অতি সহজ উপায় আছে। অনুসন্ধান করিলে পাঠিকাবর্গ তাহা জানিতে পারিবেন। প্রত্যেক গৃহে সেই উপায় অবলম্বনীয়।

স্বাস্থ্য রক্ষার্থ বিশুদ্ধ জল ও পুষ্টিকর খাদ্য যেমন প্রয়োজনীয়, নির্মল বায়ু তদপেক্ষা অধিক ত কম নহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সেকালে ও একালে বিশেষ প্রভেদ না দেখায় অধিক কিছু বলিবার ইচ্ছা নাই।

যে সকল রোগের দ্বারা এক্ষণে বঙ্গ দেশ উৎসন্ন হইতেছে, তাহাদের মধ্যে বোধ হয় ম্যালেরিয়া জ্বর সর্ব্বপ্রধান। অতএব ম্যালেরিয়ার কারণ কি অগ্রে জানিয়া রাখা উচিত। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা স্থির করিয়াছেন যে ভাল রূপে জল নিকাশ হইতে না পারাই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। জল বসিয়া মাটি ভিজা হইলে পরে তাহাতে সূর্য্যোত্তাপ লাগিয়া একপ্রকার বাষ্প উদ্ভূত হয়। তাহাই ম্যালেরিয়া। অতএব ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে হইলে অগ্রে জল নির্গমের পথ স্থির করিয়া রাখা উচিত। এক্ষণে চারিদিকে রাস্তা ও রেলখোলায় তালরূপ অনেক স্থলের জল নির্গম হইতে পায় না। সুতরাং সেই সকল স্থানে ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হইয়া চারিদিকে বিষ ছড়াইয়া দিতেছে। এই মহানিষ্ট নিবারণের উপায় স্থির করা আমাদের নিজের সাধ্যাধীন নহে বটে, কিন্তু যাহাতে আমাদের আপন আপন বাটী ও গ্রাম বেশ শুষ্ক থাকে, ও কোন স্থানেও একটু জল বসিতে না পায়, এ বিষয়ে একটু অধিক সাবধান হইলে বোধ হয় অনেকটা উপকার দর্শিতে পারে।

ওলাউঠার বিশেষ কোন কারণ প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে পুষ্টিকর খাদ্য এবং নির্ম্মল জল ও বায়ুর অভাব ব্যতীত ইহার অন্য কারণ নাই। এই বিষয় গুলিতে সাবধান হইলে সকল রোগেরই হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ওলাউঠার এই এক ভয়ানক দোষ যে কোন স্থানে একটী লোক এই রোগে আক্রান্ত হইলে সকলেরই ইহা হইবার খুব সম্ভাবনা থাকে। ওলাউঠা রোগীর ভেদ বমনে এই রোগের বীজ নিহিত থাকে। সেই বীজ এমন ভয়ানক যে অণুমাত্র শরীরস্থ হইলে আর রক্ষা নাই। সুতরাং যাহাদিগকে রোগীর সেবা করিতে হয়, তাহারা ব্যতীত অপর ব্যক্তির অনুক্ষণ সেখানে থাকা উচিত নহে। রোগীর বস্ত্রাদি পুষ্করিণীতে ধৌত করার মত অন্যায় কার্য্য আর নাই; কারণ তাহাতে পুষ্করিণীর জল বিষমিশ্রিত হইয়া আর পাঁচ জনের রোগ জন্মাইয়া দেয়।

একে ভাল রূপ আহার হয় না, ভাল জল পান করিতে পাওয়া যায় না, তাহার

শ্লেষ্মময় বস্ত্র হইতে গ্রীষ্মকালে যে দুর্গন্ধ বহির্গত হয়, তাহাই তাহার অস্বাস্থ্যকারিতার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। এত কারণ সত্ত্বে এ কালে রোগ বাড়িবে না ত কি হইবে ?

এস্থলে আর একটী কথা বলা উচিত বোধ হইতেছে। ইংরাজ শাসনে আমাদের দেশে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবার রীতি একটি সামান্য পরিবর্ত্তন নহে। আমাদের বোধ হয় এতদ্দ্বারাও দেশের স্বাস্থ্যের বড় অল্প অপকার হইতেছে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে এ রীতি কোন ক্রমেই উপযুক্ত নহে। কি স্কুলের ছাত্র, কি কেরাণী, কি ব্যবসাদার, নয়টা বাজিলে আর কেহ স্থির নহে। নাকে মুখে এক মুটা ভাত গুঁজিয়া বাহির হওয়া চাই। সে কালের লোকেরঐ হাঙ্গাম ছিল না। তাহারা সকাল বিকাল ঠাণ্ডার সময়ে কাজ করিত, ও মধ্যাহ্নে ধীর ও সুস্থভাবে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রা যাইত। উহার ফলস্বরূপ তাহারা নীরোগী ও দীর্ঘজীবী ছিল।

দেশের এই শোচনীয় অবস্থায় আমরা যদি আপনারা সাবধান হই, তাহা হইলেও অনেকটা মঙ্গল হইতে পারে। কিন্তু সাবধান হওয়া দূরে থাকুক, আমরা অত্যাচারের চূড়ান্ত করিতেছি। এ বিষয় ভাবিলে প্রাণ রক্ত শুকাইয়া যায়। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, সুরাপানরূপ মহাপাপে দেশের কি অমঙ্গল না হইতেছে! সৌভাগ্যবশতঃ বঙ্গীয় রমণীগণের চরিত্র এই কলঙ্কে স্পৃষ্ট হয় নাই, এবং ভরসা করি কখন হইবেও না। অতি অল্প দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালার ইতর লোকেরাও সুরা স্পর্শ করিত না, কিন্তু আমাদের দয়াবান্ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকেও সুরা রাক্ষসীর উদরস্থ করিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। ইহা উন্নতি ও সভ্যতার চিহ্ন বটে! কত কিছু সাংঘাতিক রোগ আছে, সুরা পানে সকলই সম্ভব। যথা, বহুমূত্র, উদরি, উন্মত্ততা, যকৃতের পীড়া, ইহারা সুরা রাক্ষসীর প্রধান অনুচর। যে জাতি পূর্ব্বে সুরাস্পর্শ করিত না, তাহাদের মধ্যে যদি প্রতি গৃহে মদ্যপায়ী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে না ত কি হইবে ?

এত কারণ সত্ত্বে বাঙ্গালার স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকিবে কেমন করিয়া? আমাদের ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সকল প্রতিপদে ভঙ্গ হইতেছে। কতকগুলি কারণ আমাদের নিজের চেষ্টায় নিবারিত হওয়া অতি দুরূহ; আর কতকগুলি আমরা আপনারা কৃত-সঙ্কল্প হইলেই নিবারিত হইতে পারি। সেই জন্যই প্রতি পাঠিকাবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অভিলাষে এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল। ভরসা করি এতদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ উপকার হইবে।

স্বামীর অনবধানতা।

সমাজমধ্যে এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাঁহারা স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য যত আগ্রহ প্রকাশ করেন, স্ব স্ব স্ত্রীর উন্নতি সাধনে তত মনোযোগী নন। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা সমাজের উন্নতির এক অতি উৎকৃষ্ট উপাদান এই বিষয়টী জন-সাধারণের অন্তঃকরণে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য যাঁহারা সমাজে, দেশে, বিদেশে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে স্বীয় স্বীয় পত্নীর মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অল্পমাত্র প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের পত্নীদিগের আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের হইতে বড় বিভিন্ন নয়; অজ্ঞ স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের মন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এবং অবোধ ও মূর্খ স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় তাঁহারাও ক্রোধ, গর্ব্ব, ঈর্ষা প্রভৃতি রিপুর বশীভূত হন। তাঁহাদিগের এই শোচনীয় অবস্থা তাঁহাদিগের শিক্ষিত ও উন্নত স্বামীদিগের অনবধানতার ফলস্বরূপ। স্বামী সুশিক্ষিত এবং বিদ্বান হইলেই যে তাঁহার স্ত্রী নিশ্চয়ই সুশিক্ষিতা ও বিদ্যাবতী হইবেন, ইহার কোন অর্থ নাই। তাঁহারা স্ত্রীর কি অবস্থা হইবে তাহা একবারও ভাবেন না, কিসে নিজের উন্নতি হয়, কিরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, সদাসর্ব্বদা এই চিন্তাই করিয়া থাকেন। স্ত্রীর কিরূপে উন্নতি হইবে ইহা চিন্তা করা এবং ইহার জন্য প্রয়াস পাওয়া যেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য শ্রেণীর অন্তর্ভূত নহে। ইহার জন্য কি তাঁহারা দোষী নহেন? এই অবহেলার জন্য কি তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবেন না? অবশ্য হইবেন। যে দিবস হইতে আমরা কোন রমণীর সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইলাম, সে দিবস হইতেই তাঁহার মানসিক উন্নতির ভার আমাদিগের হস্তে পতিত হইল। শিক্ষালোকে তাঁহার মনের অন্ধতমস এবং কুসংস্কার দূর করা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। অনেকে মনে করেন যে স্ত্রী নিজে নিজে তাঁহার মানসিক উন্নতি করিবেন, আমি আমার নিজের উন্নতি করি—ইহা তাঁহাদিগের নিতান্ত ভ্রম। তাঁহারা মনে করেন যে কতকগুলি উপন্যাস বা নীতিগর্ভ পুস্তক পাঠ করিতে দিলেই তাঁহাদিগের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করা হইল। উপন্যাসাদি সুন্দররূপে নির্ব্বাচিত না হইলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারক। বা নীতিগর্ভ পুস্তক অধ্যয়ন করিলে মনের উন্নতি হয়, ইহা সত্য। কিন্তু একজন সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ব্যক্তির জীবন্ত উপদেশ মনের উপর যেরূপ কার্য্য করে, পুস্তক পাঠ

করিলে সেরূপ হয় না। ভাবপূর্ণ কণ্ঠস্বর মনে যে রূপ ভাব উৎপন্ন করিতে পারে, পুস্তকের কথায় তেমন পারে না। এক দিকে যেমন স্বামীর স্ত্রীর জন্য চেষ্টা করা উচিত, অন্য দিকে স্ত্রীরও তাঁহার নিজের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক, কেবল স্বামীর উপর নির্ভর করিয়া থাকা বিধেয় নহে। তাঁহার আগ্রহের সহিত স্বামীর নিকট আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন করা উচিত। স্বামীর সুন্দর গুণগুলি নিজে শিক্ষা করা উচিত এবং তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে আনন্দের সহিত যোগ দেওয়া উচিত। নিজের আন্তরিক চেষ্টা না থাকিলে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। স্বামী যখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিম্বা মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে কথা তুলিবেন, তখনই সেই বিষয়ে আলোচনা করিব, তিনি গৃহের বাহির হইলে আর সে সব বিষয়ে কথা নয়, চিন্তা নয়, প্রতিদিন ৫ মিনিট কাল ধর্ম্ম চিন্তা করিলেই অনেক করা হইল, এইরূপ যাঁহারা ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারা যে কখন ধর্ম্ম পথে এবং উন্নতি পথে অধিক দূর উঠিতে পারিবেন তাহার সম্ভাবনা অল্প। প্রতিদিন অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল স্বামীর সহিত মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত আবশ্যক। তৎপরে নিজে নিজে সেই বিষয়ে চিন্তা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এরূপ না করিলে স্ত্রীর স্থায়ী উন্নতির আশা করা যায় না। যাঁহারা এইরূপ করিবেন, তাঁহারা অল্প দিনের মধ্যেই দেখিবেন যে তাঁহারা উন্নতি পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন। এইরূপে চলিলে পরস্পরের উন্নত ও পবিত্র ভাব এবং গুণ সমূহ পরস্পরের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়ের মনের অস্ফুট গুণ ও ভাব সকলকে বিকশিত করে এবং মনকে উন্নতি সোপানে উত্থিত করিয়া দেয়।

আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা করিবার স্ত্রীই উৎকৃষ্ট সঙ্গিনী। প্রাচীন কালের ঋষিগণ ইহার উপকারিতা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বেদ, পুরাণ, উপনিষদে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। স্ত্রীর উন্নতি সাধন করিতে পারিলে আমাদিগের সন্তান সন্ততিদিগের চরিত্র সংগঠন বিষয়ে অনেক সাহায্য করা হইল। শৈশবকাল হইতে উত্তম শিক্ষা পাইলে মনুষ্যের সমস্ত জীবন পবিত্র এবং সুখময় হয়। অতএব প্রত্যেক স্ত্রীর অতি যত্ন সহকারে স্বীয় উন্নতির জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং প্রত্যেক স্বামীরও অতি যত্নের সহিত স্বীয় স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। যাঁহারা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া স্ব স্ব স্ত্রীকে এইরূপ সুশিক্ষা প্রদানে যত্নবান্ হইবেন, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত এবং স্থায়ী উপকার সাধনে সমর্থ হইবেন।

বারিবিন্দু।

কোন সুপ্রসিদ্ধ পারস্য গ্রন্থের অনুবাদ পাঠ করিতে করিতে একটী সুন্দর উপাখ্যানের অবতারণা দেখিলাম। মহাসাগরের বিশাল বক্ষদেশ তরঙ্গায়িত হইতে হইতে কোথাও জলরাশিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলের ন্যায় উচ্চ করিয়া তুলিতেছে, কোথাও বা ঘাত প্রতিঘাতে ঘূর্ণিত এবং কল্লোলিত হইয়া প্রভূত পরিমাণে ফেনরাশি সমুদ্গীরণ করিতেছে। এই ফেনরাশির উপরে ঘটনাক্রমে এক বিন্দু বারি আসিয়া আটকাইয়া পড়িল। সুবিশাল সাগর বক্ষের উত্তাল তরঙ্গরাশি দর্শন করিয়া বারিবিন্দুটী মনে মনে ভাবিতে লাগিল "এই বিশাল হইতে বিশালতর মহা সাগরের সুপ্রশস্ত আকারের তুলনায় আমি ক্ষুদ্রতম হইতেও ক্ষুদ্রতর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছি। এই অনন্ত তরঙ্গরাশির ঐন্দ্রজালিক শক্তির সহিত আমার ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র শক্তির তুলনা করিলে আমার অস্তিত্ব বিষয়ে বিস্মৃতি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আমার দ্বারা জগতের কোন প্রকারে যে অণুমাত্রও উপকার সাধিত হইতে পারে, তাহা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। হায়! আমার আর বাঁচিয়া ফল কি? এরূপ পরমাণুবৎ ক্ষুদ্র শরীর ধারণ করিয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করাই আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।" বারিবিন্দুটি মনে মনে এইরূপ আক্ষেপ করিতেছে, এমন সময়ে একটী ক্ষুধিত বৃহদাকার শুক্তি আসিয়া মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক তাহাকে উদরসাৎ করিল। ক্রমে ক্রমে তরঙ্গের সহিত ভাসিতে ভাসিতে সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ শুক্তি সিংহলোপকূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল এবং কিছুদিন পরে শুক্তি ব্যবসায়ী কোন ধীবর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হত হইল। শুক্তিব্যবসায়ী দেখিল, শুক্তির উদর মধ্যে একটী প্রোজ্জ্বল ও অতি সুন্দর মুক্তা রহিয়াছে; কালক্রমে সেই মুক্তা বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়া পারস্য বাদসাহের মহার্ঘ সুবর্ণ কিরীটের মধ্যদেশে শোভা পাইতে লাগিল। তখন সেই বারিবিন্দুটি আপনার উন্নতাবস্থা অবলোকন করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিতে লাগিল, "হায়! আমি কি নির্ব্বোধ; আমার জানা উচিত, জগতে অতি ক্ষুদ্র পদার্থ হইতেও সময়ে সময়ে মহদুপকার সাধিত হইতে পারে। এই সুবিশাল বিশ্বমণ্ডলে কেহই বৃথা আইসে নাই এবং কাহারও জীবন অদ্ভুপাদের বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যখন একবিন্দু লবণাক্ত বারি হইতে সুবর্ণ কিরীট সুশোভিনী বহুমূল্য মুক্তার সৃষ্টি হইতে পারে, তখন নিরাশার দাস হইয়া কালহরণ করা কাহারও পক্ষে কর্ত্তব্য

নহে। বিশেষতঃ সংসর্গ বলে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে ধূলি মুষ্টিও স্বর্ণ মুষ্টি হইয়া যায়, সুতরাং জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া আশান্বিত চিত্তে সকলেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় এবং সৎ সংসর্গ লাভ করিয়া জীবনের মহত্ত্ব সম্পাদন করা সকলের পক্ষেই শ্রেয়স্কর।”

পাঠিকা! উল্লিখিত আখ্যানটিতে বারিবিন্দুটি যে মহান্, সারগর্ভ, এবং চিন্তাপ্রসূত উপদেশ প্রদান করিয়াছে, তাহা প্রত্যেক মনুষ্যেরই সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। বাস্তবিক, সামান্য বলিয়া কাহাকেও উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে এবং ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকাও মনুষ্যোচিত নহে। পৃথিবীর ইতিহাস যাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের বোধ হয় জানা আছে, অতি সামান্য বংশোদ্ভব পুরুষ ও রমণী কর্ত্তৃক জগতের বিবিধ প্রকার মহোপকার সাধিত হইয়াছে। বিশ্বমণ্ডলস্থ সমুদয় মহদ্ব্যাপারের মূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু থাকে, সেই ক্ষুদ্র হইতেই এত বড় জগন্মণ্ডল রচিত হইয়াছে। যে বৃহদাকার বটবৃক্ষের উন্নত দেহ, স্থূল শাখা, বিশাল স্কন্ধ এবং অগণ্য পল্লবরাশি দেখিয়া মোহিত ও প্রীত হও, তাহার মূলে এক বিন্দু বীজ ভিন্ন আর কিছুই নাই; এবং যে তৈলরাশি নারী জাতির কেশের শোভা বর্দ্ধন, মস্তিষ্কের শৈত্য সম্পাদন এবং শারীরিক বহু প্রকার রোগের দমন করে, তাহা কোথা হইতে উৎপন্ন জান? এক বিন্দু সর্ষপের অসাধারণ ক্ষমতা শুনিলে তোমরা বিস্মিত হইয়া যাইবে। সর্ষপ বৃক্ষ আপন শাখায় যে ফুল উৎপন্ন করে, তাহার উগ্রতায় প্রকাণ্ড দেহ মনুষ্যের চক্ষুর্জ্যোতি একেবারে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে; ইহার মূলে বিসূচিকা রোগগ্রস্ত মুমূর্ষু প্রায় রোগীর হিক্কা, ভেদ, গাত্রদাহ প্রভৃতি নিবারণ করিতে পারে, এবং ইহার ফলের রসে অর্থাৎ তৈলে জগতের অন্ধকার হরণ, রোগ দমন, শৈত্য সম্পাদন, শোভা বর্দ্ধন এবং মনোরঞ্জন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। ভাব দেখি, ইহা দেখিয়া ক্ষুদ্রকে আর কে অতঃপর ঘৃণা করিতে চাহিবে? ক্ষুদ্রকে ঈশ্বর যে শক্তি এবং অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাহার অপব্যবহার করা কোন মতেই উচিত নহে।

এই পৃথিবীতে ক্ষুদ্র কিম্বা মহৎ সকল মনুষ্যই এক মহারাজের শাসনাধীন। তাঁহার ন্যায়-শাসন সকলের উপর সমান ও সকলেই সমান স্বত্বের অধিকারী। কি ক্ষুদ্র কি মহৎ সকলকেই সেই প্রেমময় পিতার পবিত্র মন্দিরে আপনাপন কার্য্যের ফলাফলের জন্য দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং ক্ষুদ্র এবং মহৎ সকলেরই পবিত্র ভাবে, সরল চিত্তে, বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তিতে নির্ভর ও ন্যায়ের তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিয়া জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের চিন্তা ও ক্রিয়া সম্পাদন করা উচিত। যে কোন কার্য্য করি না

হউক অথবা যে কোন বিষয়ের চিন্তায় মনঃ সংযোগ করি না কেন, সেই চিন্তা এবং সেই কার্য্য জগতের মঙ্গল কি অমঙ্গল বিধান করিবে তাহা ভাবিয়া করাই ধার্ম্মিকের উপযুক্ত। সেই প্রেমময় পিতার পবিত্রতার কাছে আমরা কেবল সত্যপ্রিয়তা ও ন্যায়পরতা বলেই দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হই, অতএব কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সকলেই আপনাপন জীবনের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া কেবল সতত ন্যায়পরতার দিকে অগ্রসর হইলেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ক্ষুদ্র বলিয়া নিরাশ হওয়া মূর্খের কার্য্য। সত্যপ্রিয় ক্ষুদ্র, অসত্যপ্রিয় বৃহদাপেক্ষা, শত গুণে বৃহত্তর। প্রেমময় পিতার প্রেমে যিনি অমর, তিনিই বাস্তবিক মহৎ ও মুক্তাপ্রসূ বারিবিন্দু; তদ্ভিন্ন সকলেই সামান্য এক একটি বারিবিন্দু ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

উপনিষদের কাল।

গত বারের প্রকাশিত বরণীয়-চরিত্রা মৈত্রেয়ী হইতে পূজ্যতর একটী মহিলার বিবরণ এক্ষণে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

৮।—গার্গী।

গার্গী, বচক্নু মুনির দুহিতা, এই বিষয় ভিন্ন ইঁহার পরিচয় সংক্রান্ত কোন বৃত্তান্তই জানা যায় নাই। তবে ইঁহার বিদ্যাধ্যয়ন বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে। ইনি বেদালোচনায় এতাদৃশ অধিকারিণী হইয়াছিলেন যে, উভয় কালে তদর্থ সবিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন। শুক্ল যজুর্ব্বেদান্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের ৬ ষষ্ঠ ও ৮ অষ্টম ব্রাহ্মণে* নিবিবেশিত ইঁহার বচন গুলি নিতান্তই মনোহর ও উপদেশপ্রদ। তাহা বেদ-বাক্যবৎ প্রামাণ্য, সুতরাং জন-সাধারণের নিকটে অত্যন্ত মান্য ও আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। সংস্রবাধীন এই উপলক্ষে নিম্নে একটী ঘটনার অবতারণা করিতেছি, পাঠক পাঠিকা অভিনিবিষ্ট মনে তাহার আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

প্রাচীন সময়ে মগধদেশ নানাবিধ তত্ত্ববিদ্যার চর্চ্চার নিমিত্ত সবিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিল। বিদেহ, ঐ মগধের অন্তর্গত এক প্রদেশ। মিথিলা নগর বিদেহ প্রদেশের রাজধানী, উহার বর্ত্তমান নাম ত্রিহুত। এই মিথিলার একদা জনক রাজর্ষি বহুদক্ষিণা† নামক

* অধ্যায়ের অন্তর্গত বিভাগবিশেষের নাম ব্রাহ্মণ।

† "বহুদক্ষিণা।" শব্দে অশ্বমেধ যজ্ঞ সূচিত হয়।

এক প্রকাণ্ড যাগের আয়োজন পুরঃসর নানা স্থানের ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণবর্গকে আহ্বান করেন। তদুপলক্ষে কুরু ও পঞ্চাল দেশ হইতে বেদ বিদ্যা-বিশারদ দ্বিজ কুলের সমাগম হওয়ায়, যজ্ঞ সভার এক অপূর্ব্ব শ্রী লক্ষিত হইতে থাকে। সেই সভায় রাজর্ষি জনকের অন্তঃকরণে এই প্রশ্ন সমুদিত হইল, যজ্ঞ নিমন্ত্রণে সমুপস্থিত বিপ্রবৃন্দের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ, জানা আবশ্যক। তদনুসারে তিনি আমন্ত্রিত দ্বিজ কুল সমক্ষে সভাক্ষেত্রে ১০০০ এক সহস্র গো বন্ধন পূর্ব্বক তাহাদের প্রত্যেকের শৃঙ্গদ্বয় ১০ পাদ* সুবর্ণ দ্বারা বৈভবময় করিয়া দিলেন। অনন্তর কহিলেন, 'ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মবিদ, তিনিই এই গো সমস্ত গ্রহণ করিবেন।' কেহই দানগ্রহণে অগ্রসর হইলেন না। অবশেষে যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় শিষ্য সোমশ্রবাকে গোধন গুলি উন্মোচন করিয়া লইতে অনুজ্ঞা দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের এবম্ভূত আচরণে সভাস্থ অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা ক্রোধ-কম্পিত হইলেন, কিন্তু কাহারই বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। কেবল জনক রাজার পুরোহিত অশ্বলই কহিতে লাগিলেন, 'যাজ্ঞবল্ক্য! আপনিই কি আমাদিগের হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ?" তৎপরে জরৎকারু বংশীয় আর্ত্তভাগ, লহ্য-পুত্র ভুজ্যু, চক্র-তনয় উষস্ত ও কষীতকাত্মজ কোহল ক্রমান্বয়ে নানা রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মপরায়ণা গার্গীর সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের যেরূপ কথোপকথন হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

গার্গী।—যাজ্ঞবল্ক্য! সলিলোপরি এই মহী ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। সলিল কাহার উপর ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—কেন গার্গী! বায়ুতে।

গার্গী।—বায়ু কাহা দ্বারা ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম দ্বারা।

গার্গী।—উহা আবার কোন্ দ্রব্য দ্বারা ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—কেন? গান্ধর্ব্ব লোক দ্বারা।

গার্গী।—উহা কিসে ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—হে গার্গী, সূর্য্য লোক দ্বারা।

গার্গী।—সূর্য্য কাহা দ্বারা ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—চন্দ্র লোক দ্বারা।

গার্গী।—উহা আবার কাহা দ্বারা?

যাজ্ঞবল্ক্য।—নক্ষত্র লোক দ্বারা।

গার্গী।—নক্ষত্র লোক কাহা দ্বারা ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—দেব লোক দ্বারা।

গার্গী।—দেবলোক কাহা দ্বারা ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—ইন্দ্র লোক দ্বারা।

* সায়ণাচার্য্যের মতে ১ পাদ এক পলের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ (১৫ পঞ্চদশ) অথবা এক স্বর্ণমুদ্রা। উইলসন সাহেব ১ পাদকে প্রায় ১ এক তোলা বলেন।

আমাদিগের যেমন শরীর আর মনেতে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, এবং এই সম্বন্ধ দ্বারা যেমন আমরা দর্শন করি, শ্রবণ করি, বাক্য কহি; পরমেশ্বর তেমন শরীর-মন-মিলিত কোন জীব নহেন, সুতরাং আমাদিগের ন্যায় তিনি চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন না, এবং মুখ দ্বারাও বাক্য কহেন না; তিনি অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক্। তিনি মনোবিহীন," তিনি দেহ-শূন্য মনও নহেন, তাঁহাতে মনের কার্য্য কিছুই নাই। তিনি অসঙ্গ—সাংসারিক সুখ দুঃখে লিপ্ত নহেন। তিনি যদি জড়ও নহেন, এবং মনও নহেন, তবে তিনি কি ছায়া, কি অন্ধকার, কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু হইবেন? না; তিনি ছায়া, কি অন্ধকার, কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু নহেন, তিনি নিত্য সত্য বস্তু; তিনি অনন্ত-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহার সহিত কাহারও উপমা হয় না। জড় হইতে যেমন মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে তদ্রূপ সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার জ্ঞান সৃষ্ট মানসিক জ্ঞানের ন্যায় নহে; জ্ঞান-ক্রিয়া তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ। কোন বস্তু জানিবার জন্য সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয় আবশ্যক করে না; পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্তেও তাঁহার স্মৃতিশক্তি আবশ্যক হয় না। তিনি এক কালে সমুদয় বস্তু জানিতেছেন। আমাদিগের ন্যায় তাঁহার প্রেমও নাই, দ্বেষও নাই, ঘৃণাও নাই, শোকও নাই এবং আমাদিগের ন্যায় তাঁহার দয়াও নহে, স্নেহও নহে, প্রেমও নহে, হর্ষও নহে। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ; তাঁহার সেই মঙ্গল ভাবের অবস্থা... স্নেহ, করুণা, প্রীতি তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া... নিজ ... তিনি

আমাদিগের মানসিক বৃত্তি—ন্যায়, দয়া, স্নেহ, প্রেমকে অনন্তগুণে অতিক্রম করেন, আমাদিগের প্রেম অনন্ত প্রেমের কণা মাত্র।

"তাঁহার শাসনে সূর্য্য, সৌর জগতের মধ্যস্থিত হইয়া, প্রদীপবৎ তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূলোক ও গ্রহাদি অন্যান্য লোককে স্বীয় জ্যোতি দ্বারা প্রকাশ করিতেছে, স্বীয় শক্তি দ্বারা তাহাদিগকে নিজ নিজ পথে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, এবং তেজঃ বিতরণ দ্বারা পশু পক্ষ্যাদি জন্তু ও বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জের জীবন ধারণ করিতেছে। সকলের রমণীয় সুধাংশু চন্দ্রও তাঁহারই নিয়মে বদ্ধ থাকিয়া, শূন্যপথে বিচরণ করিতেছে। এবং প্রতি রজনীতে নূতন নূতন বেশ ধারণ করিয়া সকলের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল করিতেছে ও স্বীয় মনোহর আলোক প্রদান দ্বারা উদ্ভিজ্জদিগকে সতেজ ও সজীব রাখিতেছে।

"ভূলোক ভিন্ন চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি অন্যান্য যত জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট লোক সমুদায়ের সাধারণ নাম দ্যুলোক। আমাদের পদতলে এই যে ভূলোক, এবং মস্তকের উপরে যে দ্যুলোক,—সকলই সেই মঙ্গল-স্বরূপ বিশ্বপাতার প্রশাসনে নিয়ত স্থিতি করিতেছে। তাহাদের এক কণামাত্রও তাঁহার নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না।

"কালে কালে যে সমুদায় ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা তাঁহারই নিয়মে ঘটিতেছে। তাঁহার অনতিক্রমণীয় নিয়মের বহির্ভূত হইয়া, স্বল্পমাত্র ঘটনাও ঘটিতে পারে না।

"সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিয়মে স্রোতস্বতী নদী সকল উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত এবং প্রবাহিত হইয়া,

অসংখ্য জীবজন্তুদিগের অতি উপকারিণী ও কল্যাণদায়িনী হইয়াছে। দৃষ্টি-বহির্ভূত কোন অপরিজ্ঞাত পর্ব্বতের কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে যে জলরাশি সঞ্চিত হয়, আমরা তাহা হইতে শত শত যোজন দূরে থাকিয়াও, তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেছি।

"মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে সাক্ষাৎ জানিয়া তাঁহার সহিত প্রীতিভাব নিবদ্ধ করিতে হইবে, জানিয়া শুনিয়া তাঁহার কার্য্যে যোগ দিতে হইবে; তবে তাঁহার সহবাস-জনিত অনন্ত ফললাভ করা যায়। তাঁহাকে না জানিয়া অন্যমনস্ক ও বিষয়াসক্ত হইয়া, বাহ্য আড়ম্বরের সহিত দিবারাত্র তাঁহার উপাসনা করিলেও, বা লোক-রঞ্জন, বৃথা যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়া-কলাপে শরীর ও মনকে নিপাত করিলেও, অথবা মান-মর্য্যাদা, যশঃ কীর্ত্তি প্রাপ্তির আয়াসে আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দিলেও, ঈশ্বরের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা হয় না, সুতরাং তাহার অনন্ত ফললাভ হয় না। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক এবং তাঁহাকে প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাতে ধর্ম্মের সমুদয় লক্ষণ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত পরম প্রার্থনীয় অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন।

"ভূমণ্ডলে যাবতীয় জীব আছে, তন্মধ্যে কেবল মনুষ্যই ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভে অধিকারী। পরাৎপর পরমেশ্বরকে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সমুদায়কে জানিবার অধিকার আছে বলিয়াই মনুষ্য নামের এত গৌরব হইয়াছে; যিনি এই পরমোৎকৃষ্ট মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাকে জানিতে না পারিলেন, তাঁহার অপেক্ষা হতভাগ্য আর কে আছে? পরম প্রীতিভাজন পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়, যিনি তাহার আস্বাদ-গ্রহণেও সমর্থ না হইলেন, তাঁহার অপেক্ষা দীন আর কোন্ ব্যক্তি? তিনি কৃপাপাত্র অতি দীন। তাঁহার জন্ম ভার-বাহক পশু জন্ম। আর, যিনি তাঁহাকে জানিয়া এ লোক হইতে প্রস্থান করেন, তিনি পরম ভাগ্যবান্, তিনি মনুষ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই ব্রাহ্মণ।

"আমরা দর্শন শ্রবণ মনন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারি, তাহা তিনি জানিতেছেন; এবং আমরা যাহা না জানিতে পারি, তাহাও তিনি জানিতেছেন; কিন্তু তিনি কাহারও দর্শন-শ্রবণ-মনন-বিজ্ঞানের বিষয় নহেন। তিনি আপনাকে আপনি যেমন জানিতেছেন, তেমন করিয়া তাঁহাকে আর কেহই জানিতে পারে না। অনন্ত স্বরূপকে বুদ্ধি, বুদ্ধির অন্ত করিতে পারে না। এই অনন্ত অক্ষর পুরুষের দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; এমত স্থান নাই, যেখানে এই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর নাই।"

অন্য রেলওয়েকে কয়লা বেচিয়া থাকেন। কোম্পানি পচধার টিকয়েত নামক জমীদারদিগের নিকট এক টাকায় খনি কিনিয়াছিলেন। সে টাকা কবে উঠিয়া গিয়াছে, এখন তাঁহারা ও তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তগণ এই অক্ষয় ভাণ্ডার কত কাল ভোগ করিবেন, তাহার সীমা কে করিবে?

কয়লার খনির উপরে ৭।৮ হস্ত প্রশস্ত একটী প্রবেশদ্বার আছে, তাহার চারি ধারে কয়লার গাড়ী রাখিবার ও কয়লা ফেলিবার যন্ত্র সকল সুসজ্জিত। এক বালতী কয়লা উঠিল, অমনি ছোট গাড়ী করিয়া রেলের উপর দিয়া তাহা কতকদূর চলিল; তিনি রেলওয়েতে লইয়া যাইবার জন্য বড় গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে, ছোট গাড়ী কয়লা শুদ্ধ কেবল ঠেলিয়া দিতে হয়, সে কয়লা ফেলিয়া খালি হইয়া আপনি পশ্চাতে সরিয়া আসে। প্রবেশ দ্বারের দুইটী ভাগ, এবং দুই ভাগ দিয়া দুই বালতী কয়লা উঠিতে পারে। তাহার এমনি ব্যবস্থা, এক দিক্ দিয়া এক বালতী কয়লা পূর্ণ হইয়া যখন উঠিল, তখনি অন্য ভাগ দিয়া খালি বালতী নামিল, খনির কর্ম্মচারীরা সেই সময় তাহা চড়িয়া নামিয়া যায়। দ্বারের উপর কবাট আছে, যেমন বালতী উঠে, সে আপনি উর্দ্ধে উঠিয়া যায়, নামিলেই আবার যথাস্থানে গিয়া পড়ে। বালতী রাখিবার লোহার দুইটী ঝুলান পিড়ি আছে, তাহা লোহার তারে পাকান মোটা লৌহ কাছি দ্বারা ঝুলান আছে। আমরা ৪ জন এক ঝুলান পিড়ির উপর চাপিলাম, অমনি নিম্নে গভীর অন্ধকারের রাজ্যে অবতরণ করিতে লাগিলাম। আমাদিগের সঙ্গে একটী আলোক ছিল, চারিদিক অন্ধকার। এই গহ্বরটী ৪৫০ ফিট গভীর, উর্দ্ধাধঃ সরল ভাবে গিয়াছে, নামিতে ১ মিনিটের অধিক সময় লাগিল। গহ্বরের যে যে স্থান আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল, তাহাকে দেখিলাম, চারিদিক প্রস্তরময়; প্রস্তর কাটিয়া এই গহ্বর প্রস্তুত হইয়াছে। সর্ব্ব নিম্নতলে মশাল জ্বালিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিলাম, সেখানে দিক্‌নির্ণয় হয় না, এক দিকে সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া ২০০।৩০০ ফিট চলিলাম। তাহার ভিতর দিয়া বায়ু সঞ্চার হইতেছে, উপরের প্রবেশদ্বার দিয়া বায়ু আসিতেছে, অন্য দিকে খনির উপরে নির্গমদ্বার আছে, তাহা দিয়া বায়ু বহির্গত হইতেছে। বায়ু ইচ্ছামতে কোন দিকে অধিক চালনা করা যায়, তাহার জন্য পাশে পাশে গ্যালারী ও কবাট আছে। ইহার ভিতরে যে অন্ধকার, তাহা বর্ণনীয় নহে। আমরা মশাল একটু সরাইয়া লইতে বলিয়া দেখিলাম, আর কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না, সকলই অন্ধতমসাচ্ছন্ন। খনির যে পথ ধরিয়া আমরা চলিলাম, তাহা কয়লা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া প্রস্তুত হইয়াছে, অনেক স্থানে পাথর কাটিয়া সোজা পথ করিয়া লইতে হইয়াছে। এই খনিতে ইতিমধ্যে

১০০ ফিট দীর্ঘ পথ প্রস্তুত হইয়াছে, তবু রীতিমত খনন-কার্য্য ৭।৮ মাসের অধিক হয় নাই। এই সুড়ঙ্গপথে রেল সকল স্থাপিত হইয়াছে। কয়লা কাটিয়া কাটিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া এই পথ দিয়া গহ্বরের নিম্নে লইয়া যাওয়া হয় এবং উপরে উঠাইবার জন্য ঝুলান পিড়ীতে চড়ান হয়। পথের উপরে পাথর ও দুই ধারে পাথর, উপরে অনেক স্থানে পাথরের নীচে কাঠ দেওয়া হইয়াছে, কেননা পাছে উপর হইতে পাথরের চাপ বা অন্য পদার্থ খসিয়া পড়ে। পথের কতক স্থানে সোজা দাঁড়াইয়া চলা যায়, অনেক স্থানে মাথা হেঁট করিয়া ও কোমর ভাঙ্গিয়া চলিতে হয়। পথের ধারে ধারে জল চোঁয়াইয়া চলিয়াছে, উপর হইতেও কোথাও ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতেছে। খনির ভিতর অনেক জল জমে, এক স্থানে দেখিলাম, তাহাতে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী হইয়াছে। পম্প যন্ত্রে করিয়া এই জল ছেঁচিয়া উপরে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। প্রধান পথে যদিও বেশ হাওয়া চলে, কিন্তু শাখা পথে ও সঙ্কীর্ণ পথে বায়ুর অভাবে গ্রীষ্ম বোধ হয়। একটী পথ যেখানে শেষ হইয়াছে, দেখিলাম, সেখানে এক একটী প্রদীপ জ্বালিয়া কুলী সকল কয়লা বা পাথর খুঁড়িতেছে। সাবলের ন্যায় যন্ত্রে তাহারা এই কার্য্য সম্পন্ন করে। কিন্তু কঠিন প্রস্তরে শাবল ভাঙ্গিয়া যায়। শাবল দ্বারা তাহাতে কেবল এক একটী ছিদ্র বা গর্ত্ত করা হয়, পরে তাহার ভিতরে বারুদ জ্বালিয়া দিয়া চারি দিকের পাথর ফাটাইয়া ফেলা হয়।

এই খনিতে তিন তালা কয়লার পথ দেখিলাম। নিম্নতল হইতে দ্বিতীয় তলে উঠিতে স্থানে স্থানে সিঁড়ী মুখে কাট বাঁধান আছে, তাহা দিয়া উঠিতে কিছু কষ্ট হয়, যেন পাহাড়ে উঠিতেছি। স্থানে স্থানে কয়লার একটী পথের উপরেই আর একটী পথ হইয়াছে। কয়লা যে প্রণালীতে সজ্জিত থাকে, তাহা ধরিয়াই অনেক স্থানে পথ করিতে হয়। কিন্তু নীচে উপরে প্রস্তরের বাঁধন না পাইলে, আবার পথ হয় না। এক এক স্থান খুঁড়িতে খুঁড়িতে কখন কখন ১০।১৫ ফিট নিম্নতর হইয়া পড়ে তখন সে স্থান ছাড়িয়া অন্য দিক্ দিয়া আবার সুড়ঙ্গ প্রসারিত করিতে হয়।

আমরা দ্বিতীয় তলে একটী স্থানে আসিয়া নির্গমদ্বারের গহ্বর পাইলাম। সেখানে ঝুলান পিড়িতে চাপিলাম। উঠিতে উঠিতে মধ্য পথে তৃতীয় সুড়ঙ্গ দেখিলাম। এবার অনেকটা আলোকের মধ্য দিয়া আসিলাম, কিন্তু তথাপি ও হইতে ১৬০ গণিতে যত সময় লাগে, গহ্বর দিয়া উঠিতে তত সময় লাগিল। আমরা উর্দ্ধে উঠিয়া দেখি, প্রবেশদ্বার হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি।

অসভ্য জাতির বিবরণ।

সাঁওতাল জাতি।

সাঁওতালেরা অনার্য্য। ইহারা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, মানভূম, রাজমহল, ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করে। পূর্ব্বে ইহারা জঙ্গলে ও পাহাড়ে থাকিত, এবং মৃগয়া প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এখন ইহারা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া গ্রামে বাস করে এবং কৃষিকার্য্য করিতেও আরম্ভ করিয়াছে। কয়লার খনি খনন, পাথর কাটা এবং অন্যান্য শ্রমজনক কার্য্যে ইহারা অনেকে নিযুক্ত। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সভ্য পরিচ্ছদ ও আহারপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছে, অনেকে আবার হিন্দুদিগের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াও চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে পাঠশালা সকল স্থাপিত হইয়াছে, স্ত্রীশিক্ষারও সূত্রপাত হইয়াছে।

ডাক্তার কোর্টিস ছোটনাগপুরের বন্য বর্ব্বর জাতির ভাষা বিবরণ লিখিয়া যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, প্রধানতঃ তাহা অবলম্বন করিয়া এস্থলে সাঁওতাল জাতির বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইল। সাঁওতালদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবোধক উপাধিও নাই। ইহারা ব্যাঘ্র হইতে ইন্দুর পর্য্যন্ত সকল জন্তুর মাংস খায়। ইহাদিগের নিকট অখাদ্য কিছুই নাই; কুকুর ও শকুনির মাংস ভাল লাগে না বলিয়া ইহারা খায় না। পুষ্টিকর উদ্ভিদ মাত্রই ইহাদের খাদ্য। যে কোন জাতি রন্ধন করিয়া দিলে খাইতে ইহাদের আপত্তি নাই। ইহারা সকল প্রকার মদ্যপান করে এবং তামাক খায়।

সাঁওতালেরা সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিতেই প্রস্তুত। কাঠের বোঝা মাথায় ও কাঁধে করিয়া সমান বহিতে পারে। ইহাদের মধ্যে কামার নাই কিন্তু ইহারা লোহার কাজ করিতে পারে। ইহারা কাপড় বোনে ও পরে, কখনও এককালে উলঙ্গ থাকে না এবং গাছের পাতা বা বল্কলও পরিধান করে না। ইহাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেহ কেহ পিত্তলের গহনা হাতে ও পায় পরিধান করে। কেহ কেহ হাত, গলা ও বক্ষদেশে উল্‌কি পরে, কিন্তু কেহ উল্‌কী পরিয়া মুখশ্রী নষ্ট করে না। সাঁওতালেরা অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। ইহারা বাঁশী বাজায়, গান করে ও নাচে। সাঁওতালী নাচ অনেকটা ইংরাজদিগের "বল ড্যান্সের" ন্যায়।

সাঁওতালেরা কখনও তীর্থযাত্রা করে না। ইহারা দেবতা ও অপদেবতায় বিশ্বাস করে। ভূত অপদেবতাদিগের রাজা। ইহাদিগের মধ্যে স্বর্গ বা নরক

বাঁধা কোন স্থান নাই। ইহাদিগের উপাস্য দেবতা সিং বা চান্দ বঙ্গ অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্য। ইহারা নক্ষত্রদিগের পূজা করে না। ইহাদের মতে পৃথিবী সূর্য্য ও চন্দ্রের, সুতরাং সূর্য্য চন্দ্রের পূজা করিলে পৃথিবীরও পূজা করা হয়। ইহারা উপাস্য দেবতার নিকট গো, মহিষ, ভেড়া বা মুরগী বলি দেয় না, কেবল পাঁঠা বলি দেয়। যখন ছাগ বলি দিয়া পূজা হয়, পরিবারের স্ত্রীপুরুষ সকলেই একত্রে যোগ দিয়া থাকে। বৎসরান্তে, কখনও দুই বৎসরান্তে এইরূপ পূজার উৎসব হয়। ইহাদিগের মতে ছয়টী অপদেবতা আছে, তাহাদের নামঃ—মারাং বুরু, পারগানা, মাঝি হারাম মোড়েকো, জিংরে ইরা ও গোঁসাই ইরা। ইহারা জ্বর আনে, গো মেষ প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলে, ভাল শস্য জন্মিতে দেয় না এবং অন্যান্য অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকে। পুরুষ বা স্ত্রীলোক ডাইন হইতে পারে, ইহা তাহারা বিশ্বাস করে না। ইহারা অপদেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মুরগী বলি দেয়। ইহাদের বিশ্বাস ইহাদের মৃত আত্মীয়গণ ইহাদের বাটীর চতুর্দ্দিকে, মাঠে বা শাল গাছে থাকে। যখন কোন অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা হয়, তখন তাহারা স্বপ্নে বলিয়া দেয় এবং ভূতদিগের পূজা দিতে পরামর্শ দেয়।

ইহাদের পরিবারের যিনি কর্ত্তা, তিনিই পূজা ও বলিদান করেন। দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়, পরিবারের সকলে যেন ভাল থাকে, পীড়ার শান্তি হয়, শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, এবং ধন বৃদ্ধি হয়। পরকালে পাপের কোন শাস্তি হইবে সে বিশ্বাস ইহাদের নাই এবং সেই শাস্তি নিবৃত্তির বা মুক্তির জন্যও ইহারা প্রার্থনা করে না। ইহাদের প্রধান দেবতা ইহাদের সহায় হইলে ভূতদিগের উপদ্রব হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। ইহারা বলি দিবার সময় বাটীর বাহিরে কোন প্রশস্ত স্থানে বা মাঠে [illegible] সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া বলির মুণ্ডচ্ছেদ করে। যেখানে বলি দেয়, সেখানে মুণ্ড পড়িয়া থাকে ও তাহা হইতে রক্তের স্রোত বয়। পরে পক্ষীর পালক বা পাঁটার লোম ঝলসাইয়া লয়, চামড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটে, গাঁটি সকল ছাড়াইয়া লয়, নাড়ী ভুঁড়ী বেশ করিয়া ধুইয়া মসলা দিয়া এক পাত্রে রাখে এবং চাউল, তরকারী ও লবণ দিয়া সিদ্ধ করে। বাটীর মধ্যেও মাংস সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু ভোজনের সময় বাহিরে আসিয়া পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া খাইতে হয়। আহারের সময় পরিবারের কর্ত্তা প্রথম গ্রাস লন, তৎপরে আর সকলে খাইতে আরম্ভ করে। ফল, ভাত প্রভৃতি এক সঙ্গে খাওয়া হয়। পূজোপলক্ষে ভোজের সময় দুগ্ধ ও জল পান করে, সুরাপান করে না। আহার শেষ হইলে বন্ধুগণ একত্র মিলিয়া মদ্য পাইলে পান করিতে

পারে, কিন্তু তাহা প্রসাদী দ্রব্য বলিয়া গণ্য হয় না।

ইহারা কখনও সর্পের পূজা বা তাহার নিকট বলিদান করে না। যে সকল পরিবার প্রধান দেবতাকে পূজোপলক্ষে একত্র প্রসাদী ভক্ষণ করে, তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব দৃঢ় হয়। এরূপ উপলক্ষে সকল পরিবার মিলিত হয় না এবং তাহা না হইলে কোন দোষও বিবেচিত হয় না। তবে যাহারা এইরূপে সম্মিলিত হয়, তাহাদের মধ্যে বাধ্যবাধকতা ও আত্মীয়তা বাড়িয়া থাকে। ভোজের সময়ে কখন মুরগী বলিদান হয় না। পিতা মাতা মরিয়া গেলে তাহাদিগের জন্যপার্থ মোরগ বা মুরগী বলি দেওয়া হয়।

ইহাদিগের প্রধান বার্ষিক উৎসবের নাম যাহা, তাহা প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে হয়। তখন ইহারা মুরগী বলি দেয় এবং তাহা চাউল ও লবণের সহিত সিদ্ধ করিয়া শাল পাতায় রাখিয়া ভোজন করে। তখন যে যত পারে মদ খায় ও মাতাল হয়। সে সময় স্ত্রীলোকেরা বাড়ীতে থাকে, পুরুষেরা শাল বনে নাচ গান ও খেলা করিয়া বেড়ায়। বিবাহাদি উপলক্ষে অন্য প্রকার উৎসব ও ভোজ হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

আশাবতীর উপাখ্যান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ)

ঈশ্বরদর্শন ভিন্ন মন নিঃসংশয় হয় না। কেহ বলে, তিনি সাকার; কেহ বলে নিরাকার, তাহা প্রথমে কিরূপে স্থির করিব?

যোগী। শাস্ত্রে আছে, তিনি নিরাকার, এবং তিনি সাকার। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছুই ছিল না। পরব্রহ্ম স্বীয় শক্তি দ্বারা এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্ট পদার্থ জড় ও চেতন ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই সকল পদার্থ এবং তৎ তৎ যোগে যত কিছু পদার্থ হইয়াছে, সমস্তই জড়। কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইহারা চেতন। সৃষ্টিকর্ত্তা এই উভয়বিধ পদার্থ হইতেই স্বতন্ত্র। তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু নিজে স্বতন্ত্র কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। এজন্য তিনি নিরাকার। নিরাকার বলিতে শূন্য নহে। তিনি সচ্চিদানন্দ। তাঁহার রূপ আছে। সে রূপ নিত্যরূপ। সে রূপ সচ্চিদানন্দময়। জ্ঞানচক্ষু—ভক্তিচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে, পরমেশ্বরের নিত্যরূপ দর্শন করা যায়। যতদিন তাঁহার নিত্যরূপ দর্শন না হয়, ততদিন তাঁহাকে

সাকার নিরাকার বলিয়া যাহা প্রকাশ করিবে, তাহা তোমার কল্পনা, অথবা শোনা কথা। চিরকাল ভক্ত সাধকগণ ভগবানকে দর্শন করিয়া অপার ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সেই রূপ-মাধুরী যে একবার দেখিয়াছে, সে আর তাহা ভুলিতে পারে না। বাগানের কর্ত্তা বাগানে আসিলে, বাগানের মালী যেমন দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হয়, সেইরূপ দীনবন্ধু প্রভু হৃদয়-উদ্যানে উপস্থিত হইলে, অহঙ্কার-মালী দূরে গিয়া করযোড়ে অবস্থিতি করে। "প্রভো! আমি দাস", মালীর মুখে কেবল এই কথা। প্রভুর আগমনে মালী বন্দনা করিলে শরীরের রোমগুলি ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া প্রভুর স্তব করে, নয়ন তাঁর চরণ ধৌত করে।

আশাবতী। প্রভো! দাসীর প্রতি অনেক কৃপা করিলেন, ধর্ম্মের এ সকল গূঢ় তত্ত্ব কে আমায় দয়া করিয়া উপদেশ করিবেন?

যোগী। মা! ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব তোমাকে আমি বলি নাই। যখন যোগিনী জননী কৃপা করিবেন, তখনই তাহা অবগত হইবে। আমি যাহা বলিলাম, তাহা বিবিধ গ্রন্থে লিখিত আছে। ধর্ম্ম কথা নহে, মত নহে, ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ—তাহা সম্ভোগ করা যায়।

আশাবতী। আহা! কত দিনে আমার জীবন ধন্য হইবে।

যোগী। ঐ যে, দূরে পাহাড় দেখিতেছ, উহার নাম প্রেতগয়া। এখান হইতে ৩ ক্রোশ হইবে। ওখানে বিশেষ কিছু নাই। চল অদ্য আকাশ-গঙ্গা আশ্রমে গমন করি।

পরদিন প্রাতঃকালে যোগিবর ও আশাবতী স্নান পূজা করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় কয়েকটী রাখাল আসিয়া বলিল যে, উপরের পাহাড়ে একটী মহাত্মা বসিয়া আছেন। ইহা শ্রবণমাত্রে আশাবতী কিছু সেবার বস্তু লইয়া সেই মহাত্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাত্মার দিব্য কান্তি, দিব্য লাবণ্য; এক প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। তদ্দর্শনে আশাবতী মুগ্ধা হইলেন; জ্ঞানহারা হইয়া অজ্ঞাত-ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতা যেরূপ কন্যাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন, মহাত্মা আশাবতীকে সেইরূপে গ্রহণ করিলেন। আশাবতী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় সেই মহাপুরুষের প্রতি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিল। মহাত্মা শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক আশাবতীকে দীক্ষিতা করিলেন। আশাবতীর প্রাণে এক অপূর্ব্ব শক্তি প্রবেশ করিল। মহাপুরুষ আশাবতীকে সাধকপ্রণালী শিক্ষা দিলেন। আশাবতী এই অযাচিত দয়া লাভ করিয়া ভক্তিভাবে গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। আশাবতী প্রণাম করিয়া অজ্ঞান হইয়াছিলেন। উঠিয়া দেখিলেন, মহাপুরুষ প্রস্থান করিয়াছেন। অনেক অন্বেষণ করিলেন। কিছুতেই পাইলেন

না, নীচে আসিয়া সমস্ত ঘটনা যোগিবরকে জানাইলেন। তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন, আশাবতী! যোগিনী জননী তোমাকে কৃপা করিয়াছেন। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার দর্শনের জন্য চিন্তা করিও না। যখন প্রয়োজন হইবে, তখনি তাঁহার দর্শন পাইবে। এই কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে কেহ আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, বারাবার পাহাড়ে এক মহাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। আশাবতীর [illegible] ইচ্ছা হইল [illegible], তিনি সেইখানে গমন করেন। কিন্তু প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না।

যোগী। মা আশাবতী! বারাবার পাহাড়ে যাইতে বড় ব্যাকুল হইয়াছ, চল তোমাকে সঙ্গে লইয়া আমিও মহাপুরুষ দর্শন করিয়া আসি।

আশাবতী যোগিবরকে প্রণাম করিয়া মহাপুরুষ দর্শনের জন্য প্রস্থান করিলেন।

যোগী। মা! এই বারাবার পাহাড়। ঐ যে মন্দির, ওখানে এক জন ভৈরব থাকেন। চল তাঁহার নিকট গেলে সকল সংবাদ প্রাপ্ত হইব। মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, ভৈরব সর্ব্ব শরীরে কালী মাখিয়া মুখে সিন্দুর দিয়া ভয়ানক রূপ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। যোগীও আশাবতীকে দেখিবামাত্র প্রস্তর ছুড়িতে লাগিলেন। যোগীরা ভীত না হইয়া ভৈরবের স্তব করিতে করিতে তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন। বলিলেন প্রভো! আমাদিগকে দয়া করুন, আমাদিগকে মহাপুরুষ দর্শন করান। স্তব স্তুতিতে ভৈরবের দয়া হইল।

ভৈরব। তোরা কিছু খাইতে পারিস্? তোদের ক্ষুধা পেয়েছে; কিছু প্রসাদ গ্রহণ কর্।

যোগী। আপনি কৃপা করিয়া যাহা দিবেন, তাহাই প্রসাদ। দয়া করিয়া প্রসাদ দিন।

ভৈরব প্রসাদ আনিয়া দিলেন।

যোগী। ([illegible] ভাবে) আজ্ঞা আমরা মৎস্য মাংস ভোজন করি না। বিশেষতঃ নরমাংস।

ভৈরব। তবে তোরা অঘোরের আশ্রমে এসেছিস কেন?

যোগী। প্রভো! দয়া করুন। আমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন না। আমরা সন্তান। পিতা পরীক্ষা করিলে, কি সন্তান রক্ষা পায়?

ভৈরব। চল্ তোরা চল্। মহাপুরুষ মহাপুরুষ; কত মহাপুরুষ দেখবি চল্। উভয়কে সঙ্গে লইয়া এক সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া এক প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। সে গৃহের চারি কোণে চারি জন মহাত্মা সমাধি লইয়া বসিয়া আছেন।

দিবা অবসান সময়ে তাঁহাদের সমাধি ভাঙ্গিল। তাঁহারা স্নানাদি কার্য্য সমাপন করিয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভৈরব। ইহাঁরা আপনাদিগকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

মহাপুরুষ। সেবা হইয়াছে?

ভৈরব। মহাপ্রসাদ দিয়াছিলাম, উঁহারা নরমাংস বলিয়া ত্যাগ করিলেন। যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল সেবা করেছেন।

মহাপুরুষ। একি অন্যায়। তোমার ধর্ম্মে নরমাংস ভোজন করে, পীড়ায় কি সকলেই তাহা করিবে। ইহাতে অতিথির অপমান করা হয়।

যোগী। আজ্ঞা, ওরূপ বস্তু ভোজন করা কি ধর্ম্মের অঙ্গ?

মহা। না মহারাজ! ধর্ম্ম এক, গম্য পথও এক, লোকের রুচি অনুসারে নানা মত, নানা পথ। যে, যে পথে গমন করে, সেই পথের অনুরূপ তাহার আচার ব্যবহার। কোন পথে অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি বিবিধ উপাদেয় খাদ্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন পথে মাংস ভিন্ন আর কিছুই মিলে না। গম্য স্থানে উপনীত হইলে আর ভেদ জ্ঞান থাকে না। দেখ আমরা এই চারি জন পূর্ব্বে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে চলিতাম। একজন রামাত, একজন নানকপন্থি, একজন কপালী, আর আমি অঘোরী। পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে মিল ছিল না। বরং ঘোর বিরোধ ছিল। পথে চলিতে চলিতে যখন আমরা গম্য স্থানে অর্থাৎ সত্য গৃহে উপস্থিত হইলাম, তখন আমরা চারি জনই দেখি যে, আমরা এক স্থানে আসিয়াছি। আমাদের সমস্ত ভিন্নতা চলিয়া গিয়াছে। আমরা একগৃহে এক ভাবে এক বস্তু দেখিতেছি, একরূপ আস্বাদন করিতেছি। ভেদজ্ঞানে হৃদয়ের যে ক্লেশ ভোগ করিতাম, এখন সে ক্লেশ নাই। যত দিন গম্যস্থানে উপনীত না হওয়া যায়, ততদিনই মতভেদ, দলাদলি, সম্প্রদায়। সুতরাং মতভেদের সঙ্গেই আহার বিহার সমস্ত বিষয়েরই ভিন্নতা থাকে।

যোগী। আপনার উপদেশে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হইলাম। এখন অনুমতি করুন আমরা প্রস্থান করি।

যোগিবর আশাবতীকে সঙ্গে লইয়া আকাশগঙ্গা আশ্রমে আগমন করিলেন।

আকাশগঙ্গার পূজনীয় বাবাজী আশাবতীকে বলিলেন, মা! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। এখন একবার তীর্থ ভ্রমণ কর।

আশাবতী। মহারাজ! গুরুদেব আমাকে কৃপা করিয়াছেন, কিন্তু এই অমূল্য রত্ন কি রূপে রক্ষা করিতে হয়, কিছুই জানি না।

বাবাজী। তজ্জন্যই তীর্থ ভ্রমণ করিতে বলিতেছি, এখন তোমাকে স্পর্শমণি স্পর্শ করিয়াছে। যেখানে যাইবে, সেই খানেই মহাপুরুষগণ তোমাকে স্নেহভরে আদর করিয়া গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের নিকট সমস্ত সাধনতত্ত্ব অবগত হইবে। এখন আপনা হইতেই পথ পরিষ্কার হইবে।

সেইযে সহ ভ্রুভঙ্গি, বদনে প্রকাশ,
অব্যক্ত মনের ভাব, সুন্দর সহাস।

৬

এখনো চমকে বুক বিনোদ বলিলে,
ভাসিয়ে শৈশব মাখা সুখের সলিলে,
আজো সেই বাড়ীটিরে,
সেই সরসীর তীরে,
চাহিলে ভাঙ্গিয়া যায় হৃদয় আমার,
নিরাশা কি ভয়ানক কেবলি আঁধার।

৭

দেখি নাই কত দিন বাতীত স্বপনে,
সেই চাঁদমুখ খানি, প্রীতির নয়নে,
সেই যে বৈকালে সখি,
সর্ব্বাঙ্গে পিটুলি মাখি,
দিতেছিলে আলিপানা সেঁজুতি পূজার,
মনে পড়ে সেই দিন, আবার! আবার।

৮

বিনোদ! কি আছে মনে সাধের কাল্পনা,
দেখিতে শৈশব সাথী আছে কি বাসনা?
মনে আছে সেই হাঁসি?
সেই ভাল বাসা রাশি,
সেই গলা ধরা ধ'রি, গলি পথ দিয়ে,—
যেতেম, ফুটিচ কাটা, কে দেখিত চেয়ে?

৯

সেই থাকিতাম পথে, অপেক্ষা করিয়া
রৌদ্র বৃষ্টি হেরে যেত বল আঁকালিয়া,
সেই সু চেহারা খানি,
সেই যে অমিয় বাণী,
ভুলিনি আজিও তাহা, গাঁথা এ অন্তরে,
পাষাণে পড়েছে দাগ বিনোদ অক্ষরে।

১০

আজিও স্মরিলে তোমা, কি যে সে যাতনা
তাহাকে মুখেতে ক'লে বুঝাতে পারিনা,
বিনোদ বলিলে সখি,
কেবলি তোমারে দেখি,
শ্রবণে দর্শন অহো, মধুরতা ময়,
হৃদয়ের মূর্ত্তি খানি নয়নে উদয়।

১১

পত্রিকা কাগজে দেখি (বিনোদিনী) নাম,
সেই পূরবের সুখ, সেই সে আরাম।
সেই বাল্য লীলা চয়,
একে একে মনে হয়,
বাল্যের বিনোদ বলি; সহস্র রকমে,
বিধে সেই পূর্ব্ব ছবি মরমে মরমে।

১২

কোথা চিন্তা ভয় হীন শৈশব-জীবন?
কোথায় সাধের খেলী—বিনোদ এখন?
কোথা মুখ নিরমল,
হৃদি পদ্ম শত দল—
ফুটিত রে একেবারে যে মুখ দেখিয়া,
কোথায় রমলা আজ বিষাদে মথিয়া?

শ্রীহরিমতি দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৫১ সংখ্যা। অগ্রহায়ণ ১২৯২—ডিসেম্বর ১৮৮৫। ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আশ্চর্য্য বিলাতি বিচার—যে পেলমেল গেজেটের সম্পাদকের অটল উদ্যম, অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও প্রভূত ক্লেশ স্বীকার হেতু ইংলণ্ডের বালিকাগণের রক্ষার জন্য একটী নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তিনিই এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ৩ মাস কারাবাস দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কার্য্যের ইতিবৃত্ত একটী অদ্ভুত উপন্যাস। সম্পাদক আইনটী বিধিবদ্ধ করাইবার জন্য অনেক প্রকারে চেষ্টা পান, কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইয়া অবশেষে এক কৌশল খেলেন—এলিজেবেথ আরমষ্ট্রং নামক একটী ১৩ বৎসরের বালিকাকে কিছু টাকা দিয়া তাহার মাতার নিকট হইতে ভাড়া করিয়া লইয়া মুক্তি ফৌজের সাহায্যে ফ্রান্সদেশে চালান করেন, পরে সেই বৃত্তান্ত নিজে লিখিয়া নিজে ধরা পড়েন। তিনি অতি তেজস্বিতার সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহার কোন কোন কার্য্য আমরা অনুমোদন করিতে না পারিলেও তাঁহার সদভিপ্রায় ও আশ্চর্য্য সাহসিকতাকে ধন্যবাদ দি। তাঁহার চেষ্টার যে সুফল ফলিয়াছে, তজ্জন্য সমুদায় ইংলণ্ডের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

হিন্দুবিবাহের বিভ্রাট—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর একটী বালিকা স্বামীর ঘর করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে তাহার স্বামী জজ আদালতে নালিশ করেন।

জজ বাহাদুর বালিকার পক্ষ সমর্থন করিয়া এই মর্ম্মে রায় দিয়াছেন "কন্যার অসম্মতিতে যে বিবাহ হইয়াছে এবং যে বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইয়া স্বামীর ঘর করিতে কন্যা অসম্মত, তিনি বিধি অনুসারে তাহাতে তাহাকে বাধ্য করিতে পারেন না।" সামাজিক বিষয়ে বিদেশীয় রাজার হস্তক্ষেপ নিতান্ত অপ্রার্থনীয়, কিন্তু দেশবাসিগণ সমাজ সম্বন্ধে দেশকালোচিত উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিলে রাজবিধির কশাঘাত কাজে কাজেই সহ্য করিতে হইবে।

ব্রহ্মযুদ্ধ—ভারতগবর্ণমেণ্টের পত্রের প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মরাজ থিব লিখিয়াছেন, তিনি অন্যান্য ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ না করিয়া শেষ উত্তর দিতে পারিতেছেন না, তজ্জন্য ৩ মাস সময় চাই। উভয় পক্ষেই যুদ্ধের রীতিমত উদ্যোগ হইতেছে।

সন্তান ভাগ্য—ইংলণ্ডে কোন ব্যক্তির এককালে যমজ ৩ সন্তান হইলে মহারাণীর দাতব্য ফণ্ড হইতে ১০।১২ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। মার্ক হপকিনসন নামক এক গরিব গাড়োয়ানের এককালে ৪টী পুত্র সন্তান হইয়াছে। এ ব্যক্তির অধিক পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা।

রচনার পারিতোষিক—বাবু ব্রজমোহন দত্তের প্রদত্ত পারিতোষিক রচনায় ৪টী বঙ্গবাসিনী প্রতিযোগিনী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ফরিদপুর জেলার স্বর্ণপ্রভা গুপ্তের প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তিনি ৪০ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

অভাব উন্নতির প্রসূতি—চিলির সহিত পেরুর যুদ্ধ সময়ে তত্রত্য সমর্থ পুরুষমাত্রকেই সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইতে হয়, সুতরাং ট্রামগাড়ী চালাইবার লোকাভাব হয়। এই সময়ে চিলির যুবতীরা এই কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া তাহা এরূপ সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন যে যুদ্ধের অবসান হইলেও তাঁহাদিগকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত রাখা হইয়াছে। ইহাঁরা সচরাচর ২০।২২ বৎসরের বালিকা।

দয়াশীল ইংরাজ—সারণপুরের মাজিষ্ট্রেট হারিংটন সাহেব হরিদ্বারের গঙ্গাস্নানের মেলায় উপস্থিত ছিলেন, একটী দেশীয় স্ত্রীলোককে গঙ্গার খালে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে ভারতবাসীর বক্তৃতা—পাডিংটন নগরে বাঙ্গালার প্রতিনিধি বাবু মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ, মান্দ্রাজের প্রতিনিধি রামস্বামী মুদেলিয়ার এবং বোম্বাইয়ের প্রতিনিধি চন্দ্র বরকর ওজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা ইংলণ্ডবাসীদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। পার্লেমেণ্টে নূতন সভ্য মনোনীত হইবে, এ সময় ভারতহিতৈষিগণ সভ্য হইতে পারেন, তাহাই তাঁহাদিগের প্রধান চেষ্টা।

কারোসিন তৈলের খনি—কাশ্মীর রাজ্যের নিকট বাক্কু নামক স্থানে

অপরিমেয় তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তথা হইতে কৃষ্ণসাগরের তীরে ৫৩০ মাইল নীচে নলাকারে সুড়ঙ্গ করিয়া তৈল স্রোত প্রবাহিত করা হইবে এবং পরে তাহা জাহাজযোগে নানাস্থানে প্রেরিত হইবে এইরূপ কল্পনা হইতেছে।

হিন্দুরমণীর পারিবারিক জীবন।

"অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ"॥—(মহাভারত)

যদি কেহ এদেশের মধ্যাধ্য হিন্দুরমণীর পারিবারিক জীবনের একখানি সম্পূর্ণ চিত্র দিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা পাঠকপাঠিকাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারি যে, নিজের জীবনকে ভুলিয়া—আপনার স্বার্থকে ভুলিয়া—পার্থিব সুখ স্বচ্ছন্দতাকে বিসর্জ্জন দিয়া—পরের সেবা, পরের শুশ্রূষা এবং পরের মঙ্গল সাধন করাই, পবিত্র হিন্দুরমণীর পবিত্র জীবনের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য এবং একমাত্র পরম সাধনা। এই জন্যই বোধ হয় ভারতে, ভারতে কেন সমগ্র জগতে, স্ত্রীজাতি লক্ষ্মীস্বরূপা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন। গ্রীশ, রোম, মিসর, ভারত প্রভৃতি সভ্য জনপদসমূহের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, জানিতে পারিবে, স্ত্রী-জাতি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর সম্মান, সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা এবং প্রীতির পাত্রী স্বরূপে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যবস্থাকর্ত্তা মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, "যে গৃহে রমণীর আদর নাই, সে গৃহে দেবতারা যেন ভ্রমেও পদবিক্ষেপ না করেন।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "যে গৃহের অধিকর্ত্তা রমণীকে গৃহলক্ষ্মী বলিয়া সম্মাননা করিতে স্বীকৃত নহেন, সে গৃহে পুত্র বা কন্যার বিবাহ দেওয়া কিম্বা সে গৃহে ভোজনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করা দেবতাদিগের অনভিপ্রেত; বিপ্র ও ক্ষত্রিয়গণ এই উপদেশটি যেন সতত স্মরণ করিয়া রাখেন।" ফলতঃ, জগতের "আদ্যাশক্তি" স্বরূপা এবং সকল সংসার ক্ষেত্রের সন্তোষ ও শান্তির উৎসস্বরূপা স্ত্রীজাতির গুণাবলী পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসেই নিরপেক্ষভাবে বিবৃত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশাচারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারি। ভারতের ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—লক্ষ্মী; জ্ঞানভাণ্ডারের অধিনেত্রী—সরস্বতী; সন্তানাদির সুখ স্বচ্ছন্দতার কর্ত্রী—ষষ্ঠী; হিন্দু পরিবারের সর্ব্বপ্রধান ব্রতের অধীশ্বরী—সাবিত্রী; প্রাতঃস্মরণীয় উপাসনার প্রধানা পাত্রী—অহল্যা প্রভৃতি

দক্ষকন্যা; শাক্ত ও ভক্তের উপাসনার দেবী—শ্যামা, এবং বঙ্গের, ভারতের, প্রধান পূজার অধিকর্ত্রী—আশ্বিনের অম্বিকা। এখন বল দেখি, হিন্দু পরিবাররমণী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, রমণীর অসম্মাননা করিয়া, এক মুহূর্ত্তও কি তিষ্ঠিতে পারে? গৃহপ্রাঙ্গণস্থ আগন্তুক অতিথির সৎকার, দুগ্ধপোষ্য শিশুর জীবন রক্ষার ভার, গৃহধর্ম্মের ও গৃহের যাবদীয় কর্ম্মের সুচ্ছন্দতা সম্পাদন এবং পরিবার-ভুক্ত সমগ্র জনগণের শান্তি সংরক্ষণ করিতে, স্ত্রীলোক ভিন্ন আর আমাদের কে আছে? এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই বলিতে হয়, অপরের মঙ্গল সাধনই হিন্দুরমণীর পবিত্র জীবনের চরমোদ্দেশ্য।

বিধবা হিন্দুরমণীর জীবন আরও সম্পূর্ণ, আরও পবিত্র এবং আরও মধুর। আমরা এক জন চৈতন্য, এক জন ম্যাট্‌সিনি, একজন মাত্র প্রতাপসিংহ অথবা একজন হাওয়ার্ডের স্বার্থত্যাগ এবং পরোপকারের কথা পাঠ করিয়া বিমোহিত হইয়া পড়ি, কিন্তু হিন্দু পরিবারের প্রতিগৃহে পবিত্রচেতা বিধবা-কুলের মধ্যে কত সহস্র সহস্র নারী-চৈতন্য বা নারী-হাওয়ার্ড বাস করিতেছেন, এবং ইতিহাস বা সংবাদপত্রের দুন্দুভিনাদকে তুচ্ছ করিয়া, গোপনে গোপনে প্রতিমুহূর্ত্তে অপরের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিতেছেন, তাহা কি কেহ কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? একটি বালবিধবা রমণী, অষ্টাদশ বা ষোড়শ বর্ষ বয়সে প্রবৃত্তি-মার্গকে অবরুদ্ধ করিয়া, জগতের সমগ্র সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সামান্য অশন—সামান্য বসন—সামান্য শয্যায় জীবন রক্ষা করিয়া, পবিত্র মনে দিবানিশি হরিগুণ গান, অতিথি সৎকার, মাতা পিতার সেবা, বালক বালিকার শুশ্রূষা, পীড়িতের অশান্তি অপনোদন, পরলোক-গত পতির চরণবন্দনা, গ্রামস্থ নরনারী-বৃন্দের দুঃখমোচন এবং স্বগৃহের সমস্ত কার্য্য সম্পাদনে সতত বিব্রতা থাকে, একথা স্মরণ করিলেও হিন্দুরমণীর পবিত্রতায় চিত্ত অবশ হইয়া যায় এবং মনে হয়, যদি কখন এই জগতে পুরুষ জাতি কর্ত্তৃক প্রকৃতরূপে নারী-পূজার পদ্ধতি প্রচলিত হয় তাহা হইলে সেই পূজা হিন্দু পরিবারের বিধবা রমণীই সর্ব্ব প্রথমে পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যাহাই হউক, হিন্দু বিধবার জীবন বড়ই প্রশংসনীয়। এই জন্যই আমেরিকার খ্যাতনামা পাদ্রী জেরেমি টেলর সাহেব তাঁহার "নারী পূজা" (Worship of Womanhood) নাম্নী পুস্তিকায় লিখিয়াছেন, "হিন্দুস্থানের 'সতী' নাম্নী আর্য্য-বিধবা রমণীর চরিত্র অভ্রান্তরূপে অনুকরণ করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য"।

কিন্তু আজিকালি, এই উনবিংশ শতাব্দীর দিব্য জ্ঞানালোকে, শিক্ষিতাভিমানী এক সম্প্রদায় ভদ্র যুবা সংস্কার বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে আর প্রস্তুত

চাহেন। তাঁহাদের মত এই যে, প্রকৃতি স্ত্রীজাতিকে যে উপাদানে গড়িয়াছেন, পুরুষকে সে উপাদানে গড়েন নাই; পুরুষের অধিকার অবলার অধিকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং শ্রেষ্ঠ। এই যুক্তিবলে ইঁহারা পুরুষের পদতলে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে চাহেন এবং স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কঠোর বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়া সমগ্ররমণী সমাজকে কুসংস্কার এবং অশিক্ষার অন্ধতিমিরে ডুবাইয়া রাখিতে চাহেন। স্ত্রীলোক যে পুরুষের ক্রীতদাসী এবং পুরুষের স্বার্থের জন্যই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস।

(ক্রমশঃ)

আবিয়ার।

[illegible] ভারতে এবং বিশেষতঃ মান্দ্রাজ প্রদেশে সপ্তজন চিরস্মরণীয় মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে তিন জন পুরুষ, অবশিষ্ট চারি জন তদ্দেশস্থ চিরগৌরবান্বিতা বিদুষী স্ত্রীলোক। আবিয়ার এই অবলা কুল-তিলকাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা। ভারতের চির কলঙ্ক বশতঃ—চিরস্মরণীয় সাধুদিগের জীবনী লিখিবার প্রথা না থাকাতে—আমরা ইঁহার জীবনবৃত্তান্ত বা তদুপযোগী উপাদানসমূহ প্রাপ্ত হই নাই, যাহা কিছু আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে তাহা অদ্য প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইতেছি। এরূপ কখনও আশা করা যায় না যে, আমাদিগের এই শোচনীয় অভাব কোন না কোন সময়ে পূর্ণ হইবে, কারণ, আবিয়ার অতি প্রাচীন কালের স্ত্রীলোক, পণ্ডিতেরা তাঁহার বিষয় যত দূর পারিয়াছেন প্রকাশ করিয়াছেন, আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার অধিক বোধ হয় আর কিছু করিতে পারিবেন না। বলা বাহুল্য যে, যখন আমরা ভুবনবিখ্যাত খনা ও লীলাবতীর সম্যক্ জীবনবৃত্তান্ত অদ্যাবধি পাই নাই, তখন আমরা আবিয়ারের সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত কিরূপে পাইতে পারি? খনা ও লীলাবতী সম্বন্ধে যেমন অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে, তাঁহাদিগের মান্দ্রাজী ভগিনী সম্বন্ধেও সেইরূপ। এরূপ কিম্বদন্তী যাহা কিছু আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পাঠিকাগণের কৌতূহল বিনোদনার্থ তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

কেহ কেহ বলেন আবিয়ার দেবতা বিশেষ; পাপাচরণ প্রযুক্ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া নশ্বর দেহ গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণা হন এবং কঠোর তপস্যা ও পাপের সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বহুবিধ

না মুক্তি লাভ করিতে পারেন, তদবধি তিনি ধরাধামে অবস্থিতি করিতে দেবতা-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হন। অপর পক্ষে তাঁহার জন্মটিও আশ্চর্য্য প্রবাদ আছে। একদা বেদমলয় নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই ব্রাহ্মণের বাটীর সন্নিকটস্থ একখানি ক্ষুদ্র পল্লীতে কতকগুলি জাতিভ্রষ্ট বা নিম্ন জাতির লোক বাস করিত। বেদমলয় এক দিন রাত্রিকালে উহাদিগের একটি বাটীতে একটি নক্ষত্র পড়িতে দেখিলেন ও গণনা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, একটী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল এবং তাঁহার পুত্র পুরুবল কালক্রমে ঐ নবপ্রসূতা কুমারীর পাণি গ্রহণ করিবে। বেদমলয় আত্মজের এই বিবাহ বিষয়টি সংগোপন করিয়া ব্রাহ্মণবর্গের নিকট পরদিন ঘোষণা করেন যে, গত রাত্রে যে বালিকাটি ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তৎকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণদিগের অশেষ অপকারের সম্ভাবনা। এই বিষম বার্ত্তা শুনিয়া ভ্রস্ত ব্রাহ্মণ-কুল নবপ্রসূত শিশুকে ধ্বংস করিবার জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। হতভাগ্য শিশুর পিতা পাষাণহৃদয় পামর ব্রাহ্মণদিগের অভিপ্রেত কার্য্য করিতে সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন। সকলে একবাক্যে তাহার প্রাণ নাশ করিতে উদ্যত হইলে, অবশেষে শঠ বেদমলয়ের প্রস্তাবানুসারে তাহাকে একটি বাক্সতে বদ্ধ করিয়া পুণ্যসলিলা কাবেরীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ভাসাইবার পূর্ব্বে বেদমলয় তাহার শরীরে কোন প্রকার নিদর্শন আছে কি না, তাহা জানিতে স্বীয় পুত্র পুরুবলকে আদেশ করেন। পিতৃ-আজ্ঞায় কর্ত্তব্যানুরাগী পুরুবল তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, শিশুর উরুদেশে একটী আঁচিল আছে।

এই ঘটনার অনতিবিলম্বে বেদমলয়ের মৃত্যু হয়। ইহার পর দুর্ভাগ্য বালিকার বিষয় আর কিছু শুনা গেল না; তাহার জীবনের দৃশ্যাভিনয়ের পূর্ব্বেই যবনিকা-পতন হইল। কিন্তু জীবন-অভিনেতা অপার করুণাময় পরমেশ্বর ভুবনসম্মুখে বালিকার অদ্ভুত জীবনের আর একটী অভিনয় দেখাইবার জন্য যেন ক্ষণকালের নিমিত্ত বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। একদিন হঠাৎ একজন ব্রাহ্মণ স্রোতস্বতীতে একটী বাক্স ভাসিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া তাহা ধরিয়া দেখেন যে, তাহাতে অনির্ব্বচনীয় রূপলাবণ্যসম্পন্না এক বালিকা শয়ানা আছেন। ব্রাহ্মণ দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, ও তাহাকে আপনার বাটীতে আনয়ন করিলেন। ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান, সুতরাং বলা বাহুল্য যে, তিনি কন্যাটিকে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে আরম্ভ করিলেন ও তাহাকে যথাসাধ্য শিক্ষাদানে তৎপর হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে পুরুবল নানা শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া তাঁহার পিতার বৃত্তান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক দেশ ভ্রমণ করিতে

মনন করেন। বিধাতার কি অনির্ব্বচনীয় কার্য্যকৌশল! পুরুবল একদা ভ্রমণ করিতে করিতে যে ব্রাহ্মণ উল্লিখিত বালিকাকে লালন পালন করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি কন্যাটিকে সুশিক্ষিতা দেখিয়া ব্রাহ্মণের বাটীতে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করাতে সদাশয় ব্রাহ্মণ তাঁহার সেই অভিলাষ সিদ্ধ করেন। পুরুবল ও বালিকা উভয়ে একত্রে ভাই ভগিনীর মত ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করেন। কিছুদিনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগের সঞ্চার হইল। অবশেষে এই অনুরাগ পবিত্র বিবাহে পরিণত হইল। কিয়ৎ-কাল পরে তিনি তাঁহার স্ত্রীর উরুদেশে তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত নিদর্শন দর্শন করিয়া তাঁহাকে নীচকুলোদ্ভবা বোধে তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত জানিতে প্রবৃত্ত হন। স্ত্রীর বিষয় সমুদয় অবগত হইলে তিনি একদিন অজ্ঞাতসারে শ্বশুরালয় হইতে পলায়ন করেন। জামাতার এইরূপ পলায়ন-বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া, শ্বশুর বংশগৌরবনাশে দুঃখিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহার কন্যারই কোন না কোন দোষে এইরূপ ঘটনা হইয়াছে ইহা মনে মনে স্থির করিয়া নিরপরাধিনী শোভা কন্যাকে তিরস্কার করেন। পতিপ্রাণা ললনার পতিবিরহানল ইহাতে দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল;— বিশেষতঃ তিনি বেশ জানিতেন যে, তিনি কখনও স্বামীর অপ্রিয় কার্য্য সাধন বা স্বামীর প্রতি অপ্রিয় বাক্য উচ্চারণ রূপ পাপে আপনাকে কলুষিত করেন নাই। পরিশেষে তাঁহার কর্ত্তব্যা-নুরাগী পিতার আদেশমতে সতী পতির অন্বেষণে বাহির হইলেন। সতীর সতীত্ব ধন্য! ইহাতে এমন এক স্বর্গীয় ভাব আছে, যাহা ঐহিক ভাবসমূহকে পাবন করিতে সমর্থ হয়। সতী পত্নীর তপস্যায় কঠিনহৃদয় যমরাজও পরাভব মানিয়াছিলেন। তবে কি আমা-দিগের প্রবন্ধোল্লিখিতা আদর্শ রমণীর প্রযত্ন বিধাতা সফল করিবেন না? নিশ্চয়ই করিবেন। দেশ বিদেশ অন্বেষণ করিতে করিতে তিনি পতির উদ্দেশ প্রাপ্ত হইলেন। গললগ্নীকৃতবস্ত্রা হইয়া করপুটে স্বামীর নিকট নিবেদন করিলেন "স্বামিন! দাসীকে ত্যাগ করিবেন না; যদ্যপি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, নিজগুণে তাহা মার্জ্জনা করিয়া শ্রীচরণে স্থান দান পূর্ব্বক আমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন"। পাঁচ দিন পর্য্যন্ত এই সানুনয় ও সবিনয় প্রার্থনা করিলেন, তথাপি নৃশংস ভর্ত্তার হৃদয়ে অণুমাত্রও দয়ার সঞ্চার হইল না। একদিন নিদ্রিতাবস্থায় তিনি পুনর্ব্বার স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। পরিত্যক্ত হইলেন বটে, কিন্তু পাছে তাঁহার পিতা এই ভাবেন যে, "সে স্বামীর প্রাণ নষ্ট করিয়াছে", এই

আগমন, তাঁহার সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিলেন না।

সন্ন্যাসিনী বেশে স্বামীর উদ্দেশে পুনরায় তিনি দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন, অপর এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দয়া করিয়া তাঁহাকে আপনার গৃহে আনয়ন করিলেন। দুঃখিনী দ্বিজবরের নিকট আত্মবৃত্তান্ত সমস্ত বিবৃত করিলেন। তাঁহার মিষ্ট কথায় ও সুন্দর রীতি নীতি দর্শনে এই ব্রাহ্মণের কন্যাগণ বিমুগ্ধা হইয়া সহোদরা বলিয়া তাঁহাকে জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বিপুল বিত্তশালী, তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না। সুতরাং তিনি মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিলে তাঁহার আত্মজারাই তাঁহার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হন;—তাঁহার পালিতা দুহিতাও তাঁহার বিষয়ের কিয়দংশ পাইলেন। ইহাতে তিনিও অনেক ধনসম্পত্তি লাভ করেন। এই অর্থে অনেক দেবালয় নির্ম্মাণ ও নানা প্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্য কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করেন। কি তীর্থযাত্রী, কি ভিখারী, কি পথিক, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহই তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলে তিনি ষোড়শোপচারে তাঁহাদিগের সেবা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। সাধুকার্য্যে ও সদনুষ্ঠানে, মানসিক উন্নতি সাধনে ও সাধুদিগের উপদেশ গ্রহণে এবং তাঁহাদিগের জীবনের পরীক্ষিত সত্য সকল শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতেও তিনি কখনও ঔদাস্য প্রদর্শন করেন নাই।

এই প্রকারে কিছুকাল যায়, অতঃপর তিনি স্বামীরত্ন পুনরায় লাভ করিয়া তাঁহার সেবায় জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। তাঁহার ভর্ত্তা এখন সন্ন্যাসী। তিনি এখন তাঁহার আদরের পাত্রী। পূর্ব্ব রীতি অনুসারে একদিন যেমন তাঁহার স্বামী অপসরণ করিবার উদ্যম করিতেছেন, এমন সময় তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। এ পর্য্যন্ত ঐ সন্ন্যাসী যে তাঁহার স্বামী, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার অবস্থিতির জন্য অনুরোধকালে তিনি নিজে আত্ম-পরিচয় প্রদানে স্ত্রীকে সুখী করিলেন। এখন আর তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না, সঙ্গে লইলেন। সঙ্গে লইয়া দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান সন্ততি জন্মে, কথিত আছে, তাহারা পরে মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও পণ্ডিতা হইয়া উঠেন। ঈশ্বরের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়া বাতাতপে ফেলিয়া রাখিতে স্বামী স্ত্রীকে আদেশ করেন। মায়ের প্রাণ! তা কি কখনও বুঝে? কি করেন স্বামীর আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। পিতা মাতা সন্তানদিগের নিকট বিদায় গ্রহণেচ্ছু হইলে (কথিত আছে) তাহারাও সামান্য [illegible]

তাহাদিগকে বিদায় দান করিল। জীবনের চির-অভিলষিত তপস্যার নিমিত্ত পিতা মাতা এইরূপে বালক বালিকাগুলিকে ফেলিয়া বাহির হইলে কেহ বা কোন নৃপতি কর্ত্তৃক, কেহ বা কোন রজক কর্ত্তৃক, কেহ বা কোন কবি কর্ত্তৃক, কেহ বা কোন সাধু কর্ত্তৃক, কেহ বা কোন মাদকরস বিক্রেতা (তাড়ি ওয়ালা) কর্ত্তৃক, কেহ বা কোন কাষ্ঠপাত্রনির্ম্মাতা কর্ত্তৃক, কেহ বা কোন হীনজাত শূদ্র কর্ত্তৃক পালিত হয়। কবি দ্বারা যিনি প্রতিপালিতা ও সুশিক্ষিতা হন, তিনিই আমাদিগের আরাধ্যা চিরস্মরণীয়া আবিয়ার।

আবিয়ার নীতিজ্ঞতা ও কবিত্বের জন্য বিখ্যাত হন। রসায়ন ও চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী মধ্যে "আত্তিচুডি" অর্থাৎ নীতি বিজ্ঞান, "কনবিনিদান" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আর এক খানি নৈতিক গাথাবলী এই কয়খানি প্রধান। আমরা বারান্তরে ইহাঁর উপদেশের সারাংশ পাঠিকাবৃন্দকে উপঢৌকন দিব।

চুম্বক লৌহ।

বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণের অনেকেই চুম্বক লৌহ দেখিয়া থাকিবেন। চুম্বক লৌহ দুই প্রকার যথা—কৃত্রিম ও অকৃত্রিম। অকৃত্রিম চুম্বক অন্যান্য ধাতুর মত আকরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্বর্ত্তী সুইডেন ও নরওয়ে প্রদেশে এই লৌহের অনেক খনি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অকৃত্রিম চুম্বককে বিভক্ত করিয়া লৌহ ও অম্লজান বাষ্প প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃত্রিম চুম্বকে অম্লজান বাষ্প কিছুমাত্রও থাকে না। কিরূপে কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুত হইয়া থাকে, প্রস্তাবের শেষার্দ্ধে আমরা তাহার বর্ণন করিব। অকৃত্রিম চুম্বক কিরূপে সৃষ্ট হইল, তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে চুম্বক শক্তির প্রভাবে খনিজ লৌহ চুম্বকরূপে পরিণত হইয়া থাকিবে।

চুম্বকের ধর্ম্ম—(১) কৃত্রিমই হউক আর অকৃত্রিমই হউক, চুম্বক লৌহ, ইস্পাত (লৌহকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া হঠাৎ শীতল করিলে ইস্পাত হয়), নিকেল ও কোবল্ট প্রভৃতি কতিপয় ধাতু আকর্ষণ করিয়া থাকে। চুম্বকের সর্ব্ব শরীরে এই শক্তির সমান প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় না, কোথাও অধিক, কোথাও বা অল্প। সচরাচর চুম্বকের দুই প্রান্ত ভাগেই এই আকর্ষণী শক্তির আধিক্য

দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ চুম্বকের এই দুই প্রান্তকে উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্র (North and South poles) নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া যতই মধ্যবর্ত্তী স্থলের (Neutral line) দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই আকর্ষণী শক্তির ন্যূনতা অনুভূত হইয়া থাকে। ঠিক মধ্যস্থলে কিঞ্চিন্মাত্রও আকর্ষণ থাকে না। কোন কোন চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্র ভিন্ন আরও কেন্দ্র স্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় আকর্ষণশক্তি প্রান্তভাগ অপেক্ষা কোন ক্রমেই ন্যূন নহে। চুম্বক এবং আকর্ষণোপযোগী পদার্থের মধ্যে যদি কাগজ কি অন্য কোন পদার্থও রাখিয়া দেওয়া যায়, তথাপি আকর্ষণী শক্তি কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হয় না।

(২) চুম্বকও চুম্বককে আকর্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু লৌহ প্রভৃতি ধাতুগুলি যেমন দুই কেন্দ্রেই আকৃষ্ট হয়, চুম্বক সেইরূপ ভাবে আকৃষ্ট হয় না। এক চুম্বকের উত্তর কেন্দ্র অপর চুম্বকের দক্ষিণ কেন্দ্রকে আকর্ষণ করে এবং এক দিকের কেন্দ্রদ্বয় পরস্পরকে দূরে তাড়াইয়া দেয়, অর্থাৎ এক চুম্বকের উত্তর কেন্দ্র অপরের উত্তর কেন্দ্রকে ও এক চুম্বকের দক্ষিণ কেন্দ্র অপরের দক্ষিণ কেন্দ্রকে দূরে তাড়াইয়া দেয়। লৌহ প্রভৃতি ধাতুগুলি কেন দুই কেন্দ্রেই সমভাবে আকৃষ্ট হয়, তাহার বিশেষ কোন কারণ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। তবে কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে আকর্ষণোপযোগী ধাতু মাত্রেই দ্বিবিধ শক্তি মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। যখন চুম্বকের নিকট এই ধাতুর কোন এক খণ্ড ধরা যায়, তখন ঐ দুই শক্তি (Positive and negative magnetisms) ভাব এবং অভাব সূচক তাড়িত শক্তিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তাঁহাদের মতে এই কারণেই এক চুম্বকের শক্তি দ্বারা কতকগুলি অঙ্গুরীয়ক ঝুলাইয়া রাখা যায়। ক চুম্বকের

ক

O খ + খ'
O গ + গ'
O ঘ + ঘ'
O চ + চ'

এক কেন্দ্র খ + খ' অঙ্গুরীয়কের খ শক্তিকে আকর্ষণ করিল। খ' স্বতন্ত্র হইয়া নিম্ন দিকে ঝুলিয়া পড়িল। আবার খ', গ + গ' অঙ্গুরীয়কের গকে আকর্ষণ করিল, গ' স্বতন্ত্র হইয়া নিম্নে ঝুলিয়া পড়িল, এইরূপেই অঙ্গুরীয়কগুলি পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া ক চুম্বকে ঝুলিয়া রহিয়াছে।

(৩) চুম্বক পাত হইতে চুম্বক সূচি নামক এক সরু শলাকা (Magnetic needle) তৈয়ার করিয়া লইয়া রেশম সূত্রে ঝুলাইলে, অথবা অন্য কোন শলাকার উপর অবাধে ঘুরিবার উপযুক্ত করিয়া রাখিয়া দিলে উহা উত্তর দক্ষিণ মুখে থাকিবে, অনেকে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। চুম্বকশলাকা

সর্ব্ব স্থলে এক মুখে থাকে না। এমন কি সর্ব্বসময়েও ইহাকে এক ভাবে থাকিতে দেখা যায় না। ইহা অনবরত ঘুরিয়া বেড়ায়। আমাদের পৃথিবীর যেমন আহ্নিক ও বার্ষিক গতি আছে, ইহারও সেইরূপ দুইটী গতি দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক দেশেই ইহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে দিন দুইবার স্থান পরিবর্ত্তন করে অর্থাৎ ক নামক বিন্দু হইতে খ নামক বিন্দুতে যায়, আবার খ নামক বিন্দু হইতে ক নামক বিন্দুতে ফিরিয়া যায়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন এই গতি লক্ষিত হয় না। এতদ্ভিন্ন দেশ ভেদে ইহা কোথাও উত্তর দিক হইতে ২২° পশ্চিম দিকে সরিয়া আসিতেছে, কোথাও বা পূর্ব্ব দিকে সরিয়া যায়। যাঁহারা কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন কম্পাসের কাঁটার মুখ পরিবর্ত্ত দেখিয়া তাঁহার নাবিকগণ সভয় ভীত হইয়াছিল। তখন ইহার কারণ কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। কলম্বসের সময় চুম্বকশলাকা ইংলণ্ডে পূর্ব্বদিক্‌গামিনী ছিল, এখন পশ্চিমদিক্‌গামিনী হইয়াছে। কেবল ইহাও নহে, শলাকাকে নিম্ন দিকে মুখাবনত করিবার সুবিধা করিয়া দাও, দেখিবে স্থান ও সময়ভেদে ইহা নিম্নমুখ হইতেছে, কোথাও একেবারে লম্বভাবে দণ্ডায়মান হয়। ইহা ভিন্ন অরোরা নামক আলোক শলাকা আকাশে উদিত হইলে চুম্বক শলাকা অপরিমিতরূপে কম্পিত হইতে থাকে। চুম্বকের এই সমস্ত কাণ্ড কারখানা প্রত্যক্ষ করিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বিশেষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে সূর্য্যমণ্ডলের সহিত এই চুম্বকীয় আলোড়নের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে। চুম্বকশলাকা প্রায়ই ১১ বৎসরে কক্ষ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সূর্য্যমণ্ডলস্থ চিহ্নগুলিও (Solar spots) ১১ বৎসরে অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয়। অরোরার উদয় সূর্য্যমণ্ডলীয় কোন পরিবর্ত্তনের ফল মাত্র। এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াই প্রেটার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উল্লিখিত রূপ অনুমান করিতেছেন।

(৪) কৃত্রিম হউক আর অকৃত্রিম হউক, চুম্বক অধিক দিন ঘরে রাখিয়া দিলে তাহার শক্তি ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হয়। এইজন্য এক এক খণ্ড সংরক্ষক লৌহ (Kooper) তাহার প্রান্তভাগে সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়।

চুম্বকের ব্যবহার—যদিও চুম্বকশলাকা কোন নির্দ্দিষ্ট দিকেই চিরস্থায়ী রূপে মুখ ফিরাইয়া থাকে না, তথাপি ইহা এইরূপ ভাবে দিক পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে যে তদ্দ্বারা অনায়াসেই দিক নির্ণয় করা যাইতে পারে। এইজন্য নাবিকগণ অপার সমুদ্র মধ্যে কম্পাস বা দিগ্দর্শন নামক যন্ত্রদ্বারা দিক্ ঠিক করিয়া লয়। দিগ্দর্শনে একটী চুম্বকশলাকা থাকে, তাহা এইরূপ ভাবে

উপস্থিত করিয়া মোট নামাইল। প্রত্যুৎপন্নমতিমান ঠাকুর তখন নিম্নলিখিত রূপে গল্পের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন।

কোন গ্রামে এক ধনাঢ্য জমিদার-সন্তান নূতন বাজার স্থাপন করিবার সময় ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "আমার বাজারে যে কোন বিক্রেতার দ্রব্য অবিক্রীত অবস্থা পড়িয়া থাকিবে, আমি আমার নিজব্যয়ে তাহা খরিদ করিয়া লইব।" ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইলে পর, দলে দলে দোকানদার আসিয়া বাজার পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। এক দিন একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সন্ধ্যা কাল পর্য্যন্ত বসিয়া আছে, কিন্তু তাহার দ্রব্য কেহ খরিদ করে না। এই সংবাদ জমিদারের নিকট পৌঁছিল; তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন অবিক্রীত পণ্য দ্রব্যটি একটি মৃণ্ময় মূর্ত্তি, তাহার নাম—অলক্ষ্মী।। সকলেই জানে, অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি ঘরে রাখিলে, লক্ষ্মী-শ্রী থাকে না, সুতরাং কেহই তাহা ক্রয় করে নাই। প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য, অমাত্যবর্গের নিষেধ সত্ত্বেও, জমিদার-সন্তানকে তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইতে হইল। বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কিছু অর্থ পাইল বটে, কিন্তু মূর্ত্তিটি ঘরে ফিরিয়া লইয়া যাইতে স্বীকৃতা হইল না; অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পরে জমিদারসন্তানের গৃহেই অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

জমিদারের বৃদ্ধা জননী সায়ংকালে গৃহের দ্বারে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন, এমত সময়ে দেখিলেন, একটি শুক্লবসনা সুন্দরী গৃহ হইতে বিমর্ষবদনে বাহির হইয়া যাইতেছেন। প্রশ্নোত্তরে জানিলেন, তাঁহার নাম সরস্বতী। অল্পক্ষণ পরেই আর একটি রমণী আপনার বেশ-ভূষা ও উপকরণাদি লইয়া নিষ্ক্রান্তা হইলেন, তাঁহার নাম লক্ষ্মী। তদনন্তর রূপ, সুখ, সন্তোষ, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য নামক কয়েকটি সুবাও বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। নিষ্ক্রমণের সময়ে ইঁহারা সকলেই বলিয়া গেলেন, "এই গৃহে আমরা পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছিলাম, কিন্তু কলঙ্কিনী অলক্ষ্মীর প্রাদুর্ভাব হওয়ায় আমরা এস্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ নহি; যে স্থানে লক্ষ্মী স্থানভ্রষ্টা হয়েন, সে স্থলে আমাদেরও স্থানাভাব হইয়া থাকে।" জমিদারের বৃদ্ধা মাতা অনেক হাতে পায়ে ধরিলেন, কিন্তু ইঁহারা অনুরোধ রক্ষা করিলেন না; গৃহের বাহিরে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধা জননী আপনার ছেলেকে মাটির মূর্ত্তি কিনিবার দোষে অনেক গালি দিলেন এবং তাঁহার গৃহ লক্ষ্মীশূন্য হইয়াছে দেখিয়া কাঁদিতে বসিলেন।

পর দিবস সেই সময়ে বৃদ্ধা দেখিলেন, একটি সুন্দর, বলবান ও বীর সাজে সজ্জিত যুবা ক্রোধমধ্যে আপনার ভগিনীকে লইয়া সক্রোধে এবং সত্বর-পদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে-

গেল। জমিদারের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—বাছা! তুমি কে? যুবা বলিলেন—আমার নাম সাহস এবং জ্যেষ্ঠভগ্নিতা ভগ্নীর নাম সহিষ্ণুতা। বৃদ্ধা সেই পুরুষের পদতলে পতিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাছা! সকলে যাউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমরা থাক।" বৃদ্ধার অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া, সাহস এবং সহিষ্ণুতা পুনরায় স্বস্থানে প্রবেশ করিল এবং বলিল "তোমার পুত্র প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে পুনরায় তোমার আশ্রয় অবলম্বন করিলাম।" কিন্তু বিদ্যা, ধন, সুখ, সন্তোষ, রূপ, গাম্ভীর্য্য ইহারা সাহস ও সহিষ্ণুতার অভাবে অন্যত্র থাকিতে পারিল না, সত্বরেই আসিয়া আবার সেই জমিদারের গৃহকে ধন ধান্যে পূর্ণ করিয়া দিল। জমিদার যেমন ছিল, আবার তেমনই হইল। জমিদারের বৃদ্ধা জননী পরলোক গমন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বগ্রামের মাঠে সাহসের একটি মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। ঘণ্টারাম ঠাকুর বলিলেন, এই সেই মূর্ত্তি!! মুটে মোট তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া গেল।

পাঠক পাঠিকারা এই ক্ষুদ্র উপাখ্যানটি পাঠ করিয়া একটি সুন্দর ভাব গ্রহণ করিতে পারেন। সাহসী ও সহিষ্ণু নরনারী কিরূপ উপাদানে গঠিত এবং পরিণামে তাঁহারা কিরূপ সুখভোগ করিতে পারেন, তাহা অনেকেরই জানা আছে। বাস্তবিক সাহস এবং সহিষ্ণুতা মনুষ্যমাত্রেরই অদ্বিতীয় ভূষণ স্বরূপ।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

পুরাণের (ভাগবত) কাল।

১।—দেবহূতি।

বেদের স্ত্রীগণ যে শ্রেণীর, উপনিষদের স্ত্রীগণ সে শ্রেণীর নহেন। বৈদিক সময়ের নারীরা বেদবাক্য রচনা করিয়াছেন। উপনিষৎ কালের কামিনীকুল যেযে বিষয় প্রণয়ন করেন, তাহা বেদবাক্য-তুল্য প্রামাণ্য বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের লিপি আমরা পাই নাই; অন্যান্য লোকে তাঁহাদের বচন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁরা বৈদিক কালের কামিনীগণ হইতে কোন অংশে হীন ছিলেন বলা যায় না। পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতির সময়ের রমণীরা আবার সাধারণতঃ ভিন্ন প্রকারের। উত্তরোত্তর প্রবন্ধের অনুশীলন দ্বারা তাহা সম্যক্ প্রতীতি হইবে।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী

ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশের রাজা স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে ও শতরূপা রাজ্ঞীর গর্ভে দেবহূতি জন্মগ্রহণ করেন। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ* নামক দুই প্রসিদ্ধ রাজা দেবহূতির ভ্রাতা ছিলেন তিনি দেবর্ষি নারদ-মুখে কর্দম মুনির স্বভাব চরিত্র ও আচার-ব্যবহারাদি বিদিত হইয়া অবধি মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করেন এবং নিজ পিতা মাতা সমভিব্যাহারে ঋষিবরের আশ্রমে গিয়া উপনীত হন। এদিকে ঠিক সেই সময়েই আবার কর্দম, ব্রহ্মচর্য্য-সমাপনান্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন। সুতরাং দেবহূতির ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে। তিনি যেমনই রূপবতী, তদনুরূপ বা তদধিক গুণবতী নারী। এটীও তাঁহার বিবাহ কার্য্যের অনুকূল হইল। উভয়ে যথা নিয়মে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। পরিণয়ের পর হইতেই, তিনি ভর্ত্তার অভিমতানুযায়ী ক্রিয়ায় নিরত রহিলেন। ব্রতোপবাসের কঠোর নিয়ম পরিপালনে ও উৎকট পরিশ্রমে তাঁহার তনু অনুদিন বিবর্ণ ও ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। তখন ঋষি প্রবর তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সদয় ব্যবহারে তাঁহার সন্তোষ সাধন করিলেন। অতঃপর ক্রমে ক্রমে তাঁহার ৯ নয়টী কন্যা জন্মিল। তদনন্তর তদীয় স্বামী পুনর্ব্বার বনপ্রস্থানোদ্যত হইলে, দেবহূতি কহিতে লাগিলেন,—"আপনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গেলে, কে এই কন্যাগণের উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিয়া দিবে? আর আপনার অভাবে কেই বা আমাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবে? আমার তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার্থ কাহাকেও নিযুক্ত না করিলে আমার নানা অনিষ্ট উৎপন্ন হইবে।" ইহাতে মুনিবরের অন্তরে কারুণ্যরসের আবির্ভাব হইল। তিনি মহিষীকে ঈশ্বরোপাসনায় চিত্ত সংযম করিতে উপদেশ দিলেন এবং কিছু দিনের জন্য বনগমন স্থগিত রাখিয়া গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি পূর্ব্বক কলা, অনসূয়া, শ্রদ্ধা, হবির্ভূ, গতি, ক্রিয়া, খ্যাতি, অরুন্ধতী, শান্তি নয়টী তনয়ার সহিত ক্রমান্বয়ে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, এবং অথর্ব্বা এই ৯ নয় ঋষির উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। এই দুহিতাদের মধ্যে অরুন্ধতী ও অনসূয়া বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। স্থানান্তরে তাঁহাদের বৃত্তান্ত বর্ণন করা যাইবে। সে যাহা হউক, অতঃপর দেবহূতির গর্ভে কপিলের উৎপত্তি হয়। তখন কর্দম বিজন বিপিনে গমন করেন। কপিল নামে দুই ব্যক্তি ছিলেন। একজন প্রাচীন, অপর ব্যাসদেবের পরবর্ত্তী। প্রথম, সাংখ্যসূত্রকর্ত্তা। দ্বিতীয়, সগর-রাজের পুত্রগণকে দাহ করেন। তিনিও সাংখ্যদর্শন-শাস্ত্রের বিশেষ প্রচার-পক্ষে অনেক সহায়তা

* ইনিই পুরাণোক্ত ধ্রুবের পিতা। সুতরাং দেবহূতি ধ্রুবের পিসী ছিলেন।

করিয়াছেন,—কেহ কেহ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এস্থলে যাঁহার বৃত্তান্ত চলিতেছে, তিনি দ্বিতীয় কপিল অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন। যাহাহউক, কালক্রমে কপিলদেব বয়ঃপ্রাপ্ত ও প্রজ্ঞাবান্ হইয়া উঠিলেন। তিনি জননীর অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে শাস্ত্রশিক্ষা প্রদানে ব্যাপৃত হইলেন। জননীও অবহিতচিত্তে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কপিল মহর্ষি-প্রদত্ত উপদেশ এ স্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া দেবহূতি বিষয় সমাপ্ত করা যাইতেছে।

কপিল মুনি মাতাকে যেরূপ বলিতে আরম্ভ করেন, এবং দেবহূতিও তদ্বিষয়ে যেমন কথোপকথন করেন, নিম্নে বর্ণিত হইল ;—

কপিল—"আমার মতে যোগই মুক্তি সাধনের প্রধান উপায়। সেই যোগ সাধন মনঃসংযম অর্থাৎ অন্তঃকরণের একাগ্রতা ব্যতিরেকে কস্মিন্ কালেও সম্পাদিত হইতে পারে না। মনকে যে দিকে চালিত করা যায়, উহা সেই দিকেই প্রধাবিত হইতে থাকে। চিত্তবৃত্তি ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত হইলে, জীবের নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উহা ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, অজ্ঞানতা, পাপ, প্রলোভনাদি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। পরাৎপরে আত্ম-সমর্পণ বিনা যোগিগণের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আর দ্বিতীয় পথ বিদ্যমান নাই। সাধুসঙ্গই ঐ সমুদায়ের মূলীভূত।"

দেবহূতি।—"বৎস! ভগবানকে কিরূপ ভক্তি করা কর্ত্তব্য, অবগত নহি। আমি স্ত্রীজাতি, ঈশ্বরের প্রতি আমাকে কি প্রকার ভক্তি প্রকাশ করিতে হইবে এটী বিশেষ করিয়া বল। ফলতঃ ভক্তিযোগে ঈশ্বর পদ প্রাপ্ত হইতে পারিলেই, আমার জন্ম সার্থক হয়। আমি জ্ঞানহীনা সামান্যা নারী মাত্র; অতএব ঐ দুর্ব্বোধ অথচ উৎকৃষ্ট তত্ত্বে যাহাতে সহজে আমার প্রতীতি হইতে পারে, তাদৃশ সরল প্রণালীতে তাহা কীর্ত্তন কর।"

কপিল।—"বেদোক্ত কর্ম্ম করিলেই ভগবদ্ভক্তির উৎপত্তি হয়। এই ভক্তির প্রভাবেই মোক্ষমার্গ সুগম হইয়া আইসে। কিন্তু জননি! অনেকেই এইরূপ প্রণালীতে পরিতৃপ্ত নহেন। তাঁহারা মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিযোগে পরমেশ্বরানুভব-জনিত অধিকতর আরাম আছে বলিয়া, তাহাতেই লিপ্ত থাকেন।"

(ক্রমশঃ)

অসভ্য জাতির বিবরণ।

সাঁওতাল জাতি।

(গত প্রকাশিতের পর।)

সাঁওতালদিগের গ্রামের মোড়ল বা সর্দ্দারকে মাঝী বলে। সে গ্রামের জজ, মাজিষ্ট্রেট সকলই, আর সকলকে তাহার অধীন থাকিতে হয় ও তাহার অনুগত হইয়া চলিতে হয়। সেও সকলকে আপনার পরিবারের মত দেখে, সকলের মঙ্গল চেষ্টা করে, আপদে বিপদে সকলকে সাধ্যমত সাহায্য করে এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইলে মিটাইয়া দেয়। মাঝী যদি মরিয়া যায় বা স্থানান্তরে গমন করে অথবা স্বীয় কার্য্যের উপযুক্ত না হয়, গ্রামস্থ প্রবীণ লোকে অন্য ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া মাঝী পদে বরণ করে। ইহাদিগের বিচার পঞ্চায়েত দ্বারা হইয়া থাকে। কোন গোলযোগ বা অভিযোগ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করিবার জন্য মাঝী বৃদ্ধ ও সচ্চরিত্র লোকদিগকে আহ্বান করে। তাহারা বাদী প্রতিবাদীর বক্তব্য শুনে এবং সাক্ষ্য লয়, পরে তাহাদিগের বিবেচনায় যে সিদ্ধান্ত হয়, তাহা প্রকাশ করে। সাক্ষ্যদান সময়ে সাক্ষিগণ ব্যাঘ্রচর্ম্ম দুই হাতে ধরিয়া বলে "ঈশ্বরের দোহাই, সত্য বলিতেছি।" বিচারের রায় জারী করা মাঝীর কাজ। সে অর্থদণ্ড করে বা যাহার প্রাপ্য দ্রব্য, তাহাকে দেওয়াইয়া দেয়। ক্ষতিপূরণের বদলে আসামীর উপর কখন কখন ভোজ দিবার হুকুম হয়, মাঝী তাহার ব্যবস্থা করে। নরহত্যা ইহাদিগের মধ্যে এত বিরল যে এরূপ অপরাধের দণ্ড কি, একজন সাঁওতাল সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিতে পারিল না। সতীত্বের প্রতিও ইহাদিগের প্রখর দৃষ্টি। তবে এরূপও দেখা যায়, কেহ অপরের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইলে তাহাকে উক্ত স্ত্রীলোকের স্বামীকে তাহার বিবাহের যৌতুক ফিরাইয়া দিতে হয় এবং গ্রামস্থ লোকদিগকে ভোজন করাইয়া সমস্বর করিতে হয়।

সাঁওতাল রমণীদিগের প্রসবের সময় ধাত্রীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না। প্রসূতি নিজেই সকল কার্য্য সমাধা করে। কোন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক আসিয়া কেবল নাড়ী কাটিয়া দেয় এবং ঘরের মেজেতে ফুল পুতিয়া ফেলে। এই বৃদ্ধা প্রসূতির বস্ত্র ধৌত ও তাহার জন্য রন্ধন করে। প্রসূতি সচরাচর ৪।৫ দিনের পর আঁতুড় হইতে বাহির হয়। তখন চাউল, লঙ্কা ও নিমের পাতা সিদ্ধ করিয়া এক এক ডেলা বন্ধু বান্ধব ও কুটুম্বদিগকে খাইতে দেওয়া হয়, মাতা ও ধাত্রীও তাহা

আহার করে। এই অনুষ্ঠান না হইলে স্বামী গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। এই দিন প্রসূতিকে গরম জলে গাত্র ধৌত করিতে হয় এবং ভোজের পূর্ব্বে গৃহ ও গৃহস্থ বস্ত্র ও পাত্রাদি ধৌত করিতে হয়। হাঁড়ী কুড়ী কিছু ভাঙ্গিতে বা ফেলিয়া দিতে হয় না। বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও ধাত্রী একখান কাপড় এবং ৪টী পয়সা পুরস্কার পায় এবং যে কয়দিন সেবা করে খাইতে পায়।

উপরি-উক্ত ভোজের সময় শিশুর নামকরণ হয়। প্রথমজাত পুত্রের নাম তাহার পিতামহ বা পিতামহ ভ্রাতার নামানুসারে হয় অর্থাৎ ইহাদিগের মধ্যে পরিবারের যিনি শেষ কর্ত্তা, তিনি জীবিত বা মৃতই হউন, তাঁহার নাম গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পুত্রের নাম মাতৃকুলের কর্ত্তার নামানুসারে হয়। প্রথম কন্যার নাম পিতৃকুলের কর্ত্রী এবং দ্বিতীয়া কন্যার নাম মাতৃকুলের কর্ত্রীর নামানুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়।

সাঁওতালদিগের মধ্যে বিবাহে স্বয়ম্বর-প্রথা প্রচলিত অর্থাৎ যুবক ও যুবতীরা প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া আপনাদিগের স্ত্রী ও স্বামী মনোনীত করে। পিতা মাতা কখন কখন সম্পত্তির লোভে পুত্রকন্যাদিগের মত আপনাদিগের মতানুসারে সংগঠন করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু সচরাচর নয়। ভিন্ন পরিবার বা গোত্র হইতে স্ত্রী মনোনীত করিতে হয় এবং সচরাচর এক গ্রামে প্রায় এক পরিবার বসতি করে, সুতরাং ভিন্ন গ্রাম হইতে স্ত্রী গ্রহণ করিতে হয়। কন্যা মনোনীত হইলে বরের আত্মীয়গণ তাহার মত জিজ্ঞাসা করিতে যায়। যাইবার সময় পথে যদি তেলের ভাঁড়, কোদাল বা শৃগাল অথবা কোন মনুষ্যকে কাঠ ভাঙ্গিতে দেখা যায়, তাহা হইলে দুর্লক্ষণ মনে করা হয় এবং বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়। পথে ব্যাঘ্র, সর্প বা কাহারও মাথায় জলের কলস দেখিলে সুলক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং বিবাহ নিশ্চিত হইবে বোধ হয়। বিবাহে পণও আছে। একজন মাঝীর পিতা বিবাহের সময় শ্বশুরকে নগদ ৯ টাকা ও ১০ সলি ধান্য দিয়াছিল। বিবাহ হইলে কন্যার যাহা কিছু পূর্ব্ব সম্পত্তি পিতার গৃহেই থাকে, স্বামী যে গহনা কিনিয়া দেয়, কেবল তাহাই লইয়া সে স্বামিগৃহে আসে।

বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক হইলে বর আত্মীয়গণ ও গ্রামের মাঝীকে সঙ্গে লইয়া কন্যার গৃহে যায়। কন্যার পিতাকে ডাকা হয় এবং তাহার গ্রামস্থ মাঝীর সম্মুখে তাহার কন্যাকে সে বিবাহ দিবেক কি না জিজ্ঞাসা করা হয়। কন্যার পিতা সম্মতি দেয়, ভেট লয়, বাটীর ভিতরে গহনা সকল লইয়া কন্যাকে পরাইয়া দেয়, পরে তাহাকে একটী ঝুড়ীর ভিতর বসাইয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখে। বরের আত্মীয়গণ বাটীর ভিতর গিয়া ঝুড়ী শুদ্ধ কন্যাকে বাহিরে লইয়া আইসে। এই সময় আহার প্রস্তুত হয় এবং আম্রের পল্লব দিয়া জলপূর্ণ কলস

বরিবৃত্তির স্থাপন করা হয়। তাহার এক দিকে কন্যাকে রাখা হয়, আর এক দিকে আর একটী ঝুড়ীতে কাপড় ঢাকা দিয়া বরকে রাখা হয়। তৎপরে কন্যার ঢাকা কাপড় তুলিয়া [illegible] মধ্যে রাখা হয়। [illegible] মস্তকে জল ও আম্রের পত্র। [illegible] থাকে, কন্যাও বরের মস্তকে সেইরূপ উপহার দেয়। তৎপরে বর আপনার পাত্র হইতে অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া কন্যাকে খাইতে দেয়, কন্যা তাহা মাখিয়া তুলিয়া খায় এবং [illegible] অন্ন ব্যঞ্জন দিলে বরও সেইরূপে খায়। অনন্তর বরের ভগিনী আসিয়া বরের বস্ত্রের এক কোণ কন্যার বস্ত্রের এক কোণে বাঁধিয়া দেয় এবং ৪টী পয়সা লইয়া পরে [illegible] খুলিয়া দেয়। তখন উপস্থিত সকল ব্যক্তি আশীর্বাদ করে, "তোমাদের প্রচুর অন্ন বস্ত্র ও ধনধান্য হউক, তোমরা সুখী হও ও বংশবৃদ্ধি কর।" অতঃপর বংশী বাজাইয়া নৃত্য গীত বাদ্য, পান ও ভোজন হয়। বিবাহদিনের ব্যয় কন্যাকর্ত্তাকে দিতে হয়, সুতরাং তাহার অবস্থানুসারে ভোজের জাঁক জমক হইয়া থাকে। বিবাহের পর তিন দিন কন্যা পিতৃগৃহে থাকিতে পারে, তৎপরে বাজনাবাদ্য করিয়া তাহাকে শ্বশুরগৃহে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার আত্মীয়গণ সেখানে তিন দিন ভোজন করে, তৎপরে বৈবাহিক অনুষ্ঠান শেষ হয়। একজন মাঝীর শ্বশুরবাড়ীর লোকদিগকে খাওয়াইতে ৪ মণ চাউল, ২ মণ দাল, পাঁচ সিকার তৈল, ৮০ আনার লবণ এবং ॥০ আনার মসলা খরচ হইয়াছিল।

সাঁওতালদিগের মধ্যে স্ত্রী-পরিত্যাগের নিয়ম নাই। প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে স্বামী তাহার অনুমতি লইয়া দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রথম পুত্র কন্যা প্রথমা স্ত্রীর সন্তান বলিয়া গণ্য হয়। দ্বিতীয়া স্ত্রীর সন্তান না হইলে আর বিবাহের নিয়ম নাই।

মৃত্যুর সময় মুমূর্ষু ব্যক্তির মস্তক দক্ষিণ ও পদদ্বয় উত্তরাভিমুখে রাখিতে হয়। তাহার নিকটসম্পর্কীয় লোক আসিয়া তাহাকে তৈল মাখায়, জল দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করে এবং মরিলে তাহার শব বনে লইয়া গিয়া স্রোতস্বতী কোন নদীর ধারে চিতা সাজাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণ শিয়রে শোয়াইয়া দেয়। স্রোতস্বতী না পাইলে বদ্ধ জলাশয়ের ধারেও সৎকার কার্য্য হইয়া থাকে। পুত্র কিম্বা নিকটসম্পর্কীয় জ্ঞাতি আসিয়া মুখাগ্নি করে, পরে বনে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। শব পুড়িয়া গেলে চিতা জল দিয়া ধোওয়া হয় এবং অস্থিবিশিষ্ট তিনখানি হাড় কুড়াইয়া লওয়া হয়। এই অস্থি তিন খানি নেকড়ায় জড়াইয়া মৃত ব্যক্তির ঘরের চালে তিন দিন টাঙ্গাইয়া রাখা হয়, পরে মুখাগ্নিকারী ব্যক্তি তাহা লইয়া দামোদর নদে নিক্ষেপ করে। স্ত্রীলোকদিগের অস্থি এইরূপে

নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। বালক বালিকাদিগের অস্থি দগ্ধ করা হয়, কিন্তু পরে খাল এবম্প্রকার কোন স্রোতোজলে নিক্ষেপ করা হয়। হিন্দুদিগের প্রথানুসারে ছোট শিশুদিগের যেমন সমাধি হয়, ইহাদিগেরও সেইরূপ। দামোদর নদ ইহাদিগের নিকট এত পবিত্র যে তাহাতে মৃত আত্মীয়ের অস্থি নিক্ষেপ করিবার জন্য ইহারা ৮।৯ দিনের পথ চলিয়াও গিয়া থাকে। ইহাদের বস্ত্র, আহার বা অলঙ্কার সম্বন্ধে শোক-সূচক কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না।

শবদাহের পর ইহারা স্নান করে ও কাপড় কাচে এবং মৃতের উদ্দেশে একটী মোরগ বা পাঁটা বলি দিয়া বলে "এই তোমার জন্য শেষ ভোজ্য দিলাম।" "পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকটে যাও বা আমাদিগের নিকট আসিও না" এ কথা বলিতে নাই। তাহারা বিশ্বাস করে মৃতের আত্মা বাড়ী, মাঠ বা বনে থাকে, পরিবারদিগকে সুখী দেখিয়া সুখী হয় এবং কোন বিপৎপাতের আশঙ্কা হইলে তাহাদিগকে পূর্ব্বে সাবধান করিয়া দেয়। মৃত ব্যক্তি স্ত্রী বা পুরুষ হউক, তাহার স্মরণার্থ প্রস্তর বা কাষ্ঠখণ্ড সকল কোন সুবিধা মত স্থানে পুতিয়া রাখে এবং তাহা উত্তর দক্ষিণে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া রাখিয়া দেয়।

মরিসস কোয়ারেণ্টিন ষ্টেশন।

(২৪৮ সংখ্যা—১৫৪ পৃষ্ঠার পর)

প্রত্যেক জাতির জাহাজের পতাকা স্বতন্ত্র। ইংরাজী স্বরবর্ণ ব্যতিরেকে প্রায় সমস্ত হলবর্ণ প্রকাশক এক একটী পতাকা প্রতি জাহাজে থাকে। এইরূপ পতাকায় অনেক ভাব সংক্ষেপে নিবিষ্ট করা হইয়াছে। মনে করুন, বি, সি, ডি, জি, এই চারিটী পতাকা পর পর এক রজ্জুতে উড়িতে থাকিলে, বুঝিতে অধিত হইবে,—"এই জাহাজ ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছে।" এইরূপ [illegible] সুবিধা আছে বলিয়া, দূরস্থ দুইখানি জাহাজের অথবা জাহাজস্থ লোকদিগের মধ্যে নীরবে কথোপকথন চলিয়া থাকে।

এই দ্বীপে একটীও সরোবর নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী নদী আছে। সে গুলিতে জল অল্পই থাকে বটে, কিন্তু অতি নির্ম্মল। ইহাদের মধ্যে গ্রাণ্ড নদী (Grand River) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, প্রায় ৫০০ ফিট প্রশস্ত।

মরিসসে পশুপক্ষী অতি বিরল। সিংহ

ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র জন্তু একটীও নাই। সময়ে সময়ে দুই একটী সর্প দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহারা বিষাক্ত নহে। শুনা যায়, ভারতবর্ষ হইতে কতকগুলি বায়স আনিয়া এখানে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে ক্রমে তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। মৎস্য জাতি দেখিতে অতি সুন্দর, নানা বর্ণে চিত্রিত। ইহাদিগকে রাখিতে ইচ্ছা করে, ভক্ষণ করিতে মমতা হয়। কতকগুলি খাইতে অতি সুস্বাদু।

এই দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা কাফ্রি জাতির ন্যায় নিতান্ত অসভ্য ছিল। পরে স্পেনিয়ার্ড; ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি ইয়ুরোরোপীয় জাতির অধীন হইয়া কিয়ৎপরিমাণে সভ্য হইয়াছে। এই সকল জাতি হইতে এক মিশ্র বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদিগকে ক্রিয়োল (Creole) বলে। ইহাদের ভাষার নামও ক্রিয়োল। ইহা ফরাসীর অপভ্রংশ। ক্রিয়োলদিগের বলবীর্য্য, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও ইয়ুরেসিয়ানদিগের ন্যায়। এই জাতি ভিন্ন, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মান্দ্রাজ হইতে লোক আসিয়া এখানে বাস করিতেছে। অল্পসংখ্যক কাফ্রিও আছে। অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই ইক্ষুর চাষে নিযুক্ত। কেহ কেহ বা স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। এখানকার ব্যবসায়িগণের মধ্যে অধিকাংশ বোম্বাই আরব। এখানকার ভারতবাসীদিগের বাসগৃহ আমাদের দেশের কুটীরের মত। ক্রিয়োলেরা প্রায় কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহে বাস করে। এদেশের ন্যায় অট্টালিকা অল্পই দৃষ্ট হয়। ক্রিয়োলদের আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে ইয়ুরোপীয় জাতিদিগের অপেক্ষা অন্নের ভাগ বড় অধিক। সুরাপান ইয়ুরোপীয়দের ন্যায় একইরূপ। পরিচ্ছদের কোন বিভিন্নতা নাই। এখানে সকল দ্রব্যই মহার্ঘ। ভারতবাসীর সমাগমে এখানে পানের চাষ হইয়াছে। দ্বীপের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সুবিধা মন্দ নহে। রেলপথ দ্বীপের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নশ্রেণীর গাড়ীর ভাড়া প্রতি ক্রোশে দুই আনা। ভাড়াটিয়া গাড়ী দুই প্রকার। এক রকম গাড়ী পশ্চিমে একার ন্যায়, ইহার নাম ক্যারিয়ল। ভাড়া প্রতি ঘণ্টা ৸০ বার আনা। ২।৩ ঘণ্টার জন্য লইলেও প্রতি ঘণ্টা ঐ হিসাবে পড়ে। সহরের বাহিরের ভাড়া কিঞ্চিৎ অধিক। ইহাতে দুইজন কষ্টে বসিতে পারে। আর এক প্রকার গাড়ী এদেশের ফিটনের মত। ভাড়া প্রতি ঘণ্টায় ১৷৷০ টাকা। পাল্কী এখানে নাই।

মরিসসের কোয়ারেণ্টাইনে নিয়ম বড় কঠিন। বিশেষতঃ যে সকল জাহাজ ভারতবর্ষ হইতে এখানে আসে, তাহাদিগকে নানারূপ কষ্টে পড়িতে হয়। দ্বীপবাসীরা এই সকল জাহাজকে অতের চক্ষে দেখে। মনে করে, ইহারা যেন কত পীড়ার বীজ আনয়ন করিয়াছে।

অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও ম্যালেরিয়া বড় প্রবল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এখানে ওলাউঠা রোগ বড় দৃষ্ট হয় না। এখানে হাতুড়িয়া চিকিৎসক নাই; কারণ তাহারা ধৃত হইলে আইনানুসারে শাস্তি পাইয়া থাকেন। সকল ডাক্তারই ইউরোপের উপাধিধারী। ফ্রান্স ও গ্রেটব্রিটেনের উপাধিপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সংখ্যাই অধিক। তাঁহাদের ফি দুই টাকা মাত্র। দ্বীপটী এগার জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেক জেলায় একজন গবর্ণমেণ্টের ডাক্তার ও ডাক্তারখানা আছে। রাজধানী পোর্ট লুইয়ে একটী বড় হাসপাতাল আছে। ইহা ভিন্ন কুষ্ঠ ও উন্মাদগ্রস্ত রোগীদের জন্য দুইটী স্বতন্ত্র আশ্রম সহরের অনতিদূরে আছে। একাইমেটিজেশন সোসাইটীর (Acclimatization society) একটী উদ্যান আছে। এখানে ভিন্নদেশীয় পশুপক্ষিগণকে আনাইয়া যত্নে প্রতিপালন করা হয়। একটী ক্ষুদ্র মিউজিয়ম আছে। একটী নাট্যশালাও দৃষ্ট হয়। তথায় সময় সময় ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে থিয়েটর দল আসিয়া কিছুদিন ব্যাপিয়া অভিনয় করে। এখানে একটী বিদ্যালয় আছে। তথায় লণ্ডনের ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রথম দুইটী ছাত্র ইউরোপীয় যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট ৪।৫ বৎসরের ব্যয় যোগান।

রাধাচরণ এবং নন্দকুমার।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ভারতের ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা রাধাচরণের মোকদ্দমার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন নাই। ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রথম সাময়িক ইতিবৃত্ত আমরা পরিস্ফুট ভাবে প্রাপ্ত হই নাই। যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া আমরা তৎসাময়িক রাজনৈতিক বিবৃতি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, তাহা এরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, তন্মধ্য হইতে প্রকৃত বিবরণ নির্বাচন করিয়া লওয়া নিতান্ত সুকঠিন হইয়া পড়ে। নিরপেক্ষ সত্য-প্রিয় এবং দূরদর্শী লোকের নিকট হইতে রাধাচরণের অদ্ভুত মোকদ্দমার ইতিবৃত্ত আমরা প্রাপ্ত হই নাই; কলিকাতা রিভিউ পত্রে বিভারিজ সাহেব যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পরিতুষ্ট হওয়া যায় না; তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, অপ্রশস্ত এবং অসম্পূর্ণ। আমরা কেটলি সাহেবের সংগৃহীত (Keightley's Notes) দৈনিক বিবরণ নামক পুস্তক হইতে এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। যত-দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, কেটলী সাহেবই সর্ব্বপ্রথমে এ বিষয়ের

বিবরণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন; কেটলীর বিবৃতি সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু অসার নহে।

কাষ্ঠ তোরঙ্গ হইতে রসিদ পত্র অপহৃত হইবার কথা আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। এ স্থলে আর একটী বিবরণের উল্লেখ করা আবশ্যক। রাজা নন্দকুমারের মোকদ্দমার সহিত রাধাচরণের মোকদ্দমার কিছু ভিন্নতা লক্ষিত হয়। রাজা নন্দকুমারের মোকদ্দমায় বাদী এবং প্রতিবাদী ইহাঁরা উভয়েই হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু রাধাচরণের মোকদ্দমায় প্রতিবাদী এক জন য়িহুদী; তাঁহার নাম সলোমন।* পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, শম্ভুনাথ তিন লক্ষ টাকার মধ্যে এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন এবং বাকী দুই লক্ষ টাকা কয়েক মাস পরে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়েন। তদনন্তর তদানুষঙ্গিক যে সকল অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রস্তাবের অপরাংশে নির্দ্দেশ করিয়াছি। কথিত এক লক্ষ টাকা শম্ভুনাথ, সলোমন নামে এক য়িহুদী বণিকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন। এই সলোমনের সহিত হেষ্টিংস সাহেবের অকৃত্রিম বন্ধুতা ছিল; উভয়ে একত্রে ভ্রমণ, একত্রে উদ্যান পরিদর্শন, এবং একত্রে সময়ে সময়ে আহারাদিও করিতেন। কিছু দিন পরে সলোমন আরও দুই লক্ষ টাকা শম্ভুনাথকে হাওলাত দেন; শম্ভুনাথ ঐ টাকা এবং আরও কিছু টাকা নিজের কোষাগার হইতে রাধাচরণকে দিয়া ঋণ-ভার হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েন। ইহার অব্যবহিত পরে সামরিক ঘটনার কোন বিবরণই ইতিবৃত্তলেখকেরা আমাদিগকে জানিতে দেন নাই। আমরা এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি যে, সলোমন ফরিয়াদী হইয়া রাধাচরণের নামে "কৃত্রিম রসিদ প্রস্তুত করা, ভয় প্রদর্শন দ্বারা নিরপরাধী ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা আদায় পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করা এবং কৌশল করিয়া ভয় প্রদর্শন করতঃ শম্ভুনাথ ও সলোমনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের কৃত্রিম রসিদ লেখাইয়া লওয়া"—এই কয়েকটি গুরুতর অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করেন। তখন হাইকোর্ট বা সুপ্রিম-কোর্ট ছিল না; সুতরাং মেয়র কোর্টের (Mayor's court) জজদিগের উপরে এই মোকদ্দমার বিচার করিবার ভার ন্যস্ত হইল। দুঃখের বিষয়, এই মকদ্দমার বিবরণ আমরা আদৌ প্রাপ্ত হই নাই। বহুল অনুসন্ধান দ্বারা প্রস্তাবটিকে আমরা আরও প্রণালীবদ্ধ এবং ইতিহাসমূলক করিতে পারিতাম, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতায় অনুসন্ধেয় গ্রন্থের অভাবে আমরা তাহাতে আপাততঃ ক্ষান্ত রহিলাম।

*কলিকাতা রিভিউ, এপ্রিল, ১৮৭৮। ২৯০ পৃষ্ঠা। (Vide H. Beveridge's "Warren Hastings in Lower Bengal," part I I I.)

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে রাধাচরণের মোকদ্দমার বিচারকার্য্য আরম্ভ হয়, এবং তিন মাস কাল ব্যাপিয়া অনেক গোলযোগের পর ঐ বর্ষের শেষভাগে জজেরা তাঁহাকে দোষী স্থির করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। তখন পেনেল্‌কোড ছিল না, সুতরাং জজ সাহেবেরা বিলাতের "কবেন্ট্রি" (Coventry Act) নামক আইন অবলম্বন করিয়া এই মোকদ্দমার বিচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কবেন্ট্রি আইন এদেশের উপযুক্ত কি না, এবং তদনুসারে বিচার করা উচিত কি না, জজেরা তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। যাহাহউক, সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে "কবেন্ট্রি" বিধি এদেশের পক্ষে যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা বিভারিজ সাহেব স্পষ্টতঃ দেখাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু হেষ্টীংশ সাহেবের ষড়যন্ত্রে এ কথা কেহই স্পষ্ট করিয়া তখন বলিতে পারেন নাই। রাধাচরণের উকিলেরা যথোচিত পারিশ্রমিকাভাবে রীতিমত পরিশ্রম করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে রাধাচরণের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে, অনেকে তাঁহার মুক্তির জন্য বিশেষ উদ্যোগ করেন, এবং সহরের প্রধান প্রধান লোকেরা আপনাপন নাম স্বাক্ষর করিয়া আদালতে এক দরখাস্ত দাখিল করেন। ঐ দরখাস্তে মোহন প্রসাদের নাম দেখা যায়; মোহন প্রসাদ নন্দকুমারের মোকদ্দমার একজন প্রধান ষড়যন্ত্রী বলিয়া বিখ্যাত। ইনি হেষ্টীংশ সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, ঐ দরখাস্ত পত্রে নন্দকুমার আপনার নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। আমরা দেখাইতে পারি, নন্দকুমার তাঁহার নাম আদৌ স্বাক্ষর করেন নাই।

ভেরেলষ্ট সাহেব বলেন, রাধাচরণের প্রতি যে দিন প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই দিন বিচারপতিরা বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, ১৭৬৬ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই জজ সাহেবেরা রাধাচরণের মুক্তির আদেশ দেন। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, রাধাচরণ যদি বাস্তবিকই এই সকল "গুরুতর অপরাধে অপরাধী" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন, তবে তাঁহাকে নিরপরাধীর ন্যায় অবশেষে মুক্তি প্রদান করা হইল কেন? সত্যের অত্যুজ্জ্বল চশ্‌মা দিয়া যদি প্রকৃত ঘটনার দিকে দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টতঃই অনুভূত হইবে যে, এই মোকদ্দমায় রাধাচরণ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী এবং হেষ্টীংশ সাহেব এই মোকদ্দমা অভিনয়ের এক মাত্র সূত্রধার।

(ক্রমশঃ)

আসামে হিন্দু মহিলাগণের অবস্থা।

পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই আসাম প্রদেশের নাম অবগত আছেন। পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকদিগের মনে একটী সংস্কার ছিল যে আসাম প্রদেশে গেলে লোক ভেড়া হইয়া যায় *, আর দেশে ফিরিয়া আসিতে পারে না। সেই সংস্কারটী ক্রমে ক্রমে এদেশীয় লোকদিগের মন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আসাম প্রদেশ ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট-ভুক্ত হইবার পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থায় ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক উন্নত অবস্থায় আসিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তৎকালে আসামে যাইতে হইলে নৌকা করিয়া কিম্বা স্থলপথে হাঁটিয়া যাইতে হইত। সুতরাং কলিকাতা হইতে আসামের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যাইতে চারি পাঁচ মাস লাগিত। তাহার উপর আবার বর্ষাকালে নৌকা ব্রহ্মপুত্র নদের স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে সাহস করে না এবং স্থলপথে রাস্তা সকল দুর্গম হইয়া পড়ে। পরে আসামে ব্রিটিস রাজ্য স্থাপিত হইলে বড় ষ্টিমারে করিয়া কলিকাতা হইতে দুই মাসে যাতায়াত চলিত। আজ দুই বৎসর হইল আসাম প্রদেশে মেল ষ্টিমারের বন্দোবস্ত হওয়ায় কলিকাতা হইতে অনায়াসেই ছয় দিনে আসামের পূর্ব্বপ্রান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। এক্ষণে কতলোক বৎসর বৎসর কলিকাতা হইতে আসাম গমন করিতেছেন, এবং পুনরায় বৎসরান্তে কর্ম্মাদি শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পুত্র কন্যার মুখাবলোকনে সুখী হইতেছেন। কেহ কেহ বা কর্ম্মস্থানে স্ত্রী পুত্র লইয়া গিয়া সুখে কাল যাপন করিতেছেন, আবার ইচ্ছা হইলেই বাটী আসিবার কালে তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া অনায়াসেই আসিতেছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আসামের ভাষা, আচার, ব্যবহার অথবা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। আমরা কেবল পাঠিকাগণের নিকট তাঁহাদিগের আসামী ভগিনীগণের অবস্থা কিঞ্চিৎ পরিমাণে বর্ণন করিব। তাহাও বোধ হয় একটী মাত্র প্রবন্ধে শেষ করা দুষ্কর হইয়া উঠিবে।

আসামীগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রচলিত আছে। বলা বাহুল্য যে ব্রাহ্মণ জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। কন্যার বয়ঃক্রম নয় দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়। অব্রাহ্মণদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা ঘোমটা দিয়া থাকে। অপরাপর

* বা, বো, ১৪০ সংখ্যা আসামদেশ ও আসামীয়া ভাষা দেখ।

জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। প্রায়ই কন্যাগণ বয়স্থা হইলে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে। অপরাপর জাতির মধ্যে ঘোমটার সমাদর তত প্রবল নহে। বাঙ্গালা প্রদেশে শূদ্রগণের মধ্যে যেমন কায়স্থ জাতি সমাজে সমাদর পাইয়া থাকেন, আসামে কলিতা জাতিও তদ্রূপ সম্মান লাভ করেন। কিন্তু কলিতাগণও কোচ, কেওট, আহম প্রভৃতি শূদ্র জাতির মত অধিক বয়সে কন্যার বিবাহ দেন। আসামে স্ত্রীলোকে পুরুষের ন্যায় কঠিন পরিশ্রম করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরাও কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কৃষিক্ষেত্রের অনেক কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়। স্ত্রীলোকেরা জলাশয়, খাল, বিল, ও নদী হইতে মৎস্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে। আসামীরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। প্রত্যেকের গৃহেই গরু মহিষ আছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আসামের অধিবাসিগণ এই সকল গৃহপালিত পশুদিগকে লালন পালন করিতে জানে না। আহারের অভাবে গাভী সকল দুর্ব্বল-কায় হইয়া পড়ে, সুতরাং অল্প পরিমাণেই দুগ্ধ দিয়া থাকে। গৃহপালিত পশুগণের দুর্দ্দশার জন্য আসামী মহিলাগণ অনেক পরিমাণে দায়ী। তথাকার স্ত্রীলোকগণ যদি পশু-দিগকে যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতেন অথবা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা ক [illegible], [illegible], [illegible] গো

মহিষদিগের এরূপ দুরবস্থা কখনই ঘটিত না। পাঠিকাগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে আসামে গাভী সকল সাধারণতঃ দুই বেলায় আধসের, তিন পোয়া দুগ্ধ দিয়া থাকে। কিন্তু আসামী মহিলাগণ কখনই গাত্রে ফুৎকার দিয়া বেড়ায় না, অথবা আলস্যপরবশ হইয়া বৃথা সময় নষ্ট করে না। প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে তন্তুশালা আছে। যখন স্ত্রী-লোকগণের কোন রূপ গৃহকার্য্য না থাকে, তখন তাহারা কাপড় বুনিয়া থাকে। আসামের প্রায় সকল স্ত্রী-লোকই কাপড় বুনিতে পারে। তথা-কার সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রী ও কন্যাগণও অবকাশ পাইলেই বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকেন। প্রায় কেহই কাপড় ক্রয় করিয়া পরিধান করেন না। আসামী মহিলাগণের পরিচ্ছদ বঙ্গমহিলাগণের অপেক্ষা শত গুণে উৎকৃষ্ট। বলিতে কি আমাদের অধিকাংশ পাঠিকাই স্বীকার করিবেন যে বঙ্গের হিন্দু মহিলাগণ তাঁহাদের সখের শান্তিপুরে, সিমলা, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের উৎকৃষ্ট বস্ত্র সকল পরিধান করিয়া পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের সম্মুখেই বাহির হইতে সঙ্কুচিত হয়েন, কিন্তু আসামের স্ত্রীলোকগণের পরিচ্ছদ এরূপ যে তাঁহারা অনায়াসেই স্ত্রীলোকের গৌরব সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া অনায়াসে পুরুষের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতে পারেন। আসামী মহিলাগণ কি [illegible]

যুবতী কি বৃদ্ধা—নির্ধন হইতে ধনবান্ পর্য্যন্ত সকলেই পুরু কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাতলা বস্ত্র তাঁহাদিগের শরীর স্পর্শ করিতে পায় না। স্ত্রীলোকেরা কটিদেশে মেখলা পরিধান করে—মেখলা খুব পুরু কাপড়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা ঘাগরার মত কুঞ্চিত নহে—কেবল বস্ত্রের দুই পার্শ্ব সেলাই দ্বারা যোজিত অর্থাৎ দেখিতে ঠিক ওয়াড়ের মত এবং পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত লম্বিত। মেখলা কটিদেশে পরিধান করিলে সম্মুখে চারিভাঁজ কাপড় পড়ে। কটিদেশ হইতে গ্রীবা পর্য্যন্ত অপর একখানি বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তাহাকে রিহা বলে। রিহা প্রস্থে তিন পোয়া বা এক হাত, দৈর্ঘ্যে চারি পাঁচ হস্ত। রিহা দ্বারা স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগের শরীরের ঊর্দ্ধভাগ সুন্দররূপে জড়াইয়া রাখে, কেবল তাহাদিগের হাত দুইটী অনাবৃত থাকে। এইরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া স্ত্রীলোকেরা বাটীর ভিতরে থাকে এবং গৃহকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করে। কিন্তু বাটীর বাহির হইতে হইলে অথবা প্রতিবেশী কাহারও বাটী গমন করিতে হইলে তাহারা ইহার উপর একখানি বড় কাপড় ব্যবহার করে। বাঙ্গালা দেশে পুরুষেরা যেমন শীতকালে আলোয়ান বা মোটা চাদর ব্যবহার করিয়া থাকেন, এই বড় কাপড় দীর্ঘে প্রস্থে তদ্রূপ। বড় কাপড় দ্বারা স্ত্রীলোকেরা মস্তক পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত করে। ব্রাহ্মণ কামিনীগণের মস্তকের এই আচ্ছাদন সম্মুখে অধিকতর লম্বমান হইয়া অবগুণ্ঠনের কার্য্য করে। আর শূদ্র নারীগণ মস্তকের কিয়দংশ মাত্র আচ্ছাদিত রাখে। তাহারা ঘোমটার আবশ্যকতা অনুভব করে না।

আসাম প্রদেশে বিদ্যাশিক্ষা বড় অধিক পরিমাণে অদ্যাপিও প্রচলিত হয় নাই। বঙ্গদেশ অপেক্ষা তথায় পুরুষগণ সাধারণতঃ অশিক্ষিত। আসামের স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহাও অধিক পরিমাণে বাঙ্গালীদিগের উৎসাহে। যে যে স্থানে দশ পনের জন সুশিক্ষিত বাঙ্গালী স্ত্রী কন্যা লইয়া আছেন, সেই সেই স্থানে বাঙ্গালীরা নিজ কন্যাগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য শ্বেতকায়দিগের সহায়তায় এবং শিক্ষিত আসামীগণেরও উৎসাহে এক একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সেই সকল বিদ্যালয়ে আসামী বালিকাগণও শিক্ষালাভ করিতেছে। আসামী স্ত্রীলোকদিগের বিবাহপ্রণালীও আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইবার ভয়ে এবার তাহার উল্লেখ করিতে পারিলাম না। পাঠিকাবর্গ তাঁহাদিগের আসামী ভগিনীদের অবস্থা পাঠ করিতে করিতে একটী কথা স্মরণ করিয়া রাখিবেন যে তাঁহাদিগের ভগিনীগণের ভাষা তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারেন না

বটে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সহিত আসামী ভাষার এত সাদৃশ্য যে কোন বঙ্গমহিলা যদি আসামী ভগিনীদের নিকট একত্রে দুই মাস কাল অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রায় সমস্ত চলিত কথা একপ্রকার বুঝিতে সমর্থা হইবেন।

নারী সম্বন্ধে মনুপ্রোক্ত ব্যবস্থানিচয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নয় শত খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মনুর আবির্ভাবকাল বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাকে স্পার্টার ব্যবস্থাপক লাইকার্গাসের সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে এই সিদ্ধান্তটী বিশেষ ভ্রান্তিমূলক হইবেক না। আর মনুসংহিতাপাঠ দ্বারাও এইরূপ উপলব্ধি হয় যে ইহা এক খানি অতি প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ। গ্রন্থকারের সময়ে আর্য্যগণের আবাসস্থান আর্য্যাবর্ত্তেই আবদ্ধ ছিল। তাঁহারা তৎকালে বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনে কৃতার্থতা লাভ করেন নাই। কারণ মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অভিহিত আছে যে—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে
॥ ২ অ, ১৭ শ্লো ॥

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই পবিত্র নদীর মধ্যস্থানে যে সকল পবিত্র দেশ আছে, তাহাদিগকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে।

কুরুক্ষেত্রঞ্চ, মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরম্॥
২ অ, ১৯ শ্লো ॥

কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ ও মথুরা এই কয়টী দেশকে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে; উক্ত দেশগুলি ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট।

হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্ম্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
২ অ, ২১ ॥

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি, পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র এবং পশ্চিমে প্রয়াগ, এই চতুঃসীমান্তর্বর্ত্তী প্রদেশ মধ্যদেশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ।
২ অ, ২২ শ্লো ॥

পূর্ব্বে সমুদ্র, পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত, ইহার মধ্যস্থানকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলেন।

এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্
প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্বৃত্তি-
কর্ষিতঃ ॥ ২ অ, ২৪ শ্লো ॥

দ্বিজাতিগণ প্রযত্ন সহকারে এই সকল

দেশ আশ্রয় করিবেন। কিন্তু শূদ্রেরা আপন জীবিকার জন্য যে কোন দেশে বসতি করিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলি পরিদৃষ্টে এইরূপ প্রতীতি জন্মে, যে সংহিতাকারের জীবনকালে আর্য্যাবর্ত্তেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল; সুতরাং এই স্মৃতিগ্রন্থখানি অতীব প্রাচীন। অতএব ঈদৃশ প্রাচীনকাল-সংগৃহীত ব্যবস্থানিচয় যে নব্যসভ্যতালোকে প্রদীপ্ত থাকিবে, তাহা কিরূপে আশা করিতে পারা যায়? তথাপি অতি প্রাচীনকালেই যে আর্য্যগণ সভ্যতার সমুন্নত সোপানে আরূঢ় হইয়াছিলেন, মনুসংহিতাপাঠকালে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন আমাদিগের নয়নগোচর হয়। মনুসঙ্কলিত সংহিতা তৎসাময়িক আচার ব্যবহারের একখানি বিমল দর্পণ স্বরূপ। ইহাতে তৎকালীন আর্য্যগণের শিষ্টাচারপদ্ধতি পরিস্ফুটরূপে প্রতিফলিত আছে। কিন্তু মনুসংহিতা গ্রন্থখানি অতীব বিস্তীর্ণ। এই প্রবন্ধমধ্যে কেবল নারীচরিত্তঘটিত ব্যবস্থাপ্রণালী সন্নিবেশিত হইল।

প্রথমে মনু নারীগণের নামকরণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে—

স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরম্।
মঙ্গল্যং দীর্ঘবর্ণান্তমাশীর্ব্বাদাভিধানবৎ॥
২ অ; ৩৩ শ্লো॥

যে নাম সুখে উচ্চারণ করিতে পারা যায়, যাহা কোন প্রকার কুটিলতাবোধক নহে, যাহার অনায়াসে অর্থোপলব্ধি হয়, যাহা মনের প্রীতি উৎপাদন করে, যে নাম মঙ্গলবাচক, যাহার অন্তে দীর্ঘস্বর আছে এবং যাহা আশীর্ব্বাদসূচক, রমণীদিগের এইরূপ নাম রাখাই উচিত। যথা—যশোদা দেবী।

মহিলাগণের প্রতি কিরূপ শিষ্টাচারপ্রদর্শন বিধেয়, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থাপক লিখিয়াছেন যে—

পরপত্নী তু যা স্ত্রী স্যাদসম্বন্ধা চ যোনিতঃ।
তাং ব্রূয়াদ্ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি চ॥ ২ অ; ১২৯ শ্লো॥

যে নারী পরপত্নী ও পিতৃবংশীয়া নহেন, তাঁহাকে "ভবতি!", "সুভগে!", অথবা ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করা কর্ত্তব্য।

মাতৃষ্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূরথ পিতৃষ্বসা।
সংপূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তা গুরুভার্য্যয়া॥
২, ১৩১॥

মাতৃভগিনী, মাতুলপত্নী, শ্বশ্রূ কিম্বা পিতৃভগিনী, ইহাঁরা মাতৃতুল্যা; সুতরাং ইহাঁদিগের প্রতি মাতৃসদৃশ সম্মান প্রদর্শন বিধেয়।

ভ্রাতৃভার্য্যোপসংগ্রাহ্যা সবর্ণাহন্যহন্যপি।
বিপ্রোষ্য তূপসংগ্রাহ্যা জ্ঞাতিসম্বন্ধিযোষিতঃ॥ ২; ১৩২॥

প্রতিদিনই জ্যেষ্ঠা সজাতীয়া ভ্রাতৃপত্নীকে প্রণতভাবে পাদগ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করিবেক। আর প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইলে জ্ঞাতি ও সম্বন্ধীয় ব্যক্তিদিগের পত্নীরও চরণবন্দন করিবেক।

পিতুর্ভগিন্যাং মাতুশ্চ জ্যায়স্যাঞ্চ স্বসর্য্যপি
মাতৃবদ্বৃত্তিমাতিষ্ঠেৎ মাতা তাভ্যো
গরীয়সী ॥ ২; ১৩৩॥

পিতা ও মাতার ভগিনীর প্রতি এবং জ্যেষ্ঠা সহোদরার প্রতি মাতার ন্যায় ব্যবহার করিবেক; কিন্তু জননী সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী।

কামন্তু গুরুপত্নীনাং যুবতীনাং যুবা ভুবি।
বিধিবদ্বন্দনং কুর্য্যাদসাবহমিতি ব্রুবন্ ॥
২; ২১৭॥

তরুণবয়স্ক শিষ্য তরুণী গুরুপত্নীর সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া, আমি অমুক আপনাকে নমস্কার করিতেছি বলিয়া অভিবাদন করিবেক; চরণস্পর্শ করিবেক না।

বিপ্রোষ্য পাদগ্রহণমন্বহং চাভিবাদনম্।
গুরুদারেষু কুর্ব্বীত সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥
২; ২১৭॥

কিন্তু শিষ্য বিদেশ হইতে সমাগত হইয়া শিষ্টাচার পদ্ধতি অনুসারে প্রথম দিবস গুরুপত্নীর পাদবন্দন করিবেক; এবং তাহার পর প্রতিদিন কেবল অভিবাদন করিবেক।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। কাউণ্টেস ডফরিণ ফণ্ডে মহারাণী স্বর্ণময়ী ৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহার বঙ্গীয় শাখায় ২০ হাজারের অধিক টাকা উঠিয়াছে।

২। ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ইংরাজ সৈন্য ইতিমধ্যে মিনহালা দুর্গ ও ব্রহ্মরাজের এক খানি বাষ্পীয় পোত অধিকার করিয়াছে এবং মন্দালে অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ইংরাজ অধীনে ব্রহ্মদেশ কিরূপে শাসিত হইবে, ইতিমধ্যে তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে।

৩। হিন্দু-পল্লীগ্রাম কিরূপ, তাহা দেখিবার জন্য বিলাতের সাহেবেরা লণ্ডন নগরে তাহার এক প্রদর্শনী খুলিতেছেন। ভারতবর্ষ হইতে লোক সকল তথায় প্রেরিত হইয়াছে।

৪। তিব্বৎদেশে একটী রন্ধন পাত্র আছে, তাহাতে একবারে হাজার হাজার লোকের আহার প্রস্তুত হয়। আহার্য্য দ্রব্য উঠাইবার জন্য সিঁড়ী দিয়া তাহার মধ্যে নামিতে ও উঠিতে হয়।

৫। আমেরিকায় টেক্সাস্ দেশে এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছ আছে, তাহার পাতা সকল সময়েই উত্তরাভিমুখে থাকে। ইহা পথিকদিগের নিকট কম্পাসের কার্য্য করে।

৬। আমেরিকায় কৃত্রিম ডিম্ব ও কফিদন্ত বৈজ্ঞানিক কৌশলে প্রস্তুত হইতেছিল, আবার তাড়িতযোগে দুগ্ধ হইতে রাশি রাশি মাখন চক্ষুর নিমেষে উৎপন্ন হইতেছে।

৭। গত ২৩এ নবেম্বর প্রুশিয়

মিসনরী বিদ্যালয়গৃহে তিন চারি শত দেশীয় খৃষ্টীয় মহিলা একত্র হইয়া এক সভা করিয়া সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি করেন, পরে তাঁহাদিগের একটী প্রীতিভোজ হয়।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। পদ্যসার ২য় ভাগ—বাবু ভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত, মূল্য ৵১০ আনা মাত্র। কবিতাগুলি বিবিধ বিষয়ে ও সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইতে পারে।

২। ভারত সংস্কারী—সচিত্র মাসিক পত্র, বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহিত ॥৵০ মাত্র। ইহার পুনরভ্যুদয়ে আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। নূতন সংখ্যা যেমন উৎকৃষ্ট কাগজে, উৎকৃষ্ট রূপে মুদ্রিত, সেইরূপ বিবিধ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধে পূর্ণ। কাগজখানি এই নমুনা মত চলিলে সাধারণের আদরণীয় ও উপকারক হইবে সন্দেহ নাই।

বামাগণের রচনা।

উন্নত তরু।

(অনেক কবিতা লেখক কর্তৃক সংশোধিত)

আহা কিবা চারু রূপ ধরি, তরুবর,
ঊর্দ্ধ শিরে ধীরে ধীরে উঠ শূন্যোপর,
বিস্তারি বিশাল শাখা বিমল প্রদেশে,
উঠিছ আকাশ যেন পরশ উদ্দেশে,
নব পত্র তব গাত্রে ছত্রের মতন,
তপনের তাপ যাতে করে নিবারণ,
ফুল ফুল ফল কত শিরেতে তোমার,
কিবা শোভা দেয় দেহে অতি চমৎকার।
তোমার ছায়ায় বসি শ্রান্ত পান্থ জন,
পরম সুখেতে করে শ্রান্তি নিবারণ,
তোমার সুমিষ্ট ফলে ক্ষুধাতুর নর,
অপার আনন্দে পুরে আপন উদর,
আকাশবিহারী যত বিহগ সকল,
তোমার আশ্রয়ে তারা আনন্দে বিহ্বল,
ধরিয়া মধুর তান মধুর কূজনে,
গায় গীতি দিবা রাতি বসি উচ্চাসনে।
পর উপকারে রত অনন্ত তোমার,
উন্নত হইয়া তও বিনীত সবার,
প্রকৃত উন্নত জন অবনত ভাবে,
ধরণীর উপকার করে ধীর ভাবে।
হায়! ভারতের পূর্ব আর্য্য নর নারী,
তোমার মতন তারা সাধু ইচ্ছা ধরি
পর উপকার ব্রতে আপন জীবন
গেছেন চলিয়া সবে দিয়া বিসর্জ্জন।
আহার আশ্রয় দান—দান ধর্ম্ম যত
আপন বাসনা সবে করিয়া সংযত,
অতিথির প্রতি করি আতিথ্য সৎকার
গেছেন দেখায়ে সবে মহত্ব অপার।
কিন্তু বিপরীত ভাবে নরনারী আজ
শিখাছে ভুলিয়া চির পূর্ব্ব ধর্ম্ম কাজ,
অহঙ্কার অলঙ্কার আজি তাহাদের
কিছুই নাহিক আর পূর্ব্ব সে কালের,
নাহি সে বিনীত ভাব দান ধর্ম্ম আর,
উন্নত হইয়া সবে গর্ব্বিত অপার,
আপন বিলাস পূর্ণ অথবা সকল
এই রীতি আজিকার—মহা বিপর্যয়।
আদর্শ চরিত্র, তরু কিন্তু হে তোমার,
মহত্বের মানচিত্র মহত্ব শিক্ষার।

সুমতি।

মাতৃশোকার্ত্তা দুঃখিনী কন্যার বিলাপ।

কোথা মা প্রফুল্লময়ী কোথায় রহিলে।
আমা সবে ফেলে মাগো কেমনে পালালে॥
কোথায় রহিলে তুমি কোথায় মা গেলে।
আমাদের কি দুর্দ্দশা চক্ষে না দেখিলে॥
নয় দিবসের শিশু কি করে রাখিয়ে।
অকাতরে অনায়াসে পালালে ফেলিয়ে॥
এক দিন না দেখিলে করিতে রোদন।
দুই বর্ষ কি করে মা রয়েছ এখন॥
পূর্ব্বে মা তোমার কথা না করে পালন।
কত রাগ কত হিংসা করেছি তখন॥
তখন ভাবিনি তুমি হবে অন্তর্দ্ধান।
কালান্তক যম এসে লবে তব প্রাণ॥
তুমি সতী পুত্রবতী সুখে চলে গেলে।
নয় দিবসের শিশু প্রতি না চাহিলে॥
চতুর্দ্দশ দিন তারে করিনু পালন।
নিষ্ঠুর হইয়া সেও করিল গমন॥
এখন আমরা ভাই ভগ্নী পঞ্চজন।
অনাথা হইয়া মোরা করি মা রোদন॥
কি করিব কোথা যাব ভাবিয়া না পাই।
তোমার বিহনে মাগো সুখ শান্তি নাই॥
অকূল পাথারে মোরা দিতেছি সাঁতার।
তোমা বিনা জননী গো কে করিবে পার॥
বড়ই হতেছে মোর জ্ঞানের উদয়।
তোমা বিনা দেখি সব অন্ধকারময়॥
যত দিন এ দেহেতে রহিবে মা প্রাণ।
তত দিন শোকানল না হবে নির্ব্বাণ॥
কিছুতে এ ক্ষতি পূর্ণ হইবার নয়।
যখনি পড়িবে মনে পুড়িবে হৃদয়॥
এ জগতে কেবা আছে জননী মতন।
যাঁহতে এ অবনীতে হল পদার্পণ॥
এ হেন জননী-রত্ন যেই হারায়েছে।
তার সম অভাগিনী জগতে কে আছে?
কত কষ্ট পেয়ে মাগো গিয়াছ চলিয়া।
সে সব স্মরিয়া মোর বিদরিছে হিয়া॥
তোমার মায়ের তুমি নয়নের মণি।
তাঁহারে ছাড়িয়ে কোথা রয়েছ জননী॥
তোমা ছাড়া হয়ে তিনি পাগলিনীপ্রায়।
কেবল আছেন সদা মৃত্যু প্রতীক্ষায়॥
এ সব দেখিয়ে তুমি কি করিয়া গেলে।
আমাদের প্রতি মুখ তুলে না তাকালে॥
মৃত্যুকালে তুমি মম পিতৃপদধূলি।
বাম হস্তে মস্তকেতে নিলে মাগো তুলি॥
এমন আশ্চর্য্য মৃত্যু দেখিনি কখন।
মৃত্যুর দুমাস অগ্রে বলেছ তখন॥
বলিলে "মা! ইন্দু তুমি শিশুমাত্র অতি।
না জানহ সংসারের কিছু ভাব গতি"॥
তখন জানিনি তুমি সত্যই মা যাবে।
পূর্ব্ব হতে আমাকে মা শিখায়ে রাখিবে॥
দ্বাদশ বৎসর কাল তোমা হারায়েছি।
সংসারের ভাব গতি কিছু না জেনেছি॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ মোর হল মা এখন।
দুই দিন ভিন্ন মাগো! না দিলে দর্শন॥
এত দিন না দেখে মা কাতর হৃদয়া।
কৃপা করি তনয়ারে লও মা ডাকিয়া॥
তোমার চরণে মাগো এই নিবেদন।
অতি শীঘ্র মা তোমারে পাই দরশন॥

কুমারী ইন্দুমতী সিংহ,
মুঙ্গের জামালপুর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৫২ সংখ্যা | পৌষ ১২৯২—জানুয়ারী ১৮৮৫। | ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ব্রহ্মজয়—ব্রহ্মযুদ্ধ অতি সত্বরই শেষ হইয়াছে। দুই একটী সামান্য সংগ্রামের পর ব্রহ্মরাজ থিব ইংরাজ-সেনাপতি পেণ্টারগর্ষ্টের হস্তে ধরা দিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের রত্নগিরি নামক স্থানে তাঁহার রাজ-কারাগার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার রাজকোষ হইতে ইংরাজেরা প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মদেশ আপাততঃ ইংরাজ-শাসনাধীন রহিল।

পার্লেমেণ্ট সভ্য মনোনয়ন—বিলাতে নূতন পার্লেমেণ্ট গঠন জন্য মনোনয়ন কার্য্য সমাধা হইয়াছে। রক্ষণশীল দলে ২৫২ এবং উদারনৈতিক দলে ৩৩৩ মত সংখ্যা হইয়াছে। এখনও আইরিস মত অনিশ্চিত থাকাতে গবর্ণমেণ্ট কোন্ দলের হস্তে অর্পিত হইবে স্থির হয় নাই। আমাদিগের বহুদিনের আশা নিষ্ফল হইয়াছে। বাবু লালমোহন ঘোষ অনেক ভোট সংগ্রহ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

কাউণ্টেস ডফরিণ ফণ্ড—গত ১০ই ডিসেম্বর টাউনহলে কাউণ্টেস ডফরিণ ফণ্ডের বঙ্গীয় শাখা প্রতিষ্ঠার জন্য এক সভা হইয়াছিল, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর স্বয়ং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই শাখার ইতিমধ্যে ৩০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

নেপাল গোলযোগ—নেপালের প্রধান মন্ত্রী রণদীপ সিংহ নিষ্ঠুররূপে

হত হওয়াতে তাঁহার বিধবা পত্নী, মৃত জঙ্গ বাহাদুরের কন্যা, ইংরাজ রেসিডেণ্টের আশ্রয় লইয়াছেন এবং তীব্র শোকোদ্দীপক একখানি আবেদনপত্র ইংলণ্ডেশ্বরীর সমীপে পাঠাইবার জন্য রাজপ্রতিনিধির নিকট পাঠাইয়াছেন। ঘাতকেরা তাঁহার সম্মুখে স্বামীকে গুলি করিয়া মারে, তিনি ন্যায় বিচারের প্রার্থিনী।

বধূশাসন—কলিকাতার কোন ভদ্র গৃহের ১২ বৎসরের একটী পুত্রবধূ একটী সন্দেশ চুরি করিয়া খাইয়াছিল বলিয়া জটিলা শাশুড়ী খুন্তি পোড়াইয়া তাঁহার গাত্রের নানাস্থান দাগাইয়া দেন। শিয়ালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেনের বিচারে এই শাশুড়ীর ৪ মাস কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। শাশুড়ীগণ সতর্ক হউন, সেকালের বৌজ্বালান ধর্ম্মপালন করিবার এ সময় নয়।

স্ত্রী-হাউস সর্জন—কুমারী প্রিডো নাম্নী একটী স্ত্রীলোক ১৯ জন পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভব করিয়া লণ্ডনের এক শিশু হাঁসপাতালের "হাউস সর্জন" পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। লণ্ডনে এরূপ পদে স্ত্রীলোক নিয়োগের এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

হিন্দু বিধবাবিবাহ—গত ৮ই অগ্রহায়ণ নদিয়ার অন্তঃপাতী গয়েশপুর গ্রামে কাঁচড়াপাড়ার একটী বিধবাবিবাহ হইয়াছে। বর হরিনগর গ্রামের একটী জমীদার, তাঁহার নাম অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বয়স ২৫ বৎসর; কন্যা গয়েশপুরের ৺ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা উমাসুন্দরী দেবী, বয়স ১১ বৎসর মাত্র। বরের এই প্রথম বিবাহ।

ভূপালের দুর্ভাগ্য—ভূপালের বেগম রাজ্যের কর্ত্রী। কিন্তু তাঁহার স্বামী অনেক বিষয়ে প্রভুত্ব প্রকাশ করাতে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজ্যসম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিবার আদেশ করেন। এখন প্রকাশ যে বেগম গোপনে স্বামীর পরামর্শ লইয়া কার্য্য করেন, ইহাও ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অসহ্য। বেগমকে এখন স্বামী বা রাজ্য হইতেই বা বঞ্চিত হইতে হয়।

বিলাতী প্রদর্শনী—আগামী চৈত্র মাসে লণ্ডনে "ইণ্ডিয়ান ও কলোনিয়াল এক্‌জিবিসন" নামে যে প্রদর্শনী হইবে, তাহাতে এ দেশের নবাব, রাজা রাজড়া ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগের যাইবার সুবিধা করিবার জন্য কুক কোম্পানীর প্রধানাধ্যক্ষ জন, এম, কুক সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাঁহার বোম্বাইয়ের ঠিকানা রাম্পার্ট রো এবং কলিকাতার ঠিকানা ১০॥ নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট।

বঙ্গদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য বিলাতী প্রদর্শনীতে যাইবে, ইতিমধ্যে কলিকাতার যাদুঘরে কয়েকদিন তাহার প্রদর্শন হইয়া গিয়াছে। নদের কারীকরদিগের প্রস্তুত

আদর্শ পল্লীগ্রাম ও কুটী বীরভূমের গালার কাজ, ভাগলপুর, মুরশিদাবাদ ও বহরমপুরের তসর ও পাটের কাপড়, ঢাকা ও কলিকাতার সূক্ষ্ম শঙ্খকরা কাপড়, মুঙ্গেরের আবলুশ কাষ্ঠ ও হাতির দাঁতের কাজ, সারণের মাটীর বাসন ও পাটনাই গ্লাস, মেদিনীপুরের মছলন্দ প্রভৃতি পদার্থ বিশেষ দর্শনীয়।

পুত্রোৎসর্গ।

যে সকল রমণীর পুত্র হয় না, তাঁহারা পুত্রের জন্য কত কামনা করিয়া থাকেন! কিন্তু ঈশ্বরের প্রসাদে পুত্রনিধি পাইলে তাহাকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য কয় জন যত্ন করেন? পিতা মাতা পুত্রকে সর্ব্বদা আপনাদিগের রুচি, ইচ্ছা ও পার্থিব লাভের উপায় স্বরূপ করিবার জন্যই চেষ্টা করেন। পুত্র যদি বিষয়ী হয়, তাঁহাদিগের আনন্দের সীমা নাই; কিন্তু পুত্র যদি ধর্ম্মানুরাগী, স্বার্থশূন্য ও ঈশ্বরগতপ্রাণ হয়, তাঁহাদিগের কত দুঃখ ও ক্ষোভের উদয় হইয়া থাকে। যাহার ৫টী সন্তান হইয়াছে, সে একটী যমকে দিয়া বরং সন্তুষ্ট হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্যে, দেশের হিতব্রতে, জগতের কল্যাণসাধনে সহজে একটীকে উৎসর্গ করিতে পারে না। ঈশ্বরই দেন, ঈশ্বরই লন, সন্তানের উপর পিতামাতার কি অধিকার আছে? কিন্তু তথাপি মোহের কি আশ্চর্য্য শক্তি, স্বার্থপরতার কি প্রবল আকর্ষণ, মানুষ প্রাণ ধরিয়া ঈশ্বরের কাজে সন্তানকে ছাড়িয়া দিতে পারে না। আমাদিগের দেশে ইতিপূর্ব্বে 'পুত্রোৎসর্গ' প্রথা ছিল, পূর্ব্বকালে এ দেশের রমণীগণ মানত করিতেন, যদি দুইটী পুত্র হয়, প্রথমটীকে গঙ্গাকে দিবেন এবং বস্তুতঃ তাঁহারা পাষাণে বুক বাঁধিয়া যথাসময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিতেন। ইহাতে তাঁহাদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এরূপ কার্য্য নিতান্ত নৃশংস এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারমূলক। ইহা দ্বারা ঈশ্বরের কোন প্রিয় কার্য্য বা জগতের কোন হিত সাধিত হয় না। যাঁহারা সাধুকার্য্যে সন্তানকে নিযুক্ত করিতে পারেন, সন্তান হইতে স্বার্থ সাধনের কোন আশা করেন না, তাঁহারাই যথার্থ পুত্রোৎসর্গ ব্রত পালন করেন। পূর্ব্বকালে রাজপুত ও স্পার্টান বীররমণীগণ যখন স্বদেশ রক্ষার জন্য পুত্রদিগকে রণক্ষেত্রে যাইতে আরতি দিতেন, তখন তাঁহারা পুত্রোৎসর্গ করিতেন। এখন ভারতের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে জননীগণ স্বার্থশূন্য হইয়া দেশের হিতব্রতে সন্তানদিগকে উৎসর্গ না করিলে দেশের উদ্ধারের উপায় নাই।

ভারত বিশ কোটী নীচপ্রকৃতি, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, স্বার্থপর, দাসের আবাসভূমি হইয়া কি উপকারে আসিবে? যদি এক শত ভারতবাসীর জীবন দেশের কল্যাণ-সাধনে উৎসর্গীকৃত হয়, এরূপ এক এক সন্তান দ্বারা

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা পুণ্যবতীচ তেন।"

কুল পবিত্র, জননী ধন্যা এবং পৃথিবী পুণ্যবতী হইবেন।

পুত্রোৎসর্গ বিষয়ে পাঠিকাদিগকে একটী পুরাণ কথা শুনাইব।

প্রাচীনকালে ইহুদীদিগের দেশে এলকানা নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার দুই স্ত্রী হানা ও পেনিন্না। তিনি হানাকে সমধিক ভাল বাসিতেন, কিন্তু সে বন্ধ্যা ছিল। পেনিন্না সন্তানবতী বলিয়া গর্ব্বিতা ছিল এবং সপত্নী হানাকে অনেক বাক্য যন্ত্রণা প্রদান করিত। শিল নামক স্থানে ইহুদীদিগের দেবমন্দির ছিল, এলকানা প্রতি বৎসর তথায় পূজা দিতে যাইতেন। তিনি যে প্রসাদী লইয়া আসিতেন, তাহার অল্প অল্প অংশ বাটিয়া পেনিন্না ও তাহার পুত্র কন্যা-গণকে দিতেন এবং বেশী ভাগ তাঁহার প্রিয়পত্নী হানাকে দিতেন। ইহাতে পেনিন্না আরও বিরক্ত হইয়া হানার বন্ধ্যাত্ব লইয়া গ্লানি করিত। এক বৎসর এলকানা সপরিবারে দেবমন্দির দর্শনে যান। সেখানে পেনিন্না হানাকে [illegible] প্রদান করাতে সে আর কিছু আহার [illegible]ন করিল না, কাঁদিতে লাগিল এবং হত্যা দিয়া তথায় পড়িয়া রহিল। সে ঈশ্বরের নিকটে করযোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিল "কৃপাময়! দাসীর প্রতি সদয় হইয়া একটী পুত্র সন্তান দেও। আমার গর্ভে যদি পুত্রসন্তান জন্মে, প্রভু, যাবজ্জীবনের জন্য তাহাকে তোমার দাস করিয়া দিব, তাহার মাথায় ক্ষুর বুলাইতে দিব না।" ইলাই নামে এক ব্যক্তি তৎকালে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত* ছিলেন, তিনি হানার ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহাকে উন্মত্তা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রাণের দুঃখে ঈশ্বরের নিকট কাঁদিতেছে জানিতে পারিয়া বলিলেন "বাছা তুমি এখন যাও, ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।"

এলকানা সপরিবারে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। দৈবঘটনায় অল্প দিন মধ্যে হানা গর্ভবতী হইলেন এবং একটী সুন্দর পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। ইহা ঈশ্বরের দান বলিয়া হানা ইহার নাম সামুয়েল বা দেবদত্ত রাখিলেন। পর বৎসর [illegible] সপরিবারে দেবমন্দির দর্শনে গেলেন হানা সহযাত্রী হইলেন, কিন্তু মন্দিরে উঠিলেন না। তাঁহার স্বামী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "আমি এ পুত্রটীকে একেবারে ঈশ্বরকে দিব অঙ্গীকার করিয়াছি; এ যে পর্য্যন্ত [illegible]

* এ সময়ে ইহুদীদিগের কেহ রাজা ছিল না, তাহারা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ রাজা বলিয়া বিশ্বাস করিত, এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পুরোহিতের শাসনাধীন থাকিত

ছাড়া না হয়, সে পর্য্যন্ত দেবতার সম্মুখে যাইব না।” তাঁহার স্বামী বলিলেন “তুমি যাহা ভাল বোধ কর, তাই কর; যে পর্য্যন্ত সন্তান মাইছাড়া না হয়, ইহাকে তোমার কাছে রাখিয়া পোষণ কর।”

দেবদত্ত যখন একটু বড় হইয়া স্তন্যপান ছাড়িল, হানা তখন আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া বলি ও নৈবেদ্য সহ শুকুমার পুত্রকে দেবমন্দিরে লইয়া গেল। পরে মন্দিরের পুরোহিতের চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া আপনার পরিচয় দিল এবং বলিল আমি ঈশ্বরের নিকটে এই পুত্রটীর কামনা করিয়াছিলাম এবং ইহাকে তাঁহার চরণে সঁপিয়া দিব অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তিনি আমার কামনা পূর্ণ করিয়াছেন, এখন ইহাকে যাবজ্জীবন তাঁহার সেবায় উৎসর্গ করিতে আসিয়াছি। পরে হানা এইরূপে ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করিতে লাগিল :—

“প্রভুকে লইয়া আমার হৃদয় আনন্দিত, প্রভুকে লইয়াই আমার গৌরব; প্রভু! আমি তোমার মুক্তিপ্রদ শক্তিতে বিশ্বাস করি, তাই তুমি শত্রুর নিকট আমার মস্তক উন্নত করিয়াছ।

প্রভুর মত পবিত্র কেহ নাই; আমাদের ঈশ্বরের মত অটল আশ্রয় কেহ নাই।

মনুষ্য! অধিক গর্ব্ব করিয়া কোন কথা বলিও না; তোমার মুখ হইতে দম্ভসূচক বাক্য যেন বহির্গত না হয়; কারণ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং তিনি সকল কার্য্যের বিচার করেন।

ধনুর্দ্ধরদিগের ধনু ভগ্ন হইয়া যায়, যাহারা চলৎশক্তিহীন, তাহারা কটি বাঁধিয়া দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হয়।

ধনধান্যে যাহাদের ভাণ্ডার পূর্ণ ছিল, উদরের জ্বালায় তাহারা দাসত্ব করে; যাহারা ক্ষুধায় মরিত, তাহারা সচ্ছন্দে আহার পান করে। বন্ধ্যা সাত পুত্রের মাতা হইয়াছে, বহু পুত্রবতী ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িয়াছে।

ঈশ্বর মারেন, আবার তিনিই স্বহস্তে বাঁচান।

প্রভু ধনীকে দরিদ্র করেন, আবার দরিদ্রকে ধনী করিয়া থাকেন, তিনি উচ্চ মাথা নত করেন, আবার নতকে উন্নত করিয়া থাকেন।

তিনি ধূলা হইতে দরিদ্রকে তুলিয়া এবং জঞ্জাল রাশির মধ্য হইতে ভিখারীকে বাছিয়া লইয়া রাজাদিগের মধ্যে বসাইয়া দেন এবং উচ্চ গৌরবের অধিকারী করেন। কারণ পৃথিবীর অবলম্বন-স্তম্ভ ঈশ্বরেরই এবং তিনি সংসারকে তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

তিনি ধার্ম্মিকদিগের পদ অক্ষত রাখিবেন, দুর্বৃত্ত লোকেরা অন্ধকারের মধ্যে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে, কারণ বলদ্বারা কোন মনুষ্য জয়যুক্ত হইবেক না।”

হানা বিধিমতে ঈশ্বরের পূজা সমাপন

করিয়া পুরোহিতের হস্তে সন্তানটীকে সমর্পণ করিল এবং পরে আপনার গৃহে ফিরিয়া গেল।

দেবদত্ত দেবমন্দিরে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ইলাই পুরোহিত তাঁহাকে সন্তানবৎ স্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপ্রাণা মাতা প্রতি বৎসর স্বামীর সহিত ঈশ্বরের পূজা দিতে আসিতেন, তখন তিনি দেবদত্তের জন্য এক একটী ছোট জামা প্রস্তুত করিয়া আনিতেন, বালক তাহা পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইত। ঈশ্বরের কৃপায় হানার আর তিন পুত্র ও দুই কন্যা হইল।

এ দিকে ইলাই পুরোহিত বৃদ্ধ হইলেন, হফনি ও ফিনিহাস নামে তাহার দুই পুত্র অত্যন্ত দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিল। তাহারা নানা প্রকার কুকার্য্যে রত হইল, যাত্রীদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল এবং ঈশ্বরের নৈবেদ্যের অগ্রভাগ বলপূর্ব্বক আপনারা লইতে লাগিল। কথিত আছে, পরমেশ্বর ইলাইকে ইহার জন্য অনুযোগ করিয়াছিলেন এবং তাহার বংশ উচ্ছেদ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন। তখন তিনি দেবদত্তকে তাঁহার যাজক বলিয়া মনোনীত করিলেন। এ সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য উপাখ্যান আছে। দেবদত্ত একদিন নিদ্রিত, "সামুয়েল, সামুয়েল" বলিয়া কে তাহাকে ডাকিল। বালক সাড়া দিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ইলাইর নিকট গমন করিল এবং বলিল "আপনি আমাকে কেন ডাকিয়াছেন?" ইলাই বলিলেন "বৎস! আমি তোমাকে ডাকি নাই, যাও, নিদ্রা যাও।" বালক শয়ন করিল। আবার "সামুয়েল, সামুয়েল" আহ্বানধ্বনি হইল, বালক আবার বিনীতভাবে পুরোহিতের নিকটে গিয়া বলিল "আপনি কেন ডাকিয়াছেন?" পুরোহিত আবার তাহাকে শয়ন করিতে বলিলেন। বালক নিদ্রিত হইয়া আবার সেই আহ্বানধ্বনি শুনিয়া পুরোহিতের নিকটে আসিল। তখন ইলাই বুঝিলেন, প্রভু পরমেশ্বর ইহাকে ডাকিয়াছেন। তিনি বলিলেন "বৎস, তুমি ঘুমাও গিয়া, যদি আবার কেহ ডাকেন শুনিতে পাও, বলিও "প্রভু! কি আজ্ঞা হয় বলুন, দাস শুনিতেছে।" পরে ঈশ্বর পুনরায় "সামুয়েল" বলিয়া ডাকিলে বালক বলিল "প্রভু, কি আজ্ঞা হয়, বলুন, দাস শুনিতেছে।" তখন পরমেশ্বর, ইলাই বংশ যেরূপে ধ্বংস করিবেন, বলিলেন। ইলাই পরদিন প্রভাতে দেবদত্তের মুখে ইহা শুনিয়া ভীত হইলেন। কিছুদিন পরে ইলাই ও তাঁহার পুত্রদ্বয় হত হইলেন। তখন দেবদত্ত ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত যাজক হইয়া ইহুদীদিগকে শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবন অতি পবিত্র ও সকলের শ্রদ্ধেয় ছিল, তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ঈশ্বরের ধর্ম্মশাসন ইহুদীদিগের নিকট প্রচার করিয়া পবিত্র ভাবে জীবন অবসান করিলেন।

স্ত্রী-বুদ্ধি।

পারস্য দেশের অন্তর্গত ইস্পাহান নগরে মরিয়ম বিবি নাম্নী এক স্ত্রী-লোক বাস করিতেন; তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। বয়োবৃদ্ধি সহিতে যেমন রূপবতী শিক্ষা সংস্কার ইত্যাদিতেও তদ্রূপ গুণবতী হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ কন্যার নাম নেশক্ট নোবিয়া। পারস্য দেশের অনেক লেখক মহাশয় মরিয়ম-কন্যার রূপ এবং গুণের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। নোবিয়ার অতুল শক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিদ্যাবত্তা এবং সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে পারস্য ইতিহাসে বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুন্দর গল্প আছে; পাঠিকাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা তাহার কয়েকটী অনুবাদ করিয়া দিলাম।

আশ্চর্য্য স্মরণ শক্তির জন্য মরিয়ম-কন্যার বিশেষ খ্যাতি ছিল। একদা এক চিকিৎসকের সহিত ঔষধের হিসাব লইয়া তাঁহার বিবাদ হয়; চিকিৎসক কিছু অধিক টাকার দাবী করেন। নোবিয়া বলিলেন, "চিকিৎসক মহাশয় তাঁহার পীড়িতাবস্থায় যে সমস্ত ঔষধ দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ আছে, সুতরাং তাঁহার (নোবিয়ার) হিসাব অভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।" চিকিৎসকের মনের সন্দেহ ইহাতেও সম্পূর্ণ ভাবে তিরোহিত হইল না। নোবিয়া বলিলেন, "চিকিৎসক মহাশয়! আপনি আপনার খাতা পত্র লইয়া আসুন; লিখিত হিসাব না দেখিলে বিচার্য্য বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হওয়া সুকঠিন।" চিকিৎসক মহাশয় যথাসময়ে হিসাবপত্র আনয়ন করিলে, নোবিয়া বলিলেন "ভিষগ্বর! আপনি আমার সামান্য হিসাবের নির্ভুলতা বিষয়ে সন্দেহ করেন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। আপনি আমার সমস্ত জীবনে আমাকে যে সকল ঔষধ দিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকের নাম, পরিমাণ, প্রয়োগ প্রণালী এবং প্রত্যেক বারের হিসাব আমি বলিয়া দিতে পারি। স্মৃতি-শক্তি পরীক্ষার জন্য ভিষগ্বর খাতা খুলিলেন, এবং নোবিয়া সুন্দরী অম্লান-বদনে বিদ্যালয়ের ছাত্রের ন্যায় দ্বাদশ বৎসরের ঔষধের হিসাব মুখে মুখে বলিয়া দিলেন। ভিষগ্বর আশ্চর্য্য হইয়া ঔষধের সমুদয় মূল্য নোবিয়াকে পুরস্কার স্বরূপ দিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। নোবিয়া যদি ইউরোপে জন্ম-গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার 'নামী—মেম্রিয়াবেথি' উপাধি হইত।

একবার এক বাদসাহের বাটীতে নোবিয়ার নিমন্ত্রণ হয়। বাদসাহের সচিবশ্রেষ্ঠ বলিলেন, নিকটবর্ত্তী যতগুলি অধিপতি আছেন, তাঁহাদের সকলের গৃহে সচরাচর যে সকল উপকরণাদি প্রস্তুত হয়, আমার গৃহে আজ যেন তৎ-

পেক্ষা অধিক পরিমাণে উপকরণ প্রস্তুত হইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরিত হইবার বন্দোবস্ত করা হয়। নোবিয়া বলিলেন "আমি নিকটস্থ পঞ্চবিংশ জন নরপতির বাটীতে আহার করিয়াছি; তাঁহারা সচরাচর যে প্রকার উপকরণ দিয়া আহার ক্রিয়া সমাপন করেন, তাহা আমি জ্ঞাত আছি।" এই বলিয়া তিনি প্রত্যেক নরপতির আহার্য্য দ্রব্যের তালিকা দিলেন; অনুসন্ধানে তাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

টিহারাণ সহরের কোন লেখক লিখিয়াছেন, এক সময়ে এক রাজপুত্রের সহিত নোবিয়া সুন্দরী "খাদি' ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। "খাদি" খেলা আমাদের দেশের শতরঞ্চ বা দাবা খেলার সহিত তুলনীয় হইতে পারে; "আইন আকবরী" গ্রন্থে ঐ খেলার উল্লেখ আছে। দাবা খেলার যতগুলি উপকরণের বা মূর্ত্তির আবশ্যক হয়, "খাদি" খেলায় তাহার চতুর্গুণ মূর্ত্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্রীড়ার অর্দ্ধাংশ সমাপ্ত হইলে রাজপুত্র কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যবশতঃ উঠিয়া যান, এবং নোবিয়ার স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য যে পর্য্যন্ত খেলা হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত সমগ্র হিসাবটি এক খানি কাগজে লিখিয়া রাখেন। এই ঘটনার ছয় বৎসর কাল পরে ঐ রাজপুত্রের সহিত নোবিয়ার সাক্ষাৎ হয়; তখন আবার পূর্ব্বের খেলা আরম্ভ হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নোবিয়া আনুপূর্ব্বিক পূর্ব্বার্দ্ধ খেলাটির সমস্ত হিসাব প্রদান করিলেন এবং সেই মত মূর্ত্তিগুলি বসাইয়া খেলিতে আরম্ভ করিলেন। রাজপুত্র বিস্মিত ও বিমোহিত হইয়া মেয়েটিকে এক গাছি সুবর্ণ বলয় পুরস্কার দিয়াছিলেন।

নোবিয়ার স্মরণশক্তির আরও অনেক উদাহরণ দৃষ্ট হয়। তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধিরও বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কথিত আছে, তিনি এরূপ বলবতী ছিলেন যে, দুই তিন বার দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়াও প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিলেন। একবার এক জন বলবান দস্যুকে তিনি মুষ্ট্যাঘাতে নিহত করেন। যাহাহউক, নোবিয়ার ধর্ম্মনিষ্ঠা, সরল বিশ্বাস ও সাধুজীবনের আমরা যথেষ্ট প্রশংসা করি। এই জন্যই তাঁহার এত আদর ও খ্যাতি বাড়িয়াছে। এক জন হিন্দু বণিক এক পৌত্তলিক মূর্ত্তি উপস্থিত করিয়া নোবিয়াকে পূজা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। নোবিয়া তাহা জলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, ইহা আপনার পূজ্য হইতে পারে, কিন্তু "ইহা আমাদের উপাস্য নহে; মাটির মূর্ত্তি কখনই ঈশ্বরের তুল্য শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রাপ্ত হইবার পাত্র হইতে পারে না। বহুপ্রকার প্রলোভনেও নোবিয়া এই উপাসনায় রত হয়েন নাই।" তাঁহার অটল ধর্ম্মবিশ্বাসের আরও অনেক উদাহরণ বর্ণিত আছে।

মিতাক্ষরা মতে দোষীর বিচার।

আমরা ‘ভ্রম ও মূর্খতার দণ্ডাবলী’ প্রস্তাবে মনুষ্যদিগের ভূতযোনিতে কেমন আশ্চর্য্য বিশ্বাস, তাহার বর্ণনা করিয়াছিলাম। কিন্তু এই কুসংস্কার-মূলক বিশ্বাসে যত অপকার ও অনিষ্ট হয়, মূর্খতাসম্ভূত আইন প্রণালী ও শাস্তিবিধি হইতে তদপেক্ষা অনেক অধিক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ভূতের ভয় মন একটু দৃঢ় করিতে পারিলে অথবা দুই একজন লোক সঙ্গে থাকিলে এড়ান যায়, কিন্তু কুবিধি ও নিষ্ঠুর আইনের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সহজসাধ্য নহে। জ্ঞানালোকের অভাবে মানব যে কত বালকত্বের পরিচয় দিতে পারে এবং অসঙ্কোচে কত অন্যায় ও ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়, নিম্নলিখিত পরীক্ষা প্রণালী গুলিতে তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে।

মিতাক্ষরার মতে দোষ পরীক্ষার নটী উপায় ;—(১) তুলাদণ্ড পরীক্ষা, (২) অগ্নি পরীক্ষা, (৩) জল পরীক্ষা, (৪) বিষ পরীক্ষা, (৫) কোষ পরীক্ষা, (৬) তণ্ডুল পরীক্ষা, (৭) টঙ্ক পরীক্ষা, (৮) লৌহ পরীক্ষা, (৯) বিগ্রহ পরীক্ষা।

১। তুলাদণ্ড পরীক্ষা—কোন ব্যক্তির নামে দোষের অভিযোগ হইলে তাঁহাকে রাজদ্বারে আনয়ন করা হয়। তথায় কড়ীকাষ্ঠ, দড়ী ও পাল্লা ঠিক করিয়া খাটান হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এক দিন উপবাসী রাখা হয়। একজন পুরোহিতও তাহার সঙ্গে উপবাসী থাকিয়া হোম ও অগ্নিপূজা করেন। পরে আসামীকে নির্দ্দিষ্ট দাঁড়ী পাল্লায় ওজন করিয়া তাহার ভার কত হইল, লিখিয়া লওয়া হয়। এই সময় ব্রাহ্মণগণ তুলাদণ্ডের নিকট দণ্ডবৎ প্রণাম করেন এবং শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি [illegible] অভিযোগের মর্ম্ম একখানি কাগজে লিখিয়া অভিযুক্তের মস্তকে বাঁধিয়া দেন। অল্পক্ষণ পরে পুনরায় তাহাকে ওজন করা হয়। এখন যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভারী হইলে দোষী, কম ভারী হইলে নির্দ্দোষী বলিয়া গণ্য হয়। যদি পূর্ব্বেও যেমন, এখন তেমনি ভারী হয়, আবার ওজন করা হয়, ভার একটুমাত্রও বেশী কিম্বা কম হইলেই বিচার তদনুরূপ হয়। ওজন করিতে যদি দাঁড়ীপাল্লা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে দোষ নিশ্চয় সপ্রমাণ হয়।

২। অগ্নি পরীক্ষা—৯ হস্ত দীর্ঘ ও ২ হস্ত প্রস্থ একটী চুলী খুলিয়া তাহাতে অশ্বত্থ কাষ্ঠের অগ্নি জ্বালা হয়, পরে অগ্নিপূজা হইলে অভিযুক্তকে তাহার উপর রিক্তপদে অর্থাৎ খালি পায়ে যাইতে হয়। পা পুড়িলেই সে দোষী, না পুড়িলেই নির্দ্দোষী।

৩। জল পরীক্ষা—অভিযুক্তকে নদী বা পুষ্করিণীর নাভিদেশ পর্য্যন্ত জলে দাঁড় করান হয়। পরে এক ব্রাহ্মণ আচমনান্তে জলে নামিয়া তাহার নিকট দাঁড়ান। এই সময় একজন ধানুকী তীর হইতে ৩টী শর ছোড়ে, অমনি সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী শর কুড়াইয়া আনিবার জন্য একটী লোক ছুটিয়া যায়। সে শর ধরিলে জলের ধার হইতে আর এক ব্যক্তি তাহার নিকট দৌড়িয়া যায়। এই সময় অভিযুক্তকে দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণের পদ বা দণ্ড ধরিয়া জলে ডুব দিতে বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তি শর লইয়া ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে অভিযুক্ত যদি ভাসিয়া উঠে, তবে সে দোষী, নতুবা নির্দ্দোষী। কাশীর নিকট জল পরীক্ষার কিছু সহজ উপায় আছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পা ধরিয়া জলে ডুব দিলে এক ব্যক্তি আস্তে আস্তে ৫০ পা চলিয়া যায়, তাহার চলা শেষ হইবার পূর্ব্বে ভাসিলে দোষ সপ্রমাণ হয়।

৪। বিষ পরীক্ষা—ব্রাহ্মণেরা হোম করিতে থাকেন, সেই সময় অভিযুক্তকে স্নান করিয়া আসিয়া এক ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে ২॥ রতি পরিমাণ বিষনাগ নামক বৃক্ষের শিকড় বা ৬৪ রতি পরিমাণ সেঁকো বিষ ঘৃতের সহিত মিশাইয়া খাইতে হয়। বিষের কোন গুণ প্রকাশ না হইলে সে নির্দ্দোষী, প্রকাশ হইলেই দণ্ডনীয় হয়। বিষ পরীক্ষার আর এক প্রণালী আছে। একটী মাটীর ভাণ্ডে কুণ্ডলীকৃত একটী সর্প রাখিয়া দেওয়া হয়, পরে তাহার উপর একটী আংটী ও মোহর বা টাকা ফেলিয়া দেওয়া হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তি অক্ষত অঙ্গুলিতে দ্রব্যগুলি তুলিয়া লইতে পারিলে নির্দ্দোষী, নতুবা দোষী।

৫। কোষা পরীক্ষা—কোষার জলে কোন বিগ্রহ ধুইয়া সেই জল ৩ গণ্ডূষ অভিযুক্তকে পান করিতে দেওয়া হয়। ১৭ দিনের মধ্যে তাহার কোন প্রকার পীড়া প্রকাশ হইলেই দোষ সাব্যস্ত হয়, নতুবা সে নিষ্কৃতি পায়।

৬। তণ্ডুল পরীক্ষা—যখন অনেক ব্যক্তির উপর চুরির সন্দেহ হয়, তখন একটী শালগ্রামের সহিত সমান পরিমাণ চাউল ওজন করা হয়, অথবা এক মুটা চাউল লইয়া তাহার উপর মন্ত্র পড়া হয়। সন্দেহ-ধৃত ব্যক্তিদিগকে এই পড়া চাউল কিছু কিছু চিবাইতে দেওয়া হয় এবং চর্ব্বিত চাউল অশ্বত্থ পাতা বা ভূর্জ-পত্রের উপর ফেলিতে আদেশ করা হয়। যাহার যাহার চর্ব্বিত চাউল শুষ্ক বা রক্তাক্ত দেখা যায়, তাহাদিগকে চোর বলিয়া ধরা হয়, অপর সকলে নিষ্কৃতি পায়।

৭। তৈল পরীক্ষা—ইহা অতি সহজ উপায়। কটাহে তৈল তপ্ত করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহাতে হাত ডুবাইতে বলা হয়। যদি হাত পোড়ে, সে দোষী, নতুবা নির্দ্দোষী।

৮। লৌহ পরীক্ষা—লৌহের গোলা বা তরবারের অগ্রভাগ তপ্ত করিয়া লাল করা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে হাত দিয়া দগ্ধ হইলেই দোষী বলিয়া দণ্ডনীয় হয়, নতুবা খালাস পায়।

৯। বিগ্রহপরীক্ষা—ধর্ম্মের মূর্ত্তি রূপা, এবং অধর্ম্মের মূর্ত্তি লৌহ বা মৃত্তিকাতে গঠিত হইয়া একটী কলসের মধ্যে রাখা হয়। পরে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দুইটী মূর্ত্তির একটী বাহির করিতে বলা হয়। রূপার মূর্ত্তি বাহির করিলে জয় তাহার পক্ষে, নচেৎ সে দোষী ও দণ্ডার্হ হয়। মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কখন কখন সাদা ও কাল কাগজের উপর ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আকৃতি চিত্রিত হইয়া ঐরূপে ব্যবহৃত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরীক্ষার ভিন্ন ভিন্ন বিধি। ব্রাহ্মণের তুলা, ক্ষত্রিয়ের অগ্নি, বৈশ্যের জল এবং শূদ্রের পক্ষে বিষ পরীক্ষাই প্রশস্ত। মতান্তরে ব্রাহ্মণের পক্ষে বিষ ভিন্ন সকল পরীক্ষাই হইতে পারে, তুলাপরীক্ষা অপরাপর জাতির পক্ষেও ব্যবহার্য্য। বিষ ও জলপরীক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীলোকের পক্ষে ব্যবস্থাপক যেমন সদয়, শূদ্রের প্রতি তেমনি নির্দ্দয়।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ হিন্দু যেমন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থামতে চলেন, বেহার ও উত্তর পশ্চিমের অনেক স্থানের হিন্দুগণ সেইরূপ মিতাক্ষরার বিধি অনুসরণ করিয়া চলিয়া থাকেন। উপরে মিতাক্ষরার যে সকল বিধি উল্লিখিত হইল, তাহা কেবল কথার কথা বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থাতেও এই ব্যবস্থা অনুসারে বিচার করিতে হইত, অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত উভয়েই ইহার পক্ষপাতী ছিল এবং ইহাকে ধর্ম্মের সাক্ষাৎ বিচার বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত। সাক্ষী আনিয়া আদালত করিয়া বিচার মানুষের বিচার, তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইত না। অনেক কষ্ট করিয়া ইংরাজ রাজপুরুষগণকে ধর্ম্মের বিচার তুলিয়া দিয়া মানুষের বিচার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে। পাঠিকাগণ! পরীক্ষা গুলির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন, কোনটীতে যদি কোনও যুক্তি থাকে। মনে হয় হইলে দুই একটী পরীক্ষা কার্য্যকর হইতে পারে, যেমন চাউল চর্ব্বণ, মুখ শুকাইলে চাউলও শুষ্ক বাহির হইবে। কিন্তু দোষীও অনেক সময় নির্ভয় এবং নির্দ্দোষীও ভয়ার্ত্ত হয়। তুলা, জল, তণ্ডুল, কোষ ও বিগ্রহ পরীক্ষা তত কঠোর নহে, কিন্তু আর ৩টী পরীক্ষায় দেহ ও প্রাণ হানির সম্ভাবনা। দোষ সাব্যস্ত করিবার জন্য এই দণ্ড! ইহার পর আবার দোষের দণ্ড আছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ এইরূপ পরীক্ষায় সম্মত কেন, তাহারও গূঢ় রহস্য আছে। সহস্র ধারার ভাণ্ডে যাত্রাওয়ালার রাধার জল আনা ও সতীত্বের প্রমাণ দেওয়া অনেকেই দেখিয়াছেন। শুধু তাহাতে জল পড়িয়া যায়, কিন্তু ছিদ্রগুলির উপরে

গোময় লেপন করিলে আর জল স্পর্শে না। উপরি-উক্ত পরীক্ষা সকলে উত্তীর্ণ হইবার জন্য এইরূপ কৌশল ছিল। হাতে বা পায় কোন দ্রব্য মাখিয়া অথবা বিষঘ্ন ঔষধ খাইয়া দোষী ব্যক্তিও ভয়ানক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত, নির্দোষী সে কৌশল না জানিলে মারা যাইত। কি অবিচার, বিচারের গুণে নির্দোষী দোষী এবং দোষী নির্দোষী হইয়া যায়! দোষীরা সাক্ষী প্রমাণে আদালতে ধরা পড়িবে বলিয়া ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া কৌশলে পার পাইত। ধর্ম্মের অন্ধবিশ্বাসীদিগের চক্ষে ইহা অলৌকিক ঐশ্বরিক ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইত। আজিও মানুষের কত বিষয়ে এইরূপ অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার আছে, কে গণনা করিবে?

রমণীর প্রেম।

১

ঊষা রাণী কোলে সুখের স্বপন,
পূর্ব্বাশার দ্বারে তরুণ তপন;
মুগ্ধ কুঞ্জ তলে, শিশিরের জলে,
কত ভালবাসি বিহগীর গান;
কত ভালবাসি কুসুমের হাসি,
আকাশ-তারকা,—চন্দ্রকর রাশি;
ঠেলিয়ে সে ভালবাসা, প্রকৃতি-প্রেমের আশা,
কে আজি হৃদয়ে পাতিল আসন?
—বুঝিয়াছ—তুমি পরশ রতন।

২

প্রকৃতির ডোরে বাঁধা ছিল প্রাণ,
প্রকৃতির সাথে ধরিতাম তান;
কালিন্দীর কূলে, কদম্বের মূলে,
জাগায়ে যমুনা বহিত উজান।
তুলিতাম ফুল, গাঁথিতাম মালা,
ভাসাতেম জলে হইয়ে উতলা;
কভু বা লহর ধরি, একটী একটী করি
কোল দিয়ে তায় রেখেছি বাঁধিয়া;
দিয়েছি সোহাগে মালা পরাইয়া।

৩

ক্ষীণ ফুল প্রাণ—শিথিল গাঁথনি,
ছিঁড়িয়াছে তাও দুরন্ত এমনি।
পরের সে ধন, পরের যতনি,—
চায়নি কখনি,—গিয়েছে ছুটিয়া।
থাকিতাম বসে একাকী বিরলে,
এক বিন্দু অশ্রু বারি ঝরিত সে জলে,
আবার আসিত ঢেউ, চলিয়া যাইত সেও,
বুঝিত না মম মরম বেদন;
কে ভাঙ্গিল আজি সে সুখ স্বপন?

৪

বোঝেনা প্রকৃতি, ভালবাসা মোর,
কিন্তু প্রিয়া সদা প্রেমেতে বিভোর;...

তুষিতে অপরে, সেই অকাতরে,
ভস্ম মাঝে যেই লুকান রতন।
চাইনা চাইনা ভালবাসা তোর,
ভুইলো প্রকৃতি বড় প্রিয় মোর;
বসিয়ে তোমার কোলে, ভাসি নয়নের জলে,
জীবন সঙ্গীত গাইব যখন,
শুনাইব যবে মরম বেদন,

৫

একটী নিশ্বাস দিও উপহার,
ফেলিও অশ্রুবিন্দু নয়নে আমার!
জীবন শ্মশান,—হৃদয় পাষাণ—
এ হইতে আর চায় না অধিক।
চাইনা অমিয়া—স্বরগের সুখ,—
বুক পেতে স'ব সংসারের দুখ,—
চাই শুধু ভক্তি ভরে,প্রকৃতির পূজা করে,
মরিবারে সুখে,—অহো—একি বিড়ম্বনা!
কে ভাঙ্গিল আজি সুখের স্বপন?

৬

বুঝিব কেমনে বিধির কি লীলা?
যেন শিশুটির শৈশবের খেলা!
যতনে গড়িয়া, ফেলিছে ভাঙ্গিয়া,
আবার গড়িছে—মনের মতন।
একটী প্রবাহে ছিলাম ডুবিয়া,
ছিল না কিছুই আমার বলিয়া;
পরের ছিলাম আমি,ছিল মম অন্তর্যামী,
কে আজি আমারে বলিছে আমার,—
পরের জীবনে কার অধিকার?

৭

কেউত কভু ও কথাটী কয় নি,
আমায় বলিয়া ফিরেও চায়নি;
কে তুমি কামিনী, শান্তি স্বরূপিণী,
কি সাধে শ্মশানে রাজত্ব পাতিলে?
কাঙালের ভাগ্যে মাণিক জোটেনা,
মরুভূমে কভু কুসুম ফোটেনা;
বুঝি পথ হারাইয়ে,শান্তির বীণাটী লয়ে,
স্বরগ ত্যজিয়া—এসেছ ধরায়;
ছলিতে পাপীরে কপট মায়ায়!

৮

অমিয়ার ধারা, ছোটে পায় পায়,
প্রেম উন্মাদিনী কি সঙ্গীত গায়;
শূন্যে বীণা বাজে, হৃদয়ের মাঝে,
তন্ত্রীগুলি যেন উঠিছে নাচিয়া।
বুঝিয়াছি তুমি পরশ রতন;
পরশেই সোণা—শ্মশান জীবন।
জীবনের ধ্রুব তারা,অতুল অমিয়া ধারা,
এ রতন বিনে জীবন মরণ;
রমণীর প্রেম—মন্দার তুলন।

৯

তাই ভাঙ্গা তরী—প্রলয়ের জলে,
রাখিছ বাঁধিয়া আপনার ব'লে;
যতনে সাজায়ে, প্রেমেতে মাখায়ে,
ভাল বাস যদি আমিও বাসিব,
আবার জীবন সঙ্গীত গাইব;
সাধিব না প্রকৃতিরে, নাই বা চাইল ফিরে।
বীণাটী বাজায়ে কবিও সঙ্গীত,
রমণীর প্রেম পরশ নিন্দিত।

কোলজাতি।

ছোট নাগপুরের অন্তর্গত রাঞ্চি ও সিংহভূম জেলাতে কোলজাতির বাস। কোলেরা প্রায় সাঁওতালজাতির সদৃশ। কিন্তু এই দুই জাতির মধ্যে অনেক বিভিন্নতাও আছে। সাঁওতালদিগের মধ্যে দুই একটী গৌরবর্ণ দেখা যায়; কোল জাতির মধ্যে গৌরবর্ণ অতি বিরল। সাঁওতালী স্ত্রীলোকেরা হাতে, পায় ও বুকে উল্কি পরে; কোলজাতীয় স্ত্রীলোকেরা কেবল কপালে একটী টিপ কাটে। সাঁওতালী স্ত্রীলোকেরা কাণের পাতায় বড় ছিদ্র করিয়া শোলা কিম্বা তাল পাতার কর্ণফুল ব্যবহার করে, এজন্য কাহারও কাহারও কাণের পাতা সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া যায়। কোলজাতীয় স্ত্রীলোকেরা তদ্রূপ করে না, কিম্বা সাঁওতালী স্ত্রীলোকদিগের মত পিতলের গহনা ও পুঁতির মালাও ব্যবহার করে না। কাণের পাতা দেখিলেই সাঁওতাল কি কোল জাতি সহজে জানা যায়।

কোলজাতির স্বাভাবিক বর্ণ কাল। কিন্তু বর্ণ কাল হইলেও ইহাদিগের মুখশ্রী ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব আছে। ইহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগকে হৃষ্টপুষ্ট দেখায়।

কোলজাতিরা পূর্ব্বে উলঙ্গ থাকিত। এক্ষণে স্ত্রী, পুরুষ সকলেই এক প্রকার কৌপীন ব্যবহার করে। এজন্য পশ্চাদ্দিক হইতে দৃষ্টি করিলে পুরুষ কি স্ত্রীলোক হঠাৎ ঠিক্ করা যায় না। যে সকল কোল পাহাড়ের উপর, জঙ্গলে বাস করে, তাহারা এখনও উলঙ্গ থাকে শুনা যায়। কেহ কেহ বা গাছের বল্কল ও পাতা পরিধান করে। যাহাদিগের সহরের নিকট বাস, তাহারা কাপড় ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে এবং অনেক পরিমাণে সভ্যও হইয়াছে। ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা হাটে বাজারে যাতায়াত করিবার সময় কৌপীনের উপর এক প্রকার শাড়ী ব্যবহার করে, কিন্তু বাটীতে গিয়াই খুলিয়া রাখে। শাড়ীগুলি দীর্ঘ বটে, কিন্তু অল্প-পরিসর বলিয়া কেবল জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এজন্য স্ত্রীলোকেরা বসিবার সময় হাঁটু পাতিয়া বসে। শাড়ীগুলি এত পুরু যে এক বৎসর কাল ব্যবহৃত হইলেও সহজে ছিঁড়িয়া যায় না। এরূপ কৌপীন ও শাড়ী কোলেরা নিজে নিজেই প্রস্তুত করে, কখন বা হাট হইতেও কিনিয়া লয়।

কৃষিকার্য্য কোলদিগের প্রধান উপজীব্য। ইহারা শাক, সবজী, ধান্য, গম, সরিষা, বুট, সুর্গুজা (তিলের মত এক রূপ তৈলোৎপাদক শস্য), ও ইক্ষু চাষ করে। কৃষিকার্য্য না থাকিলে ইহারা মজুরীও করিয়া থাকে। ইহারা মাটী কাটে, মোট বয়, ঘর বান্ধে, বাগানের কার্য্যও করে।

কোলেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সমান পরিশ্রম করিতে পারে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিলেও ইহারা ক্লান্ত হয় না। গৃহস্থালয়ে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, ইহারা কখনও আলস্য করে না। একবার দেখাইয়া দিলে, সমস্ত দিন সেই কার্য্য করিয়া থাকে। গৃহস্থকে পুনরায় আর কিছুই বলিতে হয় না। সিংহভূম জেলায় ইহাদিগের পুরুষের দৈনিক মজুরি /১০ দেড় আনা, ও স্ত্রীলোকের /০ এক আনা মাত্র।

কোলজাতিরা এক প্রকার মদ্য পান করে, তাহাকে তাহারা "হাড়িয়া" (পোনা মদ) বলে। এরূপ মদ্য ইহারা নিজে নিজেই প্রস্তুত করে। এজন্য গবর্ণমেণ্টকে কোন কর দিতে হয় না। পাহাড়ে এক প্রকার বাখর গাছ আছে। ঐ গাছের শিকড় চাউলের সহিত সিদ্ধ করিয়া তিন চারি দিন পর্য্যন্ত বড় বড় হাঁড়িতে ভরিয়া ঢাকিয়া রাখে। ঐ ভাত পচিলে, তাহা জলের সহিত চটকাইয়া এক প্রকার চালুনী দ্বারা ছাঁকিয়া লয়। ঐ ছাঁকা মদ্যের নাম হাড়িয়া। ইহা বলকারক, মাদকও বটে। অধিক পান করিলে মত্ততা হয়। কোলজাতীয় স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলেই দিবাতে কেবল হাড়িয়া মদ পান করিয়া থাকে, এবং রাত্রে অন্ন ভোজন করে। দূরে কোন স্থানে কার্য্য করিতে হইলে, কোলেরা ভাঁড়ে করিয়া হাড়িয়া লইয়া গিয়া তথায় পান করে।

কোলজাতি সকল প্রকার মাংসই আহার করে। মাংস প্রায়ই ইহারা পোড়াইয়া খায়। উই পোকা ও লাল পিপীলিকার ডিম্ ইহারা অত্যন্ত ভাল বাসে।

কোল জাতি সাঁওতালদিগের মত আমোদপ্রিয়। ইহারা নাচে, গান করে, বাঁশিও বাজায়। সাঁওতালেরা কেবল মাদল (ছোট মৃদঙ্গ) বাজায়; নাগরা, করতাল, ও ভেরী কোল জাতির বাদ্য। পুরুষেরা বাদ্য বাজায়; স্ত্রীলোকেরা নৃত্য করে ও গীত গায়। কোল জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের নৃত্য, গীত ও কণ্ঠস্বরভঙ্গী অনেকটা ইংরাজ রমণীদিগের মত।

কোলেরা ধনুর্দ্ধারী। তীর ধনুক ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র। ইহারা তীর দ্বারা ব্যাঘ্রকেও শিকার করে। কথিত আছে, কোন ব্যক্তিকে তীর দ্বারা মারিতে একবার সংকল্প করিলে, তাহাকে না মারিয়া ইহারা ক্ষান্ত হয় না। বিশেষ অনুরোধ কিম্বা ভয় প্রদর্শন করিলে, নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে একটী গাছের অন্তরালে রাখিয়া ঐ গাছে ইহারা তীর নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

কোল জাতির মধ্যে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও ব্যভিচার দোষ প্রায় নাই। ইহারা প্রাণান্তেও মিথ্যা বলে না, কাহাকেও বঞ্চনা করে না, ও পর-স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টিও করে না। স্ত্রীলোকেরাও সতীত্ব ধর্ম্ম পালন করে।

কোলেরা সূর্য্যকে ঈশ্বর বলিয়া মানে, ও সূর্য্যের পূজা করে। সূর্য্যকে ইহারা "সিঙ্গী বোঙ্গা" (সিঙ্গী—সূর্য্য, বোঙ্গা—দেবতা) বলে। পীড়া হইলে ইহারা ঔষধ সেবন করে না। ইহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে সূর্য্যের পূজা দিলেই পীড়া আরোগ্য হয়।

কোল জাতির মধ্যে অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। নির্ধন লোকেরা ছোট ছোট ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস করে। ইহাদিগের ঘর, দ্বার বড় পরিষ্কার। ঐ সকল ঘরের মাটীর দেয়াল, কাঁচা মেজে, খড়ের কিম্বা খোলার চাল। স্ত্রীলোকেরা প্রত্যহ নিজ নিজ ঘরের মেজে ও দেয়াল লেপন করে। লেপন কার্য্যে এক প্রকার পাণ্ডুবর্ণ বা লাল মাটী ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বা কাল মাটীর পরিবর্ত্তে সাধারণ মাটীর সহিত খড় পোড়া ছাই ব্যবহার করে। ইহাতে মেজে ও দেয়াল পাথরের মত কাল দেখায়, এবং জল বৃষ্টিতেও সহজে নষ্ট হয় না।

কোল জাতি মহিষ, গরু, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, হাঁস, মুরগী ও পায়রা পোষে, ও হাটে বাজারে বিক্রয় করে। ইহারা ধান্য, চাউল ও অন্যান্য শস্যও বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে বিনিময় অধিক পরিমাণে প্রচলিত। ইহারা কেবল লবণ ক্রয় করে, তদ্ভিন্ন সমস্ত খাদ্য দ্রব্যই নিজ নিজ ঘরে প্রস্তুত করিয়া লয়। ইহারা জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ ও বাঁশ আনয়ন করিয়া বাজারে ও গৃহস্থালয়ে বিক্রয় করে। এই সকল দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার সময়, ইহারা একবারেই যথার্থ মূল্য বলিয়া দেয়, দ্বিতীয়বার আর কিছুই বলে না। প্রথম কথিত মূল্য না পাইলে কোন দ্রব্যই বিক্রয় করিতে সম্মত হয় না।

কোল জাতি ঘরের মেজেতে বিছানা করিয়া শয়ন করে না। ইহারা "খাটিয়া" (একরূপ দড়ির খাট) ব্যবহার করে। খাটিয়া গুলি এত ছোট যে তাহাতে পা বিস্তৃত করিয়া শয়ন করা যায় না।

সাঁওতালী স্ত্রীলোকদিগের মত, কোল-জাতীয় স্ত্রীলোকেরাও গাছে উঠিতে পারে। ইহারা গাছে চড়িয়া শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করে ও ফল খায়। বট ও অশ্বত্থ গাছের ফল ইহারা বড় ভালবাসে।

কোল জাতিরা মলত্যাগ করিয়া জল ব্যবহার করে না। মাটী কিম্বা গাছের পাতা দ্বারা শৌচকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

সন্তান প্রসবকালে, কোলজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের ধাত্রী কিম্বা অন্য কাহারও সাহায্য লইতে হয় না। ইহারা নিজে নিজেই সূতিকাগারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। পূর্ণগর্ভবতী স্ত্রীলোকেরাও মাঠে, ঘাটে, হাটে যাতায়াত করে, এবং জঙ্গলেও কাষ্ঠ আনয়ন করিতে যায়। দৈবাৎ কোন স্থানে কাহারও প্রসববেদনা হইলে, প্রসূতি, অন্যের বিনা সাহায্যে

একাকিনী প্রসব কার্য্য সম্পন্ন করে, এবং সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া ও কাষ্ঠের বোঝা মাথায় করিয়া স্বচ্ছন্দে বাটীতে প্রত্যাগমন করে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

কোলেরা কখন কখন "কুলি" নিযুক্ত হইয়া আসাম, কাছাড় প্রভৃতি দেশের চা-বাগানে কার্য্য করিতে গিয়া থাকে। কোল জাতীয় কুলিরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী বলিয়া, অন্যান্য স্থানের কুলি অপেক্ষা আদৃত ও অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়।

(ক্রমশঃ)

নারীজাতি সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থা।

(২৫১ সংখ্যা ২৬৪ পৃষ্ঠার পর।)

তৎপরে মনু তৃতীয় অধ্যায়ে উদ্বাহ পদ্ধতিতে লিখিয়াছেন—

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং
নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং
ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্ ॥৩; ৮॥

যে স্ত্রীর মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার ছয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, যে চিররোগিণী, যাহার গাত্রে অল্পমাত্রও লোম নাই অথবা অতিশয় লোম, যে নিষ্ঠুরভাষিণী ও যাহার পিঙ্গল বর্ণ নয়ন, এই সকল স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক না।

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং
হংসবারণ গামিনীম্।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ
স্ত্রিয়ম্ ॥ ৩; ১০ ॥

কিন্তু যে স্ত্রী অঙ্গহীনা নহে, যাহার নাম অতি সুখে উচ্চারণ করা যায়, যাহার গতি মরাল ও মাতঙ্গের ন্যায় হৃদয়হারিণী, যাহার লোম ও কেশ সূক্ষ্ম এবং দন্ত ক্ষুদ্র, এইরূপ কোমলাঙ্গী ললনার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবেক।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ
ক্রমশোবরাঃ ॥ ৩ ; ১২ ॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ
স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্র-
জন্মনঃ। ৩; ১৩॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্ত; কিন্তু নিবৃত্তি উদ্দেশে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, শূদ্র কেবল শূদ্রাকে; বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রাকে; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাকে; এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা চতুর্ব্বিধ পত্নীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন।

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্য-
স্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমো২-
ধমঃ॥ ৩ ; ২১ ॥

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পৈশাচ ; এই আট প্রকার বিবাহ বিধি প্রচলিত আছে।

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ
প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৩ ; ২৭ ॥

বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা কন্যাবরের শোভা সম্পাদন ও পূজন পুরঃসর, শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন সচ্চরিত্র পাত্রে কন্যাদান ব্রাহ্ম-বিবাহ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং
প্রচক্ষতে ॥ ৩ ; ২৮ ॥

জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যদি কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিতকে সালঙ্কৃতা কন্যাদান করেন, তাহাকে দৈব বিবাহ বলে।

একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায়
ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স
উচ্যতে ॥ ৩ ; ২৯ ॥

কোন ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠানার্থ বরপক্ষ হইতে এক বা দুই গোমিথুন লইয়া কন্যা দানকে আর্ষ বিবাহ কহা যায়।

সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানু-
ভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ
স্মৃতঃ॥ ৩ ; ৩০ ॥

তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণ কর, বর ও কন্যাকে এই কথা বলিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক কন্যাদানকে প্রাজাপত্য বিবাহরূপে নির্দ্দেশ করা যায়।

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্বা কন্যায়ৈ চৈব
শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম
উচ্যতে ॥ ৩ ; ৩১ ॥

কন্যার পিত্রাদি অভিভাবককে এবং কন্যাকে আপন শক্তি অনুসারে পণ দিয়া বরের ইচ্ছাপূর্ব্বক দারপরিগ্রহকে আসুর বিবাহ বলা যায়।

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ
বরস্য চ
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কাম-
সম্ভবঃ ॥ ৩ ; ৩২

কন্যা এবং বর উভয়ের ইচ্ছাধীন যে বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে এইরূপ পরিণয় প্রণয়াধীন ঘটিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতা সাধন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং
গৃহাৎ
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে
—৩ ; ৩৩

বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করার নাম রাক্ষস বিবাহ ; কন্যা হরণ কালে যদি কন্যাপক্ষীয়েরা বিপক্ষ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে আহত কর

পতির্ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য
গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং
যদস্যাং জায়তে পুনঃ ॥৯; ৮॥

পতি ভার্য্যাগর্ভে সংপ্রবিষ্ট হইয়া আত্মজরূপে জন্মগ্রহণ করেন; এইরূপে ভার্য্যাগর্ভে আপনার জন্ম হয় বলিয়া ভার্য্যা জায়া এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ন কশ্চিদ্ যোষিতঃ শক্তঃ
প্রসহ্য পরিরক্ষিতুম্।
এতৈরুপায়যোগৈস্তু
শক্যাস্তাঃ পরিরক্ষিতুম্ ॥৯;১০॥

রমণীগণকে তাড়নাদি দ্বারা বলপূর্ব্বক কেহ ধর্ম্ম পথে রাখিতে পারেন না; তবে নিম্নলিখিত উপায়গুলির প্রয়োগ দ্বারা তাহাদিগের পরিরক্ষণ সংসাধিত হইতে পারে।

অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং
ব্যয়ে চৈব নিয়োজয়েৎ।
শৌচে ধর্ম্মেহন্নপক্ত্যাঞ্চ
পরিণাহস্য বেক্ষণে ॥৯;১১॥

ধনের আয় ব্যয়াদির তত্ত্বাবধানে, গৃহ ও নিজ দেহের পরিশুদ্ধি বিষয়ে, ধর্ম্মকার্য্যে, অন্নরন্ধনে ও শয্যাকটাহ প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রীর পর্য্যবেক্ষণে, তাহাদিগকে সতত ব্যাপৃত রাখিবে।

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ
পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু
রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥৯;১২॥

স্ত্রীলোক আপন ধর্ম্ম আপনি রক্ষা না করিলে আত্মীয় পুরুষগণ তাহাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেও তাহার বিশুদ্ধি পরিরক্ষিত হয় না। যে স্ত্রীলোক আত্মবিশুদ্ধি রক্ষণে যত্নবতী, তিনিই অস্খলিতচরিত্রা থাকেন; সুতরাং নিরন্তর ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে রাখিতে যত্নবান হইবে। তাড়নাদ্বারা কোন ফলোপধায়ক হয় না।

যদিও নবম অধ্যায়ে মহাত্মা মনুকে বামাদিগের প্রতি বাম বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি স্থানান্তরে তিনি অবলাকুলের প্রতি কৃপাকটাক্ষও নিক্ষেপ করিয়াছেন্—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে
সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥৩;৫৬॥

যে কুলে স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রালঙ্কারাদি লাভদ্বারা হৃষ্টমনে কালক্ষেপ করে, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন্। আর যে কুলে স্ত্রীদিগের অনাদর, সে বংশে সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায়।

জাময়ো যানি গেহানি
শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব
বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥৩;৫৮॥

ভগিনী, পত্নী, পুত্রবধূ প্রভৃতি রমণীগণ অসন্তুষ্ট হইয়া যে বংশের উপর অভিসম্পাত নিক্ষেপ করে, সেই বংশ মন্ত্রাহতের ন্যায় উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা
ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।

ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং

সৎকারেষূৎসবেষু চ ॥৩,৫৯॥

অতএব যাঁহারা বংশের সমৃদ্ধিকামনা করেন, তাঁহারা উৎসবাদি উপলক্ষে অশন বসন ভূষণাদি প্রদান দ্বারা ললনাগণের প্রীতি উৎপাদনে যত্নবান থাকিবেন।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা

ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ ॥৩,৬০॥

যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং

কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥

যে কুলে স্বামী পত্নীতে ও পত্নী স্বামীতে প্রীতিযুক্ত অনুরক্ত, সেই কুলে নিশ্চয়ই কল্যাণ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

বিধায় বৃত্তিং ভার্য্যায়াঃ

প্রবসেৎ কার্য্যবান্নরঃ।

অবৃত্তিকর্শিতা হি স্ত্রী প্রদুষ্যেৎ

স্থিতিমত্যপি ॥৯ অধ্যায়, ৭৪ শ্লোক ॥

যদি কোন পুরুষের কার্য্যোপলক্ষে দেশান্তর গমন আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাঁহার নিজ পত্নীর ভরণ পোষণের নিমিত্ত সুব্যবস্থা করিয়া যাওয়া উচিত; কারণ এরূপ দেখা গিয়াছে যে সুশীলা মহিলাও ভরণপোষণাভাবে পরপুরুষ ভজনা করিয়া কুল কলঙ্কিত করিয়াছে।

বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং

জীবেন্নিয়মমাস্থিতা।

প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব

জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ ॥৯,৭৫॥

স্বামী পত্নীর গ্রাসাচ্ছাদনার্থ বৃত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রবাস গমন করিলে, পত্নীর সংযতভাবে থাকিয়া পতির বিশুদ্ধ-পরিবারগণে সন্তুষ্টা হইয়া কালাতিপাত করিবেন। আর যদি স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষণের কোন প্রকার ব্যবস্থা না করিয়াই বিদেশ-গমন করেন, তাহা হইলে স্ত্রী সূত্রকর্ত্তনাদি শিল্প কার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেক।

রাধাচরণ ও নন্দকুমার।

তৃতীয় প্রস্তাব।

এই বারে আমরা নন্দকুমারের অদ্ভুত মোকদ্দমার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে নন্দকুমারের "জাল করা অভিযোগের" বিচার আরম্ভ হয়। ঐ বৎসরের জুন মাসের ৮ই তারিখে নন্দকুমার বলেন, "আমি এই ষড়যন্ত্রীকৃত মোকদ্দমায় সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষী, এবং যদি এই অভিযোগের প্রকৃতরূপে বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে আমি আমার স্বদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের জুরীদ্বারা বিচারিত হইতে ইচ্ছা করি।" আদালত এই প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই, সুতরাং

ইংরাজ জুরী নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। ৯ই জুন প্রাতঃকালে ৭ টার সময় বিচার আরম্ভ হয় *। খাল্‌সা সেরেস্তার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজ্যাণ্ডার ইলিয়ট সাহেব এই মোকদ্দমায় দ্বিভাষী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে নন্দকুমারের কাউন্সেল ফারার সাহেব এই বলিয়া আপত্তি উপস্থিত করেন যে, নন্দকুমারের শত্রুদিগের সহিত ইলিয়ট সাহেবের মিত্রতা জন্মিয়াছে। আদালত এই আবেদনটিও অগ্রাহ্য করেন। অবশেষে অনেক বাগবিতণ্ডার পরে, জ্যাক্‌সন্‌ নামে এক ইংরাজকে ইলিয়টের সহযোগী করিয়া দুই জন দ্বিভাষী দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইলিয়ট সাহেব ওয়ারেন হেষ্টিংসের একজন বন্ধু এবং ইলিজা ইম্পের সহিত একত্রে এক কুঠীতে বাস করিতেন। ইম্পে সাহেব ইঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। † ইলিয়ট নিজের ইচ্ছামতে দ্বিভাষী কর্ম্মের জন্য আবেদন করেন। ইহাতেই মোকদ্দমার ষড়যন্ত্রের সূত্রটি কেমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, পাঠক পাঠিকারা তাহা অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

নন্দকুমারের মোকদ্দমায় দ্বিতীয় জর্জ্জের বিধিবদ্ধ আইনগুলি প্রযোজিত হইয়াছিল। ঐ আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ ধারা মতে বিচার আরম্ভ হয়। এই আইন কেবল ইংলণ্ড ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন দেশে এখনও প্রযোজিত হয় নাই, স্কটলণ্ড ও আমেরিকাতেও এতদনুসারে কখনও কোন মোকদ্দমার বিচার হইতে দেখা যায় নাই। সার রবর্ট চেম্বার্শ নামে এক বিচারপতি এই আইনটি উঠাইয়া রাজ্ঞী এলিজাবেথের এক আইনমতে নন্দকুমারের বিচার করিতে বলেন। অবশেষে, দ্বিতীয় জর্জ্জের আইন মতেই বিচার হয়। টিলফো নামে একজন সেরীফ্‌ লিখিয়াছেন, "স্পষ্টতঃ বলিতে গেলে কোনও আইন মতেই নন্দকুমারের বিচার হয় নাই; তৎকালীন প্রধান বিচারপতি লিমেষ্টার সাহেবের গৃহ-প্রস্তুত আইনমতে এই মোকদ্দমার বিচার হইয়াছিল।"

বিচারের প্রথমে গবর্ণমেণ্টের উকিল বলিলেন, "মহারাজা নন্দকুমার ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে অস্ত্র, শস্ত্র ও বল প্রয়োগ পূর্ব্বক বলাকী দাস নামে এক ব্যক্তির দ্বারা এক খানি তমসুক জাল করাইয়া লইয়াছেন; ঐ তমসুকে মহারাজা নন্দকুমার, ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বলাকী দাসের অভিমতি ও অনুমতির বিরুদ্ধে তাঁহার (বলাকীর)

---

* তৎকাল প্রাতঃকালেই সুপ্রীম কোর্টের মজলিশ বসিত। ইলিজা ইম্পে বলিয়াছেন, তিনি কেবল ৯ই জুন তারিখে বিচারালয়ে গিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন দিনে (এই বিচারের সময়ে) যান নাই।

† কলিকাতা, রিভিউ, ২৮২ পৃষ্ঠা।

মোহরাঙ্কিত করাইয়া লইয়াছেন; ঐ তমস্সুক দ্বারা বলাকী দাসকে ৪৮,০২১ টাকার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা এবং শতকরা চারি আনা হিসাবে ঐ টাকার সুদ হইতে বলাকী দাসকে বঞ্চিত করা নন্দকুমারের দূষিত অভিপ্রায় ছিল।" মোকদ্দমার বিবরণ এই যে [illegible] নামে এক ব্যক্তি বলাকী দাসের নিকট (১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে) ১১৬৫ সালে নন্দকুমারের নামে কতকগুলি মূল্যবান অলঙ্কার (বিক্রয়ার্থ) গচ্ছিত রাখিলেন। মীর কাসিমের পতন হইলে বলাকী দাসের সমুদায় সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয় এবং সেই সঙ্গে ঐ সকল অলঙ্কারও নষ্ট হইয়া যায়।

১১৭২ সালে (১৭৬৫ খৃঃ অব্দে) নন্দকুমার তাঁহার অলঙ্কারাদি ফিরাইয়া চাহেন, কিন্তু বলাকী তাহা দিতে অক্ষম। বলাকী বলিলেন লুণ্ঠনের সময়ে তাঁহার কুঠি হইতে দুই লক্ষ টাকা অপহৃত হয়, ঐ টাকা এক্ষণে কোম্পানীর ঢাকার কোষাগারে নীত হইয়াছে; যদি বলাকী ঐ দুই লক্ষ টাকা ফিরিয়া প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে নন্দকুমারকে তিনি (বলাকী দাস) সুদ সহ ৪৮,০২১ টাকা দিতে স্বীকৃত আছেন। এই মর্ম্মে যে বন্দ লিখিত হইয়াছিল তাহাতে ১১৭২ সালের ৭ই ভাদ্র (১৭৬৫ খৃঃ অঃ ২০এ আগষ্ট) [illegible] লেখা দৃষ্ট হয়।

নন্দকুমারের মোকদ্দমায় প্রধান ও প্রথম সাক্ষীর নাম মোহন প্রসাদ। ইনি বলাকী দাসের সম্পত্তির ম্যানেজার গঙ্গা বিষ্ণুর মোক্তার ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

হৈমকান্তি।

জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাই যখন কোন দেশকে নানা প্রকার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখনি এক এক জন মহাত্মা আপনার জীবন দান করিয়া ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখান—প্রেমময় মহেশের প্রেমের জয় ঘোষণা করেন।

অত্যাচারী দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজত্বের সময় ইংলণ্ডের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্যায় ও অত্যাচার রাজার সহচররূপে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। শোণিত-পিপাসু বিচারকদ্বয়—জেফ্রিস্ ও জোন্স (যাঁহাদের নামে আজও ঘৃণার উদ্রেক হয়) রাজার হস্তের শাণিত অস্ত্রস্বরূপ ছিল। রাজ্যমধ্যে চতুর্দ্দিকেই শোণিতপাত—নির্দ্দোষীর হৃদয়ের রক্তে ইংলণ্ডের ভূমি সিক্ত। ন্যায়ের নামে অন্যায়, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, বিচারের নামে অত্যাচার হইত। নিষ্ঠুর জেফ্রিস প্রধান বিচারাসনে অধিরোহণ

করিয়া শোণিতপাতের বীভৎস আনন্দে উন্মত্ত হইয়া কোন প্রকার পৈশাচিক কার্য্য করিতেই কুণ্ঠিত হইত না। তাহাদের প্রকোপে রাজ্য হইতে শান্তি, সুখ ও ন্যায় পলায়ন করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে সেই অমানিশার বিভীষিকাময় লোমহর্ষণ দৃশ্যের মধ্যেও সুন্দর চরিত্র ছবির অভাব ছিল না। এস্থলে তাহারই একটী চিত্র অঙ্কিত হইতেছে।

একদিন টাইবরণবাসিগণ দেখিয়া চমকিত হইল যে একটী রমণী তাহার অসামান্য দয়া ও সহৃদয়তার পুরস্কার স্বরূপ চিতায় জীবন্ত দগ্ধ হইতেছে। দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজত্বকালে এই রমণীর পূর্ব্বে আর কাহারও জীবন্ত দাহনের দণ্ডাজ্ঞা হয় নাই। প্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপে কেহ চিতার নিকট যাইতে সাহস করিতেছে না অথচ রমণী প্রশান্ত ভাবে তাহাতে দণ্ডায়মান হইয়া দহনযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। এই ভীষণসৌন্দর্য্যের ছবি দেখিয়া কাহার প্রাণ না ভয়ে স্তম্ভিত ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়?

এই রমণী কে?—এলিজবেথ গণ্ট; —উইলিয়ম গণ্ট নামক এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের স্ত্রী। ইনি বাপ্টিষ্ট খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইনি ধনীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন নাই—অতুল সুখ ও সমৃদ্ধির মধ্যে বর্দ্ধিত হন নাই, কিন্তু রমণী-প্রকৃতি-সুলভ সহৃদয়তা ও পরদুঃখকাতরতা তাঁহার হৃদয়ে সম্যক বিকসিত হইয়াছিল। বিনয় ও উদারতা তাঁহার ভূষণ ছিল। বাল্যকাল হইতেই পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত—তাঁহার সমব্যথী হৃদয় পরের অশ্রুজল মুছাইতে ব্যাকুল হইত।

ইনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে কারাগার পরিদর্শন করিতে যাইতেন এবং তথায় বন্দীদিগের দুঃখভার লাঘবের প্রয়াস পাইতেন। রাজার অত্যাচার নিবন্ধন অথবা বিবেকের আদেশে ধর্ম্মগত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাহারা বন্দী হইত, তাহাদের প্রতিই তাঁহার মনোযোগ বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইত। তিনি ধনী না হইলেও নিরাশ্রয় দীন দরিদ্র তাঁহার দ্বারে আসিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইত না।

দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকাল হইতেই ইংলণ্ডে উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করিতেছিল। নানা প্রকার দৈব-দুর্ব্বিপাকে ইংলণ্ডের আকাশে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ানক মহামারীতে লণ্ডন নগর জনশূন্য হয়। নগরের প্রাসাদ সকল পরিত্যক্ত,—রাজপথ জঙ্গলে আচ্ছাদিত—সমস্ত নগর মৃতদেহে পূর্ণ হইয়া শ্মশান দৃশ্যে পরিণত হয়। এই মহামারীর হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার পাইতে না পাইতেই আবার প্রচণ্ড, সর্ব্বভুক্ অগ্নি করাল জিহ্বা প্রসারণ করিয়া লণ্ডন সহরকে ধ্বংস করিল—ত্রয়োদশ সহস্রেরও অধিক গৃহ ভস্মে পরিণত হইল। এদিকে আবার রাজ্যের

নানা প্রকার গৃহবিচ্ছেদ—নানা প্রকার অসন্তোষের কারণ ছিল। এক দলের ইচ্ছা ছিল যে ডিউক্ অব মন্মাউথ রাজার উত্তরাধিকারী হন। অপর এক দলের ইচ্ছা যে রাজার ভ্রাতা দ্বিতীয় জেমস্ তাঁহাদের রাজা হন। এই দুই দলে বিসম্বাদ চলিল; অবশেষে প্রথম দলের কয়েকজন চক্রান্ত করিল যে একদিন হঠাৎ পথে রাজার গাড়ি আক্রমণ করিয়া রাজা ও তাঁহার ভ্রাতা উভয়কে হত্যা করিবে।

তাহাদের দুরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল, কুচক্রীদিগের প্রাণদণ্ড হইয়া গেল। জেমস বার্টন নামক এক ব্যক্তি এই চক্রান্তস্থলে উপস্থিত ছিল এবং এই হত্যাকাণ্ডে যদিও তাহার অমত ছিল, তথাপি বিদ্রোহের অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। বার্টন প্রাণভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল; তাঁহাকে কেহ ধরিয়া দিতে পারিলে এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে এই রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল। বার্টন কিছুকাল ছদ্মবেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে কোমল-হৃদয়া এলিজাবেথ গণ্টের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এলিজাবেথের অবারিত গৃহে কয়েক মাস নিরাপদে যাপন করিল;—পরে একখানি ক্ষুদ্র তরণী পাইয়া তদ্দারা নদী বাহিয়া গিয়া এক জাহাজে পৌঁছিল এবং সেই জাহাজে করিয়া হলাণ্ড যাত্রা করিল। যাইবার কালে তাহার পাথেয় জন্য এলিজাবেথ তাহার হস্তে পঞ্চাশটি মুদ্রা প্রদান করিলেন। দুই বৎসর কাল হলাণ্ডে থাকিয়া এই হতভাগ্য পুনরায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিল এবং সেজমুর সমরে দ্বিতীয় জেমসের বিপক্ষে যুদ্ধ করিল। যুদ্ধ অবসানের প্রায় সপ্তাহত্রয় পরে বার্টন লণ্ডনে পলায়ন করিয়া আর এক ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিল। এইরূপে বিপদ রাশির মধ্যে ডুবিতে ডুবিতে মস্তক রাখিবার স্থান পাইয়া আশ্রয়দাতাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞভরে অবনত হওয়া দূরে থাকুক, জীবনাসক্ত বার্টন তাহাদেরই সর্ব্বনাশ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। বার্টন জানিত যে বিদ্রোহী অপেক্ষা বিদ্রোহিরক্ষকদিগের প্রতিই রাজার ক্রোধ অধিক। রাজাও প্রকাশ্যরূপে প্রচার করিয়াছিলেন যে বিদ্রোহীকে আশ্রয় দান করাকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ মনে করেন—এবং এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই।

জীবন-তৃষ্ণা ও অর্থলোভ এই দুইটি প্রলোভন বার্টনের হৃদয়ের সদ্ভাব-গুলির সহিত ভয়ানক সংগ্রাম আরম্ভ করিল। বার্টনের হৃদয় হারিল, সে স্বয়ং রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল—আপনার পরিচয় দিল—এবং বিদ্রোহীকে রক্ষার অপরাধে আপনার আশ্রয়দাতাদিগের নামে অভিযোগ করিল। রাজদ্বার হইতে অনতিবিলম্বেই শমন বাহির হইয়া তাঁহারা বন্দী হইলেন।

১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ এ অক্টোবর সোমবার দিবসে প্রধান বিচারক জেফ্রের নিকট এলিজাবেথের বিচার হইল। জুরিগণ সকলে উপস্থিত হইলে পর নিয়মিত সময়ে বিচার আরম্ভ হইল। বার্টন প্রভৃতিকে সাক্ষী দিবার জন্য আনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জনেরও সাক্ষ্যে এরূপ প্রমাণ পাওয়া গেল না যে এলিজাবেথ, বার্টনকে বিদ্রোহী বলিয়া জানিতেন; বরং বার্টন নিজমুখে স্বীকার করিয়াছে যে তাহার বিদ্রোহিতা সম্বন্ধে এলিজাবেথের সহিত কখনও কোন কথা হয় নাই। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে এলিজাবেথ তাঁহার বিশ্বজনীন দয়ার ভাবে প্রণোদিত হইয়া বার্টনকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপিও তিনি যখন রাজার কোপে পড়িয়াছেন, তখন আর ন্যায়-বিচারের আশা নাই। দয়ালেশশূন্য বিচারপতি তাঁহাকে দোষী স্থির করিলেন—এবং তাঁহার প্রতি জীবন্ত দাহনের দণ্ডাজ্ঞা দিলেন।

তিন দিবস অতিবাহিত হইল, আজ ২২ এ অক্টোবর—মর্ত্যে আজ এলিজাবেথের শেষ দিন—তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হইল—যাঁহার আদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারই আদেশে আবার ফিরিয়া চলিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকের স্তব্ধ জনতার মধ্য দিয়া—নীরবে—প্রশান্ত বদনে চিতার নিকট উপনীত হইলেন—বীর রমণী নিজ হস্তে আপনার চতুর্দ্দিকে চিতার ইন্ধন সাজাইলেন—এ দৃশ্য দেখিয়া কেহ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—রমণী চির বিশ্রামের জন্য চক্ষু দুটি মুদিলেন—মুখে স্বর্গীয় আলোকের ছায়া প্রতিফলিত হইল;—প্রেমের জয় হইল, স্বর্গের দেবতাগণ তাহার সাক্ষী রহিলেন।

গার্হস্থ্য সঙ্গীত।

কিবা সুখের সংসার,
পবিত্র প্রণয়ে বদ্ধ প্রেম পরিবার।
মাতা পিতা বন্ধু ভাই, মিলি যথা এক ঠাঁই,
ভক্তিভরে পূজে নিত্য যত্ন সারাৎসার;
ক্ষুধিত তৃষিত জন, অন্নজলে তুষ্ট মন,
নিত্য হয় দান ব্রত অতিথি-সৎকার।
নাহি কলহ বিবাদ, হিংসা দ্বেষ পরিবাদ,
ক্ষমা শান্তি শোভে যথা দিব্য অলঙ্কার
প্রেমে বিগলিত চিত, পর দুখে বিষাদিত,
পর সুখে হয় প্রাণে আনন্দ অপার।
সম্পদে বিপদে বীর, [illegible] দমনে ধীর,
ঈশ্বরের ইচ্ছা করি [illegible]মের সার,
তাঁহাকে জানিয়া মন, [illegible] অনুক্ষণ,
সাধন সংসার ধর্ম্ম—শোকের বরুণাগার

মরিসস ও কোয়ারেণ্টিন ষ্টেশন।

মরিসস যাইতে হইলে সকল জাহাজকেই রাউণ্ড আইল্যাণ্ড নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের নিকট থামাইতে হয়। এই স্থান পোর্টলুই হইতে ১৪।১৫ ক্রোশ দূর। এখানে একটী সিগন্যাল ষ্টেশন* আছে। এই স্থলের কর্ম্মচারীরা প্রথমে জাহাজের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া লয়। পরে আরোহিগণের শারীরিক অবস্থা এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন সংক্রামক পীড়া পথিমধ্যে হইয়াছিল কি না বা ঐ সময়ে কেহ উক্ত রোগাক্রান্ত আছেন কি না, এই সকল বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লয়। যদি বসন্ত,বিসূচিকা প্রভৃতি সংক্রামক পীড়া পথিমধ্যে আরোহীদের ভিতর কাহার না হইয়া থাকে বা বর্ত্তমানে দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে জাহাজকে পোর্টলুই বা মরিসস রাজধানীতে যাইবার অনুমতি দিয়া পোর্ট অফিসকে তারযোগে সংবাদ দেওয়া হয়। কিন্তু যদি উল্লিখিত রোগ হইয়া থাকে বা তখনও উপস্থিত থাকে, তবে জাহাজকে এই স্থানে অপেক্ষা করিতে হয়। পরে কোয়ারিণ্টাইন সভা, আরোহিগণকে যে স্থলে অবতীর্ণ হইতে হইবে এবং যত দিন সেই জাহাজকে কোয়েরিণ্টাইনে থাকিতে হইবে,তাহা স্থির করিয়া সংবাদ দেন। এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে, রাউণ্ড অ ইল্যাণ্ডের কর্ম্মচারিগণের সহিত জাহাজের লোকদিগকে সঙ্কেতে কথোপকথন করিতে হয়।

রাউণ্ড আইল্যাণ্ড হইতে পোর্টলুইয়ে আসিবার অনুমতি পাইলেও, জাহাজ একেবারে পোর্টলুই বন্দরে লাগিতে পারে না। রাজধানীর ২ ক্রোশ দূরে "বেলবয়" নামক একটী বৃহৎ বয়ার উত্তরাংশে সমুদ্রাভিমুখে অপেক্ষা করিতে হয়। সমুদ্রের এই অংশের নাম কোয়ারেণ্টিন গ্রাউণ্ড। জাহাজকে এই স্থানে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিতে হয়। যে জাহাজের উপর যত দিন কোয়ারেণ্টিন স্থাপিত হয়, তাহা এই স্থলে থাকিয়াই ক্ষেপণ করিতে হয়। যে জাহাজে বসন্ত বা বিসূচিকা হইয়াছে, তাহার শেষ রোগীর আরোগ্যকাল হইতে (২১—৪০) দিন পর্য্যন্ত তাহাকে এখানে থাকিতে হয়। আরোহিগণের কথা দূরে থাকুক, সেই জাহাজের কোন দ্রব্যও স্থলভাগ স্পর্শ করিতে পায় না। এই অবসরে যদি আরোহীদের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে কেহ সংক্রামক রোগাক্রান্ত হয়, তবে তাহার আরোগ্যকাল হইতে আবার (২১—৪০) দিন পর্য্যন্ত ঐ স্থানে থাকিতে হইবে। আমরা শুনিয়াছি এইরূপ বিড়ম্বনায় পড়িয়া, এক খানি জাহাজ চারি মাস কাল এখানে ছিল। কোন কোন জাহাজ এইরূপ অবস্থায় অন্য দেশে চলিয়া যায়। কিন্তু মরিসসে মাল নামাইবার প্রয়োজন হইলে অগত্যা জাহাজকে এখানে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। ইহা যে কি দারুণ যন্ত্রণা তাহা উক্ত জাহাজবাসীরাই অনুভব করিতে পারেন। বিনা অপরাধে কঠিন মানসিক শ্রমের সহিত কারাবাস যদি কখন কাহারও হইয়া থাকে, তবে তাহা এই। আমরা

* কোন কোন সিগন্যাল ষ্টেশনে বাতিঘর আছে। সকল সিগন্যাল ষ্টেশন বাতিঘর নহে।

তিন বার মরিসস গিয়াছিলাম। এক বার ১৫ দিন আর দুই বার সাত দিন করিয়া এইরূপ অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল।

আহারীয় দ্রব্য বা অন্য কোন সামগ্রী প্রয়োজন হইলে স্থলে জাহাজের যে কর্তৃপক্ষ থাকেন, তিনি পাঠাইতে পারেন। কিন্তু যাহারা নৌকা করিয়া উক্ত দ্রব্য লইয়া আসিবে, তাহাদের বা সেই নৌকার সহিত জাহাজের কোন সংস্পর্শ হইতে পারিবে না। জাহাজের দুটি নৌকা সমুদ্রে ভাসাইয়া দিতে হয়। একটী নৌকায় সমস্ত দ্রব্যাদি তুলিয়া দিয়া উহারা প্রস্থান করে, পরে অন্য নৌকাটীতে যাইয়া উক্ত নৌকাকে ধরিয়া আনিতে হয়।

যদি আরোহীর সংখ্যা অধিক থাকে, তাহাদিগের এত দীর্ঘকাল এইরূপ সংকীর্ণ স্থানে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবার ক্লেশ দূর করিবার মানসে সৌভাগ্যক্রমে মরিসস গবর্ণমেণ্ট একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেই উপায়ের ফলই কোয়ারেণ্টিন ষ্টেসন। এইরূপ স্থান দুইটী আছে—একটী অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ, পোর্টলুই হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূরে; অপরটী দ্বীপেরই উত্তরাংশের অল্প ভূমিখণ্ড মাত্র। বেশি দিনের কোয়ারেণ্টিন বা রোগী হইলে আরোহীদিগকে ইহার কোন একটী স্থানে অবতীর্ণ করিয়া দেওয়া হয়, পরে জাহাজ সুস্থ কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া পোর্টলুইয়ের কোয়ারাণ্টিন ভূমিতে থাকে। এই নিয়মটী থাকায় আরোহীরা কিয়ৎ পরিমাণে হাত পা ছাড়াইয়া সুস্থ হয় এবং জাহাজের অধিকারীদিগকে অধিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না, কেননা এরূপ স্থলে জাহাজের অধিক দিন কোয়ারেণ্টিনে থাকিবার অল্প সম্ভাবনা। আরোহীদের সঙ্গে কোয়ারেণ্টিনের যে নিয়ম, কোয়ারেণ্টিন ষ্টেসনে আরোহীদের পক্ষেও সেই নিয়ম। সুতরাং কখন কখন জাহাজের ন্যায় আরোহীদিগকে এখানে একাদিক্রমে ৩।৪ মাস থাকিতে হয়। ফ্ল্যাট আইল্যাণ্ড একটী পৃথক ক্ষুদ্র দ্বীপ, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এখানে ৭০০।৮০০ শত ফিট উচ্চ একটী পাহাড় আছে। সাগর-বক্ষ হইতে ইহার আপাদমস্তক দেখিলে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়—যেন এক গম্ভীর-মূর্ত্তি যোগী পুরুষ উন্নত মস্তকে সেই যোগেশ্বরের ধ্যান করিতেছেন। সংসারের নানাবিধ বিভীষিকার ন্যায় উত্তাল তরঙ্গমালা তাঁহার যোগ ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত সবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছে। পবন নানা স্বরে তাঁহার কর্ণে কতই কুমন্ত্রণা দিতেছে। কিন্তু সেই অটল-চিত্ত যোগিবর নিস্পন্দ ভাবে সমাধিস্থ আছেন, তাঁহার কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই।

এই দ্বীপটীকে একটী বালুকাময় মরুভূমি বলিয়া বোধ হয়। কয়েক বৎসর হইল, ছায়া-প্রদানকারী কতকগুলি বৃক্ষ দ্বীপের ইতস্ততঃ রোপিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ অল্প-সংখ্যক বৃহৎকাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুসজ্জিত কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহও আছে। বিসূচিকা বা বসন্ত রোগের জন্য যে সকল জাহাজের উপর কোয়ারেণ্টিন স্থাপিত হয়, তাহাদের আরোহিগণকে এই দ্বীপে নামিতে হয়।

আর একটী কোয়ারেণ্টিন ষ্টেশনের নাম ক্যানোনিয়ার্স পয়েণ্ট। এই স্থানটী মরিসসের সর্ব্বোত্তরাংশ। ইহা একটী সুরম্য উদ্যানের ন্যায়। ইহার আয়তন আনুমানিক ১০০ বিঘা। ফ্ল্যাট আইল্যাণ্ডের

গৃহগুলির ন্যায় এখানকার গৃহ। বৃক্ষের মধ্যে নারিকেল, জাম, বকুল ও ঝাউয়ের সংখ্যাই অধিক। নিদাঘে ইহাদের ছায়া উদ্যানবাসীদিগের গ্রীষ্মাতিশয্য অনেক পরিমাণে হ্রাস করিয়া সুখের কারণ হইয়া থাকে। এখানে কোন পাহাড় নাই। ইহার তিন পার্শ্বে অনন্ত সাগর ধূ ধূ করিতেছে, বালুকাময় তটে উত্তাল তরঙ্গ নিয়ত উচ্চ শব্দ করিয়া প্রতিঘাত করিতেছে এবং কত সমুদ্রজাত প্রাণী উপকূলে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে নানাবর্ণের অতিসুন্দর শুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখানে দশ দিন ছিলাম। প্রতি দিন শুক্তি আহরণ করিতে একবার করিয়া তীরে যাইতাম। প্রবাল, স্পঞ্জ প্রভৃতি অন্য প্রাণীও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিবার মানসে আমরা একদিন নামিয়াছিলাম, কিন্তু এক হাঁটু জলের অধিক দূর যাইতে সাহস হয় নাই। বীচিমালার সেই ভীষণ আকৃতি, কর্ণভেদী গর্জ্জন ও মহান আস্ফালন দেখিলে শুনিলে ও অনুভব করিলে হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয় না, এমন লোক অতি অল্পই আছেন।

এই দুইটী স্থান মরিসস গবর্ণমেণ্ট দ্বারা রক্ষিত হয়। যে সকল জাহাজের আরোহীদের উপর কোয়ারেণ্টিন সংস্থাপিত হয়, তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ইহাদের আহার গবর্ণমেণ্ট যোগাইয়া থাকেন, এবং তজ্জন্য প্রথম শ্রেণীর নিকট দুই টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর নিকট এক টাকা ও তৃতীয় শ্রেণীর নিকট আট আনা করিয়া প্রতি দিন লইয়া থাকেন। খাদ্য একরূপ চলনসই পাওয়া যায়। বৃষ্টির জলই পানার্থে ক্ষুদ্র লোহার পুষ্করিণীতে ধরিয়া রাখা হয়। যখন জলের অনাটন হয়, তখন পোর্টলুই হইতে আনা হয়।

এখানকার কর্ম্মচারীদের মধ্যে একজন ভাণ্ডারী, একজন ডাক্তার যাঁহাকে Surgeon Superintendent of the Quarantine Station বলে, ২০।৩০ টী সৈন্য এবং কতিপয় ভৃত্য। সার্জ্জনই এখানকার একরূপ সর্ব্বেসর্ব্বা, সকলেই তাঁহার অধীন। তিনি ইচ্ছা করিলে অপরাধীকে কয়েদ করিতে পারেন।

উদ্যানের বাহিরে ৪০০ হস্ত ভূমিখণ্ড মধ্যে বাহিরের লোক পদার্পণ করিতে পারে না, এবং উদ্যানের লোক ঐ সীমার বাহিরে যাইতে পারে না। যদি কেহ এই নিয়ম লঙ্ঘন করেন, প্রথমতঃ তাহাকে সৈন্যেরা নিবারণ করিবে। পরে না শুনিলে সার্জ্জনের অনুমতি পাইলে তাহাকে গুলি করিতে পারে।

নূতন সংবাদ।

১। লেডী ডফরীণ ফণ্ডে কুমার মহিমারঞ্জন রায় ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

২। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজকুমার লুই নেপোলিয়ন ভারতবর্ষ পরিদর্শনে আসিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি গারো পর্ব্বতে হাতীধরা দেখিতে গিয়াছেন।

৩। পেল মল গেজেট সম্পাদক ষ্টেড সাহেব কারাগারে গিয়াও বীরের ন্যায় সাহসিকতা দেখাইতেছেন। তাঁহার সাহায্যার্থ তাঁহার বন্ধুগণ ৮০ হাজারের অধিক টাকা তুলিয়াছেন।

৪। মাদাগাস্কারের রাজ্ঞীর সহিত ফরাসীদের যে যুদ্ধ অনেক দিন চলিতেছিল, তাহার শান্তি হইয়াছে। ফরাসীরা মাদাগাস্কার রাজকোষ হইতে ৪০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ লইয়া আর সকল দাবী দাওয়া পরিত্যাগে স্বীকৃত হইয়াছেন।

পুস্তক-প্রাপ্তি।

আমরা সমস্মানে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির প্রাপ্তি মাত্র স্বীকার করিলাম, পশ্চাৎ সমালোচনা করিব।

১। মায়াবিনী—শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু প্রণীত, মূল্য ৷৷০ আনা।

২। পরেশ প্রসাদ—একজন পরিব্রাজক বিরচিত মূল্য ৷৷০ আনা।

৩। মধু মালতী—সূর্য্যকুমার সোম প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ৷৴০ আনা।

বামাগণের রচনা।

সূর্য্যোদয়।*

দেখ সূর্য্য উদয় হইয়াছেন। ইহাঁর শোভা এসময় এরূপ বোধ হইতেছে, যেন অন্ধকারকে জয় করিবার জন্য বিজয় গোলা মারিয়াছে, অথবা প্রকাশের এ পিণ্ড, কিম্বা আকাশ সরোবরে একটি বড় লাল কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছে, বা লোকেদের শুভাশুভ কর্ম্মরূপ সূতের এ চক্র, অথবা কালের নির্দেশ হইবার শপথ করিবার এ তপ্ত লৌহ গোলা, কিম্বা এ এক লাল বেলুন যাহা সমরকে লইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, কিম্বা রাত্রিতে সুখিনী হয় ও দিবসে বিয়োগিনী হয় সেই রমণীদের বিয়োগাগ্নির এ কুণ্ড, বা পূর্ব্বদিগঙ্গনার মাণিক্যের চূড়ামণি কিম্বা কাল খেলাড়ীর এ লাল রঙ্গের ঘুড়ী, বা সময় রেলগাড়ীর আগমনসূচক সম্মুখের লাল লণ্ঠন কি শূন্যমার্গে জলন্ত এক লাল ঝাড় কিম্বা সেই বড় টাকশালের ইহাও এক মোহর যাহা চন্দ্রের

---

* প্রভাতে সূর্য্যোদয় দেখিয়া একটী বালিকার মনে কত আশ্চর্য্য ভাবোদয় হইতে পারে, এই রচনা তাহার উদাহরণ স্থল। পাঠিকাগণের কৌতূহল চরিতার্থের জন্য ইহা অবিকল প্রকাশিত হইল। বাং বোং সং।

মহৎম টাকার অপেক্ষা মূল্যে যোল গুণ অধিক, কিম্বা সময় চালানের পেটীর উপরে এ গালার মোহর, কিম্বা আকাশ-রূপী দিগম্বরের ভিক্ষা করিবার এ তাঁহার বাটী, কিম্বা অন্ধকারে যুদ্ধ করিবার কাল বীরের এ রক্ত মাখা ঢাল, বা নিশা কামিনীর এ স্বর্ণের কর্ণফুল, কিম্বা তাহার লীলা কদম্ব, কিম্বা তাহার খেলিবার লাল রঙ্গের কন্দুক, কিম্বা শয়ন করিবার মখমলী গোল বালিস, কিম্বা তাহার কপালের লাল কাচের টীপ, কিম্বা জ্যোতির্বিদ বুদ্ধির ঘোড়-দৌড়ের সীমা বিন্দু, কিম্বা সে কতই গণিল, কিন্তু কিছুই তাহার কাছে আসিল না; এ তাহারি শূন্যবিন্দু, কিম্বা ইহা একটী লাল পাতরের গুম্বজ, কিম্বা কাল দূতের মাথার এ গোল পাগড়ী, কিম্বা সেই বিচিত্র বালকের খেলিবার ইহাও একটী খেলনা, কিম্বা জগৎকে চেতন করিবার এ ঢাক, কিম্বা প্রাতঃ-কালের জনসমূহের মঙ্গল সূচক দিশা-বধূর আরক্ত করতল, কিম্বা সেই কর্ম্মকাণ্ডীর এ অগ্নিকুণ্ড, যাহাতে নিত্য তিনি জগতের আয়ু হোম করেন, কিম্বা সেই মঙ্গল মূর্ত্তির ইহা মঙ্গল আরতি, কিম্বা তাঁহার দরবারে গজাল দিবার ঘড়ী, কিম্বা লাল আয়না, কিম্বা স্বর্গ ভবনের এক গবাক্ষ, কিম্বা সেই রসিকের পানের ডাবা, কিম্বা আকাশ সরোবরের লাল কচ্ছপ, কিম্বা কিরণের জাল বিস্তার-কর্ত্তা কোন ধীবর, কিম্বা জগৎকে মৃগ-তৃষ্ণা ভ্রমের জালেতে বদ্ধ করিবার ইন্দ্র-জালের পাঁটরা, কিম্বা সোপাররাবাজের ইহাও একটি স্বর্ণ লক্কা পায়রা, কিম্বা সে নিত্যবরের বরযাত্রার মশাল, কিম্বা আকাশ-কৌশর, অথবা লোকেদের ভাল মন্দ কর্ম্মের লেখা লিখিবার লাল দোয়াত, কিম্বা বিধাতার দরবারের শিখরের কলস, কিম্বা সময়ের আঁচে জগৎকে পাকাইবার খোলাভাঁটী, কিম্বা সময়ের বনাতী চতুর্দ্দোল, কিম্বা সংসারের জল তোলবার ডোল, বা কাল কসাইয়ের দোকানের এ মাংসখণ্ড, কিম্বা দিক্ কুঞ্জরের রঙ্গীন হৌদা, কিম্বা কাল দেবের বেড়াইবার যান, কিম্বা কালের রক্ত নদীর এ ফেন, কিম্বা কাল সর্পের ফণা, কিম্বা আকাশ দর্পণে ভূগোলের প্রতিবিম্ব, কিম্বা খগোল পটে যে লক্ষ লক্ষ জহরৎ জ্বলিতেছে, তাহার এক ছোট লাল খণ্ড, কিম্বা কোন দেবঋষির তর্পণের তাম্রকুণ্ড, বা পূর্ব্ব দিশা সধবা রমণীর কপালের সিন্দুর কৌটা, কিম্বা তাহারি মুখের হাসি, কিম্বা সর্ব্বদা ফ্যাসান পরিবর্ত্তনকর্ত্তা কালের মাথার গোল টুপী, কিম্বা তাহারি জেব ঘড়ী, কিম্বা নীলের কবচে জড়িত একটি মাণিক্য, কিম্বা গায়ত্রীর মূর্ত্তিমান মন্ত্র কিম্বা নভের মুকুট, কিম্বা আলোকের খনি, কিম্বা জগৎ পিষিবার চাকী, কিম্বা কাল কাপালিকের অগ্নিময় কপাল, কিম্বা কাল নর্ত্তকের কাংশ করতাল, কিম্বা তাহার মদ্যপান করিবার বাটী, কিম্বা শীতভীতদিগের সুখদ ইহা একটা আঙ্গেরী, কিম্বা চক্র সুদর্শনের ফটোগ্রাফ কিম্বা সময় চালিবার চালনী, কিম্বা আকাশ-গুহা থেকে যে কেশরী উঁকি মারিতেছে তাহারই হাঁ, কিম্বা কাল পুরুষের আয়ু, ভোজন করিবার সুবর্ণের থালা, কিম্বা জগন্নিয়ন্তার পূজোপ-যোগী জবা কুসুমের ডালা, কিম্বা সেই বিরাট পুরুষের গলার রত্ন কিরণের মালা।

শ্রীমতী মল্লিকা দেবী—কাশী।

আত্মবিলাপ।

১

কোথা গো মরণ রাণী—
সে চাঁদ বদন খানি
আঁখি পূরি প্রাণ ভরি দেখি এক বার ;

২

জীবন সমরাঙ্গনে,
যুঝিয়াছি প্রাণপণে,
কইত হলনা পূর্ণ বাসনা আমার !

৩

কোথা দেবি বস এসে,
আমার অন্তর দেশে,
জুড়াই পার্থিব জ্বালা তোমার পরশে :

৪

দুঃখ রাশি অনুক্ষণ,
দহে মোর তনু মন,
নিবে না জীবন দীপ, আয়ু নাহি খসে।

৫

জ্বলন্ত চিতার ন্যায়,
হৃদয় দহিয়ে যায়,
রাবণের চিতা, চিন্তা সদা দহে প্রাণ ;

৬

কুহকিনী আশা কাছে,
আর কি লভিতে আছে,
কি সাধে ভুলিয়ে আর ধাই ওর পানে ?

৭

"ভোলা মন ফিরে যাও,
দিব রাত্রি কোথা যাও,
কে তোরে কোথায় সখা কোথায় সজন ?

৮

জীবন রজনী ভোর,
হলো এল ভোর ভোর,
কেন মিছে কিসে আর থাকিবি সুখনু ?

৯

সুখ পথে যত যাই,
দেখ তার অন্ত নাই
মিলেনা সুখের দেখা কাঁদিয়ে বেড়াও ;

১০

পতি পুত্র পরিবার,
কেউ নয় আপনার,
আমি যে আমার নই জান নাকি তাও ?

১১

কে বলে মরণ রাণী,
ও চাঁদ বদন খানি,
কালীময় পাঁশে মাখা ধূসর বরণ ?

১২

পার্থিব বাসনা পাশে
আছে যারা বাঁধা ফাঁসে,
কেন না দেখিবে তারা তোমায় ভীষণ !

১৩

হৃদি রাজ্য এ আমার,
নাহি কিছু নাহি আর :
একে একে গেছে সব বাকিই মরণ,

১৪

কেন প্রাণ বোঝা বই ?
কেন তবে গৃহে রই ?
এ পোড়া হৃদয়ে মাতা একই রতন।

১৫

তাঁর ওই স্নেহ পাশ,
ছিঁড়িতে যায় না বাস,
তাই এ জীবনে এত বিষাদের ভার ;

১৬

কাঁদিব না কাঁদাব না,
জ্বলিব না জ্বালাব না,
এই বায়ু সাথে প্রাণ মিশাক আমার !

শ্রীমতী ক্ষীরোদ মোহিনী সেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৫৩ সংখ্যা | মাঘ ১২৯২—ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬। | ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ব্রহ্ম গোলযোগ—ব্রহ্মরাজ্যে এখনও বিদ্রোহ-শান্তি হয় নাই। দলে দলে ডাকাইতগণ ঘোর অত্যাচার করিতেছে। একটী মগ রাজকুমার বহু সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। ভামো প্রদেশ অধীনতা স্বীকার করে নাই। এই সকল গোলযোগ শান্তির উদ্দেশে লর্ড ডফরিণ দিল্লী হইতে আসিয়া সস্ত্রীক ব্রহ্মদেশদর্শনে যাইতেছেন।

ইনকম ট্যাক্স—ভারতবাসিগণ অনেক দিন এই কর দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, কিন্তু আবার ইহার জন্য প্রস্তুত হউন। এই করের যে বিল হইয়াছে, তাহাতে যাঁহাদের বার্ষিক আয় ৫০০ টাকার ন্যূন, তাঁহারা বাদ পড়িয়াছেন। করের হার এইরূপ হইতেছে:—

৫০০	হইতে	৭৫০	টাকার কম আয়ে	১০৲
৭৫০	,,	১০০০	,,	১৫৲
১০০০	,,	১২৫০	,,	২০৲
১২৫০	,,	১৫০০	,,	২৫৲
১৫০০	,,	১৭৫০	,,	৩২৲
১৭৫০	,,	২০০০	,,	৪২৲

২০০০ টাকা ও তাহার উর্দ্ধে টাকা প্রতি ৫ পাই হিসাবে ট্যাক্স ধরা হইবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষা—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় এ বৎসর ১০টী রমণী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে ৩ জন পারসী।

যমুনাবাই যোশী—এই আরজনী

রমণী আগামী মার্চ্চ মাসে ফিলেডেলফিয়া নগরে 'এম ডি' পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্বেত হস্তীর মৃত্যু—ব্রহ্মদেশের শ্বেত হস্তীর রাজভোগের বিষয় বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ অবগত আছেন। রাজার ন্যায় ইহার রাজপ্রাসাদ, আফিস, ভৃত্য, সুবর্ণ ছত্র প্রভৃতি সকল সজ্জাই ছিল। ইংরাজহস্তে ব্রহ্ম পতিত হইলে শ্বেতহস্তীটীর ভালরূপ পরিচর্য্যা হয় নাই, তাহাতে তাহার আমাশয় পীড়া হইয়া মৃত্যু হইয়াছে। মহত্তের অপমান অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ। ব্রহ্মরাজ অপেক্ষা এই রাজহস্তী ভাগ্যবান্।

সীতা চরিত্র।

সীতা রাজর্ষি জনকের কন্যা ও রাজা রামচন্দ্রের মহিষী ছিলেন। এই স্বর্গীয়-স্বভাবা নারী যে গুণে পৃথিবীর নরনারীকুলের আদর্শ চরিত্র হইয়াছেন, সেই গুণের নাম সদ্ভাব। এক্ষণে সদ্ভাব কাহাকে বলে শুন। আমরা সকলেই এক প্রেমময় ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের সকলের হৃদয় এক প্রেমময় সূত্রে গ্রথিত; এইরূপ জ্ঞানকে সদ্ভাব বলে। এই সদ্ভাব হইতে মৈত্রী জন্মে। এ জগতে সকলেই আমরা আপনার, এইরূপ জ্ঞানের নাম মৈত্রী। এই মৈত্রী হইতে অক্ষয় মহাশক্তি উৎপন্ন হয়। লোক সেই মহাশক্তির বলে বলীয়ান হইলে জগতেও তাহার বিলয় নাই। সীতা সেই সদ্ভাব গুণে গুণবতী ছিলেন, অর্থাৎ তিনি সকলকেই আপনার বলিয়া জানিতেন। তিনি পবিত্র চরিত্রের আদর্শরূপে অবতীর্ণ হইয়া ... জগতে ... বিখ্যাত হইয়াছেন।

তাঁহার পতি পিতৃসত্যপালনার্থে সর্ব্বত্যাগী ও বনবাসী হইলে, তিনিও সর্ব্বত্যাগিনী ও বনবাসিনী হইলেন, এবং ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী হইলেন। পথে অগ্নিময় নিদাঘ সূর্য্য তাঁহার মস্তক দগ্ধ করিলে তিনি অম্লান মুখে তাহা সহ্য করিতেন, সুতীব্র কণ্টক বা কঠোর প্রস্তর বজ্রবৎ তাঁহার পদে বিদ্ধ হইলে, তিনি অবলীলায় তাহা সহ্য করিতেন। তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা অঙ্গের আভরণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই বোধ হয়, তাঁহাকে 'সর্ব্বংসহা-নন্দিনী' বলিয়া থাকে। যিনি সকলি সহ্য করেন, সেই সর্ব্বজননী ধরণীর নাম 'সর্ব্বংসহা', তাঁহার 'নন্দিনী' অর্থাৎ আনন্দময়ী কন্যা। সীতা সত্যই পৃথিবীর আনন্দময়ী কন্যা ছিলেন, তিনি পরমানন্দে সকলই সহ্য করিতেন।

সীতা একদা দুর্গম কান্তারে পতির অনুগমন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, [illegible] শত্রু-কুলপতি সূর্য্যের [illegible]

করে মস্তক দগ্ধ করিতেছেন; আমার মাতা ধরণী যেন কঠিনময়ী হইয়াছেন,—আমার প্রতি দয়ালেশ প্রকাশ করিতেছেন না; আমার প্রাণেশ্বরও ক্ষণকাল বিলম্ব সহিতেছেন না—জানিলাম অদৃষ্ট প্রতিকূল হইলে প্রাণের আত্মীয়ও প্রতিকূল হয়। অবস্থা চক্রের পরিবর্ত্তনে মনুষ্য হইতে রাক্ষস পর্য্যন্ত সকলেই সীতার প্রতিকূল। গৃহ শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতিকূলতায় তিনি বনবাসিনী, বন রাক্ষসের প্রতিকূলতায় তিনি পতি-বিরহিণী ও অশেষ-যন্ত্রণা-ভাগিনী; অবশেষে পতির প্রতিকূলতায় তিনি, সকল দিক জাজ্বল্যমান থাকিতেও, পথের কাঙ্গালিনী হইয়াছিলেন। জীবনের এরূপ কঠিন পরীক্ষায় কি কেহ কখনও পড়িয়াছেন, না পড়িবেন? কিন্তু তিনি অলৌকিক পাতিব্রত্যের বলে সেই দুস্তর পরীক্ষাসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। সকলে তাঁহার প্রতিকূল হইলেও তিনি কখনও কাহারও প্রতি প্রতিকূল হন নাই; তিনি অন্তঃকরণে সকলেরি মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। সকল অবস্থায় সকলের প্রতি সদয় ও অনুকূল ছিলেন। তিনি প্রবাসিত পতির সঙ্গে সঙ্গে এক বন হইতে অন্য বনে গমন করিলে এক বনের পশুপক্ষীরা তাঁহাকে না দেখিয়া আহার পরিত্যাগ করিয়া হাহাকার করিত, এবং অন্য বনের পশুপক্ষীরা তাঁহাকে দেখিয়া, শিশু যেমন অনেকক্ষণের পর মাতাকে পাইয়া আনন্দ করে, সেইরূপ আনন্দ করিত। তিনি যখন যে স্থানে থাকিতেন, তাহা তখনি আনন্দকানন হইত, এবং যে স্থান পরিত্যাগ করিতেন, তাহা শ্মশানবৎ দুর্নিরীক্ষ্য হইত।

তাঁহার মনে শত্রু মিত্র বা বড় ছোট বলিয়া ভেদ ছিল না; তিনি সকলেরি ব্যথায় ব্যথিত হইতেন। একটী কৃমি-কীটেরও কষ্ট দেখিলে দয়ায় তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইত। তাঁহার সতীত্বের এরূপ প্রভাব ছিল যে তাদৃশ দুর্দ্দান্ত রাবণও সেই তেজোময় সতীত্বের নিকট সুদূরপরাহত হইয়াছিল। সীতার হৃদয় অপার প্রেমের আধার ছিল। অশোক বনে রাবণের আদেশে তাঁহার প্রতি যে সকল যন্ত্রণার অস্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছিল, যে সকল অস্ত্রের আঘাতে পাষাণ পর্ব্বতও চূর্ণ হয়, সে সকল যন্ত্রণার অস্ত্রকেও তিনি কোমল কমলমালার ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বিভীষিকাময়ী লঙ্কায় যে সকল ভয়ঙ্করী রাক্ষসীবৃন্দ পরিবেষ্টিত ছিলেন, সেই রাক্ষসীরাই শেষে তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পদে বিকাইল। তিনি সেই ভীষণ রাক্ষসপুরে বাস করিয়া বিষের মধ্যে অমৃত লাভ করিলেন। অতএব ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, সদ্ভাবের কোথাও শত্রু নাই, সদ্ভাবের কাছে সকলেই মিত্র। মহাদেব যেরূপ কালসর্প লইয়া হৃদয়ের আভরণ করেন, সদ্ভাবময়ী সীতাও সেইরূপ ভয়ঙ্কর শত্রুকে

হৃদয়ের আস্তরণ করিতেন। "শীলেন সর্ব্বে বশাঃ"—চরিত্রে সকলেই বশীভূত হয়, তিনি এই সত্যটি জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় সপ্রমাণ করিয়াছেন।

সীতা পতিপ্রাণা ছিলেন; মাতা, পিতা, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী ছিলেন; ভ্রাতা, ভগিনী, দেবর ও ননন্দা প্রভৃতির প্রতি প্রেমময়ী ছিলেন; সন্তান ও দাস দাসী প্রভৃতি প্রতিপাল্যের প্রতি সদা স্নেহময়ী ছিলেন; প্রাণিমাত্রেরি প্রতি মৈত্রীময়ী ছিলেন; দুঃখিতের প্রতি দয়াময়ী ছিলেন। তিনি সার্ব্বভৌম রাজার মহিষীপদে অভিষিক্ত হইয়া, স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া পরিজনগণকে ভোজন করাইতেন। রামচন্দ্র অলীক লোকাপবাদে ক্ষুভিত হইয়া, বিনা দোষে সেই পূর্ণগর্ভা পতিব্রতাকে পরিত্যাগ করিলে, সেই পতিব্রতার বদন হইতে পতির প্রতি একটীও অপ্রিয় বাক্য নির্গত হয় নাই, তিনি আপনাকেই দুষ্কৃতিনী ও চিরদুঃখভাগিনী জানিয়া, বারংবার আত্মনিন্দা করিয়াছিলেন এবং জন্ম জন্মান্তরে রামকেই পতিরূপে লাভ জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। পৃথ্বীশ্বরপত্নী যে সীতা পূর্ব্বরাত্রে কৈলাস সদৃশ প্রদীপ্ত রাজপ্রাসাদে শিবতুল্য পতির পার্শ্বে বিরাজ করিয়াছিলেন, পর দিনে সেই সীতা শরণার্থিনী হইয়া দরিদ্র বাল্মীকির পর্ণকুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সমাগমে তপোবনবাসী ও অরণ্যবাসিনীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দজ্যোতি প্রকাশিত হইল। তিনি বাল্মীকির কুটীরে বাস করিয়া সেই শান্তিময় পবিত্র আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন, তথায় সর্ব্ব প্রাণীর জননীরূপে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি যখন সেচন কুম্ভ লইয়া সস্নেহে আশ্রমের চারা গাছ গুলিতে জল দিতেন, তখন তিনি অপত্য প্রসবের পূর্ব্বেই অপত্য পালনের আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি যখন প্রত্যূষে তমসার জলে অবগাহন করিয়া পুলিনে ইষ্টদেবতার উদ্দেশে পূজা করিতেন, তখন যুগপৎ ঈশ্বরসেবা ও পতিসেবার সুখ অনুভব করিয়া অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। তিনি বাল্মীকির সেই পুণ্যক্ষেত্রে নিত্য অতিথি ও অভ্যাগতের জন্য মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া দুঃসহ পতিবিরহ বেদনা বিস্মৃত হইতেন। তিনি জলে স্নান করিতে নামিলে, জলচর পক্ষীরা তাঁহাকে বেড়িয়া আনন্দে রব করিত। তিনি ভিক্ষুককে অন্ন দিতে যাইলে পশুকুল তাঁহার হস্তের ভোজনপাত্র কাড়িয়া লইত। তিনি যজ্ঞীয় কুশ কাস ও ফল ফুল আহরণ করিলে তপোবন-মৃগেরা তাহা হরণ করিত। তিনি অতিথি সেবার জন্য নীবার চয়ন করিলে গগনচর পক্ষীরা আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে ও হস্তে বসিয়া তাহা আত্মসাৎ করিত। তিনি করতালি প্রদান করিয়া বনের আতঙ্ক দূর

বিহঙ্গ ও পতঙ্গ তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিত। বনের তরু, লতা, শিলা ও শৈবলিনীর মধ্যে কেহ তাঁহার ভাই, কেহ ভগিনী, কেহ সখা, কেহ সখী, কেহ পুত্র, কেহ বা কন্যা ছিল। এইরূপ জল স্থল ও আকাশ সকলি সীতার বন্ধুময়; চেতন অচেতন ও উদ্ভিদ সকলি সীতার বন্ধুময়।

যেরূপে সীতার ভৌতিক দেহের অবসান হয় তাহা জানিলে তাঁহাকে দেবতা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে ইচ্ছা হয় না। রাম পতিপ্রাণা পত্নীকে বিসর্জ্জন করিয়া গোপনে নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিলেন। রামচন্দ্র রাজা; প্রজা রঞ্জনই রাজার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম; এজন্য তিনি প্রজার বিরক্তিভয়ে ধর্ম্মপত্নীকে গৃহ হইতেই অন্তর করিয়াছিলেন, তাঁহাকে হৃদয় হইতে অন্তর করেন নাই। ধীমান রামচন্দ্র সেই নিদারুণ সীতাশোক হৃদয়ে সম্বরণ করিয়া, সর্ব্বপ্রযত্নে প্রজাগণকে সুখী করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং নির্লোভ ছিলেন, এজন্য প্রজারা সমৃদ্ধিশালী হইল; তিনি বিঘ্নভয় নিবারণ করিতেন, এজন্য প্রজারা ক্রিয়াবান হইল; তিনি পালন গুণে সকলের পিতা, এবং শোক শান্তি করিয়া সকলের পুত্র হইয়াছিলেন। তিনি এইরূপে অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের সুখ সৌভাগ্য সাধনে মগ্ন হইলেন বটে, কিন্তু সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া অবধি আর কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিলেন না। তিনি শোক শান্তির জন্য স্বর্ণময়ী সীতা নির্ম্মাণ করিয়া, মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। রামের যজ্ঞে পৃথিবীর সমস্ত সাধুগণের সমাগম হইল; মহা সমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। এদিকে মহর্ষি বাল্মীকি সীতার দুইটি অমৃতকণ্ঠ শিশুকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞ সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আজ্ঞায় কুশ লব তথায় রামায়ণ গান করিতে লাগিল। একে রামের চরিত, তাহাতে বাল্মীকি তাহার কবি, তাহাতে আবার কিন্নরকণ্ঠ কুশ লব তাহার গায়ক; সমবেত লোক সকল একাগ্রচিত্তে কুশ লবের সংগীত শ্রবণে নিমগ্ন হইল, সকল নেত্র হইতেই অশ্রুবারি গড়াইতে লাগিল, বোধ হইল যেন একটি বিশাল অম্বুজভূমি প্রভাতে নির্বাত ও নিস্পন্দ হইয়া আছে, আর তাহার পত্রে পত্রে শিশির ঝরিতেছে।

অনন্তর, রাম মহর্ষি বাল্মীকির নিকট গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! এ শিশু দুইটি কাহার? ইহারা দেখিতেছি অবিকল আমারি প্রতিরূপ, প্রভেদ কেবল বয়সে ও বেশে। ইহাদিগকে দেখিয়া স্নেহে আমার অন্তরাত্মা দ্রবীভূত হইতেছে। তখন পরম কারুণিক বাল্মীকি কুশ লবের পরিচয় দিয়া কহিলেন,—বৎস! তোমার পবিত্রতাময়ী ধর্ম্মপত্নীকে পুনরায় গ্রহণ কর, তোমার এই হৃদয়সর্ব্বস্ব তনয় দুইটিকে ক্রোড়ে কর, আমাদের সকলের

শোকশল্য মোচন কর। রাম কহিলেন, পিতঃ! আপনার পুত্রবধূকে আমি নিষ্কলঙ্ক বলিয়া জানি, কিন্তু দুর্বৃত্ত রাবণের গৃহে বাস করায় তাঁহার চরিত্রে অযোধ্যা লোকের বিশ্বাস নাই। জানকী অগ্রে আত্মচরিত্রে প্রজাগণের বিশ্বাস উৎপাদন করুন, পরে আমি আপনার আজ্ঞায় তাঁহাকে গ্রহণ করিব। রাম এইরূপ কহিলে, মহর্ষি শিষ্য পাঠাইয়া তপোবন হইতে সীতাকে আনাইলেন। পরদিনে রাম সমস্ত পৌরগণকে আহ্বান করিলেন. বাল্মীকিও যথাকালে সীতা ও কুশ লবকে লইয়া সভায় উপস্থিত হইলেন। রক্তবস্ত্রে সীতার সর্ব্বশরীর আচ্ছাদিত, পতিপদে দৃষ্টি সংলগ্ন, মূর্ত্তি প্রশান্ত, পবিত্র অথচ তেজোময়; বোধ হইল, সেই সভাঙ্গনে অরুণোদয় হইয়াছে। মহর্ষি আসন পরিগ্রহ করিয়া সীতাকে আদেশ করিলেন,—বৎসে! তুমি তোমার পতির সমক্ষে আপন চরিত্র বিষয়ে লোকের সংশয় নিরাকৃত কর।" তখন সীতার নয়নদ্বয় পতির পাদপদ্মে নিবদ্ধ। তিনি পবিত্র জলে আচমন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে এই বাণী উচ্চারণ করিলেন,—"যদি আমি কায়মনোবাক্যে পতি হইতে বিচলিত না হইয়া থাকি, তবে মা বসুন্ধরে! আমাকে অন্তর্হিত কর।" পরক্ষণেই জীবলোকে হাহাকার উঠিল, দৃষ্ট হইল, সীতা জীবলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এইরূপে জনককুলের ও রঘুকুলের মঙ্গলপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। নির্ব্বাণ হইল বটে, কিন্তু যতকাল জগতে চন্দ্র ও সূর্য্য থাকিবে, ততকাল 'সীতা' এই পবিত্র অক্ষর দুইটি মঙ্গল চরিত্রের আদর্শকে বুঝাইবে। সাধ্বী পবিত্র দেবযজ্ঞে জন্মিয়াছিলেন, পবিত্র দেবযজ্ঞ করিনাই চলিয়া গেছেন। বিশ্বপূজিতা বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী সীতাকে উদ্দেশ করিয়া সত্যই বলিয়াছিলেন,—"বৎসে! তুমি শিশুই হও, আর আমার শিষ্যাই হও, তোমাতে যে অলৌকিক পবিত্রতা আছে, তাহাতে তোমার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হয়। জগতে, কেহ তোমার বয়স, জাতি বা সম্বন্ধ ভাবিয়া পূজা করিবে না, তোমার গুণ ভাবিয়াই চির-কাল তোমার পূজা করিবে।"

নক্ষত্রপাত।

গত অগ্রহায়ণ মাসে একদিন সন্ধ্যার পর পূর্ব্ব হইতে আকাশে একটি অগ্নি-পিণ্ডবৎ রূপ পুচ্ছ লক্ষিত হইয়াছিল। বোধ করি পাঠিকাবর্গের মধ্যে অনেকে তাহা দেখিয়া থাকিবেন। সান্ধ্য অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইলে দেখা গেল যে

নভোমণ্ডলের সর্ব্বত্র অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সকল স্খলিত হইয়া আকাশের এক অপূর্ব্ব শোভা উৎপাদন করিতেছে। অন্ধকার রাত্রিতে আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলে প্রত্যহই এইরূপ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ মধ্যে মধ্যে স্খলিত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু আমরা যে রাত্রির কথা বলিতেছি তাহার ব্যাপার স্বতন্ত্র। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে সেই অদ্ভুত দৃশ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হইয়াছিল। দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশে এমন এক বিন্দু স্থান নাই যেখান হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে একটি না একটি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ স্খলিত হইয়া পড়িতেছে না। আমাদের পার্শ্বে যাঁহারা দণ্ডায়মান ছিলেন, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে আকাশে মধ্যে মধ্যে নক্ষত্রপাত প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এমন বিস্ময়কর ব্যাপার কখনও দেখা যায় নাই। সেই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থগুলি যে নক্ষত্র বা তারকা, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। শুধু তাঁহাদের কেন, অনেকেরই এইরূপ বিশ্বাস হইয়া থাকিবে। অনেকেই আকাশের দিকে চাহিয়া বলিয়া থাকেন 'ঐ দেখ একটী নক্ষত্র খসিয়া পড়িল'। কিন্তু আমরা রাত্রিকালে আকাশে তারকার ন্যায় যে সকল পদার্থ খসিয়া পড়িতে দেখি, সেগুলি বস্তুতই কি তারকা?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্যক যে নক্ষত্রগুলি কিরূপ পদার্থ। আমরা চর্ম্ম চক্ষুতে ত এই পর্য্যন্ত দেখিতে পাই যে তাহারা ক্ষুদ্র জ্বলন্ত অঙ্গার খণ্ডের মত রাত্রিকালে আকাশকে ব্যাপিয়া থাকে। বাস্তবিক কি তাহারা এইরূপ ক্ষুদ্র পদার্থ?— তাহারা এক একটী কত বড় পদার্থ তাহা আমরা ধারণা করিতে অক্ষম। তাহাদের বৃহত্ত্ব মানুষের জ্ঞানশক্তির অতীত। ক্ষুদ্রতম পিপীলিকা দিগন্তব্যাপী হিমগিরি বা মহাসমুদ্রের আয়তনের কল্পনা করিলেও করিতে পারে, কিন্তু এক একটী নক্ষত্রের প্রকাণ্ডত্ব অনুভব করিতে আমরা কিছুতেই সক্ষম নহি। সূর্য্য কি প্রকাণ্ড পদার্থ তাহা আমরা এই পত্রিকায় অনেকবার বলিয়াছি। আমরা বলিয়াছি যে আমাদের পৃথিবী এত বড় হইলেও সূর্য্যের সহিত তুলনায় ইহা একটি বালুকাকণা মাত্র। সুতরাং সূর্য্য কত বড়ই হইবে! কিন্তু এই অসীম অচিন্তনীয় সূর্য্যকে যদি এক একটি নক্ষত্রের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে সে সূর্য্যও অতি ক্ষুদ্র* বলিয়া বোধ হয়। এক একটি নক্ষত্র তবে না জানি কত বড়ই হইবে! পৃথিবী

* নক্ষত্রদিগের মধ্যে গুটিকত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। বস্তুতঃ ইহারা গ্রহ। ইহারা অবশ্য সূর্য্যের অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও অনেকগুলি পৃথিবীর অপেক্ষা বড়।

হইতে ইহারা কত দূরে আছে, তাহা গণনা করা এক প্রকার দুঃসাধ্য। এত দূরে অবস্থিতি করিতেছে বলিয়া ইহারা এত ছোট দেখায়। নহিলে এত বড় হইয়া এত ছোট দেখাইবেই বা কেন?

এক একটি নক্ষত্র কি প্রকাণ্ড তাহা বলা হইল। এখন একটু বিবেচনা করিয়া দেখ এরূপ একটি প্রকাণ্ড পদার্থ যদি হঠাৎ স্খলিত হইয়া স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তাহাহইলে তম্মুহূর্ত্তেই কি ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী নহে? যাহার সহিত তুলনায় পৃথিবী একটী পরমাণুবৎ অধম, তাহা যদি স্থানভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীর দিকে ধাবমান হয়, তাহা হইলে আর কাহারও না হউক অন্ততঃ পৃথিবীর বিনাশ কি অনিবার্য্য হইয়া উঠে না? ইহা ছাড়া আর, এক কথা এই যে সময়ে সময়ে যে এক একটি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থকে স্খলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে দেখা যায়, তাহারা আকারে অতি ক্ষুদ্র। সুতরাং চলিত কথায় আমরা যাহাকে নক্ষত্রপাত বলিয়া থাকি, তাহা নক্ষত্র বিবেচনা করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। বস্তুতঃ সেই সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থকে নক্ষত্র বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই।

কিন্তু ইহারা যদি নক্ষত্র না হইল, তবে ইহারা কি?—ইহাদের নাম উল্কা, এবং আমরা যাহাকে নক্ষত্রপাত বা তারা খসিয়া পড়া বলি, তাহা উল্কাপাত ব্যতীত আর কিছু নহে। পৃথিবীর সহিত তুলনায় ইহারা অতি ক্ষুদ্র পদার্থ—এত ক্ষুদ্র যে শত শত উল্কা পতিত হইলেও একটী পুষ্করিণী পরিপূর্ণ হইয়া যায় না। ইহারা পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া শূন্যমার্গে ঘুরিতেছে, এবং ইহাদের সংখ্যা এত অধিক যে তাহা মানুষের কল্পনার অতীত প্রতি রাত্রিতেই ত উল্কাপাত হইতেছে; বিশেষতঃ সে দিন রাত্রিতে যে কত উল্কা পতিত হইল তাহা কে বলিতে পারে? কথিত আছে কোন সময়ে আমেরিকার বোষ্টন নগরে এক রাত্রিতে নয় ঘণ্টার মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ উল্কা পাত হইয়াছিল। ইহা ত সামান্য কথা। যদি হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে কোটি কোটি উল্কাপাত হয়, তথাপি উল্কার সংখ্যা পূর্ব্ববৎই অগণ্য থাকিবে। সুতরাং শূন্যমার্গে কত উল্কা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মানুষ কি তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারে?

উল্কাগণ প্রস্তরে গঠিত এবং তাহাদের মধ্যে লৌহ ও গন্ধক দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উল্কাপাতকালে এক একটী প্রস্তর স্তূপ স্থানভ্রষ্ট হইয়া অতিবেগে পৃথিবীর দিকে ধাবমান হয়। এক্ষণে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এত যে অগণ্য উল্কাপাত হইতেছে ইহার ফল ত এই হওয়া উচিত যে শিলাবৃষ্টির ন্যায় অসংখ্য প্রস্তর স্তূপ পৃথিবীর উপরে পতিত হইবে, তাহাদের ছাইয়া ফেলিবে। কিন্তু [illegible]

তাহাত দেখি না। আকাশ হইতে উল্কা খসিয়া পড়িতেছে দেখিতে পাই বটে, কিন্তু পৃথিবীর উপরে তাহার ও কোন নিদর্শনই পাই না। তবে এ সকল উল্কা কোথায় যায়? বাস্তবিক কথাটা বড় বিস্ময়কর বটে, কিন্তু একটু ভাবিয়া বুঝিলে তত বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইবে না। নিম্নে যাহা লিখিত হইতেছে, পাঠিকাবর্গ তাহা যদি একটু মনোযোগ দিয়া পড়িয়া দেখেন তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে সহস্র সহস্র উল্কা খসিত হইয়া পৃথিবীর দিকে ধাবমান হইলে তন্মধ্যে একটিও পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়িবে কি না সন্দেহের কথা।

পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া শূন্য মার্গে ঘুরিতেছে, উল্কাগণও তাহাই করিতেছে। দুয়েরই কারণ সূর্য্যের আকর্ষণ। এই আকর্ষণ বশতঃ উল্কাগণ অন্য দিকে যাইতে না পারিয়া কেবল সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। যদি তাহারা সূর্য্যের অনতিদূরে থাকিত, তাহা হইলে তাহারা ঐ আকর্ষণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সূর্য্যের উপরে গিয়া পড়িত। কিন্তু উল্কাগণ বস্তুতঃ সূর্য্য হইতে বহুদূরে;—এত দূরে যে মানুষ তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারে না। এই দূরতা বশতঃ সূর্য্যাকর্ষণের বেগের অনেকটা হ্রাস হওয়ায় উল্কাগণ একেবারে সূর্য্যের উপরে গিয়া না পড়িয়া সূর্য্যকে কেবল প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু সূর্য্য যেমন তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, পৃথিবীও তদ্রূপ তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। তবে সূর্য্যের শক্তির তুলনায় পৃথিবী অতি সামান্য পদার্থ বলিয়া পৃথিবীর আকর্ষণে সাধারণতঃ কোন ফল হয় না। মনে কর সূর্য্য যেন একটা প্রকাণ্ড হস্তী আর পৃথিবী যেন একটি ক্ষুদ্র মেষ-শিশু। যদি কোন পদার্থকে এই হস্তী এক দিকে টানিতে থাকে আর এই ক্ষুদ্র মেষশিশু অপর দিকে টানিতে থাকে, তাহা হইলে সেই পদার্থটি কাজে কাজেই হস্তীর আকর্ষণের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিবে। এই জন্যই উল্কাগণের উপরে সাধারণতঃ পৃথিবীর আকর্ষণ কোন ফল উৎপাদন করিতে পারে না। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। সূর্য্যের আকর্ষণের সহিত তুলনায় পৃথিবীর আকর্ষণ খুব সামান্য বটে; কিন্তু উল্কাগণ যদি পৃথিবীর অতি নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর আকর্ষণের বেগ এত বৃদ্ধি হয় যে তাহারা সূর্য্যকে আর প্রদক্ষিণ না করিয়া পৃথিবীর দিকে ধাবমান হয়। ইহাই উল্কাপাতের একমাত্র কারণ। পৃথিবীর আকর্ষণ অতি সামান্য বলিয়া পৃথিবী সাধারণতঃ উল্কাগণের কিছুই করিতে পারে না। কিন্তু উল্কাগণ পৃথিবীর

নিকটবর্ত্তী হইলে এক সামান্য আকর্ষণ হইতে এক বেগ উৎপন্ন হয় যে তাহারা আর সহ্য করিতে না পারিয়া পৃথিবীর দিকে ছুটিতে থাকে। সূর্য্য যে দিকার সেইখানেই থাকে; কিন্তু পৃথিবী ও উল্কাগণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া প্রায়ই তাহারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতেছে; এবং যে উল্কাটী পৃথিবীর খুব নিকটে আসিতেছে সে তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মহাবেগে তদভিমুখে ধাবমান হইতেছে। চলিত কথায় ইহাকেই আমরা নক্ষত্রপাত বলিয়া থাকি।

আমরা দেখিতে পাই যে হাতে হাতে ঘর্ষণ করিলে হাত উত্তপ্ত হয়; কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ হইলে কাষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। আমরা ইহাও জানি যে দুইটী সামগ্রী পরস্পরের সহিত ঘর্ষণে এত উত্তপ্ত হইতে পারে যে তাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ইহাও আমাদের জানা আছে যে যত বেগে ঘর্ষণ হয়, উত্তাপও তত অধিক হয়। শীতকালে হাত শীতল হইলে যদি খুব জোরের সহিত হাত ঘর্ষণ করা যায়, তবেই হাত উত্তপ্ত হয়, নচেৎ বিশেষ উত্তাপ অনুভব করিতে পারা যায় না। এই কথাগুলি মনে রাখিয়া একবার উল্কাপাতের বিষয় ভাবিয়া দেখ। উল্কাগণ পৃথিবীর দিকে ধাবমান হইবার সময় কি ভয়ানক বেগে ছুটিতে থাকে! এ অবস্থায় কোন বস্তুর সহিত তাহাদের ঘর্ষণ হইলে তাহারা কি উত্তপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে না? যে বেগে তাহারা ছুটিতে থাকে, তাহাতে কোন বস্তুর সহিত ঘর্ষণ হইলে তাহারা অবশ্যই প্রজ্বলিত হইবে। কিন্তু যাহার সহিত ঘর্ষণ হইতে পারে এমন কোন পদার্থ কি তাহাদের পথে পড়িয়া আছে?—আছে বৈ কি। বায়ু ভেদ না করিয়া কিছু উল্কাগণ পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না; সুতরাং বায়ুর সহিত তাহাদের কাজে কাজেই ঘর্ষণ হয়, এবং সেই ঘর্ষণবশতঃ এত উত্তাপ উৎপন্ন হয় যে তাহাতে তাহারা একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। কিন্তু বায়ুর সহিত ঘর্ষণের কথা পড়িয়া অনেকে হয় ত হাসিবেন। তাঁহারা হয় ত বলিবেন যে আমাদের শরীরেরও ত বায়ুর সহিত ঘর্ষণ হইতেছে, তবে আমরা কেন জ্বলিতে থাকি না? কিন্তু আমরা কি উল্কার ন্যায় বেগে বায়ুর মধ্যে গমনাগমন করিতেছি? তাহা যদি করিতাম, তাহা হইলে আমরা অবশ্য উল্কার ন্যায় প্রজ্বলিত হইতাম।

এখন পাঠিকাগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে এত যে উল্কাপাত হয়, তাহারা কোথায় যায়? পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যেই একটী উল্কা বায়ুসাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তৎক্ষণাৎ ইহা বায়ুর সহিত ঘর্ষণে এত উত্তপ্ত হয় যে প্রজ্বলিত হইতে থাকে। এই

উত্তাপে দগ্ধ হইয়া ইহার প্রস্তর লৌহ গন্ধকাদি সমুদয় বাষ্পাকারে পরিণত হয়, এবং সুতরাং সে প্রস্তররূপ আর পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়িতে পারে না। উল্কাপিণ্ড এইরূপে বাষ্প পরিণত হইয়া যায় বলিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি, নচেৎ তাহাদের আঘাতে পৃথিবীতে কি কেহ বাস করিতে পারিত? সময়ে সময়ে দুই একটি উল্কা পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়ে, এবং লোকালয়ের মধ্যে পড়িলে তাহাতে ক্ষতিও হইয়া থাকে। কিন্তু এই সাধারণ নিয়ম জানিয়া রাখা উচিত যে উল্কাগণ প্রায়ই ভূপৃষ্ঠ পৌঁছিবার পূর্ব্বে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া যায়, এবং এইরূপে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া যায় বলিয়াই আমাদের রক্ষা।

কোল জাতি।

(গত প্রকাশিতের শেষ।)

কোল জাতির মধ্যে জাতিভেদ নাই বটে, কিন্তু ইহারা অন্য কোন জাতির অন্ন খায় না।

কোল জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহের রীতি নাই। স্ত্রী অথবা পুরুষের বিংশ বৎসরের কমে বয়সে প্রায় বিবাহ হয় না। ইহাদিগের বিবাহের নিয়ম কৌতুকাবহ। ইহাদিগের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত নাই। কেবল কন্যার পিতা মাতাই পণ পাইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে মহিষ ২০টা, গরু ২০টা, ভেড়া ২০টা ও নগদ ২০৲ টাকা পণের নিয়ম ছিল। অপর সাধারণ লোকেরা এরূপ কঠিন পণের নিয়ম প্রতিপালনে সক্ষম হইত না। এজন্য দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে প্রায় বিবাহ হইত না। সুতরাং লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হইত না। অনেক পুরুষ অবিবাহিত থাকিত এবং অনেক স্ত্রীলোকও যাবজ্জীবন কুমারী অবস্থায় পিত্রালয়ে বাস করিত। এরূপ কুমারী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এখনও দেখা যায়। সিংহভূম জেলার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কমিসনার ডাক্তর হেজ বহু-পরিশ্রম ও কৌশল দ্বারা ইহাদিগের জন্য পণের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত পণের ভগ্নাংশ দিতে সক্ষম হইলেই নির্ধনী লোকেরা বিবাহ করিতে পারে।

অবিবাহিত অবস্থায় কোল জাতীয় যুবক যুবতীগণ একত্রে নৃত্য গীত, আমোদ প্রমোদ, ও যথেচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে, তাহাতে কোন বাধা বা নিন্দা হয় না, কিন্তু বিবাহের পর আর ঐরূপ ব্যবহারের রীতি নাই। ঐরূপ নৃত্য গীত ও আমোদ প্রমোদের সময়, কোন

যুবক যুবতীর পরস্পর মনের মিলন হইলে, তাহারা স্বয়ংই বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে। পুত্র বা কন্যার বিবাহের জন্য পিতা মাতার কোন চেষ্টা করিতে হয় না। কোলদিগের মধ্যে, বিবাহের সময়, পিত্রালয় হইতে কন্যাকে লইয়া যাইবার রীতি নাই। কোন যুবক যবতী বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, উভয়ের পিতা মাতা বিবাহের কথাবার্ত্তা ও পণ স্থির করে। পরে, কন্যার পিতা কিম্বা আত্মীয়বর্গ বরপক্ষকে বলিয়া দেয় যে অবধারিত দিনে কন্যাকে কোন নির্দ্ধারিত গাছের তলায়, কোন নদী-তীরে, কিম্বা কোন হাটে দেখিতে পাইবে। বরের আত্মীয় ব্যক্তিরা তদনুসারে অবধারিত দিনে ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া কন্যা অনুসন্ধান করিতে থাকে, ও তাহাকে দেখিতে পাইলেই ধরিতে যায়। কিন্তু কন্যা ইতস্ততঃ দৌড়িতে থাকে, সহজে ধৃত হয় না। ধৃত হইলেও সে বরপক্ষীয় লোকদিগকে লাথি মারে, চপেটাঘাত করে ও কামড়াইতে যায়। সহজে তাহাদিগের সমভিব্যাহারে যাইতে চাহে না। পিতা মাতার প্রতি স্নেহ, মমতা দর্শাইবার জন্য কন্যাদিগের ঐরূপ ব্যবহারের রীতি আছে। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া কন্যা ধৃত হয় ও বরপক্ষীয় ব্যক্তিদিগের সহিত চলিয়া যায়। বরের আত্মীয় ব্যক্তিরা বাটীতে পৌছিয়া বর কন্যাকে প্রচুর খাদ্য দ্রব্যাদি ও মাদকদ্রব্য সহিত একটী ঘরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার বন্ধ করে ও ঘরের চারিদিক কাঁটা দ্বারা এরূপ বেষ্টন করে যাহাতে কন্যা কোন মতে পলাইতে না পারে। দুই তিন দিন পরে, বর কন্যা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বাহিরে আসিতে চাহিলে, বরপক্ষীয় লোকেরা দ্বার খুলিয়া দেয় ও বাদ্য বাজনা করিয়া বিবাহ সম্পাদন করে। বিবাহের কিছু দিন পরে, বর সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে গমন করে। তথায় নৃত্য গীত ও নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হয়, কিন্তু বর বাটীর স্ত্রীর সহিত একত্রে শয়ন করিতে পায় না। কোল জাতি হিন্দুস্থানী ও উড়িয়াদিগের মধ্যে এই রীতি আছে যে জামাতা শ্বশুরালয়ে গিয়া স্ত্রী-সহবাস করিলে শ্বশুরের অপমান ও লজ্জা বোধ হয়, এজন্য জামাতাকে বাটীর বাহিরে শয়ন করিতে হয়।

কোল জাতির মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, প্রথমতঃ গ্রামস্থ পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা মৃত ব্যক্তির বাটীতে আসিয়া ক্রন্দন করিয়া যায়। পরে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়বর্গ জঙ্গল হইতে একটী বড় গাছ কাটিয়া একটী ডোঙ্গা প্রস্তুত করে ঐ ডোঙ্গার ভিতর মৃত দেহ ভরিয়া গৃহদ্বারে দাহ করে। সৎকার শেষ হইলে ২।৩ খানি অস্থি একটী মাটীর ভাণ্ডে ভরিয়া ঘরের চালে ঝুলাইয়া রাখে। কিছুদিন পরে, শ্মশানবন্ধুদিগের ভোজনোপযোগী দ্রব্যাদির আয়োজন হইলে, গ্রামস্থ লোক পুনরায় একত্রিত

হইয়া ঐ অস্থিপূর্ণ মাটীর ভাণ্ডটী এক খানি দীর্ঘ বাঁশের অগ্রভাগে বাঁধিয়া বাদ্যবাজনা করিয়া গ্রামের চারিদিকে ভ্রমণ করে। ঐ ভাণ্ডটী বাটীর নিকটবর্ত্তী কোন প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত স্থানে মাটীর নীচে পুতিয়া তাহার উপর এক খানি দীর্ঘ পাথর সংস্থাপন করে। পরে, আহারাদি করিয়া সকলে নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যায়।

কোলদিগের মধ্যে বালক বালিকার নামকরণের বিশেষ কোন নিয়ম নাই। ইহাদিগের পুরুষের নামের শেষে একটী "হো" শব্দ ব্যবহৃত হয়, এবং ইহাতে কোল জাতীয় লোক বুঝায়। যথা, অমুক হো।

এক্ষণে গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হওয়াতে, কোল জাতি ক্রমশঃ সভ্য হইতেছে। অনেকে হিন্দী ভাষায় লিখিতে পড়িতে ও বলিতে শিক্ষা করিয়াছে ও করিতেছে। স্কুলের কোল ছাত্রেরা ধুতি চাদর, পীরাণ ও জুতা পর্য্যন্ত ব্যবহার করে। খ্রীষ্টীয় মিসনরী দগের অনুগ্রহে, অনেকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মও অবলম্বন করিয়াছে। সিংহভূম জেলার প্রধান নগর চাইবাসার নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে একজন কোল অনরেরী (অবৈতনিক) মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছে। চাই-বাসার গবর্ণমেণ্ট স্কুলে একজন কোল বহু দিন পর্য্যন্ত শিক্ষক নিযুক্ত ছিল, ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিত। এখনও আর এক জন মডেল স্কুলের শিক্ষকের কার্য্য করিতেছে। নরমাল স্কুলের অনেক কোল ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্থানে স্থানে গ্রাম্য পাঠশালায় গুরু নিযুক্ত হইয়াছে।

সিংহভূম জেলায় কোলেরা গবর্ণমেণ্টের খাস তালুকে বাস করে। গ্রামের প্রধান কে "মানকী" ও মোড়লকে "মুণ্ডা" বলে। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সংগ্রহ জন্য তথায় ভিন্ন জাতীয় কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হয় না। কোলেরা নিজে নিজেই রাজস্ব সংগ্রহ করে। এজন্য মানকী শতকরা ৭৲ টাকা ও মুণ্ডা ১০৲ টাকা হিসাবে গবর্ণমেণ্ট হইতে কমিসন পায়। মানকীর অধীনে পাঁচ সাত খানি গ্রাম থাকে, কিন্তু প্রতি গ্রামেই একটী মুণ্ডা আছে।

কোল জাতির ভাষা মৌখিক মাত্র. কিন্তু অতিশয় চমৎকার। ইহার বর্ণ-মালা নাই। স্কুলের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য, এক্ষণে হিন্দীভাষায় ও দেব-নাগরী অক্ষরে কোল ভাষা লিখিত ও পঠিত হইতেছে।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

পুরাণের (ভাগবত) কথা।

(গত প্রকাশিতের পর।)

মহর্ষি কপিল স্বীয় মাতাকে যে বিষয় অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেন, তাহা সাংখ্য দর্শনের অন্তর্গত অতি উৎকৃষ্ট তত্ত্ব। পাঠক পাঠিকারা ধীরভাবে এ বিষয় আলোচনা করিলে, ইহার গুরুত্ব কত, অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

৯।—দেবহূতি।

কপিল পুনরায় কহিতে লাগিলেন, দেবি! যাহা দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি শিথিল ও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়,—পরমাত্মার সন্দর্শন সম্পাদিত হয়,—মোক্ষলাভার্থ মুনীগণ যে বিষয়ের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন,—সেই জ্ঞান-সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যিনি আত্মস্বরূপ, আদি-রহিত, স্বয়ং-প্রকাশিত এবং গুণ ও প্রকৃতি-সম্বন্ধ-বিহীন, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার প্রভাব-বলে প্রকাশ পাইতেছে, তিনিই পরম পুরুষ। প্রকৃতি, বিষ্ণু-শক্তি প্রতি-রূপা ও অব্যক্তগুণশালিনী। তিনি লীলাক্রমে বিষ্ণুর নিকটবর্ত্তিনী হইলে, বিষ্ণু তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সমুদয় ক্রিয়া প্রকৃতির গুণে প্রযুক্ত নিষ্পাদিত হয়, প্রকৃতির সঙ্গে উৎকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া, তৎসমস্ত তাঁহার কর্তৃসাধ্য, এইরূপ মনে করেন। জননি! পুরুষ স্বয়ং সাক্ষীমাত্র—স্বপ-স্বরূপ। কোন সম্বন্ধেই তাঁহার প্রভুত্ব নাই। প্রকৃতিই—কার্য্য, কারণ ও কর্তৃত্বের মূলীভূত হেতু। আর, পুরুষ কেবল সুখ-দুঃখের উপভোক্তা।

দেবহূতি।—এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সূক্ষ্ম ও স্থূল কার্য্য, প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে বুঝিলাম বটে,—কিন্তু, হে প্রিয়দর্শন! সম্প্রতি তুমি উহাদের লক্ষণ বর্ণন পূর্ব্বক আমার গোচর কর।

কপিল।—জননি! সনাতন, সত্ত্ব-রজস্তম-গুণোপেত, অব্যক্ত-কার্য্য-কারণ স্বরূপ, নির্ব্বিশেষ ও সকলের আশ্রয়ভূত যে বস্তু,—তাহাই প্রকৃতি। সলিল, ভূমি, আকাশ, বহ্নি, বায়ু—এই পঞ্চ ভূত; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—এই পঞ্চ তন্মাত্র; শ্রুতি, রসনা, ত্বক্, নাসা, নয়ন, বাক্য, পাদ, পায়ু, পাণি, উপস্থ—এই ১০ দশ বহিরিন্দ্রিয়; অহঙ্কার, চিত্ত, মন, বুদ্ধি—এই ৪ চারি অন্তরিন্দ্রিয়;—মোটে এই ২৪ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। ইহা সগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশস্থল। 'কাল' লইয়া, ২৫ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব পরিগণিত হয়। কাহারও কাহারও মতে 'কাল' এক স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। তাঁহারা বলেন,—উহা বিশ্বপতির

প্রভাব বৈ আর কিছুই নয়। আর, পুরুষ—সূর্যোর সদৃশ নির্গুণ নির্ব্বিকার, ও কর্ত্তৃত্ববির্জ্জিত। 'আমি কর্ত্তা'—যে মুহূর্ত্তেই পুরুষ অভিমান করেন, তদণ্ডেই তিনি প্রকৃতিতে সমাসক্ত হইয়া পড়েন; সুতরাং নিরানন্দ ও অনন্যাশ্রিত হন। অর্থ-ব্যতিরেকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া দুর্ঘট। এদিকে আবার, বিষয় ব্যাপারাদি চিন্তনে ব্যাপৃত থাকিলে, পুরুষের রাশি রাশি অনিষ্টোৎপত্তি ঘটে। এই নিমিত্তই বলি,—চিত্তবৃত্তি অসাধু মার্গে প্রধাবিত হইলে পর, প্রগাঢ় ভক্তি ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে বশতাপন্ন করা কর্ত্তব্য।

অপর, যম নিয়মাদি যোগ দ্বারা চিত্ত আয়ত্ত করিয়া শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, সমগ্র ভূতে সমদৃষ্টি, ও মৌন অবলম্বন, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান, বিষয়-নিস্পৃহতা, বিজন-স্থানে অবস্থিতি, ব্রহ্মচর্য্য ও প্রকৃতি পুরুষের জ্ঞানলাভার্থ জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারিলেই, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। ভগবতি! জলস্থিত সূর্য্যের প্রতিবিম্ব, ভূভাগস্থ ভাস্কর-বিম্ব দ্বারা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, এবং সলিলস্থ ভানু-প্রতিবিম্ব-সহযোগে যেরূপ গগনতল-স্থিত রবি দৃষ্ট হন,—ইন্দ্রিয়, ভূত ও মনোময় আত্মার প্রতিবিম্ব দ্বারা সেইরূপ ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার, ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব রূপে অবলোকিত হইলে, সেই অহঙ্কার দ্বারা পরমার্থ-পরিজ্ঞান-রূপ আত্মার সাক্ষাৎকার ঘটে।

দেবহূতি।—প্রভো! প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই যে নিত্য এবং উভয়েই উভয়ের যে আশ্রয়স্বরূপ, তাহা আমার হৃৎপ্রত্যয় হইল। ক্ষিতি ও গন্ধ যেমন পরস্পর বিভিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না,—রস ও নীরের যাদৃশ অভেদ্য সম্বন্ধ, অর্থাৎ পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া যেমন উহারা স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করে না,—তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষ সংপৃক্ত, অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে সংবদ্ধ।

কপিল।—এক্ষণে সাবলম্বন যোগ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। উহা দ্বারা মন মলারহিত ও সন্মার্গে ধাবমান হইতে থাকে। যথাশক্তি নিত্যাশ্রিত ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধার্ম্মিকগণের বন্দন, নির্ব্বাণ প্রাপ্তির কারণ অনুরাগ প্রকাশ, অপবিত্র দ্রব্য ভক্ষণ না করা, পরিমিতাহার, জনশূন্য স্থানে অবস্থান, অহিংসাদি উৎকৃষ্ট ব্রত গ্রহণ, সত্য কথন, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য শুদ্ধাচার, ঈশ্বরের আরাধনা এবং প্রাণায়ামাদির সহায়তাবলে অন্তঃকরণকে যোগ পথের দিকে ধাবিত করিতে হয়। বহ্নি ও বাত দ্বারা স্বর্ণের বিশুদ্ধতা লাভের ন্যায়, যোগী শ্বাস প্রশ্বাস নিরোধ করিতে পারিলেই, শুদ্ধান্তর হন। প্রাণায়াম দ্বারা বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা দোষ,—ধারণা দ্বারা মনোমালিন্য,—ও ধ্যান দ্বারা নাস্তিকতা বিদূরিত করিতে হয়। অতঃপর যোগমাহাত্ম্যে চিত্ত-প্রবৃত্তি দমন ও সুসমাহিত হইলে পর, নাসিকাগ্র ভাগে দৃষ্টি সংস্থাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডপতির চিন্তায় মনঃসংযম, কুম্ভ

কর্ত্তব্য। ভক্তগণের হৃদয় মনই তাঁহার উপবেশনোপযুক্ত একমাত্র আসন।

দেবহুতি।—সাংখ্য দর্শন গ্রন্থে প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতির বৃত্তান্ত যেরূপ কীর্তিত হইয়াছে, তুমি তাহার উল্লেখ করিয়াছ। অধুনা তাহার মূলস্বরূপ ভক্তি-যোগের বিষয় বর্ণন কর। ইহা শ্রবণ করিলে, জীব সাংসারিক ব্যাপারে নিস্পৃহ হইয়া পড়ে। তুমি যেরূপ তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছ ও করিতেছ, তাহাতে আমার মনে হয়, তুমিই যেন যোগ প্রকাশক দিনমণি।

কপিল।—দেবী! ভক্তিযোগ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। ভেদদর্শীর যোগ—তামস, অর্থাৎ নিকৃষ্ট যোগ; ধন-মান বা খ্যাতি-প্রতিপত্তির আশায় যে যোগ সাধিত হয়, তাহা রাজস যোগ নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ তাহাও উত্তম যোগ নহে—মধ্যমবিধ যোগ। কিন্তু পাপ ধ্বংস করা উচিত, জগদীশের প্রতি প্রীতি প্রকাশ না হইলে জীবের গত্যন্তর নাই, এবম্ভূত বোধ হওয়াই, সাত্বিক যোগ এবং ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার অন্য নাম নির্গুণ ভক্তি-যোগ। যেমন—সুরধুনী-বারি, সমুদ্র-নীরে নিপতিত হইলেই, সাগর-সলিলের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়,-সেইরূপ নিকাম মনোগতি (অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকটে পার্থিব কামনা-হীন প্রার্থনা) সেই ভাব লাভ করে. সুতরাং তাহা নিতান্ত প্রশংসনীয় পদার্থ।

কপিলদেবের মহার্হ শিক্ষা লাভ করিয়া, কর্দ্দম দয়িতা দেবহূতির প্রকৃত তত্ত্ব-দৃষ্টি জন্মিল। জননী ও সন্তানে পরস্পরে কি উচ্চ বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, পাঠিকাগণ অবিষয়মান অনুধাবন না করিলে, অদাকার বর্ণিত ললনা-রত্নের গুণাবলীর প্রাধান্য অবধারণে সক্ষম হইবেন না। কপিলের যশে তাঁহার গর্ভধারিণী যশস্বিনী, আপাততঃ এই প্রকার বোধ হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ প্রসূতির গুণেই সন্ততি গুণান্বিত হয়। দেবহূতির প্রথমাবস্থার চরিত বিবরণে তাহাই সুবাক্তরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। বীর নেপোলিয়ন্ এক সময়ে বর্ষীয়সী কোন ফরাসী কামিনীকে 'ফ্রান্সের অভ্যুদয়ের কারণ কি?' জিজ্ঞাসা করিয়া "ফ্রান্সদেশের বীর-প্রসূ বরারোহাগণের লোকোত্তর ক্ষমতাই তাহার হেতু"—যেমন এই সদুত্তর পাইয়াছিলেন,—আমাদিগকে সেইরূপ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন,—কপিল যে "আদি বিদ্বান" নামে পরিচিত, 'সাংখ্য শাস্ত্রের তুল্য আর শাস্ত্র নাই'—* তাঁহার শাস্ত্রের যে এরূপ অসাধারণ আদর,—তাহার কারণ কি? তদুত্তরে আমরা বলিব, কপিল-মাতা দেবহূতিই তাহার অদ্বিতীয় হেতু। এতদ্ভিন্ন অন্য পরিচয়ও উল্লিখিত রূপ গৌরবজনক। এই প্রবন্ধের পূর্ব্ব ভাগে (গত মাসে) উক্ত হইয়াছে, নিদিষ্ট ভাক্ত প্রবর

* "নাস্তি সাংখ্য-সমং জ্ঞানং।"

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই গুরুতর সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু জড়বাদীদিগের একটী যুক্তি লইয়া যাঁহারা রমণীগণের মানসিক শিক্ষার উপর একটু কটাক্ষ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মত সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব।

শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে বিখ্যাত চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মস্তিষ্কের ওজন সাধারণ লোক অপেক্ষা বেশী। পক্ষান্তরে নির্ব্বোধদিগের মস্তিষ্কের ওজন সাধারণ লোকের অপেক্ষা কম। বিখ্যাত ইউরোপীয় পদার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কুবিয়ারের মস্তিষ্ক ওজন করিয়া ৬৪॥ আউন্স, এবং বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত ডাক্তার এবারক্রম্বির মস্তিষ্ক ৬৩ আউন্স হইয়াছিল। এদিকে নির্ব্বোধ লোকদিগের মস্তিষ্ক উর্দ্ধতন ২৭ আউন্স হইয়া থাকে। ইউরোপীয় পুরুষদিগের মস্তিষ্ক সাধারণতঃ ৪৬ আউন্স হইতে ৫৩ আউন্স এবং স্ত্রীলোকদিগের মস্তিষ্ক ৪১ হইতে ৪৭ আউন্স হইয়া থাকে। সুতরাং পুরুষের মস্তিষ্কের ওজন গড় ৪৯॥ আউন্স, স্ত্রীদিগের গড় ৪৪ আউন্স হয়। ইহা দেখিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যাঁহার মস্তিষ্ক ওজনে যত ভারী, তাঁহার মানসিক ক্ষমতা তত অধিক। আবার হাতী ও তিমি মাছের মস্তিষ্কের গুরুত্ব দেখিয়া তাঁহারা এই কথাও বলিয়াছেন যে হাতী ও তিমি মৎস্যের শরীর নাড়িবার জন্য অনেক স্নায়বীয় শক্তির প্রয়োজন, সুতরাং তাহাদের স্নায়ুকেন্দ্র মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত ভারী না হইলে চলিবে কেন? যদি হাতী ও তিমি মাছের মস্তিষ্কের অসাধারণ গুরুত্বের অন্য উদ্দেশ্য থাকে, তবে মানুষের বেলা সেইরূপ হইবে না কেন? শরীর স্পন্দন, রক্ত সঞ্চালন এবং আহারীয় বস্তু জীর্ণ করিবার জন্য কুবিয়ারের অপেক্ষাকৃত অধিক স্নায়বীয় শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল ইহা বলি না কেন? ইউরোপীয় পুরুষদিগকে অধিকতর শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, সুতরাং রমণীদিগের হইতে তাহাদিগের অধিকতর স্নায়বীয় শক্তির প্রয়োজন। গুরুতর মস্তিষ্ক না হইলে তদ্রূপ স্নায়বীয় শক্তি উৎপন্ন হয় না, এইরূপ মীমাংসা না করিয়া কেন বলা হয় যে কুবিয়ারের অসাধারণ মস্তিষ্ক এবং ইউরোপীয় সাধারণ পুরুষদিগের অপেক্ষাকৃত ভারী মস্তিষ্ক কেবল মানসিক শক্তির স্বাতন্ত্র্য সম্পাদনেরই জন্য। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কুবিয়ার অন্য বিষয়ে অসাধারণ লোক ছিলেন না। কেবল মানসিক শক্তিতেই তিনি মানব জাতির মধ্যে অসামান্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মস্তিষ্কের অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব কেবল মানসিক শক্তিরই পরিচায়ক। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে অপরিমিত মস্তিষ্ক-গুরুত্বই অসাধারণ মানসিক শক্তির কারণ? কি মনোবৃত্তির অসাধারণ সঞ্চালনই মস্তিষ্ক-

গুরুত্বের কারণ? শরীরের যে কোন অংশই হউক, নিয়মিত সঞ্চালন করিলেই তাহার আয়তন বৃদ্ধি হয়। যাহারা ব্যায়াম করিয়া থাকে, তাহাদের হস্ত পদ ও বক্ষঃস্থলের মাংসপেশী আয়তনে ও ওজনে বাড়িয়া থাকে। মনোবৃত্তি সঞ্চালনেও সেইরূপ মস্তিষ্কের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চিন্তা করিবার সময় রক্তের গতি অধিক পরিমাণে মস্তিষ্কের দিকে হয়। সুতরাং অধিক পরিমাণে রক্ত পাইয়া মস্তিষ্ক তাহা হইতে অধিক পরিমাণে উপযোগী পদার্থ টানিয়া লইয়া নিজ অঙ্গের পোষণ করে। অধিকতর পুষ্টিকর জিনিস পাইয়া তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে মানসিক শিক্ষাই মস্তিষ্কের গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণ। যাহারা মানসিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকিবে, তাহাদের মস্তিষ্কের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে পারেনা। এই জন্যই ইউরোপীয় রমণীগণের মস্তিষ্ক পুরুষদিগের মস্তিষ্ক অপেক্ষা লঘুতর। যদি তাঁহারা পুরুষদিগের মত শিক্ষা পান, তাহাহইলে তাঁহাদের মস্তিষ্কের গুরুত্ব পুরুষদিগের মস্তিষ্কের গুরুত্ব অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। এজন্যই আমরা বলি যে কেবল মস্তিষ্কের ওজনের বৈষম্য দেখিয়া স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে মীমাংসা করা যাইতে পারে না। এক জন লোককে চিরকাল অন্ধকারে রাখিয়া আলোতে একবার ছাড়িয়া দেও, সে আলো সহ্য করিতে পারিবেনা; তাই বলিয়া কি তুমি বলিবে ঈশ্বরই তাহাকে এরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং তাহার আর আলোতে যাইবার প্রয়োজন নাই! রমণীগণের অবস্থা কি ঠিক এইরূপ নয়? বহুদিন হইতে তাহাদিগকে তোমরা মূর্খতার অন্ধকারে রাখিয়াছ, এজন্য তাহাদের মস্তিষ্ক রীতিমত প্রস্ফুটিত হইতে পারে নাই। এখন কি তোমরা বলিবে যে ঈশ্বর তাঁহাদিগকে পুরুষদিগের অপেক্ষা অল্পমস্তিষ্কবিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং তাহারা কদাচ পুরুষের মত মানসিক শক্তির পরিচয় দিতে পারে না? স্বার্থপর পুরুষ! তোমরা দোষ করিয়া ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলিতে কুণ্ঠিত হওনা। যদি তোমরা দেখাইতে পার যে অসভ্য মানুষ ও পশুপক্ষীদিগের মধ্যেও এই নিয়ম, তবে আমাদিগকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দিতে পার। তথাপিও আমরা বলিতে পারি যে পুরুষদিগের হয়ত এমন কোন কাজ করিতে হয়, যাহা স্ত্রীগণ করিতে পারে না। তোমরা বিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই অহঙ্কারে মত্ত হইতেছ। আমরা জানি উন্নতিই মানবজীবনের লক্ষ্য। কিন্তু যে উপায়ে রমণীগণ জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতির উন্নতিসাধন করিয়া বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইত, তোমরা সেই উপায় বিনষ্ট করিয়াছ। তোমরা কি এজন্য দায়ী নও? স্বার্থপর পুরুষ! তোমাদিগকে সম্বোধন করি কেন, তোমাদিগকে দোষী করি কেন? তোমরা সবল ; তাই তোমরা সমাজের

নেতা। তোমরা সমাজকে যে নিয়মে চালাইবে, তাহা সেই নিয়মেই চলিবে, সুতরাং তোমাদের কার্য্যের জন্যই কি তোমরা দায়ী নও? যদি তোমরা নিষ্কলঙ্ক থাকিতে চাও, তবে অসার যুক্তি দ্বারা আর অন্যায়ের প্রশ্রয় দিওনা, রমণীদিগের মানসিক শিক্ষার প্রতিবন্ধক হইওনা।

নারীজাতি সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থা।

(২৫২ স, ২৭৭ পৃষ্ঠার পর)

অষ্টম অধ্যায়ে দণ্ডবিধি স্থলে সংহিতাকার লিখিয়াছেন—

ন সম্ভাষাং পরস্ত্রীভিঃ প্রতিষিদ্ধঃ
সমাচরেৎ।
নিষিদ্ধো ভাষমাণস্তু সুবর্ণং দণ্ডমর্হতি॥
৮ ; ৩৬১ ॥

পরস্ত্রীসম্ভাষণ নিষিদ্ধ; করিলে এক সুবর্ণ মুদ্রা দণ্ড হইবেক।

ভর্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতি-
গুণদর্পিতা।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে
বহুসংস্থিতে ॥ ৮ ; ৩৭১ ॥

যে স্ত্রীলোক ধনিকন্যাদর্পে এবং স্বকীয় সৌন্দর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া নিজপতি-পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরপুরুষ ভজনা করে, উহাকে রাজা বহুজন সমক্ষে কুক্কুরদ্বারা ভক্ষিত করাইবেন।

পুমাংসং দাহয়েৎ পাপং শয়নে তপ্ত-
আয়সে।
অভ্যাদধ্যুশ্চ কাষ্ঠানি তত্র দহ্যেত
পাপকৃৎ ॥ ৮ ; ৩৭২ ॥

এবং উক্ত পাপপ্রলিপ্ত পুরুষকে উত্তপ্ত লৌহময় শয্যায় শয়ান করাইয়া, তদুপরি অনল প্রয়োগ করিবে। যে পর্য্যন্ত পাপিষ্ঠ ভস্মাবশেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত ঘাতকেরা তাহার দাহার্থ কাষ্ঠনিক্ষেপে ত্রুটি করিবে না।

পঞ্চম অধ্যায়ে মহাত্মা মনু স্ত্রীধর্ম্ম বিষয়ে লিখিয়াছেন—

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়েচামুক্তহস্তয়া ॥
৫ ; ১৫০ ॥

স্বামী কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলেও স্ত্রীলোক সর্ব্বদাই হৃষ্ট থাকিবেক, গৃহকর্ম্মে দক্ষতা প্রদর্শন করিবেক, গৃহ-সামগ্রী সকল পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখিবেক, এবং ব্যয় বিষয়ে মুক্তহস্ত হইবেক না।

যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা
বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন
লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৫ ; ১৫১ ॥

পিতা যাহাকে কন্যাদান করেন, অথবা পিতার আদেশে ভ্রাতা যাহাকে ভগিনী দান করে, সেই স্বামী যতদিন জীবিত

থাকিবে, তাহার শুশ্রূষা বিষয়ে [illegible] অনাস্থাপ্রদর্শন বিধেয় নহে; এবং ঐ স্বামী লোকান্তর গমন করিলে তাহার শ্রাদ্ধতর্পণাদি কার্য্যে ঔদাস্য করিবে না।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং
নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে
মহীয়তে ॥ ৫ ; ১৫৫ ॥

রমণীদিগের পতি ব্যতিরিক্ত যজ্ঞ নাই, পতির অনুমতি ব্যতিরেকে ব্রত বা উপবাস হইতে পারে না। তাহারা কেবল ভর্ত্তৃপরিচর্য্যাদ্বারাই স্বর্গগমনে অধিকারিণী হয়।

অনেকানি সহস্রাণি কুমারব্রহ্মচারিণাম্।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুল-
সন্ততিম্ ॥ ৫ ; ১৫৯ ॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে
ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে
ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৫ ; ১৬০ ॥

বালখিল্যাদি অনেক সহস্র ব্রহ্মচারিগণ সন্তান উৎপাদন না করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। অতএব সাধ্বী সন্তানহীনা হইলেই যে স্বর্গলাভে বঞ্চিতা হইবে এ কথা প্রামাণিক নহে। ফলতঃ পতির মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনই রমণীদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সন্তান না থাকিলেও তাহারা বালখিল্য প্রভৃতি মহর্ষিদিগের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবেই স্বর্গ গমনে অধিকারিণী হইবে।

রমণীর ধনপরিরক্ষণবিষয়ে বা [illegible] বলিয়া গিয়াছেন :—

বশাপুত্রাসু চৈবং স্যাদ্রক্ষণং
নিষ্কুলাসু চ।
পতিব্রতাসু চ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাসু চ
॥ ৮ ; ২৮ ॥
জীবন্তীনাং তু তাসাং যে তদ্ধরেয়ুঃ
স্ববান্ধবাঃ।
তাঞ্ছিষ্যাচ্চৌরদণ্ডেন ধার্ম্মিকঃ পৃথিবী-
পতিঃ ॥ ৮ ; ২৯ ॥

পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকদিগের ধনের ন্যায় বন্ধ্যা, বিধবা প্রভৃতি অভিভাবক-শূন্যা রমণীর ধন পরিরক্ষণেও নরপতি অধিকারী। যদি বিধবা প্রভৃতি অসহায়া রমণীর ধন তদীয় বান্ধবগণ ছলপূর্ব্বক হরণ করে, তাহা হইলে ঐ কুটুম্বগণ ধর্ম্মদর্শী নরপতি-কর্ত্তৃক চৌরদণ্ডে দণ্ডিত হইবেক।

পত্যৌ জীবতি যঃ স্ত্রীভিরলঙ্কারো ধৃতো
ভবেৎ।
ন তং ভজেরন্ দায়াদা ভজমানাঃ
পতন্তি তে ॥ ৯ ; ২০০ ॥

ললনাগণ পতির জীবদ্দশায় যে অলঙ্কার ধারণ করিবে, পতির মরণোত্তর দায়াদগণ উহা বিভাগ করিয়া লইতে পারিবে না।

বামাবিষয়ক ব্যবস্থানিচয় সংহিতার মধ্যে একস্থানে ধারাবাহিকরূপে সন্নিবিষ্ট নহে। অবলাকুল সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তত্তাবৎ সংগ্রহ

প্রত্যেকটি এই প্রবন্ধ মধ্যে নিবদ্ধ করিলাম। আমী সম্বন্ধীয় মনুপ্রোক্ত ব্যবস্থাগুলিকে সাত ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। ১ম, শিষ্টাচার পদ্ধতি; ২য়, উদ্বাহ পদ্ধতি; ৩য়, স্ত্রীচরিত্র পরিরক্ষণ; ৪র্থ, মহিলাগণের প্রতি ব্যবহার; ৫ম, দণ্ডবিধি; ৬ষ্ঠ, রমণীদিগের কর্তব্য কর্ম্ম; ৭ম, স্ত্রীধন পরিরক্ষণ। ১ম, শিষ্টাচার পদ্ধতি। পরপত্নীদিগকে "ভগিনী!" বলিয়া সম্বোধন করিবে, মাতুলানী প্রভৃতিকে আপন জননীতুল্য দেখিবে, জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃপত্নীর প্রণতভাবে চরণবন্দন করিবেক, প্রভৃতি উপদেশ যে অতীব সমীচীন, ইহা আমরা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। ২য়, উদ্বাহপদ্ধতি। উদ্বাহ পদ্ধতি স্থলে মনু অষ্টবিধ বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। এই অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ অতীব জঘন্য। এরূপ জঘন্য বিবাহের কথা সংহিতামধ্যে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া আমরা ব্যবস্থাপকের প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করিতে অধিকারী নহি। তিনি তাঁহার জীবনকালে দেশমধ্যে যে যে প্রচলিত পরিণয়প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহারই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; এবং [illegible] পরিণয়বিধি যে অতীব দূষণীয়, তাহাও তিনি স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তবে তাঁহার [illegible] যে অনেক [illegible] [illegible] ছিল, এবং উক্ত পরিণয়প্রণালী যে তৎপরিচায়ক, তাহা আর যুক্তি-সাপেক্ষ নহে। ৩য়, স্ত্রীচরিত্র পরিরক্ষণ। রমণীগণের প্রতি মহাত্মা মনু আত্যন্তিক অবিশ্বাস প্রদর্শন করিয়াছেন। স্ত্রীচরিত্র বিষয়ে ব্যবস্থাপকের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ললনাগণের অনুরাগের দৃঢ়তা এবং চিত্তের যে অস্খলিত বিশুদ্ধি আছে, তাহাতে আমরা অণুমাত্রও সংশয় করি না। যদিই আমাদিগের চিত্ত কখনও সন্দেহ তিমিরে সমাচ্ছন্ন হয়, তাহা হইলে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, চিন্তা প্রভৃতির সতীত্ব জ্যোতিঃ কি সে তিমির বিদূরিত করিতে পারে না? ৪র্থ, স্ত্রীগণের প্রতি ব্যবহার। স্ত্রীদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন বিষয়ে ক্লেশ দেওয়া অতীব অবৈধ; যে সংসারে ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন অন্নবস্ত্রের ক্লেশে সর্ব্বদাই লাঞ্ছিত, সেই সংসার শীঘ্রই সমুচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। যে সংসারে রমণীগণ পূজিত, ও অস্খলিত দাম্পত্য প্রেম পরিলক্ষিত হয়, সেই সংসার নিখিল গার্হস্থসুখের আধার হইয়া, কমলানিলয় রূপে পর্য্যবসিত হয়। উক্তাকার উপদেশ সংহিতাকারের মনস্বিতার পরিচায়ক, আমরা ইহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারি না। ৫ম, দণ্ডবিধি। দণ্ডবিধিস্থলে ব্যবস্থাপক আবার যুবতীর [illegible] ন্যায় অতীব [illegible] [illegible] প্রতীয়মান হন।

ষষ্ঠ, রমণীগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য। এই স্থলে ব্যবস্থাপক বলিয়াছেন যে রমণীগণ সর্ব্বদাই গৃহকর্ম্মে দক্ষতা প্রদর্শন করিবেন, ধনব্যয়ে অমুক্তহস্তা হইবেন, স্বামী কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলেও কখনও কলুষিতা হইবেন না। তাঁহাদিগের পৃথক্ যজ্ঞ নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই, পতিশুশ্রূষাই তাঁহাদিগের স্বর্গলাভের মুখ্য উপায়। পতির মৃত্যুর পর তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। তাঁহারা সন্তানহীনা হউন, তাহাতে ক্ষতি নাই। আপন ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবেই তাঁহারা স্বর্গারোহণ করিতে সক্ষম হইবেন। এতদ্দৃষ্টে হৃদ্‌বোধ জন্মে যে মনু বিধবা-বিবাহের পক্ষসমর্থনকারী নহেন. তাঁহার মতে পতির পরলোক গমন হইলে পত্নীর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনই শ্রেয়স্কর। কিন্তু তিনি আবার পৌনর্ভব নামক এক প্রকার পুত্রের কথা বলিয়াছেন, যদ্দৃষ্টে তাঁহার সময়ে যে বিধবাবিবাহ একবারে অপ্রচলিত ছিল না ইহা বুঝিতে পারা যায়। যথা—

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূর্ত্বা স পৌনর্ভব
উচ্যতে॥ ৯; ১৭৫॥

পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা মৃতপতিকা স্ত্রী অন্যের ভার্য্যা হইয়া, উহার দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করে,সেই পুত্রকে পৌনর্ভব পুত্র কহে। ৭ম, স্ত্রীধন পরিরক্ষণ। নরপতি অনাথ বালকদিগের ধনের ন্যায় বন্ধ্যা বিধবা প্রভৃতি অসহায় রমণীদিগের ধন পরিরক্ষণ করিবেন; ইত্যাকার ব্যবস্থা যে অতীব কল্যাণকর তাহা আমরা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছি। যাহা হউক, উপসংহার কালে বলিতে হইতেছে যে এই সংহিতা মধ্যে অনেক উদার ও কল্যাণজনক ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। যদিও স্থানে স্থানে ব্যবস্থাপকের মতের সঙ্কীর্ণতাও পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ কোন স্থলে বা ব্যবস্থাপকের মতের উদারতা, কোনস্থলে বা সঙ্কীর্ণতা, এবং স্থলে স্থলে মতের অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্টে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সংহিতা গ্রন্থ খানি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক দ্বারা সঙ্কলিত বলিয়া আশঙ্কা করেন। কিন্তু এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা মাদৃশ জনের সাধ্যায়ত্ত নহে। পুরাতত্ত্ববিদ্ সুধীগণই ইহার প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ভাবন করিবেন।

শীতে সুন্দরী!

পৌষের দারুণ শীতে মহিষের শৃঙ্গ,
মাঝে বাঘ কাঁপে থর থর অনিবার।

উদীচী পবন বহে ক্ষুরধার যেন
তুষার বরষি অঙ্গে পরশে সতত;

লুঠিয়াছে সে তস্কর। আজ মা আমার
কাঙ্গালিনী;—আভরণ-বসন-বিহীনা।
তা দেখে আপন অঙ্গে কেমনে ধরিব
বসন-ভূষণ, নাথ, তাই আজ আমি
মনস্তাপে, ত্যজিয়াছি সে সব দূরেতে।"
"কি বল! প্রেয়সি," বলি যুবা [illegible]
প্রতিবাক্য, "কবে [illegible]
তব পিতৃগৃহে? সখি, [illegible]
সে সম্বাদ? বল নাই কেন [illegible]?
দেখিয়া আসিতে আমি পারিতাম তব
জননীরে নিজ চক্ষে। তুমি বা কেমনে
দেখিলা তাঁহারে?" শুনি, সে চন্দ্রবদনী
ঈষৎ হাসিয়া তবে পুনঃ কহিলা;—
"তুমিও দেখিছ নিতি নিতি জননীর
সে দশা,—জানহে নাথ, সকল সম্বাদ।
আমি সদা উপবিষ্ট তাঁর অঙ্কদেশে,—
কভু না করেন তিনি নয়নের আড়
আমারে, এতই স্নেহ তাঁর কন্যা প্রতি।
যে চোরে লুঠেছে তাঁর রতন ভাণ্ডার,—
সামান্য সে দস্যু নয়;—যার পরতাপে
ভীষণ ভয়ঙ্কর ভীত;—ক্ষিতির হৃদয়
বিদারিত; গতিহীন অপ্ জড় ভাব
তুষার আকারে, তেজ হিমাঙ্গ; মরুৎ
মনমরা রসহীন; ব্যোম সে বিষণ্ণ—
আচ্ছন্ন সতত ভয়-বাষ্প-আবরণে;—
তার নাম শীত। কাড়ি লইয়াছে তাঁর
হরিত বসন শিল্প-নির্ম্মিত সুন্দর,
যাহার তুলনা নাই এ মহীমণ্ডলে,—
তাহার তুলনা সেই বসন আপনি।
কল্পনা—আঁকিয়া, বৃক্ষ-তরু-লতা-পত্র-
বিনির্ম্মিত বহুচিত্র কুসুম খচিত;—
কুসুমের গন্ধে বর্ণে জগন্মনঃ হরে।
যাহার আদর্শে শিল্পী, হরিত সাটিন্
নানা ফুল কাটি নির্ম্মি ধনীর নিকট
বহু ধন পায় পারিতোষিক স্বরূপ।
আভরণ কথা আমি কহিতে না পারি,
বর্ণিতে পারে না কোন কবি ধরাতলে
আছে কেবা; শিল্পীর কেহ বা এমন
আছে তার অনুকারী, বিচিত্র ভূষণ
[illegible] ওষধি-দল-ফুল-ফলময়
হরেছে সে সব,—শীত ভয়ঙ্কর চোরে।
মা আমার মনোদুঃখে নীরব সতত—
[illegible] মরালিনী
কণ্ঠ এবে রুদ্ধ। নেত্রে অশ্রুধারা বহে
সতত শিশির রূপে। সেই বসুমতী
বস্ত্রহীনা আজি;—শীত দস্যু অত্যাচারে
সতীর জননী সেই ধরিত্রী কামিনী—
সীতা-প্রসবিনী। সেই সীতা বড় দিদি
মম;—মাতা বসুন্ধরা, জান নাকি তাহা
প্রাণেশ্বর, বল শুনি কেমনে ধরিব
আভরণ অঙ্গে, ভাল বসন পরিব?"
ভাবিনীর ভাবময়ী ভারতী শুনিয়া
অবাক যুবাবর;—বচন না সরে
কিছু ক্ষণ। পরে যুবা কহিলা উল্লাসে
"শীতের প্রভাবে ধরা হয় শোভাহীন,
স্বভাবের গতি ইহা জানে সর্ব্ব জন,—
দেখে সবে প্রতি বর্ষে; মিথিলানগরে
জনকের যজ্ঞভূমি কর্ষণ সময়ে
হলের সীতায় জন্মে রাম-মনোরমা;
পৌরাণিক বাক্য—তাহা শুনে সর্ব্বজনে
সদা কাল; বসুধারে মাতা বলি সবে
সম্বোধে সতত সুখে। কিন্তু কভু নাহি

দেখিয়াছি হেন স্বপ্ন—হেন কাব্যময়,
ভাব রাশি, কোন খানে। কার মুখে
শুনি নাহি কভু। ধন্য! তব অনুভূতি
কাব্যময়ী চিত্তহরা। ধন্য! স্বামিপ্রিয়ে,
তব কাব্য-উদ্যানের ক্ষুদ্র-ফুল-মধু-
বিন্দু, লোভী ক্ষুদ্র অলি, তোষ মধু দানে।"

বুঝিবার ভুল।

অর্থ সম্বন্ধে।

আমরা অনেক দিন পূর্ব্বে আহার-সম্বন্ধে লোকের কেমন বুঝিবার ভুল হয়, তদ্বিষয়ে দুই চারি কথা বলিয়াছিলাম। এবারে অর্থসম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ যে বুঝিবার ভুল আছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

পাঠিকাগণ হয় ত মনে করিতেছেন, অর্থসম্বন্ধে আবার বুঝিবার ভুল কি? তাঁহারা হয় ত ভাবিতেছেন আমরা বাজে খরচ সম্বন্ধে দুই চারিটা উপদেশ ঝাড়িব। আমরা কিন্তু সে দিক্ দিয়াও যাইব না। অর্থ জিনিসটা কি, সেই সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে কুসংস্কার আছে, তাহাই বুঝাইবার জন্য ও দূর করিবার জন্য এত বাগাড়ম্বর।

অর্থ, এই কথাটা বলিলেই অনেকের কল্পনা চক্ষের সমক্ষে শ্বেত বা হরিদ্রা বর্ণের কতকগুলি পদার্থ চকচক্ করিতে থাকে। তাহার মধ্যে কতকগুলি গোলাকৃতি; যথা, দুয়ানি, সিকি, আধুলি, টাকা, গিনি, মোহর। কতকগুলি শরীরের অঙ্গ বিশেষ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আকারের, যথা, বালা, চুড়ি, ইয়াররিং হার, চিক, মাকড়ি ইত্যাদি। মোটের উপর অধিকাংশই বৃত্তাকার ধারণ করিয়া তাহারা যে বাস্তবিক কিছুই নহে (শূন্য মাত্র), তাহাই প্রমাণ করিতেছে। সাদা কথায়, স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত পদার্থমাত্রেই সাধারণতঃ অর্থ বা ধন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। পয়সাও যে এই দলে, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলা অনাবশ্যক। অন্য পদার্থের মধ্যে কেবল টাকার প্রতিনিধি ব্যাঙ্ক নোট ও কোম্পানির কাগজ সম্মানে তাহাদের সমকক্ষ। যাহার ঘরে যত টাকা কড়ি ও সোণা রূপার জিনিস অধিক আছে, যাহার যত ব্যাঙ্ক নোট ও কোম্পানির কাগজ আছে, সেই তত ধনী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। বাড়ী, জমি, আসবাব প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থের অধিকারীকে লোকে এই অর্থে করিয়া ধনী বলে, যে ঐ সকল বাড়ী, জমি বা আসবাব বিক্রয় করিলে টাকা পাওয়া যায়। এই জন্য সাধারণতঃ ধন বা অর্থ বলিলে টাকা কড়িই বুঝায়। অমুক জনের বিষয় কত? জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইবে, এত হাজার, বা এত লক্ষ, বা এত

কোটী টাকা। সকল প্রকার আয় ব্যয়ে সকল প্রকার জাভ লোকসানে, লোকে যাহা দ্বারা ধনী বা দরিদ্র বলিয়া বিবেচিত হয়, তৎসমুদায়ের গণনা টাকাতেই হইয়া থাকে। সত্য বটে, লোকের সম্পত্তির হিসাব ধরিবার সময় তাহার টাকা কড়ির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান্ জিনিস পত্রও ধরা হয়; কিন্তু তাহার কারণ এই যে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিলে টাকা পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য যাহাই হউক না কেন, যদি উহা অধিক টাকায় বিক্রীত হয়, তাহা হইলে উহার অধিকারী অধিক ধনী বলিয়া বিবেচিত হন, বিপরীত পক্ষে তিনি অল্পপরিমাণে অল্প ধনী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। অথচ তাঁহার জিনিস যাহা তাহাই আছে, তাহার বৃদ্ধি হয় নাই, হ্রাসও হয় নাই। টাকা 'তুলিয়া রাখিলে' যে ধন বৃদ্ধি হয় না, ধন বৃদ্ধি করিতে হইলে যে টাকা খাটাইতে হয়, এ কথা কেহ অস্বীকার করেন না। ইহা সত্য, এবং সেই জন্য লোকে বাণিজ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া টাকা দিয়া জিনিষ ক্রয় করে এবং টাকা লইয়া জিনিস বিক্রয় করে। কিন্তু ব্যবসায়ী এই মনে করিয়া দ্রব্য ক্রয়ে অর্থ ব্যয় করেন যে উহা বিক্রয় করিলে আবার অর্থ পাওয়া যাইবে, এমন যাহা খরচ করা হইল, তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থ পাওয়া যাইবে। ব্যবসায়ীর ঘরে যদিও সকল সময় নগদ টাকা অধিক থাকে না, জিনিস পত্রই অধিক থাকে, তথাপি ব্যবসায়ী ঐ সকল জিনিসকে ধন বলিয়া মনে করেন এই জন্য, যে উহা বিক্রয় করিলে টাকা আসিবে। কারবার তুলিয়া দিবার সময় লোকে সমুদায় মালপত্র বিক্রয় করিয়া টাকাতে পরিণত করে, এবং যতক্ষণ তাহা না করা হয়, ততক্ষণ কারবারের অর্থ হাতে আসিল বলিয়া মনে করে না। যথার্থ অর্থ বা ধন কাহাকে বলে লোকে সাধারণতঃ তাহা বুঝে না; টাকা পয়সা, সোণা রূপাকেই একমাত্র ধন বলিয়া মনে করে। বুঝিবার ভুলের ইহা একটী উত্তম দৃষ্টান্ত।

গার্হস্থ্য সঙ্গীত।

(গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রচিত)

এই প্রবাস ভবন,
তোমার প্রদত্ত নাথ, প্রিয়দরশন।
সংসারের পথশ্রান্ত, পাপ ভারে ভারাক্রান্ত,
তাপিত মস্তক কোথা করিব স্থাপন;
করি তাই কৃপাবিধান, করিলে এ ছায়াদান,
তোমার করুণা যেন ভুলি না কখন।
যত দিন রাখ হেথা, প্রাণপণে সর্ব্বথা,
তব প্রীতি প্রিয়কার্য্য করিব সাধন;

নিত্যব্রত নিত্যধর্ম্ম, এই জীবনের কর্ম্ম,
সাধিতে সমস্ত যেন করি প্রাণপণ।
মোহ মায়ার ছলনে, তোমারে যেন ভুলিনে,
রেখো দেব মন প্রাণ সদা সচেতন;
তব ইচ্ছা হবে যবে, আনন্দে ত্যজি এ ভবে
নিত্যধামে তব ক্রোড়ে করিব গমন।

নূতন সংবাদ।

১। লর্ড ডফরিণ ব্রহ্মদেশ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ইনকম টাক্স আইন বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

২। মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতার কুষ্ঠরোগীদিগের আশ্রমে স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী নূতন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কাশ্মীরের মহারাজ মুমূর্ষু কুষ্ঠরোগীদিগের স্বতন্ত্র বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য অর্থ দান করিয়াছেন।

৩। কাশ্মীরের মহারাজ কলিকাতার বিজ্ঞানসভায় ৪ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৪। মহারাণী পার্লেমেণ্ট খুলিবার দিনে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার যে বক্তৃতা পঠিত হয়, তাহার সার এই:—

"বিদেশীয় রাজগণের সহিত আমার বন্ধুতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আফগান সীমা লইয়া রুষ-রাজের সহিত আমার যে বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা এখন সন্তোষজনকরূপে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে; রুষ-গবর্ণমেণ্টের সহিত যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তদনুসারে সীমা কমিশনর এখন সীমা নির্দ্দেশ করিতেছেন। আমার বিশ্বাস এই, সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেলেই মধ্য আসিয়ায় শান্তি সংস্থাপিত হইবে।

"রোমেলিয়ার গোলযোগ নিবারণে আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহাতে আমার দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে। রোমেলিয়ার অধিবাসিগণের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে কোনরূপ বন্দোবস্ত করা কি সুলতানের মূল স্বত্বের হানি করা আমার অভিপ্রায় নয়।

"তুরুস্কের সুলতানের সহিত আমার যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তদনুসারে মিসরে বিশেষ কমিশনর প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহারা মিসর-রাজের সহিত পরামর্শ করিয়া, যাহাতে মিসর সুরক্ষিত হইতে পারে ও শাসন-প্রণালীর সুবন্দোবস্ত হইতে পারে তাহার উপায় বিধান করিবেন।

"নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমি ব্রহ্ম-রাজ থিবর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছি। তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির পর হইতেই তিনি আমার প্রজাবর্গ ও আমার ভারত-সাম্রাজ্যের প্রতি ক্রমাগত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার গর্হিত আচরণে আমি আমার

দূতকে তাঁহার দরবার হইতে উঠাইয়া আনিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; তৎপরে আমি ক্ষতিপূরণের দাওয়া করি কিন্তু তিনি তাহাও অবহেলা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রিটিশ-প্রজার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করাতে আমি বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য মধ্যস্থ নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তিনি তাহাতেও অস্বীকৃত হইয়াছেন। ব্রহ্ম-রাজের এই সমস্ত কার্য্যকলাপে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, ব্রিটিশ প্রজার জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতে হইলে ও ব্রহ্মদেশের তৎকালিক অরাজকতা দূর করিতে হইলে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। জেনরাল সার হ্যারী প্রেণ্ডারগাষ্টের অধীনস্থ আমার ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় সৈন্যগণের বীরত্বে ব্রহ্মদেশ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বশীকৃত হইয়াছে। আমি স্থির করিয়াছি যে ব্রহ্মদেশ চিরদিনের জন্য আমার ভারত-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লওয়াই ব্রহ্মদেশে শান্তি ও সুনিয়ম সংস্থাপনের একমাত্র প্রশস্ত উপায়।

"আমি অনেক দিন হইতে ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি। যে ঘোষণা দ্বারা আমি শাসনকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলাম তদনুসারে কার্য্য হইতেছে কিনা তাহার তথ্যানুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইতেছে।

"বাণিজ্য ও কৃষির কোন উন্নতি হয় নাই দেখিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি।

"আয়র্লণ্ডে গোলযোগ উপস্থিত করিবার জন্য পুনরায় যে চেষ্টা হইতেছে তাহা দেখিয়া আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের সম্মিলনের বিরুদ্ধাচরণ আমার নিকট সম্পূর্ণ অপ্রীতিকর।"

৫। ইংলণ্ডের মন্ত্রিদলের আবার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রক্ষণশীল দল পদত্যাগ করাতে উদারনৈতিকদলের নেতা বৃদ্ধ গ্লাডষ্টোন নূতন মন্ত্রিসভা সংগঠন করিতেছেন।

বামাগণের রচনা।

পাষাণ।

পাষাণের যদি বাক্‌শক্তি থাকিত, মানব! তাহা হইলে তুমি আজ জগৎ সমক্ষে, পুস্তকের পাতে, কথোপকথন স্থলে, বক্তৃতায় বাক্যে গলা ফুলাইয়া অন্যের নিষ্ঠুরতা ঘোষ কীর্ত্তন করিবার সময় বলিতে পারিতে না—"উঃ অমুক ব্যক্তি কি নিষ্ঠুর! তাহার হৃদয় পাষাণনির্ম্মিত!" পাষাণ বিদীর্ণ হয়, মানব-হৃদয় কখনও বিদীর্ণ হইতে দেখিয়াছ কি? মানব মন প্রতিনিয়ত আত্মসুখের দিকে ধাবিত; [illegible], [illegible], ক্রোধ, ভয় ও নৈরাশ্য মন-মধ্যে [illegible]

ভোগবিলাস সন্ধানোৎসুক খর স্রোতের নিকট সামান্য তৃণ গাছির ন্যায় প্রতিবন্ধক মাত্র। আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতা মাতার নিকট প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া, নিজের শরীর ও মনকে ভোগ বিলাসের ও স্বার্থানুসন্ধানের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলি. একমাত্র সন্তানই পিতা মাতার সুখ, শান্তি ও সম্পত্তি; অশনে, ভ্রমণে, শয়নে, স্বপনে তাঁহাদের হৃদয়পটের স্নেহ-পুত্তলী ও সুখসরসীর প্রফুল্ল পঙ্কজ স্বরূপ। এক কথায় বলিতে গেলে, তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বস্বই সন্তান। সেই সন্তান আমরা কি না পিতামাতার মৃতদেহ চিতানলে দগ্ধ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনানন্তর, অল্পদিনের মধ্যেই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা পিতামাতাকে বিস্মৃতি নীরে বিসর্জ্জন দিয়া নিজের সুখানুসন্ধানে যত্নশীল হই। দেখিলে, আমরা কি কৃতজ্ঞতার ধার ধারি! যদি ধারিতাম, তবে পিতামাতার চিতাগ্নিতে অঙ্গ ঢালি না কেন; অথবা সেই চিতানল হৃদয়ে ধারণ না করিয়া, সেই শ্মশান ভূমি আবাসস্থল না করিয়া, অট্টালিকা ও দাস দাসীর প্রয়াসী হইয়া জীবন কাটাই কেন?

কুমুদিনী—বিদ্যানন্দ কাটী।

নিদ্রা।

ওহে পিতঃ! তব দয়া অনন্ত অপার,
কত রূপে কত ভাবে করিছ প্রচার!
নিদ্রারূপে দয়া তব করি বিতরণ,
কর মানবের দুঃখ ক্ষণেকে হরণ।
নিদ্রা বিনা মানবের কি দশা হইত,
দিবানিশি দুঃখানলে হৃদয় জ্বলিত,
নিদ্রাসুধা প্রাণে তুমি কর বরষণ,
তাহার পরশে মোরা হই বিচেতন।
সে সময় সুখ দুঃখ বোধ পরিহরি,
নিদ্রা-সুকোমল-কোলে শান্তি ভোগ করি।
দুঃখের তাড়নানলে যদি জ্বলে চয়,
সুখময়ী নিদ্রাপরে লয় হে আশ্রয়,
[illegible] কোলেতে করিয়া তবে [illegible]
মাতৃকোলে যেন শিশু সুস্থচিত্ত রয়;
পরিশ্রান্ত হয়ে শক্তি হারাইয়া নরে,
অবসাদে অঙ্গ ঢালি দেয় ভূমি পরে।
সে সময় নিদ্রা দেবি প্রসারি স্বগুণ,
পুনরায় দেন শক্তি করি চতুর্গুণ।
পুত্রের শোকেতে যবে ব্যথিত হৃদয়,
কাতরে জননী পড়ি থাকেন ধরায়.
কাহার নাহিক সাধ্য সে দুঃখ হরিতে.
নিদ্রা হতে পারে সেই ক্ষণেক ভুলিতে।
শোকানলে দগ্ধ হয়ে অসহ্য যাতনা
ভুলে হায়! যতক্ষণ থাকে না চেতনা।
পতির বিরহে সতী শোকে প্রাণ দহে.
দুঃখবারি উচ্ছলিত হৃদয়েতে বহে,

বোধহীন শোকে, প্রাণ বিনাশে উদ্যত,
সেজনও স্থির হয় হয়ে নিদ্রাগত।
আনন্দদায়িনী আর নিদ্রা সম নাই,
এমন সুখের বস্তু বল কোথা পাই?
ওহে পিতা নিদ্রাসুখ দিয়া পৃথিবীতে,
রেখেছ মানবগণে হরষিত চিতে!

শ্রীবসন্তকুমারী বসু।
মিকশিমিন—খুলনা।

অর্দ্ধস্ফুট ফুল!

(১)

আসে যবে হাসি হাসি মধুরা যামিনী,
গগন বিভাসি যবে হাসে নিশামণি,
ছোট ছোট তারাগুলি, করি যবে গলাগলি,
কি জানি কিসের কথা করে কানাকানি,
বিলাস উল্লাসে যবে উড়ে চকোরিণী;
অনন্ত ফুটন্ত ফুল চাহি চাঁদ পানে
বিতরে সুরভি মন্দ মৃদু সমীরণে।

(২)

তখন অর্দ্ধস্ফুট কুসুমের কলি!
কি তোর মনের কথা? আধ প্রাণ খুলি
কারে কও কেবা শুনে? কার প্রিয় সম্ভাষণে,
পড় ঢুলে লতা-কোলে সোহাগে উছলি?
প্রকৃতি মূরতিখানি রূপেতে উজলি?
বল মোরে, মাথা খাও, কর না ছলনা
কার প্রেমে এত ভাব? অস্ফুট যৌবনা!

(৩)

দেখিলে ও হাসিমাখা চারু মুখখানি
উল্লাসে উছলে প্রাণ কেন তা না জানি।
জানি না কেন যে তোরে, সখী ভাবে সমাদরে
সম্ভাষিতে সদা সাধ করে লো সজনী!
চোখে চোখে রাখি তোরে দিবস রজনী।
মরমের কথা সই ক'স প্রাণ খুলে,
আমিও মনের কথা বলি লো বিরলে।

(৪)

বড় সুখে আছ সই স্বপনেরও ঘোরে,
বিষম চিন্তার ছায়া পরশিতে নারে;
উল্লাসে আপন মনে, প্রীতি সরলতা সনে
বিজনে করিছ খেলা প্রকৃতি আদরে,
কুটিল সংসার পাপ পশে না অন্তরে,
পেয়েছ লো অতুলিত স্বরূপের ডালি
তবু ত গরব নাই, সুহাসিনী কলি!

(৫)

অতুল যৌবন কান্তি আধ বিকশিত,
আধ লাজে, আধ হাসে,
একবার চেয়ে দেখি, হেসে,
গরব, চাতুরী, প্রেম ছলনা পূ,
পুনঃ দেখি কিছু নাই বালিকা চরিত
এই ছাই পোড়া হল, এই সরলতা!
না জানি কি দিয়ে তোরে গড়েছে বিধাতা।

(৬)

বলনা সজনি! তোরে কই কানে কানে,
সাজিতে হয় কি সাধ প্রফুল্ল যৌবনে?
প্রফুল্ল ফুলের কোলে, দেখি প্রিয় অলিকুলে,
হয় কি বাসনা বিরাজিতে অলি সনে?
শিখিতে প্রেমের ছলা সরল জীবনে?
ওকি সই! মাথা নেড়ে "না কেন বলিলে
আমার মনের কথা কেমনে বুঝিলে?

(৭)

ছি ছিঃ সই এ সুখের সময়ের সাথে
ঘৃণা হয় যৌবনের তুলনা করিতে।
এখন মনেতে তোর কমলা মাটী কিছু নাই,
সকলই বিশ্বাসময় যা কিছু জগতে,
লাজ, ভয়ে, সমভাব, নারী পুরুষেতে,
এ সীমা হইলে পার, পড়িবি পাথারে,
কত ঢেউ প্রতিঘাত করিবে অন্তরে।

(৮)

তাই বলি বড় সুখে আছ গো সজনি!
করে না ব্যাকুল তোরে মধুকরধ্বনি,
অনিল আদর তোরে, বিচলিত নাহি করে
সরল উদার প্রাণ, বিজনবাসিনী!
আপন মনের সুখে হাসিছ আপনি।
সোহাগ, গরব, মান, আদর, চাতুরী,
সব সম, নিরুপম কুসুম সুন্দরী!

(৯)

হায়া অবধ কিশোর,
এ কেন সুরূপের ওর,
গৎ আঁখি, তোরে হেরি হয় সুখী,
[illegible]না, চিত্রিয়া রাখি কান্তিখানি তোর,
সুচারু হাসির রাগ, সৌন্দর্য্য বিভোর,
নাই পরিণাম চিন্তা চলাইলময়
অনন্ত সংসারে তোর সব সুখময়।

(১০)

সজনি এ[illegible] আঁখি[illegible]তোর সুখ দেখি
[illegible], অনন্ত কাল[illegible] সুখে থাকি;
এ [illegible] পার, যেন নাহি যাই আর,
[illegible] কলিকা যেন [illegible] থাকি
[illegible] [illegible] [illegible] প্রাণে আঁখি,

গর্ব্বের আদর, অলি-মধুর গুঞ্জন,
করিতে না পারে যেন বিচলিত মন।

(১১)

কিন্তু সই! সময়ের অবিরাম গতি,
নিবারিতে নাহি পারে অখণ্ড নিয়তি;
পলে পলে ধীরে ধীরে, এ সুখ পলাবে দূরে,
রবে না লো চিরদিন এ কিশোর মতি,
অচিরে সাজিতে হবে নবীনা যুবতী।
তাও কি সে দশা সই চিরদিন রবে?
সময়ে যৌবন কান্তি, তাও ফুরাইবে।

(১২)

(তাই বলি)
হাস সই! প্রাণভোরে সুমধুর হাঁসি
প্রীতিমাখা হাসি টুকু বড় ভালবাসি,
মধুর জ্যোৎস্না সখী, মৃদু পরশনে মাখি,
নাচলো মনের সাধে, সৌন্দর্য্য বিকাশি,
রবে না লো খোলা প্রাণ পোহাইলে নিশি
রূপে, রসে, লাজে, ভয়ে, সাজিবে যুবতী
কি করিবে প্রাণ সই কালের নিয়তি!!

(১৩)

(কিন্তু)
ভগিনি! একটী কথা থাকে যেন মনে,
পেয়েছ সৌন্দর্য্য যেন যাঁর কৃপাগুণে,
যাঁর দয়া বৃন্ত কোলে, সতত সোহাগে পালে
তুলনা সে প্রেমময় করুণানিধানে,
দৈপ মন, ভক্তি ডোরে বাঁধি সে চরণে,
মধুপ গুঞ্জন ছলে কর গুণগান,
শিশিরের ছলে পদে প্রেমাশ্রু প্রদান!!

শ্রীমতী প্রমীলাসুন্দরী মল্লিক।
নবদ্বীপ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৫৪ সংখ্যা। ফাল্গুন ১২৯২—মার্চ ১৮৮৬। ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ব্রহ্মরাজ পত্নী বিয়োগ—ব্রহ্মরাজ থিব আপনার প্রজাদিগের রক্ষার জন্য বিনা যুদ্ধে ইংরাজহস্তে রাজ্য সম্পদ সমর্পণ করিয়া বন্দীর শৃঙ্খল পরিধান করেন। এখন তাঁহার জীবনে সুখ কি? তাঁহার মহিষী তাঁহার কারাবাসের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন, একটী মৃত পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া তিনি স্বয়ং মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম থিব অপেক্ষা তাঁহার পত্নী বীরপ্রকৃতি ছিলেন, তাই তিনি আপনার ও সন্তানের জন্য চিরদাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের চিরকলঙ্ক। থিব ইংরাজের শরণাগত হইয়া কাতরস্বরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে তাঁহার মহিষী পূর্ণগর্ভা, কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হয়। বিজয়ী ইংরাজ পরাজিত জনের সুখ দুঃখ বুঝিবেন কেন? তাঁহার করুণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন কেন? আমরা যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, বিশেষ অপমান ও কষ্ট প্রদান করিয়া রাজপরিবারকে প্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। এরূপ অবস্থায় মহিষীর অপঘাত মৃত্যু হইবে আশ্চর্য্য নহে।

ব্রহ্মজয়ে ভারতের লাভ—আমরা মনে করিয়াছিলাম বহু মূল্য কাষ্ঠ ও ধাতুর আকর ব্রহ্মরাজ্য জয় হইল, এবার ভারতের অবস্থা সচ্ছল হইবে। কিন্তু তাহার প্রথম ফল ভয়ঙ্কর ইন্‌কম ট্যাক্স

ভারতবাসীদিগের স্কন্ধে স্থাপিত হইল। ব্রহ্মযুদ্ধের ব্যয়ও ভারতকোষ হইতে গৃহীত হইবে। ব্রহ্মদেশ শাসনের জন্যও অতিরিক্ত ব্যয় ভারতকে যোগাইতে হইবে।

ষ্টেড সাহেবের অভ্যর্থনা—ইংলণ্ডের সুনীতি-সংরক্ষক ষ্টেড সাহেবের কারামুক্তির দিন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এক মহাসভা আহূত হয়, তাহাতে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল. অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ও মহিলাও সমবেত হন। ২৭ হাজার স্ত্রীলোক এক এক পেনী করিয়া দিয়া ২৭হাজার পেনীর এক তোড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা ষ্টেড সাহেবকে উপহার দেওয়া হয়। ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত একটী লোকের জন্য সাধারণের কতদূর সহানুভূতি, ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। ষ্টেড সাহেবও তাঁহার বক্তৃতায় ধর্ম্মবীরোচিত সাহস ও ধীরতার যুগপৎ পরিচয় দিয়াছেন।

স্ত্রীলোকদিগের জন্য সুবর্ণ ও রৌপ্য মেডাল—বঙ্গ,বোম্বাই,মান্দ্রাজ ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শিক্ষার্থিনীদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবেন তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রদত্ত একটী একটী সুবর্ণ মেডাল পুরস্কার পাইবেন। এতদ্ভিন্ন লাজ-প্রতিনিধি ৪টী রৌপ্য মেডাল দিবেন, তাহা আগ্রা, [illegible] কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও লাহোর [illegible] ছাত্রীদিগকে প্রদত্ত হইবে। লেডী ডফরিণের শুভোদ্যোগের এই প্রথম সুসংবাদ।

ময়মনসিংহে বিধবাবিবাহ-আন্দোলন—বিধবাবিবাহ হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রচলনার্থ ময়মনসিংহে এক বৃহতী সভা হয়, রাজা সূর্য্যকান্ত ও বাবু জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরী জমিদারদ্বয় তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রত্যেক জেলায় এরূপ আন্দোলন প্রার্থনীয়।

আলীগড়ে সমাজসংস্কার সভা—সুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী মালবারী স্বয়ং পারসী হইয়াও হিন্দু সমাজের কল্যাণ জন্য প্রাণপণ করিয়া লাগিয়াছেন। তিনি ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতাদি করিতেছেন। তাঁহার উদ্যোগে আলীগড়ে যে সভা হয় রাজা জয়কিষণ দাস বাহাদুর তাহার সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সভায় ৩টী প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে ;—(১) বাল্যবিবাহ নিবারণ, আবশ্যক হইলে এতদর্থে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ, (২) অসম বয়সের বিবাহ নিষেধ, (৩) মালাবারীর কার্য্যের সহকারিতার জন্য একটী কমিটী স্থাপন।

বার্ত্তাবহ কপোত—ফরাসী জর্ম্মাণ যুদ্ধের সময় কপোত দ্বারা দূরস্থানে পত্রাদি [illegible] করা হইয়াছিল [illegible] আমেরিকায় এই কৌশলের [illegible] উন্নতি হইতেছে। [illegible]

আর্গো নামে এক কপোত ফ্লরিডা হইতে নিউইয়র্কে প্রায় হাজার মাইল উড়িয়া আসিয়াছে। ইতিপূর্ব্বেও কয়েকবার এই পক্ষী ৫০০ মাইলের অধিক দূর ভ্রমণ করিয়াছে। ইহা বেলজিয়মের কপোতবংশ হইতে উৎপন্ন। এরূপ পক্ষী তারের খবরের কার্য্য করিতে পারে।

ব্রহ্মদেশীয় রোমশ পরিবার—ব্রহ্মরাজ থিবকে লক্ষ টাকা দিয়াও এই পরিবারকে কেহ হস্তগত করিতে পারে নাই। এক্ষণে ইহারা রেঙ্গুণে আনীত হইয়াছে এবং শুনা যায় সমস্ত পৃথিবীতে প্রদর্শিত হইবে। ইহারা দুইটী জীব—মাতা ও পুত্র সন্তান। মাতা অপেক্ষা সন্তান চতুর।

"অমৃতে অরুচি কার?"

এ কথা বলিতেও ভাল, শুনিতেও ভাল; কিন্তু অল্প লোকে এই কথার অর্থ বুঝিয়া ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভগিনি! প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, অমৃত বলিয়া কোন জিনিষ এ পৃথিবীতে আছে কি না? পুরাণে সমুদ্র মন্থনের কথা শুনিয়াছ। দেবতা ও অসুরেরা সমুদ্র মন্থন করিতে করিতে অবশেষে এক ভাণ্ড অমৃত উঠিল, তাহা পান করিয়া দেবতাগণ অমর হইয়া গেলেন। অমৃত ত সেই বস্তু, যাহা পান করিলে আর মৃত্যু হয় না, ইহা নিত্য বস্তু, ইহা পাইলে নিত্য জীবন ও নিত্য সুখ লাভ হয়। সংসারে সে বস্তু কি? গৃহ অলঙ্কার ধন মান খাদ্য পরিধেয় পৃথিবীর যে কিছু সুখের বস্তু, সকলি ত অনিত্য, তাহাদ্বারা অমৃতের আশা কোথায়? তাই ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী স্বামি-প্রদত্ত বিত্ত বিভবে বীতস্পৃহ হইয়া বলিয়াছিলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" যাহাদ্বারা আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব? "মৃত্যোর্মামৃতং গময়" মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও। মৈত্রেয়ী বুঝিয়াছিলেন অমৃত কি এবং সেই অমৃতেতে তাঁহার রুচি হইয়াছিল বলিয়া তিনি সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পতি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রহ্মসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর এক মাত্র সত্য বস্তু, অমৃত বস্তু এবং তাঁহার ভজনা সাধনা একমাত্র সত্য বস্তু ও অমৃত বস্তু, ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতী নর নারী এই অমৃতের জন্য লালায়িত হইয়া তাহা লাভ করেন ও তাহাদ্বারা আপনাদিগের জীবনকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ নর নারীর রুচি প্রবৃত্তি কোন্ দিকে? এই পৃথিবীর

চাকচিক্যময় বস্তু, এই সংসারের আশু সুখকর পদার্থ লাভ করিবার জন্যই কি তাঁহারা ব্যস্ত নহে? সুতরাং তাহাদিগের রুচি মৃত্যুর জন্য, অনিত্য সুখের জন্য। "অমৃতে অরুচি কার?" না বলিয়া "অমৃতে রুচি কার?" তাহাদিগের নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করাই সঙ্গত। অমৃতে অরুচি ত সকলেরই, আমার, তোমার, পৃথিবীর সমগ্র ব্যক্তির মধ্যে ৯৯৯ জনের অমৃতের দিকে দৃষ্টি নাই, অনিত্য সুখ সম্পদের জন্যই প্রাণ হাহাকার করিতেছে। "অমৃতে রুচি কার?" দেখ, কাহার নিকট হইতে ইহার সদুত্তর পাও? মৈত্রেয়ী যাঁহার অনুকম্পার জন্য যে ভারত নারীকুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন দেখ সেই নারীগণের অধিকাংশের রুচি কত নীচ ও মলিন। বেশ বিন্যাস, অলঙ্কার, সুসজ্জিত গৃহ, দাস দাসী, যান, বাহন, মান মর্য্যাদা, প্রভুত্ব, শারীরিক সুখ ও সৌন্দর্য্য এই সকল কি অধিকাংশের লক্ষ্য নয়? যাঁহারা সংসার ভিন্ন কিছুই জানেন না, তাঁহাদিগের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। যাঁহারা দান ধর্ম্ম ব্রতানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগেরই বা আকাঙ্ক্ষা কি? "আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।" হে ভগবতি! আয়ু দেও, যশ দেও, সৌভাগ্য দেও। কি আশ্চর্য্য, ধর্ম্ম করিতে গিয়াও অমৃতের জন্য রুচি হয় না, নীচ সংসারের সুখের প্রার্থনাই আসিয়া থাকে। লোকে সামান্য কথায় বলেন যে শরিষা দিয়া ভূত ছাড়াইতে হইবে, সেই শরিষার ভিতরে যদি ভূত থাকে, তবে আর উপায় নাই। যে ধর্ম্ম দিয়া অনিত্য বাসনা দূর করিতে হইবে, সেই ধর্ম্মের মধ্যেই যদি অনিত্য বাসনা থাকে, তবে আর আশা ভরসা কোথায়?

হে ভগিনি! আপনার জীবনের অবস্থা ভাবিয়া দেখ আর বল "অমৃতে অরুচি আর কাহার আছে না আছে জানি না, কিন্তু অমৃতে অরুচি আমার।" এই অরুচি দূর করিতে হইবে। আহারে অরুচি দূর না হইলে যেমন শরীরের স্বাস্থ্য ও উন্নতির সম্ভাবনা নাই, অমৃতে অরুচি দূর না হইলে সেইরূপ আত্মার জীবন, উন্নতি, কল্যাণ ও সুখের সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বর মনুষ্যের আত্মাকে অমৃতের অধিকারী করিয়াছেন, যার তাহাতে রুচি ও অনুরাগ সেই তাহা পায়। সকল নর নারী অমৃতের ভিখারী হইয়া তাহারই জন্য প্রার্থনা কর এবং দেবজীবন লাভ করিয়া অনন্ত সুখে সুখী হও।

বাক্‌পুষ্টা।

এই প্রাতঃস্মরণীয়া নারী কাশ্মীরপতি মহারাজ তুঞ্জীনের মহিষী ছিলেন। বাক্‌পুষ্টা পতির সহিত সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যে পতির সাহায্য করিতে লাগিলেন। মহারাজ তুঞ্জীন সেই রমণীর পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্য্য করিতেন না। অন্যান্য নারীদিগের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ সঙ্কীর্ণ, কেবল আপনাদের গৃহকার্য্য ও কতিপয় মাত্র পরিজনের প্রতিপালনেই সীমাবদ্ধ, রাজ-মহিষীর কার্য্যক্ষেত্র সেরূপ সঙ্কীর্ণ নহে। যাঁহার হস্তে অগণ্য পরিজনের ও অসংখ্য প্রজার প্রতিপালনের ভার, যাঁহাকে বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী কোটি কোটি লোকের মনোরঞ্জন করিতে হইবে, যাঁহার বিবেচনার উপর একটি বিশাল রাজ্যের ভদ্রাভদ্র নির্ভর করে, তাঁহার ধৈর্য্য, বীর্য্য দয়া, দাক্ষিণ্য কিরূপ হওয়া উচিত, তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও পবিত্রতার প্রভাব কিরূপ হওয়া উচিত, বাক্‌পুষ্টা তাহারই একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সেই রাজা ও রাজ্ঞী স্বল্পকালমধ্যে সমস্ত প্রজার হৃদয় অধিকার করিলেন। এ সংসারে বিপদ ভিন্ন মনুষ্যের প্রকৃত পরীক্ষা হয় না। যেমন অগ্নি কাঞ্চনের পরীক্ষাস্থান, তেমনি বিপদই ধার্ম্মিকের পরীক্ষাস্থান। দৈবঘটনায় তাঁহাদের সেই কঠোর পরীক্ষা উপস্থিত হইল। যেন তাঁহাদের চরিত্রপরীক্ষার জন্যই প্রজামধ্যে এক দুঃসহ দৈব-বিপদ উপস্থিত হইল। একদা ভাদ্রমাসে, যখন সমস্ত কেদারমণ্ডল পাকোন্মুখ শালিশস্যে সমাচ্ছন্ন, তখন কাশ্মীরে অকস্মাৎ ঘোর তুষারপাত হইতে লাগিল। অচিরেই দেশের সমস্ত শস্য হিমানীগর্ভে নিমগ্ন হইল, সেই সঙ্গে প্রজার জীবনাশাও বিনষ্ট হইল। ক্রমে রাজ্যে ঘোর দুর্ভিক্ষানল প্রজ্বলিত হইল।

একটী সন্তান পীড়িত হইলে তাহার শুশ্রূষা পিতামাতার পক্ষে কিরূপ গুরুতর তাহা একবার ভাবিয়া দেখ; তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, যাঁহাদের হস্তে অসংখ্য পীড়িতের শুশ্রূষার ভার, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কিরূপ গুরুতর। এক্ষণে সেই রাজদম্পতীর হস্তে দুর্ভিক্ষপীড়িত অনন্ত প্রজার প্রাণরক্ষার ভার পতিত হইল। অন্ন বিনা দেশে হাহাকার উঠিয়াছে; অনাহারে দিন দিন শত শত লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে; তদ্দর্শনে রাজা ও রাজ্ঞী বিপত্তিহারী ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া প্রজারক্ষায় দীক্ষিত হইলেন। গৃহে, অরণ্যে, পথে, শ্মশানে, আশ্রমে, কান্তারে, আপণে, নদীতটে, যে যেস্থানে অনাহারে পতিত, তাঁহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার মুখে অন্নজল প্রদান করিতে লাগিলেন। মহিষী, পতি

শত নিরন্নকে অন্ন দিবার জন্য এককালে যেন শত শত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; প্রজারা যেন এক অন্নপূর্ণার অসংখ্য রূপ দর্শন করিতে লাগিল।

প্রজার জন্য বিদেশ হইতে অন্ন ক্রয় করিতে ক্রমে রাজকোষ নিঃশেষিত হইল, ক্রমে রাজার ও মন্ত্রিগণের সঞ্চিত অর্থ সকলি নিঃশেষিত হইল। হায়! দৈববলের সহিত মানববল কতক্ষণ যুঝিতে পারে; শেষে সকল উপায়ই ফুরাইল। মহিষী প্রজার জন্য গাত্রের অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করিলেন, পরিধেয় পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া প্রজার অন্ন ক্রয় করিলেন। পুত্রপ্রাণা জননী যে বেশে মুমূর্ষু শিশুকে ক্রোড়ে করে, মহিষী শেষে সেই সর্ব্বত্যাগিনীর বেশে আলুলায়িত কেশে গৃহে গৃহে অন্নমুষ্টি লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর কিছুতেই রক্ষা হয় না। পিতা মাতা অপত্যপ্রেম বিস্মৃত হইল, জায়া পতি দাম্পত্যপ্রেম বিস্মৃত হইল, ভ্রাতা ভগিনী সোদরপ্রেম বিস্মৃত হইল। সকলেই উদরপূরণে উন্মত্ত। দেশের শূর, বীর, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, সকলেই সমভাবে কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। যাহারা জীবিত, তাহাদেরও আর মনুষ্যের আকার নাই, সকলে কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট; উৎকট জঠরজ্বালায় জলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকট কটাক্ষপাত করিতেছে, এক মুষ্টি অন্ন লইয়া মাতা পুত্রে ঘোরতর বিবাদ বাধিয়াছে। সমস্ত দেশ যমপুরীর ন্যায় ঘোরদর্শন প্রেতবৃন্দে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সেই লোমহর্ষণ ভীষণ সময়ে, প্রগাঢ় নিশীথকালে, একদা যখন সমস্ত রাজভবন নিঃশব্দ, নরপতি শয়নকক্ষে সহসা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার গভীর আর্ত্তনাদে গৃহভিত্তি সকল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মহিষী শান্তিকামনায় ইষ্টদেবতার ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, পতির রোদন শুনিয়া অমনি তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। রাজা শোকোন্মত্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—"দেবি! রাজার পাপ ভিন্ন প্রজার অমঙ্গল হয় না। নিশ্চয় আমারি দোষে নিরপরাধ প্রজালোকের এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আমারি ভাগ্যদোষে আজি ধরণী অন্নশূন্যা হইয়াছেন। যাহা কিছু উপায় ছিল সকলি বিফল হইল; নিদারুণ কালের হস্তে সর্ব্বস্বান্ত হইল। দুরন্ত দাবানলে বারিবিন্দুর ন্যায় আমাদের সমস্ত যত্ন লয় পাইল। দেখ! চক্ষের উপর কত শত মহাপ্রাণী বিনষ্ট হইতেছে; শিশুসন্তানগুলি মাতার বিবশ বাহুপাশ হইতে স্খলিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। কোথাও ক্ষুধার্ত্তের সকরুণ প্রার্থনা, কোথাও রোগার্ত্তের মৃতমানব চিৎকার, কোথাও শোকার্ত্তের পাষাণভেদী আর্ত্তনাদ, কোথাও মুমূর্ষুর অন্তিমকাকুতি, আমার সেই অমরাবতী কাশীর আজি মহাশ্মশান হইয়াছে। কে আর সেই শান্তি এখন রক্ষা করিবে, তাঁহার পাপ

নাই; হিমসংঘাতে চারিদিকের পাহাড় পর্ব্বত অলঙ্ঘ্য, পথ ঘাট সকলি রুদ্ধ; এস্থান হইতে নির্গমন করা মনুষ্যশক্তির অতীত। সূর্য্যদেব যেন রসাতলে প্রবেশ করিয়াছেন, ঘোর ঘনঘটায় দশদিক নিরন্তর আচ্ছন্ন রহিয়াছে, যেন শত শত কালরাত্রি আসিয়া ঘেরিয়াছে। তরু-কোটরের দ্বার রুদ্ধ হইলে তন্মধ্যে নিবদ্ধ পক্ষিশাবকদিগের যে দশা হয়, আমার প্রজাগণেরও সেই দশা উপস্থিত। হে দেবি! যাঁহারা আমার প্রাণের উপাদান, আমি সেই প্রিয়তম প্রজাগণের এ দুর্গতি আর দেখিতে পারি না; আমি জলন্ত হুতাশনে এ দেহ আহুতি দিব। ধন্য সেই নরপালগণ! যাঁহারা প্রাণাধিক প্রজাগণকে সর্ব্বতোভাবে সুস্থ দেখিয়া রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যান। হা দেবি! জানি না কি মহাপাপে আমরা সে সুখে বঞ্চিত হইলাম।" নরপতি ইহা কহিতে কহিতে মূর্চ্ছিত হইয়া মহিষীর ক্রোড়ে পতিত হইলেন। মহিষী এতক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া ঐ সকল কথা শুনিতেছিলেন; অকস্মাৎ তাঁহার বদনে দিব্য জ্যোতি আবির্ভূত হইল, তিনি যেন কোন দিব্য শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেন। তিনি সুপ্তোত্থিতার ন্যায় উঠিয়া পরম যত্নে পতির চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর, স্থির ও গম্ভীর স্বরে কহিলেন। সেই নিশীথ নির্ব্বাত কক্ষমধ্যে দীপসকল স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছিল, অকস্মাৎ সে সকল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, যেন মহিষী কি বলিবেন শুনিবার জন্যই গ্রীবা উন্নত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। মহিষী কহিলেন,—"নাথ! আপনি নিতান্ত অধীর ও দুর্ব্বলচিত্তের ন্যায় এ কি কথা কহিতেছেন। এ সময় আপনারও কি চৈতন্যলোপ হইল? প্রবল ঝটিকায় সামান্য তরুর ন্যায় মহাশৈলও যদি বিচলিত হয়, তবে ক্ষুদ্র আর মহতে প্রভেদ কি? এ জগতে অসাধ্যসাধনেই যদি সমর্থ না হইলেন, তবে নাথ! ভবাদৃশ মহাত্মার মাহাত্ম্য কোথায়? কোন্ পিতা মুমূর্ষু সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে? যেমন পতির প্রতি ভক্তি পত্নীর একমাত্র ব্রত, তেমনি প্রজার প্রতি অনুরাগ রাজার একমাত্র ব্রত; যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে আমা-দিগকে অটলভাবে সেই ব্রত পালন করিতে হইবে। আত্মহত্যা দ্বারা নিষ্কৃতি-লাভ কাপুরুষেরি কার্য্য; যদি একান্তই তাহা করিতে হয়, তবে যতক্ষণ এরাজ্যে একটিও মহাপ্রাণীর প্রাণবায়ু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিব। অবশেষে যখন তাহারও জীবনাশা নির্ব্বাণ হইবে, আমরা উভয়ে সেই শবকঙ্কাল আলিঙ্গন করিয়া অনশনে জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিব।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার বদনজ্যোতি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইল, নয়নদ্বয় হইতে তেজঃপুঞ্জ বাহির হইতে লাগিল, মহিষী বজ্রনাদে বলিয়া উঠিলেন,—"হে ধর্ম্মবীর!

উঠুন! উঠুন! হে প্রজাপালক! আর ভয় নাই। আমি যদি যথার্থ পতিসেবা করিয়া থাকি, যদি প্রজার দুঃখে আমার অন্তরাত্মা দ্রব হইয়া থাকে, আমি যদি সত্যের সাধনা ও ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকি, তবে কার সাধ্য আমার কথার অন্যথা করে; হে প্রজানাথ! আপনার প্রজাগণের আর দুর্ভিক্ষভয় নাই"। অহো! পতিব্রতার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য করুণা! এ সংসারে ঘটনাচক্রের কি আশ্চর্য্য গতি! মহিষী ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত করিয়া সেই কথা বলিবামাত্র অকস্মাৎ শূন্যমার্গ হইতে ভূরি ভূরি মৃত কপোত পতিত হইতে লাগিল। রাজা আশ্চর্য্য মানিয়া মরণোদ্যম হইতে বিরত হইলেন। প্রজারা প্রত্যহ সেইরূপ মৃত কপোত ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল, এবং কহিতে লাগিল,— "জগদীশ্বর মহিষীর অলৌকিক ধর্ম্মনিষ্ঠায় প্রসন্ন হইয়া সকলের প্রাণরক্ষার এই অদ্ভুত উপায় বিধান করিলেন।" আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলে পরমানন্দে জগৎ-পিতার অপার মহিমা এবং সেই পুণ্যবতী রাজ্ঞীর গুণাবলী গান করিতে লাগিল।

দিন দিন মহিষীর পুণ্যরাশি অনস্র-ধারায় বহিতে লাগিল, ঈশ্বরের কৃপায় আকাশমণ্ডলও ক্রমে সুপ্রসন্ন হইল। যথাকালে বসুন্ধরাও প্রচুর শস্যরত্ন প্রসব করিলেন।

ছত্রিশ বৎসর বয়সে প্রজাবৎসল মহারাজ ভূঙ্গীন পরলোক গমন করিলেন। পতিব্রতা বাকপুষ্টা প্রজা-মণ্ডলীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পতির সহগমন করিলেন। সেই পুণ্যশীলা যে স্থানে মৃত পতির সহগমন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "বাকপুষ্টাটবী" নামে পবিত্র তীর্থ বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে।

অসভ্যজাতির বিবরণ।

অষ্ট্রেলিয় জাতি।

আসিয়ার মানচিত্রের দক্ষিণে যে একটী বৃহৎ দ্বীপ দেখা যায়, তাহার নাম অষ্ট্রেলিয়া বা নবহলণ্ড। পৃথিবীর মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপ এবং আকারে প্রায় ইউরোপ খণ্ডের সমতুল্য। এই দ্বীপের অনেক স্থান এক্ষণে ইংরাজ-দিগের অধিকৃত, এবং ইংলণ্ড হইতে যাহারা রাজদণ্ডে আসামী হইয়া এখানে দ্বীপান্তরিত হইত, তাহাদিগকে লইয়া এখানে বৃহৎ উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা হইতেছে। অল্পদিনের মধ্যে এই দ্বীপ একটী সভ্য ভূখণ্ড হইয়া দাঁড়াইবে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই দ্বীপবাসী অসভ্যজাতি সভ্য জাতির সংস্পর্শে অল্পসংখ্যক হইয়া ক্রমশঃ লোপপ্রাপ্ত হইবে। ইহাদিগের ইতিহাস এককালে বিলুপ্ত না হয়, ইহা বাঞ্ছনীয়। এখনও তাহারা সংখ্যাতে অনেক এবং অনেক বংশ ও শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহাদিগের আচার ব্যবহারে আমোদ প্রমোদে আদিম মনুষ্য জাতির ইতিবৃত্ত অনেক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা এই জাতির কিঞ্চিৎ বিবরণ পাঠিকাগণের অবগতির জন্য বর্ণন করিতেছি।

অষ্ট্রেলিয় জাতির আকৃতি কিছু অদ্ভুত। ইহাদিগের মাথা বড়, কিন্তু পদদ্বয় শীর্ণ। উরু, হাঁটু এবং পায় গোছে মাংস নাই বলিলেই হয়। ইহাদিগের বৃহদাকার মস্তকে ভ্রূদ্বয় উন্নত, এবং তাহার মধ্যে চক্ষু গভীররূপে স্থাপিত। নাসিকা চ্যাপটা এবং মুখ বড়, দেখিতে রাক্ষসের মত ভয়ানক, কিন্তু সচরাচর ইহাদিগের স্বভাব ততদূর নৃশংস নহে। ইহাদিগের মস্তকের চুল পরিষ্কার থাকিলে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় দেখায়, কিন্তু ইহারা মাটী ও আটা দিয়া প্রায় তাহাতে জট পাকাইয়া রাখে। চুলের রঙ বালকদিগের কিছু কটা, কিন্তু বয়স্কদিগের প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদিগের শরীরের রঙ তাম্রবর্ণ হইতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। হাত ও পায়ের পাতা ছোট ও [illegible], স্কন্ধ ও বক্ষদেশ প্রশস্ত ও মাংসল। [illegible] এই সকল লক্ষণ দ্বারা অপরাপর জাতি হইতে অষ্ট্রেলিয়দিগকে সহজে চিনিতে পারা যায়।

এই জাতি সর্ব্বপ্রকার শিল্পকার্য্যে অনভিজ্ঞ। ইহাদিগের মধ্যে কৃষিকার্য্য নাই এবং ইহারা কোন প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করিতে জানে না। যন্ত্রের মধ্যে ইহাদিগের কয়েক খানি সামান্য অস্ত্র, পাথরের মুদ্গর এবং মোটামুটি গঠনের ঝুড়ি ও জাল আছে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা সমুদ্রতীরবাসী তাহারাও ইউরোপীয়দিগের আগমনের পূর্ব্বে কোন প্রকার নৌকা গঠন করিতে জানিত না। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা নাবিকতায় পারদর্শী বলিয়া বিখ্যাত ছিল তাহারা হয় গাছের বাকলের দুই ধার দড়ী দিয়া বাঁধিয়া অথবা কতকগুলি শর ও কাট একত্র করিয়া তদ্দ্বারা জলপথে গমনাগমন করিত। তাহাদিগের বাসের জন্য স্থায়ী গৃহ বা কুটীর নাই। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই উলঙ্গ। অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাংশবাসীরা কেবল শীতকালে অপোসম নামক জন্তুর চামড়ায় এক-প্রকার চাদর করিয়া স্কন্ধে জড়াইয়া থাকে। অনেক বংশের প্রথা আছে, তাহারা সম্মুখের দুই একটী দন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলে এবং চামড়ার উপর দুই একটী স্থায়ী চিহ্ন লাগাইয়া লয়। অন্যান্য অসভ্যজাতির ন্যায় তাহারা নানা প্রকার বর্ণে আপনাদিগের শরীর রঞ্জিত করে এবং ঝিনুক, শামুক, পলা ইত্যাদি গাঁথিয়া গহনা পরিধান করে। কিন্তু

এ দেশে অনেক সুন্দর সুন্দর পক্ষী থাকিলেও তাহাদিগের পালক ইহাদিগকে পরিধান করিতে দেখা যায় না।

অষ্ট্রেলিয় জাতির ভাষা এক মূল হইতে উৎপন্ন হইলেও ভিন্ন ভিন্ন বংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। ইহাতে এরূপ দেখা যায় যে এক বংশের কথা ২৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী আর এক বংশ কিছুমাত্র বোধগম্য করিতে পারে না। তাহাদিগের ধর্ম্মের ভাব অতি স্থূল এবং তাহা কুসংস্কারে পরিণত। তাহারা পাপপুরুষের বড় ভয় করে। তাহাদিগের বিশ্বাস এই ব্যক্তি অমানুষিক দেহ ও শক্তি ধারণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। রাত্রিকালে সে জঙ্গলের মধ্যে শিকার অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, অসাবধান কোন পথিককে পাইলে আক্রমণ করিয়া ধরে, তাহার প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের নিকট লইয়া যায় এবং তাহাতে তাহাকে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে। এই ভূতের গাত্রে আগুন ফেলিয়া দিতে পারিলে সে ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়। এই বিশ্বাসে অষ্ট্রেলিয় কোন লোক রাত্রিকালে একটী জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড সঙ্গে না লইয়া ঘরের বাহির হয় না।

মৃত ব্যক্তির সমাধিস্থানে আসিতেও ইহারা বড় ভয় পায়। তাহার বিষয় ইহারা কিছুমাত্র বলিতে চায় না, যদি [illegible] করিলে চুপ চুপ করিয়া চুপে চুপে যা কিছু বলিয়া থাকে।

[illegible] ডাইনের জন্য প্রাদুর্ভাব, তাহারা বয়লিয়া নামে অভিহিত। সকল লোকেই তাহাদিগকে ভয় করে ও তাহাদিগের অভিপ্রায় মতে কার্য্য করে। ইহাদের বিশ্বাস ডাইনেরা দৈববলে বলী, ইচ্ছামতে আকাশ পথে ভ্রমণ করিতে পারে এবং অপর বয়লিয়া ভিন্ন অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় না। কাহারও উপরে ইহাদিগের রাগ থাকিলে রাত্রিকালে অদৃশ্যভাবে আসিয়া ইহারা তাহাকে আক্রমণ করে ও তাহার মাংস দগ্ধ করিয়া দেয়। যাহা হউক অপর বয়লিয়া মনে করিলে এই ডাইন ছাড়াইতে পারে এবং যাদু বিদ্যাদ্বারা ইহার কৃত অনিষ্টও নিবারণ করিতে পারে।

আমেরিক, মালয়, নিগ্রো প্রভৃতি অসভ্যজাতির ন্যায় অষ্ট্রেলিয় জাতিরও বিশ্বাস যে বয়ঃস্থ ব্যক্তির স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু হয় না। এই বিশ্বাস হইতে ঘোরতর কুসংস্কার ও তাহার মহানিষ্টকর ফল উৎপন্ন হয়। পীড়াতে কোন বংশের কোন লোকের মৃত্যু হইলে তাহার আত্মীয়েরা মনে করে, অপর বংশের ডাইন চাপিয়া তাহাকে মারিয়াছে, সুতরাং তাহারা সেই কল্পিত হত্যাকারীকে বা তাহার নিকটসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিকে যতক্ষণ হত্যা করিতে না পারে, ততক্ষণ সুস্থির হইতে পারে না।

এই [illegible] বিশ্বাস হইতে [illegible]
[illegible]

বংশের যে লোকের মৃত্যু হইল তাহার আত্মীয়গণ বৈরনির্যাতনের জন্য উন্মত্ত হইয়া আপনাদিগের দলস্থ লোকদিগকে একত্র করে এবং কি করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে পরামর্শ করে। সাধারণের মতে এরূপ স্থলে যুদ্ধ করাই স্থির হয়, তখন বিপক্ষ-দলের নিকট যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ লইয়া এক দূত প্রেরিত হয়। তাহারাও বন্ধু ও প্রতিবাসীদিগকে একত্র করিয়া পরামর্শ করে এবং সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এক এক দলে ৫০ হইতে ১০০ ব্যক্তি জড় হয় এবং তাহারা পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া পরস্পরকে নিন্দা ও কটূক্তি করিতে থাকে। পরে যুদ্ধারম্ভ হয়। উভয় দলের বিলক্ষণ কৌশলজ্ঞান আছে, বিপক্ষের অস্ত্র এড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। ইহাতে অনেক ক্ষণ যুদ্ধ চলে, কোন প্রাণহানি হয় না। পরে এক দলের একটী লোক মরিলেই (কখন কখন তৎপূর্ব্বেও) যুদ্ধ স্থগিত হইয়া যায়। তখন আবার পরস্পরের উপর নিন্দা, কটূক্তি ও গালিবর্ষণ হয়। কিছুক্ষণ পরে বিবাদ মিটিয়া যায় এবং উভয় দলে বন্ধু-ভাবে মিলিত হইয়া মৃতদেহ সমাহিত করে ও একত্র নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অন্যান্য অসভ্যজাতির ন্যায় অষ্ট্রেলিয়েরা বড় নৃত্যগীতপ্রিয়। তাহাদিগের গান অতি সংক্ষিপ্ত, দুই একটী ভাব দু এক কথায় পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। কেহ রাগোন্মত্ত হইলে অমনি এই বলিয়া গান করে—

বিঁধ্‌ব তার পেট,
বিঁধ্‌ব তার চোখ,
বিঁধ্‌ব হৃদয় তার রে—

এই বলিয়া অস্ত্র শাণাইতে বসে। গান করিতে করিতে আরও উত্তেজিত হইয়া শূন্যে বর্শা ঘুরাইতে থাকে এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে যেন যুদ্ধ করিতেছে এই রূপ দেখায়। তাহার স্ত্রী প্রভৃতি থাকিয়া থাকিয়া অত্যাচারী ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনার্থ এইরূপ সুর ধরে—

হাড় ভাঙ্গা বেটা
পা লক্‌লকে টা,
চামসে কাটি, নড়ে ভোলা।

দর্শকেরা বাহবা দেয়। রাগোন্মত্ত ব্যক্তি গান গাইয়া গানের ঝাল বাহির করিয়া একটী নৃত্যের উদ্যোগ করে।

অষ্ট্রেলিয় কোন ব্যক্তি ভয়ার্ত্ত হইলে সাহসের গান গায়, ক্ষুধার্ত্ত হইলে গান গাইয়া উদরের জ্বালা নিবারণ করে; ভরা পেট হইলে যদি বেহুঁস হইয়া না পড়ে, খুব উৎসাহের সহিত গান গাইতে থাকে। বস্তুত ইহারা সকল অবস্থাতেই গান গাইয়া বল ও সান্ত্বনা লাভ করে। ইহাদিগের গান অনেক প্রকারের, কিন্তু সকল গুলিই সংক্ষিপ্ত ও উত্তেজনার ভাব-প্রকাশক। গান গাইয়া স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগকে প্রতিহিংসার উৎসাহিত করে। চারি পাঁচ জন দুই স্ত্রীলোক মনে করিলে এইরূপ গানে [illegible] জন পুরুষকে অনায়াসে

তাহাই আহার করে ও নষ্ট করে। ইহারা কেবল রাত্রিকালে আহারান্বেষণ করিয়া সন্তুষ্ট হয় না, কখনও কখনও উদরজ্বালায় দিনের বেলায়ও বাহির হয়। আমাদিগের দেশেও উদ্যান সকলে বাদুড়ের দৌরাত্ম্য কম নহে।

কিন্তু আমেরিকায় Vampin বা রক্তশোষক নামে যে এক জাতীয় বাদুড় আছে, তাহাদিগের মত নৃশংস ও ভয়ঙ্কর জীব অতি অল্প দেখা যায়। ইহাদিগের নাসিকার ছিদ্রের উপর কোমল চর্ম্মের এক আবরণ আছে, তাহা গুটাইয়া রক্তশোষক নলের মত করা যায়। শুনা যায় ইহারা নিদ্রিত মনুষ্য বা জন্তুর শরীরে এই নল সংলগ্ন করিয়া তাহার রক্ত-শোষণ ও ভক্ষণ করে। ইহাদিগের আবার চাতুরী কৌশল এমন, শিকারের নিদ্রাভঙ্গ না হয়, এজন্য পাখাদ্বারা বাতাস করিতে থাকে এবং সেই সময় রক্ত চুষিয়া খাইতে থাকে। ইহাতে অনেকের প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। ইহারা কেবল নিদ্রিত নয়, জাগ্রত জন্তুকেও আক্রমণ করে। আমেরন নদের নিকট এক রাজা জ্যোৎস্নার রাত্রে তাঁহার অশ্ব সকলকে চরিতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তিনি দেখিলেন কতকগুলি বাদুড় ঘোড়াদিগের উপর আসিয়া বার বার বসিতেছে, ঘোড়ারা তাহাতে কোন বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে না। পর দিন প্রাতে দেখিলেন... অশ্ব সকলের স্কন্ধদেশ হইতে ক্ষুর পর্য্যন্ত রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে। ইহারা দন্ত বা নখরাঘাতে রক্ত বাহির করে, তাহা নিশ্চিত অবধারিত হয় নাই কিন্তু তাহারা যে ছিদ্র করে, তাহা ক্ষুদ্র ও গোলাকৃতি এবং তাহা হইতে রক্তস্রাব সহজে থামান যায় না।

ওয়ালেস নামে এক সাহেব দুই বার এই বাদুড় দ্বারা আহত হন। তিনি বলেন রাইও নিগ্রোর নিকট এক অশ্বতরস্বামীকে প্রতি রাত্রে বাদুড়ে দংশন করিত। সে যে গৃহে শয়ন করিত, তাহাতে ৫।৬ ব্যক্তি থাকিলেও বাদুড় বাছিয়া বাছিয়া তাহাকেই ধরিত। আমেরিকার আদিমনিবাসীদিগের একটী বালিকাকে এইরূপ বাদুড়ে প্রতি রাত্রে দংশন করিত, তাহাতে তাহার শরীরের রক্ত নিঃশেষিত হইয়া মৃত্যুর উপক্রম হয়, অবশেষে তাহাকে এক দূর স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে প্রাণ রক্ষা পায়।

দক্ষিণ আমেরিকার রাইও ফ্রান্সিস্কো নদীতীরস্থ চূর্ণ প্রস্তরের গহ্বরে ও পারিমী পর্ব্বতের কাটালে অসংখ্য বাদুড় থাকে, তাহারা গো-মেষাদি পশুকে কামড়াইয়া অস্থির করে। তাহাদিগের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কৃষকেরা পশু সকল স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হয়। অনেক সময় তাহারা ক্ষেত্রে গন্ধক ও তামাক আগাইয়া দেয়, তাহার ধোঁয়াতে ... করিয়া ...

ছাত্তার বাহুড় ভূতলশায়ী হয়, তখন কৃষকেরা লগুড় ঘাতে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে।

কতকগুলি বাহুড়ের জিহ্বা মস্তকের সমান লম্বা এবং কাটিকে করাত জিবের মত কাঁটাযুক্ত, ইহাদ্বারা তাহারা গুপ্ত স্থান হইতে কীট সকল সহজে বাহির করিয়া থাকে।

বাহুড়দিগের দন্ত, ওষ্ঠ, নাসাপুট, মস্তক, পাখা প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন গঠন অনুসারে প্রাণিতত্ত্ববিদগণ তাহাদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহারা জঙ্গল ও পাহাড়ের এমত দুর্গম স্থান সকলে বাস করে যে ইহাদিগের সকলের সন্ধান করিয়া উঠা দুষ্কর। এক সিংহল দ্বীপে ১৬ শ্রেণীর বাহুড় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই শ্রেণী এই দ্বীপ ভিন্ন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহাতে বাহুড় কত অসংখ্য শ্রেণীর বুঝা যাইতে পারে। সিংহল দ্বীপের বাহুড়দিগের আবার একটী বিশেষত্ব এই যে তাহাদিগের অনেকের চর্ম্ম পক্ষীর পালকের ন্যায় উজ্জ্বল, পীত, পাটল, রক্তিম প্রভৃতি বর্ণে রঞ্জিত, সুতরাং ইহাদিগকে এ দেশের বাহুড়দিগের ন্যায় অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া যাইতে হয় না।

আমাদিগের গৃহের চামচিকা বাহুড়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া বোধ হয়। ইহাদিগের আকৃতি ও গঠন বাহুড়ের মত। ইহারা গৃহ অপরিষ্কার করে ও দুর্গন্ধ জন্মায়, কিন্তু ইহাদিগকে বাহুড়ের মত দোমাস্তাকারী বলিয়া বোধ হয় না।

বাহুড়ের ন্যায় আরও কতকগুলি স্তন্যপায়ী জন্তু উড়িবার শক্তি পাইয়াছে। একজাতীয় কাঠবিড়াল আছে, তাহাদিগের পৃষ্ঠে চর্ম্মের আচ্ছাদন হস্ত পদ সহিত পক্ষের সংযুক্ত করিয়াছে। ইহারা শূন্যমার্গে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে এবং ৩০। ৪০ হাত লম্ফ দিতে বা উড়িয়া যাইতে পারে। ইহারা মাটির উপর ভাল করিয়া দৌড়িতে পারে না কিন্তু বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে অতি সত্বর চলিয়া যাইতে পারে। ভারত দ্বীপপুঞ্জ এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে কোন কোন চতুষ্পদের এইরূপ উড্ডয়ন শক্তি আছে। আরও কত স্থানে কত জন্তুর এইরূপ অদ্ভুত গঠন আছে, কে বলিতে পারে?

মধুর।

১

মধুর—যখন সুনীল আকাশে,
ছড়ায়ে কিরণ পূর্ণ চাঁদ হাসে;
ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী মৃদু মন্দ গতি
চলে নাচি নাচি সাগরের আশে;
গাহে প্রেমগীত মনের উল্লাসে।

২

মধুর—যখন গম্ভীর নিশীথে,
আসে বংশী-ধ্বনি নাচিতে নাচিতে;
কৃষক যখন, আনন্দে মগন,
বাজায় বাঁশরী প্রিয়ারে তুষিতে,
ডুবাইতে প্রাণ প্রণয়ের গীতে।

৩

মধুর—যখন জোছনা-সাগরে,
ভাসিয়া পাপিয়া সুমধুর স্বরে,
গায় প্রাণ খুলি, উচ্চে কণ্ঠ তুলি,
সুস্বর-লহরী জগতে বিতরে,
মন প্রাণ গলি, লয় যেন হরে।

৪

মধুর—যখন জাল-রন্ধ্র দিয়া,
মধুর চন্দ্রিকা গৃহে প্রবেশিয়া,
নিদ্রায় মগন রমণী বদন
সাজায় সুন্দর; প্রাণনাথ তার
শত চক্ষু হয়ে হেরে অনিবার।

৫

মধুর—যখন ঊষার সময়,
কুঞ্জারে বসিয়া বিহগ নিচয়,
নয়ন খুলিয়া, কভু বা মুদিয়া,
মধুর কূজনে জগত জাগায়,
প্রভাতী সঙ্গীত হরষেতে গায়।

৬

যে সঙ্গীতে জাগি যবে সাধু জন
পরব্রহ্ম নাম করেন কীর্ত্তন;
পরাণ খুলিয়া, নয়ন তুলিয়া,
গান [illegible]
[illegible]।

৭

মধুর—যখন প্রদোষ-গগন
সাজে নানা সাজে—নয়ন রঞ্জন
জলদের দল—সতত চঞ্চল,
নানা বেশে সদা করে বিচরণ,
বিচিত্র মূরতি করে প্রকটন।

৮

মধুর—যখন দিবসের শেষে,
মল্লিকার দল ফুটে হেসে হেসে;
ধীর সমীরণ, পরিমল ধন
করিয়া হরণ মাতিয়া বেড়ায়;
সুধা-গন্ধে তার জগত ক্ষেপায়।

৯

মধুর—যখন মৃদুল হিল্লোলে,
আদরিণী লতা মৃদু মৃদু দোলে;
সোহাগে মাতিয়া, পুলকে ভাসিয়া,
প্রিয় তরুবরে করে আলিঙ্গন,
গাঢ় প্রেমে তারে করয়ে বন্ধন।

১০

মধুর—যখন দূরাগত গান
বায়ু সনে আসি জুড়ায় পরাণ;
মধুর—আবার পিকের ঝঙ্কার,
যবে ঋতুরাজ দেন দরশন,
[illegible] ফুল সাজে সাজেন [illegible]

১১

মধুর—যখন [illegible]শের কোলে,
[illegible] বর্ণে সাজি শ্যামবপু দোলে;
[illegible] দল [illegible]
[illegible]
[illegible]

২২

পাপের সন্তাপে করি হাহাকার,
কাঁদে যবে পাপী, হৃদয়-দুয়ার
করি উদঘাটিত ;—ঝরে দুনয়ন ;
ডাকে "দয়াময়—অধম-তারণ"
কি-মধুর তার অশ্রু বরষণ।

২৩

মধুর—যখন কর্ত্তব্য সাধিতে,
ত্যজে স্বার্থ নর হাসিতে হাসিতে ;
সংসার-বন্ধন—প্রিয় পরিজন
কেহই না পারে সে গতি রোধিতে,
ঢালে দেবভাব মানবের চিত্তে।

২৪

মধুর প্রেমের অদৃশ্য বন্ধনে,
বাঁধি চরাচরে, আপনার পানে
টানিছেন সবে যেই প্রেমময় ;
মধু হতে সুমধুর তাঁর নাম,
মধুর কণ্ঠেতে গাও অবিরাম।

ছোট নাগপুর বিভাগ ও তত্রত্য স্ত্রীশিক্ষা।

ছোট নাগপুর একণে বঙ্গ প্রদেশের একটী বিভাগ বলিয়া গণ্য। কিন্তু ইহা নিয়ম বহির্ভূত বিভাগ অর্থাৎ এক জন চিফ কমিসনর এখানকার শাসনকার্য্যের প্রায় সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইহা ৪টী জেলায় বিভক্ত—মানভুম, হাজারিবাগ, লোহারডগা এবং সিংহভূম। এই বিভাগের ভূমি পরিমাণ ২৭০৪৯ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ৪৩,৩৪,১৭৮, তন্মধ্যে ২১,৪৭,৮৬৩ জন পুরুষ ও ২১,৮৬,৩১২ জন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের পরিমাণ প্রায় সর্ব্বত্রই পুরুষের অপেক্ষা অধিক, এখানেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ছোট নাগপুর একণে কয়েকটী কারণে সাধারণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। প্রথমতঃ ইহা খনিজদ্রব্যের স্থান। এখানকার কয়লার খনি একণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কয়লা যোগাইতেছে এবং তাহা অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এখানে লৌহ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এখানকার প্রস্তর সকল দেখিলেই তাহাতে লৌহের চিহ্ন সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। এখানে তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্প্রতি বর্গণ্ডা নামক স্থানে একটী ইউরোপীয় কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা ইতিমধ্যে ভূমি খনন করিয়া এক প্রকার খনিজ পদার্থ স্তূপাকার বাহির করিয়াছেন, তাহাতে তাম্রের ভাগ অধিক, রৌপ্য এবং কোবাল্ট ধাতুও কতক পরিমাণে আছে। তাঁহারা কল বসাইয়া বহুল পরিমাণে তাম্র সংগ্রহ করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ ছোট নাগপুরে অনেক মুসলমান

বৃক্ষের চাষ হইতেছে। এখানে শাল বৃক্ষ ত স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয় এবং তাহার অনেক বন আছে। কিছু দিন হইতে এখানে চা ও কফীর চাষ হইতেছে এবং যে চা ও কফী উৎপন্ন হইতেছে তাহা অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। এখানে অহিফেণ ও অন্যান্য দেশীয় কৃষিজাতেরও চাষ হয়। তৃতীয়তঃ এখানকার জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর। হাজারীবাগ, পচম্বা, গিরিদি ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে. কলিকাতার এত নিকটে এবং কলিকাতা হইতে এমন সুগম স্থানে এরূপ স্বাস্থ্যজনক স্থান আছে, পূর্ব্বে তাহা অবিদিত ছিল। ছোট নাগপুরে বাঙ্গালী, বিহারী ও উড়িয়া এই তিন জাতি ও অনেক মিশ্র হিন্দু জাতি বাস করে, এখানে মুসলমানের সংখ্যা কম। সাঁওতাল, কোল, ওরাওন প্রভৃতি ৯টী আদিম অসভ্যজাতি ভিন্ন ভিন্ন অংশে অল্পাধিক পরিমাণে বাস করিতেছে।

ছোট নাগপুরে ইতিপূর্ব্বে শিক্ষার ব্যবস্থা কিছুই ছিল না বলিলেই হয়। এখানকার এমন অনেক ব্রাহ্মণের সন্তান দেখা যায়, যাহারা যাবজ্জীবনে 'ক' অক্ষরটীও লিখিতে শিখে নাই। তবে স্থানে স্থানে গুরু-পাঠশালা কতক বর্ত্তমান ছিল। গত ৮।১০ বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের যত্ন ও উৎসাহে শিক্ষাবিষয়ে অনেক উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে। তথাপি এখনও হাকিমদিগের ভয়ে বা অনুরোধ রক্ষার্থেই বাধ্য হইয়া অনেকে ছেলেকে লেখা পড়া শিখায়। এক ব্যক্তি বড় পুত্রটিকে পাঠশালে দিয়াছিল, আবার দ্বিতীয় পুত্রটিকে চাহিলে বলিল "এক ছেলেকে ত সরকারকে দিয়াছি, উহা দ্বারা আর আমার কোন উপকার হইবে না। আবার এটীকে দিতে পারি না।" ইহা দ্বারা বুঝা যায় শিক্ষার প্রতি ইহাদিগের অনুরাগ কত! যাহাহউক এখন এই বিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ১৭২৪ টী বিদ্যালয় হইয়াছে এবং তাহাতে ৫১৩৬৫টী ছাত্র পড়িতেছে। ইহার মধ্যে বালক ৪৬৭৩৮, বালিকা ২৬২৭ জন। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে, গড়ে ৬ জন বালকের মধ্যে ১ জন বালক এবং ৭০ জন বালিকার মধ্যে ১ জন বালিকা লেখাপড়া করিতেছে। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে শিক্ষা পরিমাণ অধিক বটে, কিন্তু সংখ্যা পরিমাণ ইহার অপেক্ষা বড় অধিক হইবে না। ১৮৮৩-৮৪ সালে বালিকাবিদ্যালয় ৪৯ টী ও ছাত্রীসংখ্যা ১৪৮২ ছিল, ১৮৮৪-৮৫ সালে বিদ্যালয় ৮০ এবং ছাত্রীসংখ্যা ২৬৩৮ হইয়াছে এবং বালক পাঠশালেও ১১৯১ বালিকার স্থলে ২০২৩ টী বালিকা অধ্যয়ন করিয়াছে, এরূপ উন্নতি যার পর নাই আশাকর সন্দেহ নাই। সিংহভূম জেলা বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হীনাবস্থ, কিন্তু সেখানে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ছোট নাগপুরে গত বৎসরে শতকরা ছাত্রীসংখ্যা যে ৭৪টী বৃদ্ধি

আজোর্স দ্বীপপুঞ্জ তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ।

প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বীপমালা আরও অধিক এবং ইহার তলদেশ অসমান ইহারও অনেক স্থলের গভীরতা আট-লাণ্টিকের মত ২ হইতে ৩॥ মাইলের অধিক নহে। কিন্তু কোন কোন স্থানে ইহা আটলাণ্টিককে হারাইয়াছে। চ্যালেঞ্জার জাহাজ যখন প্রশান্ত মহাসাগর বহিয়া যায়, তখন জাপান ও আড্‌মিরাল্‌টী দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মাপ লওয়া হয়। এই মাপ ২৬৮৫০ ফিট অর্থাৎ ৫ মাইলের অধিক হইয়াছিল, আর এক স্থানের গভীরতা ৪॥ মাইল দৃষ্ট হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা পরীক্ষা এখনও সম্পূর্ণরূপে হয় নাই, হইলে বোধ হয় আরও অধিক পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

আবিয়ারের উপদেশ। *

১। স্ত্রীলোকের লজ্জাই পরম ভূষণ।

২। অসতের সম্পত্তি অসৎ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়।

৩। অত্যন্ত দরিদ্র হইয়াও সৎকার্য্যে বিরত হইবে না।

৪। পরিজনের নিকটেও অশিষ্ট হইয়া কথা কহিও না।

৫। দীন দুঃখীর প্রতি সদয়ভাবে কথা কহিবে।

৬। যে পরচ্ছিদ্র অন্বেষণ করে সে সর্ব্বত্রই দোষ দেখিতে পায়।

৭। প্রতিফল দেওয়া অপেক্ষা ক্ষমা করা ভাল।

৮। ঐক্যই সার পারিবারিক ভূষণ।

৯। রিপুর প্রশ্রয়ে গুণরাশি নষ্ট হয়।

১০। বিবাদ ও জুয়াখেলা দুঃখ আনয়ন করে।

১১। পিতামাতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচিত দেবতা।

১২। শয়নেরও নির্দ্দিষ্ট সময় রাখিও।

১৩। দুষ্টা ভার্য্যা ক্রোড়স্থ অনল সদৃশ।

১৪। কুৎসাকারিণী স্ত্রী প্রেতযোনি সদৃশ।

১৫। ভিক্ষা অপেক্ষা কঠিন পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা ভাল।

---

* আবিয়ারের জীবনী ও উপদেশ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং আমরা সমুদায় উপদেশগুলি আর বামাবোধিনীতে দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলাম না। পাঠিকাগণ পুস্তক খানি হইতে উপদেশগুলি পাঠ করিলে উপকৃত হইতে পারিবেন।—বা, বো, স।

১৬। নিষ্কলঙ্ক বিবেক ব্যতীত সুনিদ্রা হয় না।

১৭। যে ব্যক্তি মনে যেমন ভাবে বাক্যে সেইরূপ বলে, সেই ব্যক্তিই সাধু।

১৮। মিথ্যা কথা আর নরহত্যা ও চৌর্য্যবৃত্তি উভয়ই সমান।

১৯। নম্র স্বভাব স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য।

২০। অজ্ঞ লোকেই অন্যের তোষামোদ করে।

স্পার্টীয় রমণী।

পাঠিকা! তোমরা স্ত্রীলোক। স্বজাতি প্রসঙ্গে তোমাদের কৌতূহল জন্মিবে, তাই স্পার্টীয় রমণীর গল্প পাড়িলাম। যদি তোমাদের প্রীতিপ্রদ হয় তবে আকাঙ্ক্ষা রহিল পুরাকালীয় আরও দু এক জাতির ভামিনীদিগের কথা তুলিব।

স্পার্টা ও এথেন্সের নাম অবশ্যই তোমাদের শোনা আছে। এথেন্স উত্তর গ্রীসের রাজধানী। অধুনা গ্রীসের যে অংশকে মোরিয়া কহে, পুরাকালে তাহাই পিলপনিসস নামে অভিহিত ছিল। স্পার্টা তাহারই রাজধানী। যখন ইটালীতে রোম জন্মে নাই, যখন আফ্রিকার কার্থেজ অতি শিশু, সেই অতি প্রাচীন কালে গ্রীসে স্পার্টা ও এথেন্সের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। বিপুল ঐশ্বর্য্যে ও অদ্ভুত পরাক্রমে স্পার্টীয় ও এথেনীয়গণ পরস্পর সমকক্ষ ও প্রতি-দ্বন্দ্বী। কিন্তু এথেনীয় ও স্পার্টীয় রমণীর বৈষম্য বিস্তর। দিবাতে ও যামিনীতে অথবা তোমাতে ও ইংরেজ রমণীতে যত তারতম্য, স্পার্টীয় ও এথেনীয় কামিনীর পার্থক্য ততোধিক। তোমাদের রাজারা আইনে বলে না, তোমরা ঘরে বসিয়া থাক এবং অবগুণ্ঠনে মুখ-শশী ঢাকিয়া রাখ; অথবা তোমরা বসনে কটি বাঁধিয়া, কাঁচলি আঁটিয়া মুগুর ভাঁজ। কিন্তু এথেন্স ও স্পার্টার আইনে তাদৃশ বিধি ছিল। তোমাদের আইন বে-আইন তোমাদের পিতা স্বামী ও পুত্রের হস্তে; কিন্তু তাহাদের বিধি অবিধি রাজপুরুষদের হস্তে। এথেনীয় রমণী উপভুক্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করিল, তাই নীতি-বিশারদ জ্ঞানী সোলন স্বকৃত সংহিতায় স্ত্রী-স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। ব্যবস্থা হইল রমণীগণ দিবসে ত্রয়োধিক বার বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিয়া ঘরের বাহির হইতে পারিবে না এবং বহির্গমনকালে তাহাদের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত দ্রব্যজাত থাকিবে না। যামিনীযোগে ভামিনীগণের রাজ-পথে গমন নিষেধ—তবে পারিবে যদি

শকটারোহণে হয়, আর আলো সম্মুখে থাকে। মৃতের সমাধিকালে সুর ধরিয়া একস্বরে উচ্চ কান্না আইন-বিরুদ্ধ। সোলনের ঈদৃশ বিধি কেবল খাতাপত্রগত নহে, কিন্তু উহা প্রতিপালিত হয়, তজ্জন্য কর্ম্মচারী ও নিযুক্ত হইয়াছিল।

কিন্তু স্পার্টা নগরীতে মহাত্মা লাইকরগাস প্রবর্ত্তিত বিধি সম্পূর্ণ বিপরীত। সোলনের আজ্ঞা, হে ভগিনীগণ! তোমরা পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী হও, পুরুষের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিও না। লাইকরগাসের ব্যবস্থা, হে সুন্দরীগণ! তোমরা বীরকন্যা, বীরভার্য্যা ও বীরমাতা হও; ঘোমটা টানিয়া ঘরে বসিয়া থাকিয়া শরীরটাকে মাটী করিও না। তাঁহার সংহিতায় শিক্ষা ও শাসনের কঠোরতা সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষে বৈষম্য নাই; সাধারণ বিধি ও বিশেষ বিধি নাই; আমি অবলা তুমি সবলা, ঈদৃশ তারতম্য নাই। সকলেই সবল সকলেই প্রবল। "স্ত্রী" অর্থে অবলা শব্দ স্পার্টার অভিধানে নাই। স্পার্টার অত্যুর্ব্বর ক্ষেত্রে আগাছা ও অসার বৃক্ষের একান্ত স্থানাভাব। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পরীক্ষিত হইত। পরীক্ষায় ক্ষীণাঙ্গ, কাণা, খোঁড়া, বিকল বা ভবিষ্যৎ কঠোর ও কঠিন জীবনের অনুপযোগী বিবেচিত হইলে, নবপ্রসূত সন্তান টৈগিটাস শৈলশৃঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইত। সপ্ত বর্ষ কাল মাতৃক্রোড়ে পালিত হইয়া মায়ের সন্তান আর মায়ের রহিল না; অমনি শিক্ষার্থে রাজপুরুষদিগের হস্তে ন্যস্ত হইল। তোমরা স্ব স্ব পরিবারের এক আধ জন বট; সমাজেরও কেহ নও, রাজারও কেহ নও। কিন্তু স্পার্টার রমণী কি পরিবার, কি সমাজ, কি রাজা, এ সকলেরই অঙ্গনিবিষ্ট। তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য ও উদ্দেশ্যের চরম রান্না, বাড়া, চালা, ঝাড়া নহে, কিন্তু বীরভোগ্যা স্পার্টা নগরীর জন্য বীর সন্ততি প্রসবন। তাই তাহারা অবলা হইয়া সবলা হইবার অভিপ্রায়ে অঙ্গ সঞ্চালন, মল্লযুদ্ধ, প্রধাবন ও উল্লম্ফন প্রভৃতি পুরুষোচিত ক্রীড়ায় পরস্পরে প্রতিযোগিতা করিত—কেবল সুখের জন্য নহে, না করিলে দণ্ডনীয় হইত। ঈদৃশ ক্রীড়াস্থলে যুবকবৃন্দের উপস্থিতি নিষিদ্ধ ছিল না। তেমনি আবার যুবাবৃন্দের ক্রীড়াদর্শনে কুমারীগণের আপত্তি ছিল না। সুতরাং স্পার্টার স্ত্রী পুরুষে যতদূর মেশামিশি আলাপ আলোচনা চলিত, জগতে কুত্রাপি তেমন হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু একাদৃশী প্রথা যে কুফলের প্রসূতি হইয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। গ্রীসের অপরাপর ভামিনীগণ অপেক্ষা স্পার্টার রমণী সমস্ত গুণে সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। স্পার্টার রমণী সচরাচর বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে পরিণীতা হইত। উদ্বাহের পর [illegible] তাহাকে প্রকাশ্যে সাধারণ শিক্ষা[illegible]

অধীন হইতে হইত না। স্বামী তাহাদিগকে প্রেম করিতেন ও সম্মান করিতেন এবং যথোচিত স্বাধীনতা প্রদানে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাই তাহার স্বদেশের মঙ্গলে ও গৌরবে অতৃপ্ত পিপাসা। তাই তাহার হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে স্বদেশ-বৎসলতার রশ্মি প্রদীপ্ত ও চির-উদ্ভাসিত। স্পার্টীয় মাতা আত্ম-গৌরবে ও বীরশ্রেষ্ঠ আত্ম-সন্তানের গৌরবে গৌরবান্বিতা। কোন বিদেশীয় রমণী স্পার্টারাজ লিওনিডাসের পত্নী গর্গোকে বলিয়াছিলেন "কেবল স্পার্টীয় রমণীই পুরুষ শাসনে সক্ষম"। গর্গো সগর্বে উত্তর করিলেন "কেবল স্পার্টীয় রমণীই পুরুষ প্রসবনে সমর্থ।" শূরোচিত কার্য্যে রমণীগণের অক্লান্ত সহানুভূতি ও প্ররোচনায় তাহাদের স্বামী ও পুত্রগণের হৃদয়ে অনন্ত উৎসাহ স্বতঃ উদ্ভূত হইত। গৃহে জননী ও জায়ার তীব্র ভর্ৎসনা ও অপরিসীম ঘৃণার অসহ্য দংশন আশঙ্কায় স্পার্টীয় যুবক সমরাঙ্গনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা রণ-পয়োধির উত্তাল তরঙ্গে নশ্বর দেহ বিসর্জ্জন শ্রেয়ঃ ও শ্লাঘ্য জ্ঞান করিত। যুদ্ধযাত্রাকালে মাতা পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেন "সফলক হস্তে অথবা ফলক শয্যায় শয়ান হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিও", অর্থাৎ হয় জয়লাভ করিয়া, নয় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া আসিও। লিউকট্রার * শোচনীয় সমরে যাহাদের দেহপাত হইয়াছিল তাহাদের প্রসূতিগণ সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়াছিল। আর যাহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহাদের জননীগণের শোক ও ধিক্কারের পরিসীমা ছিল না। কেহ স্ব-পুত্র নিধনে সুখিনী, কেহ বা পুত্রের জীবন রক্ষায় বিষাদিনী। স্পার্টীয় রমণী সম্মুখ সমরে পুত্রের নিধনবার্ত্তা কিরূপ অবিচলিত চিত্তে গ্রহণ করিতেন এবং পুত্র ভীরু ও কাপুরুষের ন্যায় রণ পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার রোষানল কি প্রকার উদ্দীপ্ত হইত, নিম্ন-প্রকটিত দুইটি কবিতা দেখিলে তাহা পাঠিকাগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

১

রাখিতে অটুট স্বদেশ-সম্মান,
বীর-প্রসবিনী ডেমিনিটা নাম,
পাঠাইলা সমরে,
আনন্দ অন্তরে,
আটটি সন্তান।
একই সমরে গ্রাসিল সবায়;
ফেলিল না মাতা অশ্রুকণা তায়;
কহিলা গরবে,
"প্রসবিনু সবে,
মরিতে হে স্পার্টা! তোমারি সেবায়।

২

দুইটি স্পার্টীয় শূরের প্রধান;
সম্মুখ সমরে করিল পয়ান।

* এই যুদ্ধ স্পার্টা ও থিবস নগরের মধ্যে হয়। স্পার্টীয়গণ পরাভূত হয়।

একটী নিহত;
গৃহে প্রত্যাগত,
নিরখি অপরে,
জ্বলিলা জননী কৃশানু সমান।
প্রহারে অমনি বধিলা সন্তান।
স্পার্টীয় জননী খ্যাত চরাচরে,
জড়পিণ্ড কভু ধরে না জঠরে।

ভগিনীর প্রতি উপদেশ।

১ম পত্র।

স্নেহের ভগিনি! শুনিলাম তুমি একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ। তোমার স্বামীর এ বিষয়ে মত নাই, তবুও তুমি ইহার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছ। কে তোমাকে এ বুদ্ধি দিল? ইহা যে নিতান্ত ভ্রমবুদ্ধি তাহা বুঝাইবার জন্য তোমাকে এই পত্রখানি লিখিলাম, ভ্রমের কার্য্য করিবার পূর্ব্বে একবার ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবে, কারণ কোন কাজ করিয়া ভাবা অপেক্ষা ভাবিয়া করাই ভাল।

১। ঈশ্বর তোমাদিগকে সন্তানরত্ন দেন নাই, ইহা দুঃখের বিষয় বটে। কিন্তু দত্তক সন্তান লইয়া কি পেটের সন্তানের অভাব পূর্ণ করিতে পার? দুধের তৃষ্ণা ঘোলে যায় না, দত্তক সন্তান দ্বারাও অপত্যস্নেহ সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না। তুমি জান, সে তোমার পুত্র নয়, তাকে আপনার পুত্র প্রাণের সহিত ভাবিতে পারিবে না, সেও বড় হইলে বুঝিবে, তুমি তাহার গর্ভধারিণী মাতা নও, তাহার মাতা পিতা অন্য জন, তখন সেও তোমাকে পর বলিয়া ভাবিবে, তোমার স্বামীকে পিতৃভক্তি দিতে সঙ্কুচিত হইবে। আর পালন করিয়া স্নেহানুরোধে যদি তোমরা তাকে আপনার বল সে কখনও তোমাদিগকে আপনার মনে করিবে না, এবং অস্বাভাবিক সম্বন্ধে তোমরা তাহাকে বদ্ধ করিয়াছ বলিয়া তোমাদিগের প্রতি তাহার বিজাতীয় ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা হইবে। সেরূপ সন্তান তোমাদিগের কোন্ কাজে লাগিবে?

২। সচরাচর দত্তক সন্তান কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা দেখিলে শিক্ষালাভ করিতে পার। পোষ্য পুত্র বলিয়া যাহারা পরিচিত তাহাদিগের অধিকাংশ অপব্যয়ী, দুশ্চরিত্র এবং আত্মীয়, স্বজন ও সমাজের অশেষ ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। এরূপ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এক জনের বহু কষ্টের উপার্জ্জিত বিষয় ও সঞ্চিত ধন যদি বিনা পরিশ্রমে আমার হস্তগত হয় আর সেই লোকের প্রতি আমার প্রাণের

মায়া না থাকে, তাহার অর্থের প্রতি আমার মায়া হইবে কেন? যৌবনকালে যখন নানা প্রবৃত্তির তরঙ্গ প্রাণের মধ্যে খেলিতে থাকে, যখন আমোদপ্রিয় বয়স্যসকল গ্রীষ্মকালীন মক্ষিকার ন্যায় পালে পালে চারিদিক ঘেরিয়া বসে, তখন যত প্রচুর অর্থ হস্তে থাকুক না কেন, তাহা উড়াইতে কতক্ষণ লাগে? আমাদিগের দেশে যে হঠাৎ বাবুর দল সৃষ্ট হয়, এই পোষ্য পুত্র শ্রেণী হইতে কি তাহারা উৎপন্ন হয় না? যত প্রকারে যথেচ্ছাচার ও অর্থের অপব্যবহার করা যাইতে পারে, ইহারা তাহার আদর্শ। ইহাদের প্রতি সাধারণ লোকের স্নেহ ও সহানুভূতি থাকে না, সুতরাং সাধারণের প্রতিও ইহাদিগের সহানুভূতি হয় না, প্রত্যুত উভয় পক্ষেরই পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের উদয় হইয়া থাকে। সাধারণে ইহাদিগকে বিদ্রূপ, পরিহাস ও নিন্দা করে। অর্থবলে গর্ব্বিত হইয়া ইহারা সাধারণের মত কি প্রকারে পাদদলিত করিতে হয় এবং তাহাদিগকে কি প্রকারে জব্দ করিতে হয়, আপনাদিগের চরিত্র দ্বারা তাহার পরিচয় দিয়া থাকে। পোষ্য পুত্র সৃষ্টি দ্বারা এইরূপে ধনীর ধন অচিরে নিঃশেষিত হয় এবং সমাজমধ্যে ঘোরতর বিবাদ ও বিপ্লব উপস্থিত হয়। পোষ্য পুত্রের বিপন্ন পিতাকে বড় সহ্য করিতে হয় না, কারণ, তাহার বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই প্রায় তিনি লোকান্তরিত হন, কিন্তু তাহার জন্য মাতাকে সর্ব্বক্ষণ সশঙ্কিত থাকিতে হয় এবং কত সময় ঘোরতর বিপদাপন্ন হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। এরূপ পুত্র কি কলঙ্ক ও যন্ত্রণার কারণ নহে? দত্তক পুত্রগণের মধ্যে যে দুই একটী রত্ন না মিলে এমত নহে, কিন্তু তাহা অতি বিরল ও সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। দস্যু, তস্কর প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্যেই যখন সৎপ্রকৃতি লোক পাওয়া যায়, তখন ইহাদিগের মধ্যেও যে পাওয়া যাইবে আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু সাধারণতঃ তাহার আশা করা যায় না। ভগিনি! তোমার ভাগ্যে যে সন্তান আশানুরূপ হইবে, তাহার নিশ্চয় কি?

৩। তোমাদিগের কিছু ধনসম্পত্তি আছে মনে করিতেছ, পোষ্য পুত্র না হইলে কে ভোগ করিবে? অর্থের দুই প্রকারে উপযুক্ত ব্যবহার হইতে পারে, এক ভোগের দ্বারা, ২য় ত্যাগের দ্বারা। ঈশ্বর আমাদিগকে যে ধন দিয়াছেন, তাহা যতটুকু আমাদিগের নিজের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রয়োজন, তাহা আমরা ভোগ করিব। ইহার অতিরিক্ত যাহা, তাহাদ্বারা জগতের কল্যাণ ও অন্যের উপকার সাধনের চেষ্টা করিব। তোমার অর্থ দ্বারা যদি ১০টী বিধবা, কি অনাথ বালক বালিকা বা দরিদ্র লোককে প্রতিপালন করিতে পার, তাহা হইলে সে অর্থ কি সার্থক হয় না? তোমার অর্থ দ্বারা যদি ৫টী নিরুপায় বালকের পাঠের সাহায্য কর, ১০টী রুগ্ন,

ব্যক্তির চিকিৎসার সাহায্য কর, ২টী ঋণগ্রস্ত বিপন্নকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর, তাহা হইলে কি সে অর্থ সার্থক হয় না? তোমার অর্থ দ্বারা যদি ব্রত ধর্ম্ম আচরণ কর, তাহা হইলে কি সে অর্থ সার্থক হয় না? তোমার এত ধন আছে বলিতে পার না, যে সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া তাহা ফুরাইতে পার না? তবে অতিরিক্ত অর্থ ঈশ্বরের নামে ধর্ম্মকার্য্যে ও পরোপকারে ব্যয় কর, পোষ্য পুত্র গ্রহণ অপেক্ষা অধিক সুখ ও ইষ্ট ফল লাভ করিবে।

৪। পোষ্য পুত্র দ্বারা বংশ রক্ষা হইবে ও ধনীর নাম রক্ষা হইবে মনে করিতে পার। কিন্তু তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পোষ্য পুত্র যদি দুরাচারী হয় তাহা দ্বারা কলঙ্ক হইবে; বংশের নামে কলঙ্ক হওয়া অপেক্ষা সে বংশ লোপ হওয়া ভাল। আপনার পেটের সন্তান যদি দুশ্চরিত্র হয়, মাতা তাহার মৃত্যু কামনা করেন, নির্বংশ হইতে ইচ্ছা করেন। আর পরের সন্তানকে আনিয়া আপনাকে কলঙ্কিত ও চৌদ্দপুরুষকে নরকস্থ করিবার প্রয়োজন কি? পোষ্যপুত্র দ্বারা বংশ রক্ষা না করিলে ঈশ্বরের সৃষ্টি বিলুপ্ত হইবে না, তবে সেরূপ বংশ রক্ষার জন্য এত ভাবনা কেন?

৫। পোষ্য পুত্র না করিয়াও ধনীর নাম ও বংশের নাম অন্য প্রকারে ভালরূপে রক্ষা করা যায়। ইউরোপ ও আমেরিকায়, লোক [illegible] ব্যবস্থাপিত [illegible] [illegible] কামনা করেন না এবং পুত্রাভাবে দত্তক পুত্র গ্রহণে ব্যস্ত হন না। নিঃসন্তান ধনী বা ধনাঢ্যা নারী আপনার বা বংশের নামে কোন সদনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এইরূপে কেহ একটী বিদ্যালয়, কেহ একটি চিকিৎসালয়, কেহ একটি অনাথাশ্রমের জন্য আপনার সমুদায় অর্থ উৎসর্গ করিয়া যান, তাঁহার অর্থে সেই কার্য্যটী বরাবর চলিয়া তাঁহার কীর্ত্তি চিরকাল রক্ষা করে। ইহাদ্বারা এক সঙ্গে দুটী ফল হয়, দাতার নাম চিরকাল থাকিয়া যায় আর সঙ্গে সঙ্গে কত শত লোকের উপকার ও জনসমাজের কত কল্যাণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এ দেশে কত বিভবশালিনী মহাশয়া নারী অকত্র অর্থ ব্যয় করিয়া দীর্ঘিকা, দেবালয়, অতিথিশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া সৎকীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেন, এখন সে দিকে লোকের রুচি ও অনুরাগ কমিয়াছে, ইহার অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। ভগিনি! তোমাদিগের অতিরিক্ত অর্থ দ্বারাও কোন সৎকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর, সুনাম চিরদিন থাকিবে, তোমাদিগের বংশাবলীর ও আত্মীয় কুটুম্বগণের মুখ উজ্জ্বল হইবে। যদি দত্তক পুত্র করিতে ইচ্ছা হয়, এইরূপ সৎকার্য্যকে দত্তক পুত্র কর, ইহাদ্বারা কাহারও অনিষ্ট হইবে না এবং তোমার অভীষ্ট ফল লাভ হইবে।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা
শ্রীণ—

গার্হস্থ্য সঙ্গীত।

(আজি) নব দম্পতী দুজন,
আমাদের শুভাশীষ করহ গ্রহণ।
মিলে হৃদয়ে হৃদয়ে, এক-প্রাণ-মন হয়ে,
প্রবেশ আনন্দ মনে, আজি সংসার ভবন।
ধন ধান্য অগণন, সঙ্গে প্রিয় পরিজন;
প্রেম পুণ্য শান্তি নীরে, সুখে ভাস অনুক্ষণ;
যাঁহার শুভবিধানে, মিলিলে এ শুভদিনে,
তোমাদের সব আশা, তিনি করুন্ পূরণ।

মা।

কে তুমি গো বরাননে, প্রেম-স্বরূপিণী?
মধুর তোমার ছায়া,
মধুর তোমার মায়া,
পরিক্লান্ত মানবের, শান্তি-বিধায়িনী।
খেটে সারাদিন ধরে,
গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে,
উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যাই, উৎসুক পরাণী,
তোমার স্নেহেতে দুঃখ, জুড়াতে জননি॥
অন্নের চিন্তায় ব্যস্ত, ফিরি সারাদিন
এ দ্বার ও দ্বার ঘুটি,
এখানে সেখানে ছুটি,
এ কার্য্য সে কার্য্য করি, হই যবে ক্ষীণ;
স্নেহের কবাট খুলি,
স্নেহের পুতুলি তুলি,
লও তুমি কোলে করে, প্রেমেতে বিলীন;
তোমার ক্রোড়েতে শান্তি লভে দীন হীন॥
মা তোমার স্নেহময় ক্রোড়েতে বসিয়া,
তুচ্ছ হেরি সমুদয়,
পার্থিব বিপদচয়,
কি করিবে রোগ শোক জরা মৃত্যুছায়া?
ও পদ কমল সুধা,
পানেতে মিটায় ক্ষুধা,
ও নাম মহিমা গানে, কাটি ভবমায়া,
পরাজিত রোগ শোক, জরা মৃত্যুছায়া।
মধুর জগৎ মাঝে, প্রকৃতি মধুর সাজে,
প্রেমের বাজার খুলি,
প্রেমের বিপণিগুলি,
কলসে কলসে প্রেম, তখনি বিলায়।
মম মন মাতোয়ারা,
হয়ে অন্ধ দিশাহারা,
মধুমত্ত অলি প্রায়, তব পদে ধায়;
তব স্নেহরস পানে, স্বর্গসুখ পায়।
তোমার করুণা মাতঃ, জনমে ভুলিব না ত,
অকৃতি অধম দীন,
তবপদে চিরদিন,
পড়িয়া রহিব এই প্রার্থনা আমার;
ভিক্ষা দেও মাগো তব প্রেম সুধাধার॥

নূতন সংবাদ।

১। ব্রিটিষ ব্রহ্মের চিফ্ কমিসনর বার্ণার্ড সাহেব উত্তর ব্রহ্মের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন।

২। ৫০ বৎসর হইল আমেরিকায় মর্ম্মণ নামে এক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের অভ্যু-দয় হইয়াছে, ইহাদিগের সংখ্যা ইতিমধ্যে

প্রায় ১০ লক্ষ হইবে। তন্মধ্যে ৫ লক্ষ ইউনাইটেড ষ্টেটসের ইউটা প্রদেশে বাস করিতেছে। মর্ম্মণেরা এ দেশের কুলীন ব্রাহ্মণের ন্যায় বহু স্ত্রী বিবাহ করিয়া থাকে। এ প্রথা সভ্য জগতের কলঙ্ক। ইউনাইটেড রাজ্যের সেনেট-সভা এই প্রথা রহিত করিবার জন্য এক আইন ধার্য্য করিয়াছেন।

৩। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের স্মরণার্থ ফণ্ডে প্রায় ১২ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, ইহাদ্বারা নিম্নলিখিত কার্য্য সকল হইবে স্থির হইয়াছে—(১) তিন হাজার টাকা ব্যয়ে কেশব বাবুর একখানি পূর্ণাকার ছবি প্রস্তুত হইয়া টাউনহলে স্থাপিত হইবে। (২) পাঁচ শত টাকা ব্যয়ে আর একখানি ছবি অঙ্কিত হইয়া আলবার্ট হলে থাকিবে। (৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ৪০০০ টাকা প্রদত্ত হইবে, তাহা হইতে ৮০ টাকা দামের একটি স্বর্ণ মেডেল ও ৮০ টাকা দামের পুস্তক বর্ষে বর্ষে মনোবিজ্ঞানে সম্মান সহিত বি এ পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের প্রথম ব্যক্তিকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। (৪) আর ৪০০০ টাকাও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পিত হইবে, তাহা হইতে বর্ষে বর্ষে ১৬০ টাকা নগদ বা তন্মূল্যের পুস্তক সাধারণ সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণা মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

৪। চিকিৎসাবিদ্যালয়ে [illegible] হইয়া থাকে, ইংলণ্ডের অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরোধী। এই প্রথা যাহাতে লেডি ডফরিণের স্থাপিত চিকিৎসাবিদ্যালয় সকলে প্রবর্ত্তিত না হয়, এ জন্য তাঁহারা রাজ-প্রতিনিধির পত্নীর নিকট এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। চিকিৎসা শিখাইবার অনুরোধে কোমলহৃদয়া ভারতনারীগণকে জীবহিংসা শিক্ষাদান করা অতি গর্হিত কর্ম্ম।

৫। এ বৎসর মাঘোৎসব উপলক্ষে সকল দলস্থ ব্রাহ্মিকাগণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় অহ্লাদিত হইয়াছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহে ব্রাহ্মিকাদিগের এক দিন বিশেষ উপাসনাদি হইয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বিশেষ দিনে ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব হয়, তাহাতে অনেক হিন্দু রমণীও যোগ দিয়াছিলেন। কয়েকদিন পরে বঙ্গমহিলাসমাজের এক সায়ং-সমিতি সিটী-কলেজ-গৃহে হয়; তাহাতে ম্যাদার লার্কো নানাবিধ তাড়িতালোক প্রদর্শন পূর্ব্বক এক বক্তৃতা করেন, পরে সদালাপ ও জলযোগ হয়; সমাগত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম সমাজের দিক্ হইতে বাবু প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভবনে ব্রাহ্মিকা-গণের উপাসনা ও প্রীতিভোজ হয়;

সংখ্যক মহিলাও নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। নববিধানের আর্য্য নারী সমাজের উৎসব হয় এবং স্ত্রীলোকেরা আনন্দবাজার খুলিয়া জিনিস পত্র বিক্রয় করিয়াছেন।

পুস্তকাদি প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। মহারাজা নন্দকুমার—টীকাকার কুলীর-প্রণেতার প্রণীত, মূল্য ১৷০ টাকা। ইহা একখানি বৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থায় দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, দুষ্ট ক্ষমতাশালী লোকের কি অসীম প্রাদুর্ভাব ও অত্যাচার এবং নিরুপায় নরনারীগণের কি শোচনীয় দুর্দ্দশা, তাহার ছবি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। নন্দকুমারের ফাঁসী যে একটী ষড়যন্ত্রীকৃত হত্যাকাণ্ড ইহা হইতে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। গ্রন্থকার এই পুস্তক-প্রণয়নে যেরূপ গূঢ় অনুসন্ধান ও ক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না।

২। আবিয়ারের জীবনী ও উপদেশ—শ্রীনন্দকুমার বিশ্বাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত (মূল্য ।০ আনা)। বামাবোধিনীতে মান্দ্রাজ-বিদুষী আবিয়ারের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আবিয়ারের বহুসংখ্যক উপদেশ সহ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা যে নারীগণের বিশেষ পাঠ্য, বলা বাহুল্য।

৩। তারা-বিজয়—শ্রীঅক্ষয় কুমার বসু কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ॥০ মাত্র। আগামী বারে সমালোচ্য।

৪। রামমন্ত্রী—শ্রীহরমোহন বিশ্বাস প্রণীত, মূল্য ।০ আনা মাত্র। আগামী বারে সমালোচ্য।

বামাগণের রচনা।

প্রভাত!

(১)

হাসাইয়া ফুল দলে, তরুণ অরুণ কোলে
হাসি হাসি দেখা দিল ঊষা বিনোদিনী,
রাখি মনে মনসাধ, বিলাস অলসে চাঁদ
ঢলিয়া পড়িল ; দেখি হাসিল নলিনী।
সমুজ্জল তারাদল শশধর সনে,
ম্লানমুখ একে একে মিশিল গগনে,

(২)

জাগিল জগৎ যেন ঊষার মিলনে,
করি গুন্ গুন্ স্বর, [illegible] মধুকর

চলিল প্রভাত ফুল্ল কুসুম কাননে,
অলি প্রেমে আদরিণী, হাঁসমা কুসুম ধনী
আদর করিল কত মধুকরগণে,
বসাইল সযতনে হৃদয় আসনে।
ভাবিল না পরিণাম গরল অন্তর
ভাবিল থাকিবে বুঝি এমনি আদর;

(৩)

তরু শিরে, লতা পরে, অরুণ কিরণে
জ্বলিছে শিশিরবিন্দু মুকুতা বরণে,
শাবকে রাখিয়া নীড়ে, শাখা ছাড়ি পাখী উড়ে,
করি কল কল ধ্বনি খাদ্য অন্বেষণে।
সুপ্ত নব শিশু দলে, জাগিল জননী কোলে
জাগাইল জননীরে করুণ রোদনে,
জাগিয়া জননী, শান্ত করে স্তনদানে;
পান্থশালা ত্যজি পান্থগণ যায় চলি
জাগিল গৃহস্থ গৃহে 'সুপ্রভাত' বলি।

(৪)

বহিছে সুধীর বায়ু মৃদুল হিল্লোলে
অবগাহি দেহ হিম শিশিরের জলে,
দোলাইয়া তরু পাতা, ললিত মাধবী লতা,
নাচায়ে ফুলের কলি বনলতা কোলে,
কল্লোলিনী স্বচ্ছ জলে, নাচায়ে তরঙ্গকুলে
ভাসায়ে আকাশতলে ছিন্ন মেঘদলে;
উড়ায়ে অলকরাজি কামিনী কুন্তলে।
শশাঙ্ক নক্ষত্র যেন সে মৃদু উচ্ছ্বাসে,
ঢাকিয়া শরীর, গেল ভাসিয়া আকাশে।

(৫)

ব্রাহ্মণ শয়ন ত্যজি উপবীত করে,
পূজিছে পবিত্র ভাবে পরম ঈশ্বরে,
বালক বসেছে পাঠে, কৃষিগণ চলে মাঠে
রাখাল গোধন লয়ে ছুটিছে প্রান্তরে,
বালিকা বাঁধিয়া দল, ফিরে ফুল তরুতল
কুড়ায়ে কুসুম চারু মালা গাঁথিবারে;
ডুবিল নীরব পৃথ্বী কল্লোল সাগরে,
যুবতী প্রফুল্লমুখী কুলবধূ যত
অরধ ঘোমটা দিয়ে গৃহকাজে রত।

(৬)

আয় গো ভগিনীগণ! সব সখী মিলে
গাইব বিভুর গান সব দুখ ভুলি,
যার প্রেমে পাখী ডাকে, ফুটি ফুল তরুশাখে
রবি, শশী উঠে ডুবে; ফুলে দোলে অলি
বহে বায়ু নিরমল, ছুটে নদী কল কল
ডাকে মেঘ, পড়ে জল, চমকে বিজলী;
সাগর যাহার প্রেমে উঠে লো উথলি,
ধ্যানে যোগী, অনুরাগী যাঁর পদ ভাবে
কাঁপে পাপী অনুতাপী যাঁহার প্রভাবে

(৭)

সে পবিত্র বিভুনাম এ সুখ প্রভাতে,
গাই সব সহচরী মিলি এক সাথে;
ঘুচিবে মনের মলা, তাপিত প্রাণের জ্বালা
দূরে যাবে, শান্তি সুধা নির্ম্মল প্রপাতে
ক্ষণেক মুদিয়া আঁখি, তাঁহারে হৃদয়ে রাখি
সংসার ভুলিয়া থাকি, ডাকি দীননাথে
ভাসায়ে জলন্ত প্রাণ, ভকতির স্রোতে
গাইব অনাথবন্ধো! দীন দয়াময়!
জগৎ-জীবন! জয় জগদীশ জয়!!

শ্রীমতী প্রমীলা সুন্দরী মল্লী
অগ্রবী

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৫৫ সংখ্যা। চৈত্র ১২৯২—এপ্রেল ১৮৮৬। ৩য় কল্প। ৯ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লেডী ডফরিণের বদান্যতা— ইনি অল্প দিনের মধ্যে ভারত মহিলাকুলের উন্নতির জন্য যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়াছেন, বড়লাটপত্নীদিগের মধ্যে আর কাহাকেও এমন দেখা যায় নাই। ইনি আবার আপনার ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে নিজের অর্থব্যয়ে কাতর নহেন। শুনা যায় আমেরিকার যে সকল লোক ভারতবর্ষে মিসনরী কার্য্য করিবার জন্য শিক্ষিত হইতেছেন, লেডী ডফরিণ নিজ হইতে তাহাদিগের সমুদায় খরচ পত্র চালাইতেছেন। ইহাও তাঁহার ভারত-হিতৈষিতার অন্যতর প্রমাণ।

দলিপ সিংহের স্বদেশ প্রত্যাগমন— পঞ্জাবের রণকেশরী রণজিৎ সিংহের পুত্র দলিপ সিংহ বাল্যকালে ইংরেজ আশ্রয়ে ছিলেন, তাহার ফলে তিনি আপনার রাজ্য ও জাতিধর্ম্ম হারাইয়া ইংরেজ বৃত্তিভোগী, খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত এবং ইংরেজ রমণীর সহিত পরিণীত হইয়া বিলাত প্রবাসী হন। বৃদ্ধবয়সে তিনি সপরিবারে স্বদেশ দর্শনে আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া এদেশের লোকে ইংরেজ রাজত্বের প্রভাবের একটী প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করিবেন।

ব্রহ্মের লোমশ মনুষ্য— সম্প্রতি কলিকাতায় আনীত হইয়া প্রদর্শিত হইতেছে। ইহার অদ্ভুত দৃশ্য, মুখ বিলাতী কুকুরের মত লোমাবৃত।

পঞ্জাবী বাগ্মী রমণী— পঞ্জাবের

আর্য্য সমাজের গত সাংবৎসরিক উৎসবের সময় প্রায় ১০ সহস্র শ্রোতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া একজন পঞ্জাবী রমণী ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন ও অগ্নিময় বক্তৃতা দ্বারা স্বদেশের হিতব্রতে সকলকে উৎসাহিত করেন। এই বক্তৃতার পর বেদ শিক্ষার জন্য এক কলেজ স্থাপনার্থ সভাস্থলে ৩০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্তের এখন অত্যন্ত প্রয়োজন।

মহিলা সমিতি—জাতীয় ভারত সভার বঙ্গীয় শাখার সম্পাদিকা মিসী গ্রাণ্টের খিদিরপুরস্থ ভবনে গত ১৬ই মার্চ্চ ইউরোপীয় ও বঙ্গীয় নারীগণের এক সমিতি হয়, লেডী ডফরিণ তাহাতে উপস্থিত ছিলেন।

স্থূলকায় স্ত্রীলোক— আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া নগরে সার্কলী এমা নাম্নী স্ত্রীলোকের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার শরীরের ভার ৫ মণ ২৫ সের হইয়াছিল, ১৯ বৎসর বয়সের সময় ইনি ওজনে ১/৫ এবং ২৯ বৎসরের সময় ২।৫ হন। এরূপ ভয়ানক মোটা স্ত্রীলোক আর দেখা যায় নাই।

ভারতে বিদেশী—ইংরেজ ৬৪৭০৬, স্কচ ৩৭৪৫, আইরিশ ৭০৮৫, ওয়েলস ১৯৮, অষ্ট্রিয় ৫৩, বেলজ ২০, দিনামার ৩৫, ওলন্দাজ ৭০, ফরাসী ৬৩১, জর্ম্মন ৬৫৫, গ্রীক ১২৭, ইতালীয় ২৮২, পর্টুগিজ ৪২৬, রুষ ৪৫, প্রূস ৪৭, স্পেনীয় ৩২, নরওয়েজীয় ৮৫, সুইড ৭৩, সুইস ৯৯, তুরুষ্ক ১৮, অন্যান্য ইউরোপীয় প্রায় ৩৬০০, মার্কিণ ইংরেজ ৩৭, ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান ২২৭০, অন্যান্য মার্কিণ প্রায় ৯০০, আফ্রিকাবাসী ৩৬৯২, অষ্ট্রেলেসীয় ৭৯, মোট বিদেশী ১,২১ ১৪৭ জন।

স্ত্রীলোকের ইচ্ছাপত্র— আমেরিকার কুমারী ফিল্ড নাম্নী এক রমণী উইল করিয়া মৃত্যুকালে আপনার সমুদায় সম্পত্তি মেথডিষ্ট ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে দিয়া গিয়াছেন। সম্পত্তির মূল্য ১ লক্ষ, ৩৫, হাজার টাকা। সভ্য দেশে এই প্রকারে সদনুষ্ঠানের উন্নতি হইয়া থাকে।

মহারাণীর দান—কাউণ্টেস ডফরিণ ফণ্ডে ইংলণ্ডেশ্বরী ১০০ পাউণ্ড পাঠাইয়া দিয়াছেন।

নূতন মন্ত্রিসভা—ইংলণ্ডে যে নূতন মন্ত্রিসভা হইয়াছে, তাহাতে গ্লাডষ্টোন প্রধান মন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষ; বিদেশীয় সেক্রেটারী আরল অব রোজবরী, ভারতবর্ষের সেক্রেটারী আরল অব কিম্বার্লী, জলযুদ্ধের প্রথম অধ্যক্ষ আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরজেনারেল মার্কুইস অব রিপণ; যুদ্ধের সেক্রেটারী ক্যাম্বেল বানারম্যান; আয়র্লণ্ডের প্রধান সেক্রেটারী জন মোরলী; পোষ্টমাষ্টার জেনারল লর্ড উলভারটন।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

পুরাণের (মার্কণ্ডেয়) কাল। ১০—মদালসা।

দেবহূতির প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি, মাতার গুণ-প্রভাবেই সৎপুত্রের উদ্ভব হয়। সেই বিষয় দৃঢ়ীকরণ-মানসে এ বারেও ঐরূপ চরিত্রের একটী মহিলার বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল। সেই অলৌকিক গুণবতী সুপ্রসিদ্ধা নারীর নাম মদালসা।

মদালসার পিতা গন্ধর্ব্ব জাতির রাজা ছিলেন। ঋতধ্বজ নামক এক বিখ্যাত মহীপতির সহিত তাঁহার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। রাজা ঋতধ্বজ যুবা-বয়সে নিজ রূপ-গুণের অনুরূপা কামিনীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে ভাগ্যবান্ পুরুষ বলিতে হইবে। কালক্রমে ঋতধ্বজের ঔরসে মদালসার গর্ভে বিক্রান্ত, সুবাহু, শত্রুমর্দ্দন ও অলর্ক এই কুমার চতুষ্টয় জন্ম পরিগ্রহ করেন। তন্মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তান জননী-সকাশে ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়া কিশোর কাল হইতে সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করেন।

কোন সময়ে বিক্রান্ত রোদন করিতে করিতে স্বীয় মাতার সমীপে সমাগত হইয়া, এইরূপ কহিতে লাগিলেন,—"জননি! অনেকেক বালক আমাকে মার্‌ধর নাই কটূক্তি ও প্রহার করিয়াছে, আপনি জনকের গোচর করিয়া ইহার প্রতিবিধান করুন। আমি নৃপতি-তনয় হই। কেন তাহাদের সমক্ষে তিরস্কৃত হইব?"

মদালসা।— "বৎস! তুমি শুদ্ধাত্মা। আত্মার প্রকৃতি নাম দ্বারা কলুষিত হয় না। তোমার 'বিক্রান্ত' এই আখ্যা বা 'রাজতনয়' এই উপাধি প্রকৃত পদার্থ নহে—কল্পিত মাত্র। অত-এব নৃপতি-নন্দন বলিয়া অভিমান করা তোমার পক্ষে শোভা পায় না। তোমার এই দৃশ্যমান শরীর পাঞ্চভৌতিক। তুমি এই দেহ নহ। সুতরাং দেহের বিকারে ক্রন্দন কেন কর?

"ভক্ষ্য ও সলিলাদি দ্বারা দেহ পরিবর্দ্ধিত হয়। কায়-স্থিত ভৌতিক পদার্থ নিস্তেজ হইলে, শরীর শীর্ণ হইতে থাকে। দেহ বলহীন বা বলবান্ হইলে, তোমার আত্মার হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না। অতএব তিরস্কার-প্রহারাদি দ্বারা তোমার ক্লিষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। আত্মার তেজঃস্বরূপ পরাৎপরকে অনুসন্ধান করা তোমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

"মূঢ়েরা সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা দূরীকরণার্থ আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ করাই সুখজনক বলিয়া বোধ করে।

কিন্তু, সুখ দুঃখ যে অস্থায়ী, এটী তাহারা অবগত নয়, ইহা কি অল্প পরিতাপের বিষয়!”

মদালসার উল্লিখিত উপদেশপরম্পরা শ্রবণ পূর্ব্বক বিক্রান্তের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিল। তৎপরে তিনি বনবাসাশ্রয় করিলেন। অগ্রজের দৃষ্টান্তে অনুজ সুবাহু ও শত্রুমর্দ্দনও সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এই ঘটনা নির্দ্দেশ কালে চৈতন্য ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের বিবরণ আমাদের স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইল। ভক্তপ্রধান চৈতন্য, বিশ্বরূপের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের কথা শুনিয়া যেমন সংসারত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হন, সেইরূপ শত্রুমর্দ্দন ও সুবাহুরও সংসারে বৈরাগ্য জন্মে।

যদি কেহ পুত্রগণের প্রতি মদালসাপ্রদত্ত শিক্ষা অপ্রকৃত মনে করেন, তবে তাঁহাকে এই মাত্র আমরা বলি, ধর্ম্মাত্মা পল, লুথার, থিওডোর্ পার্কার প্রভৃতির জননীর বৃত্তান্ত একবার পাঠ করুন।

মদালসার উপদেশের গুণে পুত্রত্রয় অরণ্যবিহারী হইলেন দেখিয়া, রাজা ঋতধ্বজ ভাবিতে লাগিলেন, ক্রমে ক্রমে তিনটী সন্তানই তো রাজ্যভার গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইল। এখন কি উপায়ে সর্ব্বকনিষ্ঠ ও একমাত্র ভরসা-স্থল অলর্কের সংসারে অবস্থিতি ঘটে। তিনি এক দিন স্বীয় পত্নীকে যেরূপ ভাবে মিনতি করেন, তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইল।

ঋতধ্বজ।—“প্রিয়তমা! তোমার শিক্ষা-প্রভাবে তিনটী তনয় সংসারবিমুখ হইল। এখন চতুর্থকে আর সেরূপ শিক্ষা দিও না। ধর্ম্ম উত্তম বস্তু, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কুমারকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিবিষয়ক এমন উপদেশ প্রদান কর, যাহাতে সে রাজ-গুণোপেত হইতে পারে।”

মদালসা।—মহীপতি! যাহাতে আপনাকে আর আক্ষেপ করিতে না হয়, আমি তৎ-প্রতিবিধানে মনোযোগিনী হইলাম। আপনার অনুজ্ঞানুসারে অলর্ককে রাজনীতি ও ধর্ম্মতত্ত্ব উভয় বিষয়েই শিক্ষা দিব। কিন্তু ধর্ম্মনীতির প্রতি আমার অধিক দৃষ্টি থাকিবে, বলা বাহুল্য মাত্র। ধর্ম্মই কেবল মনুষ্যের লক্ষ্যস্থল। সেই ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য ঈশ্বরই আবার মনুষ্যের আশা-ভরসা-স্থল, তিনিই একমাত্র শান্তির নিদান। জননী যদি পুত্রের পারত্রিক কল্যাণ কামনা না করেন, তবে আর কে করিবে? কেবল গৃহ-কর্ম্ম উপদেশ করিবার জন্য বিধাতা জননীর সৃষ্টি করেন নাই।

অতঃপর অলর্ক আর বালক নহেন। এখন তিনি কৌমারাবস্থা অতিক্রম করিয়া, যৌবন দশায় উপস্থিত। সুতরাং তাঁহার মাতাও এক্ষণে আর তাঁহার কেবল প্রতিপালিকা নহেন। এখন অপত্যের যাহাতে ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে, সেই দিকে তাঁহাকে মনোনিবেশ করিতে

হইয়াছিল। এস্থলে আমরা মদালসার প্রদত্ত উপদেশের কিয়দংশ প্রকটন করিলাম।

মদালসা।—"বৎস! তুমি এমন ভাবে রাজ্য শাসন করিবে যে, তদ্দ্বারা কেহই তোমার বিপক্ষতাচরণ না করে। সুশাসনবলে পৃথিবী পালন করিতে পারিলেই, তুমি পুণ্যজনিত আনন্দ সম্ভোগ পুরঃসর পুলকিত হইবে।

"যদি কোন রাজা কোন উৎসব-সূত্রে তোমার ভবনে সমাগত হন, তবে সদাচরণ দ্বারা তাঁহাকে আপ্যায়িত করিবে। নিকট কুটুম্বগণকে যাহাতে কোন রূপ অভাব অনুভব করিতে না হয়, তদর্থ সতত যত্নপর হইবে। সর্ব্বদা পরহিত-চিন্তায় মনোযোগী থাকিবে। পরস্ত্রী-চিন্তা স্বপ্নেও মনোমন্দিরে স্থান দিও না।

"পুত্র! যাগ যজ্ঞ করিয়া পণ্ডিতদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টায় থাকিবে। প্রভূত বিত্ত বিতরণ করিয়া শরণাগত জন ও ব্রাহ্মণকে পরিতৃপ্ত করিবে। নিজ পত্নীর মনোগত কামনা অবিলম্বে সাধন করিও, এবং অরাতিকুলকে সমর-ক্রিয়ায় প্রীত করিও।"

সৎসঙ্গে কাশীবাস।

হিন্দুধর্ম্ম মতে কাশীতে বাস করা অপেক্ষা পুণ্য আর কিছুতেই নাই। হিন্দুদের বিশ্বাস(১), কাশী পৃথিবী ছাড়া, মহাদেবের ত্রিশূলের উপর স্থাপিত, ইহাতে ভূমিকম্প হয় না; (২) যে যত পাপ করুক কাশীতে গেলেই সকল পাপ ক্ষয় হইয়া যায়; (৩) কাশীতে উপবাসী থাকিতে হয় না, অন্নপূর্ণা স্বয়ং অন্ন আনিয়া অভুক্তকে ভোজন করান; (৪) কাশীতে যমের অধিকার নাই, এখানে মরিলেই শিব হয়। কাশীর সম্পর্কে এই সকল কথা ঠিক থাকুক না থাকুক, সৎসঙ্গের পক্ষে যে সুস্পষ্ট খাটে, উহা আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখাইতে পারি। সৎসঙ্গ পৃথিবী ছাড়া স্থান। যে পৃথিবী কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, বিষয়াসক্তি প্রভৃতি পাপেতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, সেই পৃথিবীর মধ্যে সৎসঙ্গই একমাত্র নিষ্পাপ ও পবিত্র স্থান। এখানে গেলে মলিন মন নির্ম্মল হয়, সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হয়। পৃথিবীর পাপ জঞ্জালের ন্যায় পৃথিবীর দুঃখভোগও এখানে আসিয়া অঙ্গকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহা পৃথিবীতে আছে, অথচ পৃথিবীর কম্পনে ইহা কম্পিত হয় না, কারণ ইহা মহাদেবের ত্রিশূলের উপরে স্থাপিত অর্থাৎ পুণ্যময় ঈশ্বরের শক্তিকে অবলম্বন করিয়া আছে, তাহাই

স্বরূপ। ইহাকে নিরাপদ করিয়া রাখিয়াছে। যে ব্যক্তি সাধারণ মনুষ্য দল হইতে ক্ষণকালের জন্যও সৎসঙ্গে আসেন, তিনি অনুভব করেন, পৃথিবী ছাড়িয়া দেবলোকে আসিয়াছি। তিনি ক্ষণকালের জন্যও পুণ্যের বিমল বায়ু সেবন ও সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া যান। সৎসঙ্গে যিনি নিত্য বাস করেন, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা কি? তিনি কাশীবাসের নিত্যফল লাভ করেন, পুণ্য ও আনন্দে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, সৎসঙ্গে পাপীর সকল পাপ ক্ষয় হয়। জগাই, মাধাই, রত্নাকর প্রভৃতি মহাপাপের পাপী যাহারা, তাহারা কিরূপে পাপ হইতে উদ্ধার হইল, পবিত্র জীবন লাভ করিল, ইহার বৃত্তান্ত যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন, একমাত্র সৎসঙ্গই তাহাদিগের জীবন পরিবর্ত্তনের মূল। সৎসঙ্গ লাভ করিয়া তাহারা কেবল পুণ্যকে ভাল জিনিষ বলিয়া বুঝিল তাহা নহে, কিন্তু পাপ জীবনকে ভস্ম করিয়া নূতন পুণ্যের জীবন লাভ করিল এবং তাহাদিগের জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। কাশীতে গেলে পাপ ক্ষয় হইল ত মনে করিয়া লইতে হয়, অনেকের পাপের প্রবৃত্তি মূল হইতে দূর হয় না, সুতরাং পাপের নিবৃত্তি হইয়াছে বলা যায় না। কিন্তু সৎসঙ্গে জীবনের পরিবর্ত্তন ঘটিলে পাপ[illegible] আর কাহারও [illegible] থাকিতে পারে না। বাল্মীকি মুনি আর সে পাপের কিঙ্কর রত্নাকর নয়, কিন্তু তিনি ধর্ম্মযুদ্ধের প্রধান সেনানী হইয়া কোটী কোটী লোককে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া পুণ্যজীবনে সঞ্জীবিত করিবার জন্য ব্রতী। তাঁহাকে দেখিলে কাহার মনে না বিস্ময় ও ভক্তির সঞ্চার হয়? তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি হইয়া গিয়াছেন। এইরূপে সৎসঙ্গ যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি আপনার জীবনে শুভ পরিবর্ত্তন অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন। সাধুসঙ্গে আসিলে মনের কু-প্রবৃত্তি সকল নিস্তেজ হয়, সৎপ্রবৃত্তি সকল জাগ্রত হইয়া উঠে। সাধুদৃষ্টান্তে জীবন অজ্ঞাতসারে সাধুভাবাপন্ন হয়। যে রোগের কোন ঔষধ নাই, বায়ু পরিবর্ত্ত যেমন তাহার মহৌষধ, স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে বহুদিনের রুগ্ন দেহ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠে; সেইরূপ যে পাপ মহাব্যাধি কিছুতে আরোগ্য হয় না, সৎসঙ্গ তাহার মহৌষধ, সাধুসঙ্গের হাওয়াতে আত্মা নীরোগ ও পবিত্র হইয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, সৎসঙ্গে উপবাসের ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। মনুষ্য শরীর নহে, কিন্তু আত্মা। এই আত্মার অন্ন সত্য, প্রেম, পুণ্য, শান্তি, আনন্দ। এই অন্নে আত্মা পরিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয় এবং ইহার অভাবে আত্মা শীর্ণ ও মৃতকল্প হইয়া পড়ে। সংসারে এই অন্নের বড় অভাব, সেখানে নিয়ত-দুর্ভিক্ষ। কিন্তু সৎসঙ্গরূপ কাশীতে বাস করিলে

কাহাকেও এ অন্নে বঞ্চিত হইতে হয় না। এ কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং অন্নপূর্ণা জগন্মাতা। যে ক্ষুধিত ব্যক্তি অন্নার্থী হইয়া এখানে পড়িয়া থাকে, তিনি স্বয়ং তাহার নিকটস্থ হইয়া প্রচুর আহার দিয়া তাহাকে পরিতৃপ্ত করেন। যখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ ও হাহাকার তখন এখানে খাদ্যের অভাব নাই। এখানে যে সকল ক্ষুধা লইয়া আসে, সে সকল আহার পায়, এখানে কেহ কখনও নিরাশ হয় না।

চতুর্থতঃ, কাশীতে যমের অধিকার নাই এবং সেখানে মরিলে জীব শিব হয়। মৃত্যুর অধিকার সংসার রাজ্যে, সেখানে নিরন্তর জ্বালা, অনিত্য সুখের আশা, সেই মায়াপাশে মানুষকে বদ্ধ করিয়া রাখে। সেখানকার আশার ধন ও প্রেম বস্তু সকল নিয়ত বিনষ্ট হয়, সুতরাং নিয়ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শোক করিতে হয়। সৎসঙ্গের আশ্রয় লইলে সে মায়াপাশ ছিন্ন হয়, অমৃতের জন্য লালসা হয় এবং স্বয়ং অমৃতস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত প্রীতির বন্ধন হয়। এইটী হইলে আর মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং মৃত্যুভয়ও থাকে না। বস্তুতঃ সৎসঙ্গ-রূপ কাশীর ত্রিসীমায় যম আসিতে পারে না। শিব হওয়া কি? মৃত্যুকে যিনি জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হন, তিনিই শিব। শিবের আর এক অর্থ মঙ্গলভাব। এই মঙ্গলভাবের সহিত যিনি আপনার আত্মাকে মিলিত করিতে পারেন, তিনি শিব হন। এখন ভাবিয়া দেখ, সৎসঙ্গরূপ কাশীতে যিনি মরেন, তিনি কেমন শিবত্ব প্রাপ্ত হন। সৎসঙ্গে থাকিয়া ঈশ্বরোপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে যিনি এই নশ্বর দেহ বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারত মৃত্যু হইল না; তিনি মৃত্যুঞ্জয় হইয়া অনন্ত জীবনের অধিকারী হইলেন এবং আপনার জীবনে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া সেই শিবময় দেবতার সহিত সম্মিলিত হইলেন, সুতরাং তিনি শিবত্ব লাভ করিয়া অনন্তকাল তাঁহার সহিত আনন্দে বিহার করেন। কাশীতে মরিলে আর কিরূপ শিব হইবার বাসনা হয়? অথবা মৃত্তিকার মূর্ত্তিতে পরিণত হওয়া শিব হওয়া নহে। "মায়াবদ্ধ জীব, মায়ামুক্ত শিব।" সংসারের মায়া হইতে মুক্ত হইয়া মঙ্গলময় ঈশ্বরে চিরবাস করিতে পারিলেই শিব হওয়া যায়।

অতএব "সৎসঙ্গে কাশীবাস" এই অমূল্য বাক্যটি যিনি রচনা করিয়াছেন, তিনি যে তত্ত্বদর্শী ও সারধর্ম্মের উপদেষ্টা, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অষ্ট্রেলিয় জাতি।

(২৫৪ সংখ্যা, ২৩৩ পৃষ্ঠার পর)

অষ্ট্রেলিয় পুরুষেরা আপনাদিগের সেবার জন্য বৃদ্ধ বয়সে অধিকসংখ্যক স্ত্রী পরিগ্রহ করিয়া থাকে। অনেক সময়ে পরিবর্ত্ত দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। এক বৃদ্ধ আপনার কন্যাগণকে অপর বৃদ্ধকে বা বৃদ্ধদিগকে সম্প্রদান করিয়া আপনি তাহাদের দুহিতাগণের পাণিগ্রহণ করে। এইরূপে যাহার কন্যা সন্তান যত অধিক, তাহার ততই স্ত্রীলাভের সম্ভাবনা।

অষ্ট্রেলিয় জাতির মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ প্রথা এই যে, যে সকল পরিবার স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ, বৈরনির্য্যাতনের সময় তাহাদিগকে এক জোট হইয়া কার্য্য করিতে হয়। পিতা যখন ভিন্ন ভিন্ন বংশ হইতে স্ত্রী গ্রহণ করিয়া অনেক সন্তান উৎপাদন করেন, সন্তানেরা যে যাহার মাতুলবংশের পক্ষীয় হয়, সুতরাং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন হয় না, বরং তাহারা অনেক সময় পরস্পরের বিপক্ষ হইয়া পরস্পরকে হিংসা ও বিনাশ করে। তাহাদিগের সন্তানেরা এবং সন্তানের সন্তানেরাও আবার এইরূপ নিয়মে চলে। ইহাতে অষ্ট্রেলিয়দিগের মধ্যে বিবাদেরও বিরাম নাই এবং কোন কালে জাতীয় উন্নতি ও সভ্যতা বিকাশেরও সম্ভাবনা নাই।

ইহারা কৃষিকার্য্য করিতে জানে না, মৃগয়া করিয়া, মৎস্য ধরিয়া এবং কোন কোন জাতীয় বন্য মূল ও সামান্য বন্য মধু আহরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। প্রত্যেক বংশের নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ড আছে, যুদ্ধ বা ভোজ উপলক্ষ ভিন্ন তাহারা ইহার সীমা অতিক্রম করিয়া যায় না। এই ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থিত সমুদায় জন্তু ঐ বংশের অধিকৃত সম্পত্তি। অন্য বংশের লোক ইহার উপর কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিলে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার আদিমবাসীরা আপনাদিগের স্বত্বাধিকার রক্ষার জন্য ইউরোপীয়দিগের ন্যায় তেজস্বিতা ও পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া থাকে। এইরূপ যুদ্ধ কাণ্ড সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে এবং তাহাতে উভয় পক্ষেরই লোক ক্ষয় হইয়া থাকে।

কিন্তু কেবল এক এক প্রদেশ এক এক বংশের নিজস্ব সম্পত্তি নহে, তাহার বিশেষ বিশেষ অংশ সেই বংশীয় এক এক জন লোকের আবার নির্দ্দিষ্ট বিষয় বলিয়া গণ্য। ইংলণ্ডে যেমন কোন ব্যক্তি উইল করিয়া আপনার সম্পত্তি যথেষ্ট বিনিয়োগ করিতে পারেন, এখানে ধনী লোকেরা সেইরূপ করেন। যাহার অনেকগুলি ভাই, তাহারা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে জানিতে পারে কে পিতৃ

সম্পত্তির কোন্ অংশের উত্তরাধিকারী হইবে। এক জনের জমীতে আর এক জন মৃগয়ার জন্য অনধিকার প্রবেশ করিয়া যদি ধরা পড়ে, তবে তার মৃত্যু নিঃসংশয়, নতুবা ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়া যায়। অপরাধী ব্যক্তি ধরা না পড়িলেও পদচিহ্ন বা অন্য কোন প্রমাণে যদি দোষী স্থির হয়, তাহাকে মারিবার চেষ্টা করা হয় এবং অরক্ষিত অবস্থায় থাকিলে তাহার প্রাণ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। কিন্তু সচরাচর অপরাধী ব্যক্তি আপনার বন্ধুগণের সহিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার সন্তোষ বিধানার্থ নীরবে একটী পা বাড়াইয়া দেয় যেন সে ইচ্ছা করিলে একটী বর্শা* লইয়া তাহার উরুদেশ ফুঁড়িয়া দেয়। যাহার প্রতি অপরাধের সন্দেহ হয়, মিশাক্কার বিচারের ন্যায় তাহার উপর বর্শা পরীক্ষাও হয়। এই পরীক্ষার অদ্ভুত দৃশ্য। নির্দ্দিষ্টস্থলে বালক, যুবক, বৃদ্ধ আপনার আপনার শরীর বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত করিয়া উপস্থিত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর বর্শা উপর্য্যুপরি নিক্ষিপ্ত হয়, সে নানা উপায়ে আত্মরক্ষা করে অথবা লম্ফ দিয়া বা শরীরের বিশেষ ভাবভঙ্গী করিয়া আঘাত এড়াইবার চেষ্টা পায়। এই সময় চারিদিকের লোক বিকট চীৎকার ও আনন্দধ্বনি করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়। সে ব্যক্তি যেরূপ অপরাধ করিয়াছে, বর্শার আঘাতে যদি তাহার শরীরে সেই পরিমাণে ক্ষত হয়, তাহাহইলে তাহার দোষ ক্ষালিত হয়। যদি নিক্ষিপ্ত বর্শা তাহার অঙ্গ স্পর্শ না করে, তাহা হইলেও সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়।

আহার সংরক্ষণ ও বিতরণ সম্বন্ধে অষ্ট্রেলিয়দিগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। উদ্ভিদ সকল যখন বীজ উৎপাদন করে, তখন তাহাদিগের উন্মূলন বা ছেদন নিষিদ্ধ। ইহাদিগের যুবকদের উপর আহারের বড় কড়াকড়ি। মৎস্য, ডিম্ব, বা সুস্বাদু পক্ষী ও মৃগের মাংস তাহাদিগের প্রাপ্য নহে। কদর্য্য ও বিস্বাদ বস্তুই তাহাদিগের আহারের জন্য প্রশস্ত। বয়স যত অধিক হইতে থাকে, আহারের কঠিন নিয়ম ততই ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়। কিন্তু প্রৌঢ়াবস্থায় উপস্থিত না হইলে কাহাকেও এই সম্মান প্রদর্শিত হয় না। এই নিয়ম না থাকিলে যুবকেরা আপনাদিগের শারীরিক বলের আধিক্য হেতু উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু বস্তু সকল খাইয়া ফেলিত, বৃদ্ধদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইত। অন্যান্য দেশে বার্দ্ধক্য দুঃখ ও ক্লেশের জীবন, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়াতে তাহার বিপরীত। এখানে বৃদ্ধদিগের জন্য সকল সম্মান ও সুখের ব্যবস্থা, এ দিকে পরিশ্রম বা যুদ্ধ করিবার ক্লেশ তাহাদিগকে সহ্য করিতে হয় না। আবার স্বাভাবিক নিয়মে জীবনাবসান

---

* সূঁচলো কাঠ বা লৌহফলক দ্বারা বর্শা প্রস্তুত হয়।

কল্পাতে স্থবির অবস্থাতেও তাহারা সুস্থ ও সবল থাকে, পীড়া ও জরার ক্লেশ প্রায় তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না। সুতরাং এই জাতির মধ্যে বৃদ্ধকালই জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখময় সময়।

অনেকে মনে করেন যে আফ্রিকার বন্য জাতির ন্যায় অষ্ট্রেলিয় জাতি খাদ্যাভাবে ক্লেশ পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহা নহে। কাপ্তেন গ্রে ইহাদিগের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই :—প্রত্যেক অষ্ট্রেলিয় তাহার প্রদেশে যে খাদ্য জন্মে এবং যে ঋতুতে যাহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা বেশ জানে এবং সহজেই তাহা সংগ্রহ করিতে পারে। আরও এই জাতি সর্ব্বভুক্; বেঙ, ইঁদুর, গেঁড়ী, টিকটিকী কিছুই ইহাদিগের অখাদ্য নয়—ভূমির ফল মূল, জলচর মৎস্য, খেচর পক্ষী এবং স্থলচর জন্তুমাত্রই প্রায় ইহাদিগের ভক্ষ্য। খাদ্য সকল আহরণেও ইহারা বিশেষ পটু।

অষ্ট্রেলিয়দিগের কেঙ্গারু শিকার অতি আশ্চর্য্য। পাঠিকারা জানেন এই জন্তুকে দ্বিগর্ভ বলে। ইহাদিগের পেটে একটী থলিয়ার মত আছে, ছানা সকল তাহার মধ্যে যখন ইচ্ছা, তখন গিয়া লুকাইয়া থাকে। ইহাদিগের পশ্চাতের পা দুখানি অতিশয় লম্বা এবং সম্মুখের পা দুখানি সেইরূপ ছোট। ইহাতে ইহাদের আকৃতি দেখিতে বড় অদ্ভুত। অষ্ট্রেলিয় শিকারী যখন কেঙ্গারু হইতে ২০০ হাত দূরে আছে, তখন এই জন্তু তাহার পদসঞ্চার টের পায়। টের পাইয়া পশ্চাতের দুই পার উপর ভর দিয়া ও লেজ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়ায়। তখন ইহার মাথা ভূমি হইতে ৫।৬ ফুট উচ্চে থাকে, সম্মুখের দুটী পা দুই পার্শ্বে ঝুলিতে থাকে, কান দুটী খাড়া হইয়া থাকে। শিকারী যেমন আপনাকে গোপন করিবার জন্য সতর্ক, ইহাও সেইরূপ সতর্ক হইয়া ভয়ের কোন কারণ আছে কি না অবধারণ করিয়া থাকে। এই সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যায় ইহার পেটের থলিয়ার মধ্য হইতে ছোট ছোট মাথা বাহির হইতেছে, অর্থাৎ শাবকেরা যেন মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে "মা! ভয় পাইয়াছ কেন?" কিন্তু শিকারী আর নড়ে চড়ে না, যেন জীবন ও স্পন্দরহিত, পোড়া কাটখানির মত স্থির হইয়া দণ্ডায়মান। কয়েক মিনিট উভয়েই এইরূপ স্থিরভাবে থাকে। পরে কেঙ্গারু কোন ভয়ের কারণ না দেখিয়া সম্মুখের দুই পা ফেলিয়া আঁকা বাঁকা হইয়া দুই একটী লম্ফ ত্যাগ করে এবং পুনরায় চরিতে আরম্ভ করে। শিকারী কিন্তু তখনও নড়ে না। কেঙ্গারু দুই তিন বার অনিবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া অবশেষে নিঃশঙ্ক হয়, নিরাপদে চরিতে থাকে এবং শাবকের শরীরের আঘ্রাণ লয় ও গায়ে গা ঘষিতে থাকে। অকর্ষ

শিকারী তখন শরীর নিস্পন্দ রাখিয়া লাঠিতে বর্শার ফলক আঁটে এবং বর্শা নিক্ষেপের জন্য বাহুবয় উত্তোলন করে। বর্শা নিক্ষেপে কেঙ্গারু প্রায় পলাইয়া যায়। কেঙ্গারু যদি পলায়, শিকারী সমুদায় শরীর নিস্পন্দ রাখিয়া আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া চলিতে থাকে। কেঙ্গারু তাহার দিকে মুখ ফিরাইলেই সে আবার স্থির হইয়া দাঁড়ায়। কেঙ্গারু আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া দুই এক লম্ফ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবার চরিতে প্রবৃত্ত হয়। শিকারী আবার অগ্রসর হয়। বার বার এইরূপ দৃশ্য দেখা যায়। অবশেষে বর্শা সাঁ করিয়া আসিয়া কেঙ্গারুর শরীর ভেদ করে। শিকারীর স্ত্রী ও সন্তানগণ ঝোপ ঝাপের আড়ালে লুকাইয়া এতক্ষণ উৎসুকনেত্রে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল, কেঙ্গারু বিদ্ধ হইলেই তাহারা জয়ধ্বনি করিয়া শিকারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে। কেঙ্গারু রক্তপাতসহ শরীরবিদ্ধ সুদীর্ঘ বর্শা টানিয়া টানিয়া ছুটিতে ছুটিতে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, কিন্তু যখন আর উপায় নাই দেখে, তখন এক বৃক্ষের দিকে পশ্চাৎ করিয়া শত্রুদিগকে মরণ আঘাত দিবার জন্য মাথা বাগাইয়া দাঁড়ায়। তখন কেহ নিকটস্থ হইলে সম্মুখের পা দিয়া তাহার বুক চিরিয়া ও নাড়ীভুঁড়ী বাহির করিয়া ফেলে, এবং পশ্চাতের পদদ্বয় ও লাঙ্গুল-দ্বারা ভয়ানক আঘাত করিতে থাকে। কিন্তু ধূর্ত্ত শিকারিগণ তখন কাছে ঘেঁসে না, দূর হইতে বর্শার উপর বর্শা ছুড়িতে থাকে, অবশেষে হতভাগ্য জন্তু নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে তাহারা তাহাকে হস্তগত করে।

কেঙ্গারু শিকারের জন্য অন্য উপায়ও আছে। জাল পাতিয়া, চোরা গর্ত্ত খুঁড়িয়া, চারিদিক হইতে বেড়িয়া এবং তাহার জলপান করিবার স্থানের নিকট লুকাইয়া হঠাৎ আক্রমণ করিয়া কেঙ্গারু মারা হইয়া থাকে। কিন্তু কেঙ্গারুর পদচিহ্ন ধরিয়া কৌশলে তাহাকে আক্রমণ করিয়া মারাতেই বাহাদুরী অধিক। কোন কোন শিকারী দুই তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় কেঙ্গারুর অনুসরণ করিয়া তাহাকে মারে এবং তাহাতে স্বজাতির নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ার বহুসংখ্যক নদী ও হ্রদে মৎস্য যথেষ্ট আছে এবং বন্য পক্ষী সকল তথায় দলে দলে উপস্থিত হয়। ইহা-দিগকে ধরিতে আদিমবাসীরা বিশেষ বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু অপোসম নামক জন্তুকে বৃক্ষকোটর হইতে যে প্রকারে বাহির করে তাহা বড় আশ্চর্য্য। অষ্ট্রেলিয় বনে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতেছে, হঠাৎ একটী গাছের গুঁড়ি দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহ হইল, ইহার মধ্যে শিকার আছে। তখন পশ্চাৎদিকে হস্তদ্বয় বদ্ধ করিয়া বৃক্ষের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে। হঠাৎ চক্ষুর্দ্বয় স্থির হয়। অপোসম বৃক্ষে উঠি-বার সময় নখর দ্বারা যে দাগ করিয়াছে

তাহা শিকারী ধরিয়াছে। তখন কাছে গিয়া পায় খোঁচ পরীক্ষা করে। সেই খোঁচে একটু একটু বালুকা সংলগ্ন হইয়া থাকে। সে তাহাতে ফুঁ দিয়া যদি দেখে বালুকা ভিজা আছে এবং তাহার অণু-সকল পরস্পরের সহিত সংলগ্ন, তাহা হইলে বুঝিতে পারে, সেই দিনই শিকার সেই বৃক্ষের আশ্রয় লইয়াছে। তখন সে কোমর হইতে কুঠার লইয়া ভূমির ৪ ফুট উর্দ্ধে বৃক্ষের গায় একটী খাঁজ করে, তাহাতে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া এক হাত দিয়া গাছটী জড়াইয়া ধরে ও অপর হস্ত যতদূর সাধ্য প্রসারিত করিয়া কুঠার দ্বারা উপরে আর একটী খাঁজ কাটে, এইরূপ করিয়া গাছ বাহিয়া জন্তুর আশ্রয় কোটরে ধরে। পরে ধোঁয়া করিয়া বা খোঁচাইয়া জন্তুটীকে বাহির করে এবং তাহার লেজ ধরিয়া ভূমিতে আছাড় দেয়। পরে অবসর মতে নামিয়া তাহাকে সংগ্রহ করিয়া লয়।

একটী তিমি মৎস্য যখন বালুচড়া হয়, তখন অষ্ট্রেলিয়দিগের আর আনন্দের সীমা থাকে না। সমুদ্রের কৃপায় বিনা পরিশ্রমে তাহারা পর্ব্বত প্রমাণ মাংস খাইতে পায়। যাহার জমীতে তিমি পড়িয়াছে, সে দেখে নিজের পরিবার তাহা খাইয়া ফুরাইতে পারিবে না। তখন আতিথ্যধর্ম্ম প্রদর্শন করিবার জন্য তাহার হৃদয় বিস্ফারিত হইয়া উঠে। সে প্রথমে মাছের শরীর কাটিয়া তাহার [illegible] স্ত্রীদিগকে খাওয়াইয়া দেয়। পরে প্রণয়িনীদিগের সহিত একত্র হইয়া মাংস কাটিতে আরম্ভ করে এবং কতকগুলি অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া দূরস্থ বন্ধুদিগকে এই আনন্দের সংবাদ দেয়। তাহারা দলে দলে আসিয়া জমে। রাত্রে সকলে নৃত্যগীত করে। দিনের বেলা আহার করে, নিদ্রা যায় ও আমোদ প্রমোদ করিতে থাকে। অনেক দিন পর্য্যন্ত এই ভোজোৎসব চলে। মাছ পচিয়া যায়, পচা তৈল আপাদমস্তক ডুবাইয়া তাহারা মাখে এবং পচামাংসও পেট পুরিয়া খায়। ইহার ফলে চর্ম্মরোগ ও পেটের পীড়া উপস্থিত হয়। তথাপি আহারের বিরাম নাই। বন্ধুগণ অবশেষে বিদায়কালে রাশিপ্রমাণ মাংস সঙ্গে লইয়া যায়, তাহা দ্বারা পথে জলযোগ চলে এবং দূরবর্ত্তী কুটম্বগণকে ভেট পাঠাইয়া আপ্যায়িত করা হয়।

অষ্ট্রেলিয়েরা অতি অসভ্য হইলেও নরমাংসাশী নয়। কিন্তু পাপুয়া জাতি ও ভারত দ্বীপপুঞ্জবাসী অপেক্ষাকৃত কম অসভ্যজাতি নরমাংসভোজী রাক্ষস, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। অষ্ট্রেলিয়দিগের অনেক রীতি নীতিও বিশুদ্ধ। তাহাদিগের যে সকল বালক অধ্যয়নার্থ ইংলণ্ডে নীত হইয়াছে, তাহারা সমবয়স্ক ইংরাজ বালক-দিগের মত শিক্ষানুরাগ প্রদর্শন করে, সুতরাং ইহারা যে বুদ্ধি অংশে হীন নহে, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

ইহারা স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করে। সামান্য কারণে তাহা-

দিগকে প্রহার ও বর্শা দিয়া বিদ্ধ করে। আতিথেয়তা বিষয়ে ইহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন আচরণ দেখা যায়। ইহারা মনের খেয়াল অনুসারে বিদেশীর প্রতি কখনও বন্ধুতা ও কখনও শত্রুতা প্রদর্শন করে। আজি যাহাকে সাহায্য করিল, কল্য তাহারই প্রতি আবার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া থাকে। ইউরোপীয় খাদ্য বা জিনিষ পত্র পাইলে ইহারা চুরি করিতেও ত্রুটি করে না। এটী কিন্তু সভ্য ইউরোপীয়ের সংসর্গের ফল বলিয়া বোধ হয়।

গ্রীক স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা।

প্রাচীন কালে গ্রীসদেশ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যে একই হেলেনীয় বা গ্রীকজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা জাতি সকল বাস করিত। তাহাদের পরস্পরের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ে বিভিন্নতা ছিল বটে, কিন্তু মোটের উপর অনেকটা সৌসাদৃশ্য ছিল।

গ্রীক পুরুষগণ অধিকাংশ সময় রাজকার্য্যাদিতে ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল।

স্পার্টা নগরে বীরত্বের এতদূর সমাদর ছিল যে সন্তানের যুদ্ধযাত্রার সময় মাতা তাহার চর্ম্ম (ঢাল) দোলাইয়া দিয়া তাহাকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিতেন,—"With it or upon it," অর্থাৎ "হয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ঢাল হস্তে ফিরিয়া আসিও, নতুবা সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিও, তাহা হইলে তোমাকে ঢালের উপর শোয়াইয়া আনিবে; কিন্তু কখনও কাপুরুষের ন্যায় রণে ভঙ্গ দিয়া ঢাল ফেলিয়া পলাইয়া আসিও না।" জাতীয় স্বাধীনতার দিকে গ্রীকদিগের দৃষ্টি যদিও এত প্রখর ছিল, তথাপি স্ব স্ব পরিবার মধ্যে প্রত্যেক গ্রীক পুরুষ যথেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন বলিলেও হয়। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকগণ যে তাঁহাদের স্বাভাবিক অধিকার হইতে অনেক পরিমাণে বঞ্চিত হইবেন তাহা বিচিত্র নহে। স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রীলোকদিগকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধীন থাকিতে হইত এবং স্বামীর মৃত্যু হইলে পিতা, পুত্র অথবা স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। এ বিষয়ে আমাদের মনুপ্রণীত ব্যবস্থার সহিত প্রাচীন গ্রীসের আচারের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনু বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোক কখনও স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিবে না। স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার, যৌবনে পতির, ও বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের অধীন হইয়া চলিবে।" এই

রূপ অধীনতায় গ্রীক রমণীদিগকে অনেক সময় এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত যে কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে আপনার স্ত্রী ও অনাথ বালক বালিকাদিগকে কোন দয়ালু বন্ধুর আশ্রয়ে অর্পণ করিয়া যাইতেন। যদিও স্থলবিশেষে বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকগণ স্বামীকে আপনার ইচ্ছামতে চালাইতেন, তথাপি সাধারণতঃ পুরুষগণ স্ব স্ব পরিবারমধ্যে হর্ত্তাকর্ত্তার ন্যায় প্রভুত্ব করিতেন এবং রাজকীয় ব্যবস্থাবলি তাঁহাদের অধিকারের উপর সহজে হস্তক্ষেপ করিত না।

বেশভূষা—গ্রীক রমণীদিগের পোষাক দুই প্রকারের ছিল। (১) ডোরিয়ান, (২) আইওনিয়ান। ডোরিয়ান পোষাক নিতান্ত সাদাসিধা রকমের। স্পার্টা নগরের কুমারীগণ কেবল কামিজের মত আপাদলম্বিত এক প্রকার জামা পরিধান করিতেন। কিন্তু স্পার্টার প্রতিবেশবাসী জাতিসকল এই পোষাকের অত্যন্ত নিন্দা করিত। অন্যান্য ডোরিয়ান জাতীয় রমণীগণ হস্তদ্বয় অনাবৃত রাখিয়া এই কামিজের উপর ওড়নার ন্যায় এক প্রকার গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করিতেন, তাহা উভয়স্কন্ধে বকলস্ দ্বারা আটকান থাকিত। আইওনিয়ান রমণীগণ প্রথমে এক খণ্ড বস্ত্র বক্ষঃস্থলে আঁটিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর হাতাওয়ালা একটী কামিজ পরিতেন, তাহা ভূমি স্পর্শ করিত। সর্ব্বোপরি একখানি [illegible] চাদর কোমর বন্ধন দ্বারা নিবদ্ধ থাকিত। চুল বাঁধিবার সময় বিবাহিতা রমণীগণই ফিতা, জাল, মুকুটের ন্যায় মাথার পোষাক প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। কুমারীগণ এ সকল কিছুই ব্যবহার করিতেন না, কেবল বিনানি প্রভৃতি দ্বারা সুন্দর করিয়া কেশবিন্যাস করিতেন। কেশ রঞ্জিত করিবার প্রথাও প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে পাটকিলে রঙ্গেরই সমাদর অধিক ছিল বলিয়া দেখা যায়। স্ত্রীলোকদিগের জন্য নানাবিধ সুন্দর সুন্দর পাদুকা প্রস্তুত হইত। বাহিরে যাইবার সময় রমণীগণ হাতপাখা ও ছত্র হাতে করিয়া যাইতেন। কি পুরুষ কি রমণী সকলেই অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় পরিধান করিতেন। স্ত্রীলোকেরা অন্য অলঙ্কারের মধ্যে স্বর্ণনির্ম্মিত বালা, কুণ্ডল (ইয়ার রিং) ও মল পরিতেন। এই সামান্য অলঙ্কার পরিধানেরও বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপকগণ অনেক সময় আইন জারি করিতেন এবং রাজ্যে দুঃসময় উপস্থিত হইলে অলঙ্কার পরিধান নিবারণের জন্য বিধিমতে চেষ্টা করা হইত। গ্রীক রমণীগণ সাধারণতঃ শাদা রঙ্গের পোষাক পরিতেন, কিন্তু পুস্তকাদিতে কুসুম বর্ণের ও ফুলকাটা বস্ত্রেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

গৃহকার্য্য—গ্রীক পুরুষগণ অনেক সময় বাহিরের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন; সংসারের কাজকর্ম্ম তত্টা দেখিতে পারিতেন না। এরূপ অবস্থায় গৃহিণীগণের যে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও ধীর-

প্রকৃতি হওয়া আবশ্যক ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু স্পার্টান ভিন্ন অন্য গ্রীকগণ স্ত্রীলোকদিগের এই সকল সদ্‌গুণের বিশেষ সমাদর করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। এথেন্স প্রভৃতি সুসভ্য রাজ্যের অধিবাসিগণ স্পার্টান-দিগকে কতক পরিমাণে অনুন্নত মনে করিতেন বটে, কিন্তু স্পার্টাতেই স্ত্রীলোকদের বিশেষ সমাদর ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে গৃহিণী-গণ সমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেন এবং যে সকল বিষয়ের উপর রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করিত, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত সাদরে গৃহীত ও আলোচিত হইত। কিন্তু এথেন্স নগরে রমণীগণের অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত ছিল। এথিনীয় গৃহিণীগণ বাল্যকাল হইতে কেবল সূতাকাটা ও রন্ধন শিক্ষা করিতেন। এতদ্ভিন্ন পরিবারের মধ্যে কাহারও সামান্য কিছু পীড়া হইলে কিরূপে তাহার চিকিৎসা করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধেও তাঁহাদিগকে মোটামুটি কতকটা শিক্ষা দেওয়া হইত। দাসীদিগকে বুনিবার জন্য (পাছে তাহারা চুরি করে এই ভয়ে) পশম ওজন করিয়া দেওয়া এবং নিজে তাঁতে বসিয়া বস্ত্রবয়ন করা এই দুইটী এথিনীয় গৃহিণীর প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। এমন কি রাজমহিষীগণ পর্য্যন্ত স্বহস্তে বস্ত্রবয়ন করিতেন। হোমরের অডেসি কাব্য পাঠে অবগত হওয়া যায় যে যৎকালে ট্রয়ের মহা সমরের পর ইথাকার রাজা (টেলিমে-কসের পিতা) ইউলিসিসের স্বদেশে আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছিল, তখন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার রূপবতী সাধ্বী মহিষী পেনে-লোপীর পাণিগ্রহণ করিবার জন্য অনেক রাজা রাজড়ার সমাগম হয়। পেনেলোপীর পত্যন্তর গ্রহণে অণুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার মনে মনে আশা ছিল যে তাঁহার স্বামী ফিরিয়া আসিবেন; অথচ তিনি নিজের অসহায় অবস্থায় অত্যাচারের ভয়ে বিবাহার্থীদিগকে স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করিতেও সাহস করেন নাই। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন যে তিনি তাঁহার বৃদ্ধ পিতার জন্য একখানি বস্ত্র বুনিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই বস্ত্রবয়ন শেষ হইলেই তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিবেন। এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল, পেনে-লোপীর কাপড় বুনা আর শেষ হয় না! অবশেষে সমাগত রাজাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা এক দিন রাত্রিযোগে রাজমহিষীর কার্য্যকলাপ প্রচ্ছন্ন ভাবে নিরীক্ষণ করিতে মানস করিলেন। তখন তাঁহারা দেখিলেন পেনেলোপী দিবসে যেটুকু বস্ত্র বয়ন করিয়াছিলেন, রাত্রে তাহা খুলিয়া

ফেলিতেছেন। এতদিনে তাঁহারা রাণীর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া মহাগোলযোগ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঠিক্ সেই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে ইউলিসিস ও টেলিমেকস্ স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদিগের সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিলেন। এই গল্প হইতে ইহাও জানা যায় যে প্রাচীন গ্রীসে বিধবাবিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল।

মশক বিজ্ঞান।

মশক নানাজাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন জাতীয় মশকের বর্ণ কাল; কোন কোন জাতীয় মশকের বর্ণ কটা। আকার ভেদেও মশকের জাতিভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কবিকঙ্কণ একস্থানে লিখিয়াছেন "মশা হেন মশা জলা" ইহা কবির বর্ণনা হইতে পারে। কিন্তু বুনো মশা বড় বড় আকারের হইয়া থাকে। কোন ২ জাতীয় মশকের পা লম্বা, আবার কোন ২ জাতীয় মশকের পায়ে সাদা সাদা ডোরা দেখিতে পাওয়া যায়। মশক অণ্ডজ জন্তু। গর্ভিণী মশক কোন জলাশয়ে কিম্বা কোন জলপূর্ণ পাত্রে যাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্ব প্রসব করিয়া আইসে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন এই ডিম্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ডিম্ব কিছুকাল জলে থাকিয়া ফুটিয়া পড়ে। ডিম্ব হইতে যে মশকশাবক বাহির হয়, তাহা জল মধ্যেই বিচরণ করে। তখন কর্কট জলোপরি ভাসিয়া, দেহের পশ্চাদ্বর্ত্তী শুঁড় উঁচু ভাবে [illegible] উঠাইয়া রাখে। কেহ কেহ এই অঙ্গকে মশকের শ্বাসেন্দ্রিয় বলিয়া থাকেন। মশক যখন প্রথম অবস্থা (Larvæal) অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়, তখন জলের উপরি ভাগে উঠিয়া থাকে এবং গাত্রাবরণ ভিন্ন হইয়া গেলে পক্ষবিশিষ্ট মশক হইয়া উড়িয়া যায়। মশক প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় জলে কি খাইয়া প্রাণধারণ করে, তদ্বিষয়ে বিশেষ কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে জলে জীবনের প্রথম ও দ্বিতীয় কাল অতিবাহিত হয় বলিয়া মশক আর্দ্র অর্থাৎ সেঁতসেঁতে স্থানই বেশী ভাল বাসে।

ডাক্তার ই, কাভিয়ার বলেন মশক স্বভাবতঃ নিরামিষভোজী। তবে যদি নিরামিষ খাদ্যের অভাব হয়, তাহা হইলে প্রকৃত আমিষ ভোজনেও অরুচি প্রকাশ করে না। কাভিয়ার অতি সামান্য পরীক্ষার পরই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি এক পাত্রে কিছু জল রাখিয়া দিয়াছিলেন। এই জলের মধ্যে কতকগুলি গাছের পাতা ফেলিয়া

ছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলেন পাত্রে অনেকগুলি মশক জড় হইয়া পাত্রোপরি বসিয়া রহিয়াছে। তিনি ইহা দ্বারাই স্থির করিলেন যে মশকগুলি বৃক্ষপত্রের রস শোষণ করিয়া জীবিত থাকিবার জন্যই পাত্রমধ্যে গমন করিয়াছিল। এই মীমাংসার উপর নির্ভর করিয়া তিনি গৃহ সমীপে উদ্ভিদ রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। বাস্তবিক বনভিয়ারের সিদ্ধান্ত যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমাদের আর মশার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইতে হইত না। মশকগুলি বৃক্ষ মধ্যে গৃহ সন্নিধানে রাখিয়া দিলেই মশকের হস্ত হইতে, আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারিতাম। কিন্তু ডাক্তার বনভিয়ারের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে।

আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তদ্দারা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে মশক আমিষ ভোজনেই বিলক্ষণ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। কোন বনে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল এক স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে দেখা যায় যে দলে দলে মশক বন-মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া শরীরের স্থানে স্থানে বসিয়া থাকে। কেবল বসিয়া থাকে এমত নহে, আপনার সূক্ষ্ম শুঁড় দ্বারা রক্ত শোষণ করিতে আরম্ভ করে। যদি তাড়া না পায়, তাহা হইলে রক্তে শরীর স্ফীত না করিয়া উড়িয়া যায় না। মশকের অঙ্গের মধ্য দিয়া রক্তের আভা বিলক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বনের নিকটবর্ত্তী বাড়ীতেও মশকের উপদ্রব অপেক্ষাকৃত অধিক। মশক যদি নিরামিষ উদ্ভিদ রসেরই অধিকতর আদর করিবে, তবে সুখাদ্য ফেলিয়া, আমিষ খাদ্য লোভের জন্য এত ব্যাকুল হয় কেন? বিশেষতঃ ডাক্তার বনভিয়ারের কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আমি গৃহের এক স্থলে ঐরূপ জল ও উদ্ভিদ পরিপূর্ণ এক পাত্র রাখিয়া দিয়াছিলাম। পরীক্ষা করিবার জন্য রাত্রির প্রথম ভাগে মশারি না খাটাইয়া শয়ন করিয়াছিলাম, কিন্তু রাত্রের মধ্য ভাগে মশার অত্যাচার এত অধিক হইয়া পড়িয়াছিল যে আমি অবশেষে মশারি খাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়াও পাত্র মধ্যে কোন মশকের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। তবে বনভিয়ার যে মশকের পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভিন্নজাতীয় হইলে হইতে পারে। যাহা হউক ডাক্তার বনভিয়ারও স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছেন যে মশক নিরামিষাশী নহে। তিনি বলেন যে মশক সূর্য্যের কিরণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দিনের বেলায় গৃহমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। সন্ধ্যার সময়ে সূর্য্য নিম্নে চলিয়া গেলে, যদি গৃহদ্বার খুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে গৃহস্থিত মশকগুলি খাদ্য অন্বেষণে বাহির হয়। এই জন্য তিনি অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যেই দ্বার বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি

এই ভয় করেন, পাছে বহির্গত মশক গুলি আবার গৃহে প্রত্যাগমন করে। গৃহমধ্যে যদি আহার্য্য বস্তু না পাওয়া যায়, তাহা হইলে মশকগুলি রাত্রিকালে বাহিরে আহার না খুঁজিয়া গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিবে কেন, আর মশকের ভয়ে অচিরে দ্বাররুদ্ধ করিবারই বা প্রয়োজন কি?

মশক সূর্য্যকিরণকে ভয় করিবে, বিচিত্র নহে। কারণ জল বাহার জন্মভূমি, সে সূর্য্যকিরণ হইতে দূরে পলায়ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে। উত্তাপকে যে মশক ভয় করে, তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে। গোয়ালে অনেক মশা জড় হয়। গরু অতি নিরীহ জন্তু। মশক গরুর রক্ত পানে বিলক্ষণ পটু, তাই দলে দলে গোয়ালে প্রবেশ করিয়া জঠরজ্বালা দূর করিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু চতুর রাখালের কৌশলে অনেক সময়ে মশকের আশা পূর্ণ হইতে পারে না। সন্ধ্যা সময়ে রাখাল গোয়ালের এক প্রান্তে অগ্নি রাখিয়া দেয়, গৃহস্থিত মশক উত্তাপ ও ধূঁয়ার জ্বালায় অস্থির হইয়া বহির্গত হইয়া থাকে, তখন রাখাল গোয়ালের দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। প্রাতঃকালে গৃহদ্বার উদ্ঘাটন করিলে কখন কখনও মশক বাহির হইতে দেখা যায়। ইহাতে হয়ত কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন যে মশক সূর্য্য কিরণকে ভয় করে না, কারণ ভয় করিলে তাহারা প্রাতঃকালে বহির্গত হইবে কেন? ডাক্তার বনভিয়ার এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন মশকগুলি খাদ্য অন্বেষণ করিবার জন্য ছায়াযুক্ত কোন জলাভূমির নিকট যাইয়া থাকে। বাস্তবিক রাত্রিকালে গৃহে থাকিয়া মশা একপ্রকার উপবাসে রাত্রি যাপন করে। মনুষ্যেরা মশার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া মশারি ব্যবহারে মশার হাত হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে। তাই মশারির প্রতিবন্ধকে মশাকে একরূপ অনশনে রাত্রি যাপন করিতে হয়। তাই জঠরজ্বালায় অস্থির হইয়া বাহিরে খাদ্যান্বেষণে বাহির হয়। আবার সন্ধ্যাকালে আশায় আশায় গৃহে ফিরিয়া আসে। সন্ধ্যাকালে মশককে বহির্গত হইতে বড় দেখা যায় না। যদিও ডাক্তার বনভিয়ার এই সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তথাপি আমরা তাঁহার কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। তিনি বলিয়াছেন, একদা তিনি তাঁহার এক বন্ধুর তাঁবুতে উপনীত হইলেন। উপনীত হইয়া শুনিলেন, যে তাহারা মশকের অত্যাচারে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইতেছিলেন। তিনি সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় তাঁবুর দ্বার খুলিয়া দিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাহা বন্ধ করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য, কেবল সেই দিন মাত্র মশার উপদ্রব ছিল না। বনভিয়ার যাহাই বলুন, আমাদের ভারতবর্ষীয় মশকের প্রকৃতি এইরূপ নহে। আমরা

সন্ধ্যাবেলায় বরঞ্চ দ্বার বন্ধ রাখিয়া উপকার পাইয়াছি। দ্বার খুলিয়া দিলে গৃহ মধ্যে মশকের প্রবেশের বরং সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়।

নবাবিষ্কৃত প্রোথিত নগর।

আমেরিকায় ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের অন্তর্গত মিশুরি প্রদেশে মোবারলি নগরের সন্নিকটে একটী পাথুরিয়া কয়লার খনি আছে। তাহা হইতে কয়লা উদ্ধারের জন্য একটী ৩৭০ ফিট গভীর কূপ খনন করা হয়। সেই কূপের তলদেশে সম্প্রতি একটী প্রোথিত নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে। মোবারলি নগরের এক রাজকর্ম্মচারী ও অন্যান্য অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত নগরবাসী ঐ স্থান দর্শন করিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। আবিষ্কর্ত্তারা প্রায় ১২ ঘণ্টাকাল সেই নির্জ্জন প্রদেশে অতিবাহিত করেন। তাঁহারা বলেন, নগরের উপরে গলিত ধাতব (lava) স্রোতের একটী স্তর পড়িয়া গিয়াছে—সমস্ত নগরী যেন ধাতব শিলাস্তরের নিম্নে অবস্থিত। হারকিউলেনিয়ম বা পম্পে নগর যেমন অগ্ন্যুৎপাতে বিধ্বংস হইয়াছিল, ইহারও বোধ হয় সেই দশা ঘটিয়া থাকিবে। নগরের প্রশস্ত রাজপথ সকল সুশৃঙ্খলে রচিত, দুই পার্শ্বে প্রস্তরের প্রাচীর, অত্যুৎকৃষ্ট স্থপতির ভাস্কর কার্য্য বিলোকনে বিস্ময় ও আশ্চর্য্য যুগপৎ মনোমধ্যে উদিত হয়। একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা একটী বৃহদায়তন প্রকোষ্ঠ দেখিতে পান, তাহার দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট ও প্রস্থ ৩০ ফুট, তন্মধ্যে প্রস্তরের আসন ও অনেক প্রাচীন শিল্প উপাদান সকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। একটী প্রশস্ত ঘরেতে অনেকগুলি প্রতিমূর্ত্তি ও প্রতিমা দেখিতে পান, সে গুলি ধাতুময়ী, পিত্তলের ন্যায় উজ্জ্বল কিন্তু পিত্তল নহে। অঙ্গনের মধ্যস্থলে একটী প্রস্তরের কৃত্রিম প্রস্রবণ ঈষৎ চূর্ণাক্ত বিমল বারি অজস্র উদগীরণ করিতেছে। এইখানে একটী নরকঙ্কাল দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার চরণের অস্থির আকার দেখিয়া বোধ হয়, শরীর বর্ত্তমান মানবশরীর অপেক্ষা তিন গুণ স্থূলকায় হইবে। আমাদিগের পুরাণে বর্ণিত আছে যে ত্রেতাযুগের মানব-শরীর ১৪ হস্ত দীর্ঘ ছিল। এই কঙ্কালও বোধ হয় ত্রেতাযুগের হইবে। অঙ্গনের মধ্যে প্রাচীন কালের অনেক শিল্পযন্ত্র লক্ষিত হইল; যথা—পিত্তল ও চকমকি পাথরের ছুরিকা, উখা, ও গ্রানাইট প্রস্তরের মুষল, উৎকৃষ্ট কারু-নির্ম্মিত করাত ও সামান্য শিল্পকর্ম্মের অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য। মোবারলি [illegible] বাসিগণ, কৌতূহলাক্রান্ত, [illegible]

বসন্তকালে রসের ঊর্দ্ধগমনের দৃষ্টান্ত অতি সুন্দররূপে লক্ষিত হয়। শরৎকালে কোন মুড়া গাছ বা গাছের মুড়া শাখা করাত দিয়া কাটিয়া রাখিলে বসন্তকালে দেখা যায়, তাহার চারিদিক রসাক্ত হইয়াছে এবং সেখানে রসের স্রোত অল্পে অল্পে বহিতেছে। এই রস শিকড় হইতে উৎসারিত হইয়া থাকে। রাত্রি অপেক্ষা দিনের বেলা গাছের গুঁড়িতে রস অধিক চলে। ইহার কারণ গুঁড়ির বহিরস্থ ছাল অধিক সূর্য্যোত্তাপ শোষণ করিয়া তন্মধ্যস্থ বায়ুকে বিস্তারিত করে এবং তাহার চাপে রস ঊর্দ্ধবাহিত হয়। রাত্রে উত্তাপ বাহির হইয়া বৃক্ষের ছাল স্নিগ্ধ হয়, সুতরাং সে চাপ থাকে না। পত্র সকলে বৃক্ষের শ্বাসক্রিয়া নিরন্তর চলিতেছে এবং বায়ুর আন্দোলন ক্রমাগত হইতেছে, ইহাতে বাষ্পাকারে যে রস বাহির হইয়া যাইতেছে, নিম্ন হইতে নূতন রস আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করিতেছে। বৃক্ষের পত্র, পুষ্প বা বৃক্ষশরীরের কোন অংশ যেখানে গঠিত বা পোষিত হইতেছে, সেখানে রসের প্রয়োজন এবং তাহা নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। বৃক্ষের স্থানে স্থানে রসের ভাণ্ডার থাকে, আবশ্যক মতে উহা হইতেও রস সংযোজিত হয়।

বৃক্ষ শিকড় দ্বারা যে রস শোষণ করে, তাহার বিশুদ্ধ জলীয় অংশ পত্রদ্বারা বাহির হইয়া যায় এবং তাহাতে যে ক্ষেত্রসার বা অন্য উপাদান থাকে, তাহাতে বৃক্ষের পোষণের সাহায্য করে। বৃক্ষের পত্র শ্বাসের সহিত আহারের কার্য্যেরও সাহায্য করে। আমাদিগের শ্বাসক্রিয়ার সময় অঙ্গারক বাষ্প বাহির হইয়া যায় এবং বায়ুর অম্লজান শরীরে প্রবিষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ বলেন বৃক্ষগণের কার্য্য ঠিক ইহার বিপরীত; তাহারা অম্লজান পরিত্যাগ করে ও অঙ্গারক বাষ্প শোষণ করিয়া লয়। বায়ুমণ্ডলে যে অঙ্গারক বাষ্প থাকে, এইরূপে তাহা বৃক্ষশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বায়ুকে বিশুদ্ধ করিয়া দেয়। এই অঙ্গারক বাষ্প আমাদের পক্ষে বিষ, কিন্তু বৃক্ষের পক্ষে জীবন, ইহাদ্বারা ইহার সমস্ত দেহ সংগঠিত হইয়া থাকে।

বৃক্ষ হইতে জলীয় বাষ্প ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বাহির হয়। কোন পণ্ডিত গম ও ছোলা বৃক্ষের পরীক্ষা করিয়া তাহাদের শরীর হইতে যে যে মাসে যত গ্রেণ জল বাহির হইয়াছে তাহার এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

	ফাল্গুন	চৈত্র	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ
গম	১৪	৪০	১৬২	১১৭৭
ছোলা	১১	৪২	১০৯	১০১৯

আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র
১৬৩৫	১১০৬	২৫৩
২০৯২	৩৭৭	—

ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায় গ্রীষ্মকালে বায়ু যখন উত্তপ্ত ও শুষ্ক থাকে, তখন অত্যধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প নির্গত

হয়। আলোকেও উত্তাপের সাহায্য করিয়া থাকে। বৃক্ষের বয়স, ছালের প্রকৃতি এবং পত্রের গঠন প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য অনুসারেও প্রশ্বাস ক্রিয়ার তারতম্য হইয়া থাকে।

বসন্তকালে পত্র ও পুষ্পোদ্গমের পূর্ব্বে রসাকর্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয় এবং আকৃষ্ট রস গুঁড়িতে সঞ্চিত হয়। এই সময় বাষ্প নির্গম কম থাকে। ইহাতে পত্র ও পুষ্প সকল সতেজে বর্দ্ধিত হইতে পারে। গ্রীষ্মকালে রসাগম অপেক্ষা বাষ্পনির্গমন অধিক হয়। তখন গুঁড়ির সঞ্চিত রসের উপরেই সমস্ত বৃক্ষের জীবন নির্ভর করে এবং তাহা না পাইলে বৃক্ষের অঙ্গ সকল শুষ্ক হইয়া যায়। শীতকালে বৃক্ষের গুঁড়ি সকল এককালে নীহারাচ্ছন্ন না হইলে তন্মধ্যে রস চলাচল করে।

বৃক্ষের রসের নিম্নপ্রবাহ সম্বন্ধে সকল উদ্ভিদ্‌বিৎ একমত নহেন। নিম্ন প্রবাহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে, তবে সকল জাতীয় বৃক্ষে তাহা সমান নহে এবং কোন কোন জাতীয় বৃক্ষে অঙ্গবিশেষে তাহার কার্য্য হইয়া থাকে। নিম্নবাহী প্রবাহ নামিতে নামিতে পার্শ্বগামী হইয়া বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ কাষ্ঠ বা মজ্জাতে উপস্থিত হয় এবং তাহাকে পোষণ ও বর্দ্ধন করে। কাষ্ঠের চক্রাবৃত্তি বৃদ্ধির হেতু এই। ঊর্দ্ধগামী প্রবাহও কখনও কখনও এইরূপে পার্শ্বগত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে বৃক্ষের বহিরঙ্গবৃদ্ধিরই সাহায্য করে।

জলীয় উদ্ভিদ্ সকল শিকড় দ্বারা রস শোষণ করে এবং অন্তর্বাহ ক্রিয়াদ্বারা সেই রস তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয় ও তাহাদের পুষ্টিসাধন করে। তাহাদিগেরও শ্বাস প্রশ্বাসে বাষ্প আকর্ষণ ও নির্গমন হইয়া থাকে।

সময়।

অনন্ত সময়!
ক্ষণ-জীবী অণু মন, কেমনে করে ধারণ,
সম্ভব কি হয়?
অনাদি নহ তো যদি, তবু ও তো নিরবধি,
আরম্ভ তোমার শেষ,
জানিবার নয়।

অনন্ত আকাশ সহ, কেলী কর অহরহ,
কেবা তুমি, কে আকাশ
কে করে নির্ণয়?
উভয়েই নিরাকার, অগম্য শূন্য অপার,
উভয়েই সর্ব্বসাক্ষী
নিখিল আশ্রয়।

সদা সম বর্ত্তমান, কেবা করে পরিমাণ,
অখণ্ড আবহমান
উভ স্রোত বয় ।
ভ্রান্ত নর অজ্ঞান, করে তব উপমান
পার্থিব পয়োধি সনে,
না বুঝে বিষয় ।

পয়োরাশি পৃষ্ঠোপরে, কেবল ক্ষণেক তরে,
ক্ষণেক উৎপত্তি স্থিতি,
ক্ষণেকেই লয় ।
সমগ্র আকাশ কোলে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দোলে,
কত চন্দ্র কত সূর্য্য
গণনা না হয় !

ইস্‌লামের ধর্ম্মোপদেশ ।

মহম্মদ বলিতেন "যেমন মৃত সিংহ শিকার করিতে সক্ষম হয় না, যেমন মৃত গবাদি তৃণাহারে পারগ হয় না, কেবল মুখে তেমনি 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' বলিলে ধর্ম্মসাধনা হয় না বা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।" মহম্মদের মতে "প্রার্থনা—প্রকৃত ভক্তির সহিত প্রার্থনা—ধর্ম্ম সাধনার পক্ষে সুপ্রশস্ত সোপান বা স্তম্ভবিশেষ।" তিনি বলিতেন, কেবল প্রার্থনা বলে অবরুদ্ধ স্বর্গের দ্বার অনায়াসে উন্মুক্ত করা যায়। তকিফা নামক জাতিরা যখন তাহাদের ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তখন মহম্মদ উত্তর দেন "যে ধর্ম্মের অঙ্গ প্রার্থনা নহে, সে ধর্ম্ম 'ধর্ম্ম' নামের আদৌ যোগ্য নয়।" ইস্‌লামীয় শাস্ত্রের মতে অহোরাত্রের মধ্যে ৫ বার প্রার্থনা করা উচিত। এই প্রার্থনার সময় এইরূপঃ—(১) অরুণোদয়কালে, (২) মধ্যাহ্ন সময়ে অথবা মধ্যাহ্ন সূর্য্য হীনপ্রভ হইতে আরম্ভ হইলে, (৩) অপরাহ্নে বা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে, (৪) সূর্য্যাস্তের পরে এবং অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে (৫) রাত্রির প্রথম প্রহরের পূর্ব্বে। প্রার্থনার অব্যবহিত পূর্ব্বে এক শত বার অঙ্গুলি বা মালা দ্বারা "খোদা" এই নাম উচ্চারণ করা উচিত এবং প্রার্থনার প্রথম পদোচ্চারণের পরে ঈশ্বরস্তুতি বিষয়ক একটি শ্লোক বা গীত কিয়ৎক্ষণ ব্যাপিয়া এরূপে চীৎকার পূর্ব্বক পাঠ করা উচিত যে, যেন তাহা পার্শ্ববর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী মুসলমানদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় এবং তৎকালে কোন মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী লোক নিদ্রিত বা অন্যমনস্ক থাকিলে যেন জাগ্রত ও সতর্ক হইয়া উঠে। প্রতিবার প্রার্থনার সময়ে মক্কার ধর্ম্মমন্দিরের দিকে মুখ রাখিবে এবং সংসারচিন্তা, শোক, ভয়, লালসা, ক্রোধ বা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হইতে মনকে মুক্ত রাখিবে। মহম্মদ বলেন, প্রকৃতরূপে নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত মনে ভক্তির সহিত ঈশ্বরকে না ডাকিলে,

একবার ঈশ্বর নামোচ্চারণেও কোন ফল ফলিতে পারে না। মহম্মদ আরও বলিতেন, প্রার্থনার সময় মূল্যবান পরিচ্ছদ কিম্বা কোন প্রকারের অলঙ্কার পরিধান করিবে না, তৎকালে জগৎকে নশ্বর এবং মানব জীবনকে ক্ষণভঙ্গুর জ্ঞান করিবে। কিন্তু শরীর ও পরিচ্ছদ পরিষ্কার থাকা উচিত। মহম্মদই সর্ব্ব প্রথমে বলিয়াছিলেন "ধর্ম্মজীবন পরিষ্কারতার সহচর স্বরূপ।" মসজিদে প্রকাশ্য স্থানে বা পুরুষের সহিত একত্রে মুসলমানীর রমণীর ঈশ্বরোপাসনার অধিকার নাই; তাঁহারা পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গৃহে বা কোন নিভৃত স্থানে আরাধনা করিবেন। স্ত্রীলোকদিগকে প্রকার প্রার্থনার সময়ে মক্কার মন্দিরের দিকে মুখ রাখিতে হইবে, কিন্তু যদি তাঁহারা গৃহের ভিতরে আরাধনা করেন, তাহা হইলে গৃহের গবাক্ষ উন্মুক্ত রাখিবেন। প্রার্থনার সময়ে কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, উভয়কেই ঈশ্বরকে প্রণাম করিবার সময় ভূমিতে মস্তক অবনত করিতে হইবে। মহম্মদ বলিতেন, প্রার্থনা এবং দান (খয়রাৎ) ধর্ম্ম সাধনার পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়। প্রার্থনার পরেই দাতব্যের উল্লেখ করিবার যোগ্য। দাতব্যতা দুই প্রকার, সুনা—জাকেৎ এবং সাদকেৎ। আইন বা দেশাচার মতে [illegible] কর্ত্তব্যার্থ, তাহার নাম জাকেৎ; [illegible]—নিত্য [illegible] পুত্রের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অভি [illegible]

ইত্যাদি। স্বেচ্ছাকৃত ধর্ম্মার্থে দানের নাম সাদেকেৎ। মহম্মদের মতে প্রথম প্রকার দানে মানবের মনে কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মে এবং দ্বিতীয় প্রকার দানে দাতাকে স্বর্গরাজ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। খালিফ ওমার বলিয়াছেন "দাতব্যতায় মানবগণ স্বর্গরাজ্যের প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়।" আলি পুত্র হাসেন দাতব্যতায় স্বর্গ প্রবেশের অধিকার পাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। আর এক স্থলে উক্ত আছে মনুষ্য যত প্রকার ধর্ম্ম কার্য্য করে, তাহাতে ঈশ্বরের গৃহের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়, দয়াধর্ম্ম ব্যতীত গৃহের ভিতর প্রবেশের অধিকার হয় না।

মহম্মদের উপদেশ মতে পঞ্চ প্রকার দান অতিশয় আদরণীয়—(১) পশ্বাদি দান, (২) ধন, (৩) শস্য, (৪) ফল, (৫) কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে লাভ পাওয়া যায়, সেই লাভের টাকার কিয়দংশ। তিনি বলিতেন প্রতি বৎসর শত করা (লাভের উপর) আড়াই টাকা হিসাবে যদি ব্যবসায়ীরা দান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্বর্গ রাজ্যে পৌঁছিবার পক্ষে কোন প্রকার সন্দেহ আদৌ থাকিতে পারে না। ভারবাহী কিম্বা ক্ষেত্রে নিযুক্ত পশু কেহ দান করিতে পারেন না। কোন দ্রব্য কুড়াইয়া পাইলে, বা কোন দ্রব্য অন্যায়রূপে পাইলে, কিম্বা কোন প্রকার সন্দেহযুক্ত দ্রব্য, স্বত্বাধিকারবিহীন দ্রব্য, [illegible] [illegible] [illegible] বিক্রয়

লক্ষ টাকার এক পঞ্চমাংশ দান করা উচিত। অন্নদানের সময়ে আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু ও পরিচিতদিগের মধ্যে যব, গম, খর্জ্জুর, চাউল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা বিধেয়। এক স্থলে এক নরপতিকে মহম্মদ বলিয়াছিলেন "পর দুঃখ মোচনার্থ প্রকৃত দয়া, সহানুভূতি এবং ইচ্ছার সহিত দানকে দাতব্যতা বলা যায়; এবং ইন্দ্রিয় সংযম ও সুরাপান পরিত্যাগ করিয়া মনের মলিনতা পরিষ্কার করাই প্রকৃত দান শব্দের বাচ্য।"

নূতন সংবাদ।

১। বোম্বাইয়ের ডিক্কন কলেজে ছয়টী পারসী যুবতী যুবকদিগের সহিত একত্র পাঠ করিতেছেন। যুবতীদিগের আগমনে যুবকেরা অধিক শিষ্টাচারী হইয়াছেন; এবং প্রতিযোগিতাশঙ্কায় অধ্যয়নে অধিক উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। বোম্বাইয়ের গ্রাণ্ট মেডিকাল কলেজে দেশীয় ও ইউরোপীয় ১৭টী মহিলা যুবকদিগের সহিত একত্র অধ্যয়ন করিতেছেন।

২। কলিকাতা মেডিকাল কলেজে স্ত্রীলোকদিগের পাঠের সুবিধার জন্য আমাদিগের ছোট লাট সাহেব শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ও উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রচার করিয়াছেন :—

যে সকল স্ত্রীলোক কলিকাতা মেডিকাল কলেজের উপাধি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই এবং তাঁহারা যে উপাধি পরীক্ষা দিবেন, সেই পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট সমুদায় বিষয় তাঁহাদিগকে পড়িতে হইবে। তবে যাঁহারা উপাধিপ্রার্থিনী নহেন, অথচ চিকিৎসা ব্যবসায় চালাইবার জন্য মেডিকাল কলেজের প্রশংসাপত্র পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নিম্নলিখিত বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে কলেজে পড়িতে পাইবেন ও প্রশংসাপত্র পাইবেন :— বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা কিম্বা নিম্নলিখিত বিষয়ে পরীক্ষা; কোন চলিত ইংরেজি বহির ত্রিশ ছত্র শ্রুতিলিপি, ইহাতে দশটীর বেশী ভুল হইলে, পরীক্ষার্থিনী আর পরীক্ষা দিতে পারিবেন না। হস্তাক্ষর মন্দ হইলে নম্বর কাটা যাইবে। ব্যাকরণ ও রচনা। ইতিহাস। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্থূল স্থূল ঘটনা। ভূগোল— মোটামুটী সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞান এবং ভারতবর্ষের বিশেষ জ্ঞান। পাটীগণিতের প্রথম চারিটী সূত্র, সামান্য দশমিক ভগ্নাংশ এবং অনুপাত।

৩। ভূপালের বেগম স্বামীর উদ্ধারার্থ গবর্ণর-জেনারলের কৃপাপ্রার্থী হইয়া

কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ফল কি হইল, এখনও জানা যায় নাই।

৪। লর্ড ডফরিণ সস্ত্রীক কলিকাতা হইতে সিমলা যাত্রা করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কাউণ্টেস ডফরিণ ফণ্ডের প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট—মূল্য ১৲ টাকা। ভারতবর্ষীয় নারীগণের চিকিৎসা বিষয়ে সাহায্য দানার্থে যে জাতীয় সভা ও ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সবিশেষ বিবরণ ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে। গত জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত ১,৫৮,৩৪৪।৶১১ জমা হইয়া খরচ বাদে ১,৪৬,১৮৮।৬ স্থিত আছে। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই এই সভার শাখা সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভারতেশ্বরী হইতে আরম্ভ করিয়া দেশীয় বিদেশীয় বড় বড় লোক ইহার উৎসাহদাতা বা সভ্য হইয়াছেন। এরূপ সভার উদ্দেশ্য অবশ্যই সফল হইবে, আশা করা যায়।

২। স্বামি-স্ত্রী—শ্রীহরিমোহন বিশ্বাস প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের সম্বন্ধে পরস্পরের কর্ত্তব্য ও গার্হস্থ্য জীবনের অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে অনেক ভাল কথা আছে, তৎপাঠে পাঠক পাঠিকাগণের উপকারের সম্ভাবনা। প্রস্তাবগুলিতে লেখকের সারল্য ও সুবিবেচনারও অনেক পরিচয় পাইয়া আমরা সুখী হইলাম। [illegible] দুই একটী বিষয়ে (১) উপন্যাসবর্ণিত নায়ক নায়িকা চরিত্রকে আদর্শ করিয়া গ্রন্থকার স্বামিস্ত্রী চরিত্র গঠন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, কোন্ উপন্যাস? অধিকাংশ উপন্যাসের নায়ক নায়িকা আদৌ গৃহস্থঘরের আদর্শ স্থানীয় হইতে পারেন না, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। (২) গ্রন্থকার একাধিক স্থলে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে দেবপূজা ও ব্রতাদি নিয়ম পালনের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনভাবে পৌত্তলিকতা পরিহারে ও নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনায় অক্ষম কে বলিল? বিশ্বাস অনুসারে যিনি অকুতোভয়ে কার্য্য করেন, তিনিই স্বাধীন। প্রকৃত জ্ঞান পাইয়াও লোকভয়ে কি অনেকে দেশাচারের দাসত্ব করে না?

৩। ব্যাকরণ প্রবেশিকা—শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, মূল্য ৶০ আনা মাত্র। সহজ প্রণালীতে শিক্ষা দিবার জন্য এই ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্যমধ্যে নিবিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

৪। মধুমালতী, পরেশনাথ, ব্যাধি এবং Mind Cure on a Mater[ial] Basis কৃতজ্ঞতার সহিত এই কয়েকখানি পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইতেছে।

৩য় কল্প ২য় ভাগ বামাবোধিনী পত্রিকার

সংখ্যানুসারে সূচীপত্র।

২৪৪সং বৈশাখ ১২৯২মে ১৮৮৫।

২৪৫সং জ্যৈষ্ঠ—জুন।

২৪৬সং আষাঢ়—জুলাই।

২৪৭সং শ্রাবণ—আগষ্ট।

২৪৮সং ভাদ্র—সেপ্টেম্বর।

২৪৯সং আশ্বিন—অক্টোবর।

২৫০সং কার্ত্তিক—নবেম্বর।

২৫১সং অগ্রহায়ণ—ডিসেম্বর।

২৫২সং পৌষ—জানুয়ারী।

২৫৩সং মাঘ—ফেব্রুয়ারী।

২৫৪সং ফাল্গুন—মার্চ্চ।

৩য় কল্প ২য় ভাগ বামাবোধিনী পত্রিকার

বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১২৯২ সাল।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রী জাতির উন্নতি।

২। নারী চরিত।

৪ । ইতিহাস ও দেশ ভ্রমণ ।

৫ । দেশাচার ।

৬ । বিজ্ঞান ।

৭। উপন্যাস।

৮। পদ্য ও গার্হস্থ্য সঙ্গীত।

৯। বিবিধ।

১০। বামাগণের রচনা।

১১। সাময়িক প্রসঙ্গ।

১২। নূতন সংবাদ।

১৩। পুস্তকাদি সমালোচনা।